গো-জীবন

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসক—

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

পোষ্ট মহানাদ, জেলা হুগলী

ষষ্ঠ সংস্করণ

বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ সাল।

[মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক গোগ্রাস দান।

(১৬ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল)।

ব্রত উদযাপন

[৫ম সংস্করণের ভূমিকা]

সন ১২৯৪ সালে কতকগুলি গো-চিকিৎসকের অমানুষিক কার্য্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং অন্য কোন সুবিধাজনক উপায় আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত গো-চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের অনুসন্ধান করি, কিন্তু কেহই আমাকে পুস্তক দিতে পারেন নাই। তখন গো-চিকিৎসার একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হয়।

আমি ঐ সময়ে রাজসাহী জেলায় অবস্থান করি। ঐ জেলার কতিপয় বিখ্যাত গো-চিকিৎসকের নিকট হইতে অনেক প্রকার পীড়ার নাম, লক্ষণ, ঔষধ ও একটি মন্ত্র প্রাপ্ত হই। ১২৯৬ কি ৯৭ সালে তাহা ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে "গো-জীবন" নামে এক হাজার পুস্তক মুদ্রিত করি। কিন্তু তাহাতে যে সকল ঔষধ লেখা হইয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যেমন—বাঘের হিনা (বাঘের স্কন্ধ সন্ধির নিকটস্থ মাংস), কুমীরের ডিম, শকুনীর বিষ্ঠা ইত্যাদি। তাহা প্রচার করিতে আমার ইচ্ছা হইল না, এবং তখনই সমুদয় পুস্তক ছিঁড়িয়া জলে বিসর্জ্জন দিলাম।

তথাপি ক্ষান্ত না হইয়া গো-চিকিৎসকের সন্ধান পাইলেই তাহার গৃহে গমন করিয়া গরুর চিকিৎসা অবগত হইতে থাকি। একদিন হুগলী জেলার কোলসাঁড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ গো-চিকিৎসক নবকুমার ঘোষের বাটীতে অবস্থান-পূর্ব্বক তাহার বহু পরীক্ষিত গাছগাছড়া ঔষধ সকল লিখিয়া লই এবং তাহার নিকটে "গবাদির সংক্রামক রোগের চিকিৎসা" নামক বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত একখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হই। ইং ১৮৭০ সালে গভর্ণমেণ্ট ঐ পুস্তক

মুদ্রিত করিয়া এ দেশে বিতরণ করেন। উহাতে বসন্ত, এঁষে ঘা প্রভৃতি কয়েকটি সংক্রামক পীড়ার চিকিৎসা বর্ণিত ছিল। আমার ধারণা—ইহাই বাঙ্গলা ভাষায় গো-চিকিৎসার সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ।

এই সময় "হিন্দু রঞ্জিকা," "বামাবোধিনী পত্রিকা" প্রভৃতি কতিপয় সাময়িক পত্রে গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইতে থাকে এবং কয়েকখানি ইংরাজি গ্রন্থ আমার হস্তগত হয়। ঐ সকল পুস্তক ও পত্রিকা হইতে কিছু কিছু সঙ্কলনপূর্ব্বক এবং আমার সংগৃহীত ঔষধগুলি একত্র করিয়া ১৩০১ সালে "গো-জীবন ১ম খণ্ড" নামে পুনরায় একখানি পুস্তক মুদ্রিত করি। উহা সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হইতে থাকে। এই সময়ে জানিতে পারি যে, সুসঙ্গের মহারাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর "গো-পালন" নামে একখানি পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন এবং ঐ গ্রন্থের আর নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। যদিও ঐ পুস্তকখানি দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই, * তথাপি উহা যে গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত "গবাদির সংক্রামক রোগের চিকিৎসা" এবং "গো-জীবন" এর মধ্যবর্ত্তী গ্রন্থ অর্থাৎ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থ এবং "গো-জীবন" তৎপরবর্ত্তী বা তৃতীয় গ্রন্থ তাহাতে সংশয় নাই।

---

* জেলা ময়মনসিংহ, পোঃ বাঙ্গলা, গ্রাম শিমূলজানি হইতে "বঙ্গীয় অধ্যাপক জীবনী" সঙ্কলয়িতা এবং বিবিধ মাসিক পত্রের লেখক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিগত ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন মাসে আমাকে "গো পালন" পুস্তক দেখাইয়াছেন। তিনি প্রথমে যে পুস্তকখানি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা রেজেষ্টারী করিয়া পাঠান হয় নাই বলিয়া পথেই হারাইয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় একখানি কীটদষ্ট পুস্তক সংগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইয়া আমার বহুদিনের আশা পূর্ণ করিয়াছেন। ঐ মহোপকারী পুস্তকে প্রাচীন মতে গো-চিকিৎসার অনেক ঔষধ ও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে ভাতের মাড়, মসীনার মাড়, পুলটিস প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাপত্র বর্ণিত আছে। উহা "১২৮৯ বঙ্গাব্দ, ৫ম আশ্বিন" তারিখে লিখিত এবং ময়মনসিংহ—ভারত মিহির যন্ত্রে পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত ও ১৫১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

ক্রমে ক্রমে "গো-জীবন ৩য় খণ্ড" পর্য্যন্ত প্রকাশিত হওয়ার পর দেখিলাম—এইরূপে কেবল অশিক্ষিত লোকের নিকট হইতে কতকগুলি ঔষধ সংগ্রহ করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, সে জন্য আমি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সকল মতে চিকিৎসা-কার্য্য পরিচালনা করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই যে জীবকুলের জীবন রক্ষার একমাত্র সহজ উপায়, তাহা জানিতে পারি এবং তদনুসারে ১৩১৫ সালে "গো-জীবন ৪র্থ ভাগ বা হোমিওপ্যাথি মতে পশু চিকিৎসা" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করি। বাঙ্গলা ভাষায় হোমিও-প্যাথিক মতে গবাদির চিকিৎসা বিষয়ক কোন গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই।

গো-জীবন ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ প্রকাশিত হওয়ার পর চারিদিক হইতে ঐ পুস্তক তিনখানির নকল পুস্তক বাহির হইতে লাগিল। সচ্চিদানন্দ গীতারত্ন নামক এক ব্যক্তি গো-জীবনের কাপিরাইট খরিদ করিবেন বলিয়া আমার নিকট হইতে কৌশলে ঐ তিন খণ্ড গো-জীবন বিনামূল্যে সংগ্রহ করেন, কিছুদিন পরে দেখি—তিনি একখানি নকল পুস্তক বাহির করিয়াছেন। তৎপরে বসুমতীর বিখ্যাত কালি পণ্ডিত, বটতলার কবিরাজ এস্, বি, পাল এবং হাইকোর্টের উকিল প্রকাশচন্দ্র সরকার প্রভৃতি অনেকেই গো-জীবনের নকল পুস্তক বাহির করেন। আর একজন উকিল "গোধন" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তিনি গো-জীবন তিন খণ্ডের লিখিত সমুদয় ঔষধ অতি সুকৌশলে লিপিবদ্ধ করিলেও একেবারে হজম করিতে পারেন নাই, স্থানে স্থানে অবিকৃত রহিয়া গিয়াছে। আবার এই পুস্তকের একস্থানে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" চাপান হইয়াছে অর্থাৎ এক রোগের চিকিৎসা অন্য রোগে লিখিত হইয়াছে। তিনি ঐ পুস্তকে যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অবতারণা করিয়াছেন, ঐ অদ্ভুত চিকিৎসা পদ্ধতি কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অনুমোদন করিতে পারেন না, কারণ তাঁহার লিখিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলি

সেই সেই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ হইলেও যে শক্তি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। তাঁহার পুস্তকে এরূপ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ জল সহ খাওয়াইবার ব্যবস্থা আছে, যাহা জলের সহিত মিশ্রিত হইলেই সেই ঔষধের বিশেষত্ব তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। আবার এরূপ ঔষধ লিখিত হইয়াছে, যাহা একেবারে সৃষ্টি ছাড়া না হইলেও ভারতের কোনও হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে পাওয়া যায় না, কোনও চিকিৎসকের নিকটে সেই ঔষধ নাই, তাহা এ দেশে আমদানী হইতেই পারে না। অচিকিৎসক উকিল গ্রন্থকার একজন সুচতুর ইংরাজ লেখকের গ্রন্থ হইতে অনুকরণ করিতে গিয়া এইরূপে স্বয়ং প্রতারিত হইয়াছেন এবং সাধারণকেও প্রতারিত করিয়াছেন।*

আরও কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আমি যে কয়খানি পুস্তক দেখিয়াছি, সকলগুলিই গো-জীবনের নকল বলিয়া আর কোন পুস্তক দেখিতে আমার ইচ্ছা হয় নাই। যাহা হউক গোরক্ষা বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করিতে যাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দুঃখের বিষয়, অনুকরণকারিগণ পূর্ব্ব প্রকাশিত আমার "গো-জীবন" ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগের" নূতনত্ব একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, "সাত নকলে আসল খাস্তা" হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা গো-জীবনকে শ্রীহীন করিয়াছিলেন বলিয়াই রাহুগ্রস্ত শশধরের প্রতিপদে উদয়ের ন্যায় আবার গো-জীবন নবানুরাগে বর্দ্ধিত কলেবর ধারণ করিয়া সমুদিত হইল।

নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক সুদীর্ঘকালের পর আজ আমি গো-জীবন চারি খণ্ডকে একত্রে গ্রথিত করিয়া নূতন আকারে নূতন ভাবে সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রকাশিত করিলাম। আমি বাল্যকালে যে

* বিস্তারিত জানিতে হইলে ১৩৩৭ সালের ১লা ভাদ্রের "হানিম্যান" ১৮২ পৃষ্ঠা, এবং ঐ সালের আশ্বিনের "চিকিৎসা-প্রকাশ" পত্রিকার ৩৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"গোরক্ষা-ব্রত" গ্রহণ করিয়াছিলাম, এতদিন পরে সেই ব্রত উদযাপন হইল।

যিনি আমার অন্তরালে থাকিয়া আমাকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলেন, আজ আমি আনন্দের সহিত তাঁহাকে বলিতেছি—"হে দেব! আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে কিনা, এইবার তুমি অবলোকন কর।"

হুগলী—বন্দীপুর হইতে শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে কতিপয় শ্লোক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তেলাণ্ড চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভূদেব স্মৃতিরত্ন মহাশয় সংস্কৃত শ্লোক গুলির বঙ্গানুবাদ আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং দিনাজপুর বালুরঘাটের উকীল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নোয়াখালী ছাগলনাইয়া বাঁশপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত লালমোহন চৌধুরী, ফেণী মোকামের জমিদার শ্রীযুক্ত মথুরামোহন চৌধুরী, জেলা শ্রীহট্টের মৌলবী বাজার—ভুজবল হইতে শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র কর ও কাজলদাড়া—হিঙ্গাজিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ সরকার প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দেশের গরুর অবস্থাদি জ্ঞাপন করিয়া গো-জীবনের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন এবং আরও অনেকে গো-জীবন প্রকাশে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকটে চির কৃতজ্ঞ।

যাঁহাদের সহায়তায় আমি গো-জীবনের উপকরণ সংগ্রহে সফলতা লাভ করিয়াছি এবং যাঁহারা আমাকে "গো-জীবন" প্রকাশে উৎসাহিত করিয়াছেন ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

মহানাদ
১৮ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল। } শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বকার্য্য-কারণ-নিয়ন্তার ইচ্ছায় গো-জীবন ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার বহুস্থানে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত বিশেষতঃ পুস্তকের শেষভাগে নিত্য ব্যবহার্য্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ গুলির ভৈষজ্য-তত্ত্ব সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এবং উৎকৃষ্ট কাগজে ও সুচারুরূপে মুদ্রিত করিতে যত্ন ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করা হয় নাই। গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত হইলেও মূল্য বৃদ্ধি করা হইল না।

গো-জীবন ৫ম সংস্করণ ফুরাইয়া যাওয়ার পর এত শীঘ্র ৬ষ্ঠ সংস্করণ মুদ্রিত হইবে, সে আশা আমার কিছুমাত্র ছিল না। বাঙ্গলা ভাষায় হোমিওপ্যাথি মতে পশু-চিকিৎসার একমাত্র গ্রন্থ "গো-জীবন" লুপ্ত হইয়া যাইবে শুনিয়া হোমিওপ্যাথির একনিষ্ঠ সাধক "হ্যানিম্যান" পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ভড় মহাশয় আমাকে যে উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না, তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতীত আমি কখনই এরূপ সফলতা লাভ করিতে পারিতাম না। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন, তিনি সর্ব্বদা সুস্থদেহে থাকিয়া সুখ ও শান্তি উপভোগ পূর্ব্বক জগতের মঙ্গলজনক কার্য্যে রত থাকুন, ইহাই শ্রীভগবানের নিকটে আমার একান্ত প্রার্থনা।

মহানাদ,
৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬।
গোষ্টাষ্টমী।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গো-জীবন।

—•—।—※—।—•—
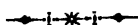
দেবীরূপিণী গোমাতা।

গুরুর্গঙ্গাচ মাতাচ পিতা সূর্য্যেন্দু বহ্নয়ঃ।
প্রত্যক্ষ দেবতা হ্যেতাঃ পতিস্ত্রীণাং তথাস্মৃতম্।
ব্রাহ্মণাশ্চ স্ত্রিয়োগাবোঽবিরক্তশ্চ তথাতিথিঃ॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ড।

গুরু, গঙ্গা, মাতা পিতা, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গাভী, পরিব্রাজক ও অতিথি এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পতি প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ।

জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়া ধেনুর্দেব্যা রূপা প্রকীর্ত্তিতা।

দেবীপুরাণ, সপ্তাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ।

জ্ঞানশক্তি (মাতৃকাদেবী) ক্রিয়া ও ধেনু এই কয়েকটী দেবীর (দুর্গার) মূর্ত্তিবিশেষ।

তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা স্বয়ম্।
মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মম॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাস, ৫ম বিলাসের ২২৪ শ্লোকের টীকা।

ভগবান ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—তীর্থ সকল, অশ্বত্থ বৃক্ষ সমূহ, গোগণ, বিপ্রগণ ও আমার ভক্তগণ এই পাঁচটীকে আমার সাক্ষাৎ দেহ বলিয়া জানিবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বলিয়াছিলেন,—

গাবোঽস্মদ্দৈবতং তাতঃ

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমোঽংশ।

পিতঃ! গাভীই আমাদের দেবতা।

ভবিষ্য পুরাণের ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

পৃষ্ঠে ব্রহ্মা গলেবিষ্ণু র্মুখেরুদ্রঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
মধ্যে দেবগণাঃ সর্ব্বে লোমকূপে মহর্ষয়ঃ॥
নাগাঃ পুচ্ছে খুরাগ্রেষু যে চাষ্টৌ কুলপর্ব্বতাঃ।
মূত্রে গঙ্গাদয়ো নদ্যোঃ নেত্রয়োঃ শশিভাস্করৌ।
এতে যস্যাস্তনৌ দেবাঃ সাধেনু বরদাস্তু মে॥

পৃষ্ঠে ব্রহ্মা, গলায় বিষ্ণু, মুখে রুদ্র, মধ্যে দেবগণ, লোমকূপে মহর্ষিগণ, পুচ্ছে নাগগণ, খুরাগ্রে অষ্ট কুলপর্ব্বত, মূত্রে গঙ্গাদি নদী, চক্ষুদ্বয়ে চন্দ্র সূর্য্য, এই সকল দেবতা যাহার দেহে বাস করেন, সেই ধেনু আমায় বরদায়িনী হউন।

দন্তেষু মরুতো দেবা জিহ্বায়াস্তু সরস্বতী।
খুরমধ্যেতু গন্ধর্ব্বাঃ খুরাগ্রেষু তু পন্নগাঃ॥
সর্ব্বসন্ধিষু সাধ্যাশ্চ চন্দ্রাদিত্যৌ তু লোচনে।
ককুদি সর্ব্বনক্ষত্রং লাঙ্গুলে ধর্ম্ম আশ্রিতঃ॥
অপানে সর্ব্বতীর্থানি প্রস্রাবে জাহ্নবী নদীঃ।
নানাদ্বীপ সমাকীর্ণাশ্চত্বারঃ সাগরাস্তথাঃ॥
ঋষয়ঃ রোমকূপেষু গোময়ে পদ্মধারিণী।
রোমেষু সন্তি বিদ্যাশ্চ ত্বক্ কেশেষ্বয়নদ্বয়ম্॥
মের্য্যাঃ ধৃতিশ্চ ক্ষান্তিশ্চ পুষ্টিবুদ্ধি স্তথৈবচ।

স্মৃতির্মেধা তথা লজ্জা বপুঃ কীর্ত্তি স্তথৈবচ॥
বিদ্যাশান্তি র্মতিশ্চৈব সন্ততিঃ পরমা তথা।
গচ্ছন্তী মনুগচ্ছন্তি এতা গাং বৈ ন সংশয়॥
যত্র গাবো জগৎ তত্র দেবদেব পুরোগমা।
যত্র গাবস্তত্র লক্ষ্মীঃ সাংখ্য ধর্ম্মশ্চ শাশ্বতঃ।
সর্ব্বরূপেষু তা গাবস্তিষ্ঠন্ত্যভিমতাঃ সদা॥
গাবঃ পবিত্রা মঙ্গল্যা দেবানামপি দেবতাঃ।
যস্তাঃ শুশ্রূষতে ভক্ত্যা স পাপেভ্যঃ প্রমুচ্যতে॥

বরাহ পুরাণ।

দন্তে মরুত্গণ, জিহ্বায় সরস্বতী, খুরের মধ্যস্থলে গন্ধর্ব্বগণ, খুরের অগ্রভাগে পন্নগ সকল, সকল সন্ধিস্থলে সাধ্যগণ, লোচন দ্বয়ে চন্দ্র এবং সূর্য্য, ককুদস্থলে সমস্ত নক্ষত্র, লাঙ্গুলে ধর্ম্ম, অপান স্থানে (গুহ্যে) তীর্থ সকল, প্রস্রাবে জাহ্নবী নদী এবং নানা দ্বীপযুক্ত চতুঃসাগর, রোমকূপ সকলে সমগ্র ঋষি, গোময়ে পদ্মধারিণী লক্ষ্মী, রোমেতে বিদ্যা সকল, ত্বক এবং কেশে অয়নদ্বয়, এবং ধৈর্য্য, ধৃতি, ক্ষান্তি, পুষ্টি, বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, লজ্জা, বপু, কীর্ত্তি, বিদ্যা, শান্তি, মতি, পরমা সন্ততি, ইঁহারা গমনকারিণী গোর অনুগমন করেন ইহাতে কোন সংশয় নাই। যেখানে গোসকল অবস্থান করেন, সেইখানে ত্রিজগতের এবং দেবতা সকলের অবস্থিতি হয় এবং লক্ষ্মী ও সাংখ্যাদি ধর্ম্ম সকল অবস্থান করেন। অতএব গোসকল পবিত্রকারিণী, মঙ্গলদায়িনী, দেবতাদিগের দেবতা স্বরূপিণী। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক সেই গোগণের সেবা করেন, নিশ্চয়ই সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

চন্দনধেনু প্রকরণে—ধেনুর অঙ্গ দেবতার পূজা যথা,—"শিরসি ব্রহ্মণে নমঃ। ললাটে বৃষধ্বজায় নমঃ। কর্ণয়োঃ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং নমঃ।

চক্ষুষোঃ শশিভাস্করাভ্যাং নমঃ। জিহ্বায়াং সরস্বত্যৈ নমঃ। দন্তে বসুভ্যঃ নমঃ। ওষ্ঠয়োঃ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ। গ্রীবায়াং নীলকণ্ঠায় নমঃ। হৃদি স্কন্দায় নমঃ। রোমকূপেষু ঋষিভ্যঃ নমঃ। দক্ষিণ পার্শ্বে কুবেরায় নমঃ। বাম পার্শ্বে বরুণায় নমঃ। রোমাগ্রে রশ্মিভ্য নমঃ। উরুষু ধর্ম্মায় নমঃ। জঙ্ঘাষু অধর্ম্মায় নমঃ। শ্রোণিতটে পিতৃভ্য নমঃ। খুর মধ্যে গন্ধর্ব্বেভ্যঃ নমঃ। খুরাগ্রে অপ্সরোভ্যঃ নমঃ। লাঙ্গুলে দ্বাদশাদিত্যেভ্যঃ নমঃ। গোময়ে মহালক্ষ্মৈ নমঃ। গোমূত্রে গঙ্গায়ৈ নমঃ। পয়োধরেষু চতুঃসাগরায় নমঃ।"

ঐখানেই প্রার্থনা আছে,—

"ইন্দ্রস্য চ ত্বমিন্দ্রাণী বিষ্ণোর্লক্ষ্মীশ্চ যা স্থিতা।
রুদ্রস্য গৌরী যা দেবী সা দেবী বরদাস্তু মে॥
যা লক্ষ্মীর্লোক পালানাং যা চ দেবেষ্বস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী তস্যাঃ পাপং ব্যপোহতু॥
দেহস্থা যাচ রুদ্রাণী শঙ্করস্য সদাপ্রিয়া।
ধেনুরূপেণ সা দেবী তস্যাঃ শান্তিং প্রযচ্ছতু॥
সর্ব্বদেবময়ী দোগ্ধ্রী সর্ব্বলোকময়ী তথা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী তস্যাঃ স্বর্গং প্রযচ্ছতু॥"

আপনি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী এবং বিষ্ণুর লক্ষ্মী ও রুদ্রের গৌরী, সেই দেবী আপনি আমার সম্বন্ধে বরদাত্রী হউন। যিনি লোকপালদিগের লক্ষ্মী এবং দেবগণে অবস্থিত (যে লক্ষ্মী) সেই দেবী ধেনুরূপে তাহার পাপদূর করুন। শঙ্করের সদাপ্রিয় দেহস্থিত যে রুদ্রাণী, ধেনুরূপে সেই দেবী তাহাকে শান্তি প্রদান করুন। যিনি সকল দেবতা ও সর্ব্বলোক স্বরূপা এবং দুগ্ধ দ্বারা জগৎ তৃপ্ত করেন, ধেনুরূপা সেই দেবী তাহার স্বর্গ বিধান করুন।

দান-সাগর শ্রাদ্ধে গো উৎসর্গ করিবার সময় পঠিত হয়,—

"যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেম্ববস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥
দেহস্থা যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥
বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মী র্যা লক্ষ্মী র্ধনদস্য চ।
যা লক্ষ্মীর্লোকপালানাং সা ধেনুর্ব্বরদাস্তু মে॥
চতুর্ম্মুখস্য যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা যা চ বিভাবসোঃ।
চন্দ্রার্কশক্রশক্তির্যা ধেনুরূপাস্তু সা শ্রিয়ে।
স্বধা ত্বং পিতৃমুখ্যানাং স্বাহা ক্রতুভুজাং যতঃ।
সর্ব্বপাপহরা ধেনুস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বদেবীময়ীং তথা।
সর্ব্বলোক-নিমিত্তায় সর্ব্বপাপক্ষয়ায় চ।
সর্ব্বধর্ম্মপ্রদাং নিত্যাং সর্ব্বলোকনমস্কৃতাং।
প্রযচ্ছামি মহাভাগামক্ষয়ায় শুভায় তাং॥

যিনি সর্ব্বভূতের লক্ষ্মীস্বরূপা, যিনি সকল দেবে অবস্থিতা, সেই দেবী ধেনুরূপে আমাকে শান্তি প্রদান করুন। শঙ্করের দেহস্থিতা অতীব প্রিয়া যে রুদ্রাণী, সেই দেবী ধেনুরূপে আমার শান্তি বিধান করুন। যে লক্ষ্মী বিষ্ণুর বক্ষে ও কুবেরের গৃহে এবং সমস্ত লোকপাল মধ্যে অবস্থান করেন, সেই দেবী ধেনুরূপে আমার সম্বন্ধে বরদায়িনী হউন। যিনি ব্রহ্মার শক্তি স্বরূপা ও বিভাবসুর স্বাহা এবং যিনি চন্দ্র সূর্য্য ও ইন্দ্রের শক্তি, তিনি ধেনুরূপে আমার মঙ্গলকারিণী হউন। হে ধেনু! যেহেতু আপনি স্বধারূপে পিতৃশ্রেষ্ঠদিগের এবং স্বাহারূপে দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন, সর্ব্বপাপহারিণী আপনি ধেনুরূপে আমাকে শান্তি প্রদান

করুন। যিনি সর্ব্বদেবদেবী স্বরূপা এবং সর্ব্বলোকের কারণ স্বরূপা, সর্ব্বধর্ম্মপ্রদায়িনী এবং সর্ব্বলোক নমস্কৃতা ও নিত্যস্বরূপা, সেই মহাভাগাকে অক্ষয় মঙ্গলের নিমিত্ত আমি উৎসর্গ করিতেছি।

দেবী ভাগবতে নবম স্কন্ধ একোন পঞ্চাশ অধ্যায়ের ২২—২৭ শ্লোকে লিখিত আছে,—বরাহকল্পে একদিন বিষ্ণুমায়া-বলে ত্রিলোকস্থিত দুগ্ধ হৃত হইয়াছিল। দেবগণ তাহাতে অতিশয় চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করতঃ চতুরাননের স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র সুরভীর স্তব করিয়াছিলেন,—

"হে মহাদেবি! সুরভী দেবি! আপনি দেবী স্বরূপিণী, আপনাকে নমস্কার। হে জগদম্বিকে! আপনি ধেনু সমূহের কারণ স্বরূপিণী। হে রাধিকা-প্রিয়সখি! আপনি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, আপনাকে নমস্কার করি। হে কৃষ্ণপ্রিয়ে! আপনি গোগণের জননী, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি কল্পবৃক্ষ স্বরূপিণী হইয়া যাচকের মনোরথ পূর্ণ করেন। হে সম্পদ্দায়িনি! হে ক্ষীরদায়িনি! আপনি লোকগণকে বুদ্ধিমান করেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে গোপ্রদায়িনি! আপনি প্রসন্ন হইয়া সকল শুভ দান করেন। হে যশোদায়িনি! আপনি ধন এবং ধর্ম্ম দান করেন, আপনাকে প্রণাম।" সুরভীদেবী স্তব শ্রবণে সন্তুষ্টা হইয়া দেবেন্দ্রকে বরদান করিলেন, ত্রিজগৎ দুগ্ধ দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। পুরন্দরের স্তবটি এই—

"পুরন্দর উবাচ—

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সুরভ্যৈ চ নমো নমঃ।
গবাং বীজস্বরূপায়ৈ নমস্তে জগদম্বিকে। ২৪।
নমো রাধাপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মাংশায়ৈ নমো নমঃ।
নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈচ গবাং মাত্রে নমো নমঃ। ২৫

কল্পবৃক্ষস্বরূপায়ৈ সর্ব্বেষাং সততং পরে।
ক্ষীরদায়ৈ ধনদায়ৈ বুদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ। ২৬।
শুভায়ৈচ সুভদ্রায়ৈ গোপ্রদায়ৈ নমো নমঃ।
যশোদায়ৈ কীর্ত্তিদায়ৈ ধর্ম্মদায়ৈ নমো নমঃ। ২৭।”

মহামতি চাণক্য বলিয়াছেন,—

আদৌ মাতা গুরোঃপত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা।
ধেনুর্ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতা॥

জননী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজরাণী, ধেনু, ধাত্রী, ও পৃথ্বী, এই সাতজন মা।

বৈদিক প্রধান, সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী, ঋষি-পূজ্য মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন,—

যস্যৈকাপি গৃহে নাস্তি ধেনুর্বৎসানুচারিণী।
মঙ্গলানি কুতস্তস্য কুতস্তস্য তমঃক্ষয়॥

অত্রি সংহিতা, ২১৬ শ্লোক।

অর্থাৎ যাহার গৃহে অন্ততঃ একটীও সবৎসা গাভী নাই, তাহার কিরূপে মঙ্গল হইবে এবং পাপ, দুঃখ ও অমঙ্গলের নাশ হইবে?

যন্ন বেদধ্বনিধ্বান্তং ন চ গোভিরলঙ্কৃতম্।
যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্‌গৃহম্॥

অত্রি সংহিতা, ৩০৬ শ্লোক।

যে গৃহ বেদের পবিত্র ধ্বনি দ্বারা মুখরিত, গাভী শোভিত কিংবা বালকযুক্ত নহে, সে গৃহ শ্মশান তুল্য।

গোর উপকারিতা।

একটি গাভী—একটী পতিপুত্রবিহীনা রমণীকে প্রতিপালন করে। এক জোড়া বৃষ—একটী গৃহস্থের ভরণপোষণ করিয়া থাকে।

গাভী—দুগ্ধ প্রদান করিয়া আমাদের জন্মের পরক্ষণ হইতে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। দুগ্ধ হইতে দধি, ঘোল, ক্ষীর, সর, নবনী, ঘৃত, ছানা এবং সন্দেশ, রসগোল্লা, পরমান্ন প্রভৃতি নানাপ্রকার সুখাদ্য সকল উৎপন্ন হয়। গাভীর দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যই এ জগতে অমৃত বা সুধা স্বরূপ।

বলদ—ভূমিকর্ষণ করিয়া সকল প্রকার শস্য উৎপাদন করে। ধান্য, কড়াই প্রভৃতি বহুবিধ শস্য মাড়াইয়া গাছ হইতে ফসল পৃথক করিয়া দেয়। স্কন্ধে শকট ও পৃষ্ঠে ভার গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রব্যাদি স্থানান্তরে নীত করিয়া বাণিজ্য পরিচালন করে। বিহার, অযোধ্যা, দিল্লী, পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে "মোট কল" টানিয়া জল উত্তোলন পূর্ব্বক শস্যক্ষেত্র সিঞ্চন করে। এতদ্ব্যতীত আকমাড়া কল, তেলের কল, ময়দার কল, চাউলের কল, শুরকীর কল প্রভৃতি নানাপ্রকার কল আকর্ষণ ও অনেক প্রকার গুরুভার বহন কার্য্যে নিয়োজিত হয়।

গোময়—সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। শুষ্ক গোময় ইন্ধনার্থে ব্যবহৃত হয় এবং সদ্যঃ গোময় হিন্দুর গৃহ প্রাঙ্গণ নিত্য পবিত্র করে। উঠান ও খামারের ধূলা নষ্ট করিতে গোময়ের ন্যায় অন্য কোন পদার্থ নাই।

গোমূত্র—তেজস্কর সার। ইহাদ্বারা রজকেরা বস্ত্র ধৌত এবং বৈদ্যেরা ধাতু জারণ করে। গোমূত্র পানে বহুবিধ পীড়ার শান্তি হয়। ভাব প্রকাশ নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে ভাবমিশ্র বলিয়াছেন,—

"শূল গুল্মোদরানাহকণ্ডক্ষি মুখরোগ কিলাস বাতামবস্তিরুকুষ্ঠ কাশশ্বাস শোথ কামলাপাণ্ডু তিসার মূত্ররোধ কৃমিশীত প্লীহ বর্চ্চোগ্রহ নাশিত্বম্।"

অর্থাৎ শূল গুল্ম, উদরাময়, কণ্ডুরোগ বা চুলকনা, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, কিলাস বা ছুলী, বাতরোগ, বস্তি ও মূত্রকোষের রোগ, কুষ্ঠ, ক্ষয়কাশ, শ্বাসকাশ, শোথ, কামলা, অতিসার, মূত্রকৃচ্ছ্র, কৃমি, কম্প, প্লীহা প্রভৃতি অনেক রোগেই গোমূত্র মহৌষধ।

পঞ্চগব্য—দধি, দুগ্ধ, গোমূত্র, গোময়, ঘৃত, এবং পঞ্চামৃতের তিনটি অমৃত—দুগ্ধ, ঘৃত ও দধি, হিন্দুর দৈব, পৈত্র এবং প্রায়শ্চিত্তাদি কার্য্যে একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ।

গোমূত্রং গোময়ং সর্পিঃ ক্ষীরং দধি চ রোচনা।
ষড়ঙ্গমেতৎ পরমং মঙ্গলং সর্ব্বদা গবাম্॥

বিষ্ণুসংহিতা, ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গোমূত্র, গোময়, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি এবং রোচনা গো সকলের এই ষড়ঙ্গ সর্ব্বদা পরম মঙ্গলজনক।

ভস্ম বা ছাই—শিবাঙ্গ ভূষণ। সন্ন্যাসীগণ সমাদরে অঙ্গে লেপন করেন, ইহাতে আগ্নেয় স্নানের (গঙ্গাস্নানের সদৃশ) ফল হয়। ছাই দ্বারা দন্ত ধাবনে দন্ত পরিষ্কার ও অম্লরোগের শান্তি হয়। শসা, বেগুন প্রভৃতি বহুপ্রকার বৃক্ষের কীট নাশ করে এবং কপি ও পৈয়াজ ক্ষেত্রে ও মান গাছের গোড়ায় ছাই দিলে, ঐ সকল সমধিক বর্দ্ধিত হয়।

গোর পদোত্থিত ধূলি—দেহে লাগিলে বায়ব্য স্নান জনিত পুণ্য লাভ হয়।

আগ্নেয়ং ভস্মনাস্নানং বায়ব্যাং রজসা গবাম্॥

সৌরপুরাণ, অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভস্ম দ্বারা যে স্নান তাহা আগ্নেয়, গো-খুরোত্থিত ধূলি দ্বারা যে স্নান তাহা বায়ব্য।

এ সকল ত গেল জীবিত অবস্থার কথা, মৃত গো দ্বারা কত উপকার হয়, তাহাও দেখা যাউক।

চর্ম্মে—জুতা, তরবারির খাপ, ব্যাগ, পোর্টমেণ্ট, নানাপ্রকার বাদ্য যন্ত্রাদি এবং ঘোড়ার সাজ, গাড়ীর সাজ, কলকারখানার রজ্জু প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য নির্ম্মিত হয়।

লোম হইতে—এক প্রকার বস্ত্র, গদি, জিন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

অস্থিতে—ছাতা, ছুরী, প্রভৃতির বাঁট ও বোতাম নির্ম্মিত হয়। হাড় চূর্ণ করিয়া উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়, চিনি, লবণ প্রভৃতি পরিষ্কৃত হয়। হাড় পোড়াইয়া তাহার ভস্ম দ্বারা রৌপ্য পরিষ্কার করা হয়। হাড়ের কলের আবর্জ্জনা ও চামড়ার কারখানার অনাবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চামড়ার টুকরাও সারের কাজ করে। মজ্জা হইতে দাহিকর এমোনিয়া ও গ্লিসারিণ প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত হয়।

শৃঙ্গ ও খুর—গলাইয়া শিরীস ও একপ্রকার রং প্রস্তুত হয়। শৃঙ্গে ছড়ী ও ছুরীর বাঁট এবং চিরুণী নির্ম্মিত হয়।

গোপুচ্ছে—চামর নির্ম্মিত হয়।

নাড়ীতে—বাদ্য যন্ত্রের তাঁত প্রস্তুত হয় এবং ষাঁড়ের নাড়িভুঁড়ি হইতে পেপ্‌সিন (Pepsine) নামক অজীর্ণ রোগের এলোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত হয়। পাশ্চাত্য দেশে দুগ্ধ জমাইবার জন্য গোবৎসের চতুর্থ পাকাশয়ের ঝিল্লি হইতে রেনেট্‌ (Rennet) নামক এক প্রকার দম্বল সংগ্রহ করা হয়।

গোরোচনা—ইহা গরুর মস্তকস্থিত পীতবর্ণ দ্রব্য বিশেষ। ইহা বৈদ্যেরা ঔষধরূপে ব্যবহার করেন এবং হিন্দুর শুভ কর্ম্মে প্রয়োজন হয়।

চর্ব্বিতে—বাতি, সাবান প্রস্তুত ও কলকব্জায় প্রয়োগ হয় এবং ঘৃতে ভেজাল দেওয়া হয়।

মাংস—বহু লোকের খাদ্য।

গোরক্তে—সার ও রং প্রস্তুত হয় এবং একপ্রকার মদ প্রস্তুত করিতেও নাকি গোরক্তের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

গোরু—জীবনে, মরণে, এমন কি মৃত্যুর পরও গোশরীরের ক্ষুদ্র টুক্‌রা পরমাণুটি পর্য্যন্ত মানবের হিত সাধন করে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে কথিত হইয়াছে,—

পুরা স্বয়ম্ভূর্ভগবান সৃজন্‌ লোকান্‌ স্বশক্তিতঃ।
প্রীত্যর্থং সর্ব্বভূতানাং গাবঃ সৃষ্টা দ্বিজোত্তমঃ॥

হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বকালে ভগবান স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা স্বীয় শক্তি প্রভাবে লোক সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বভূতের প্রীতির জন্য গো সৃষ্টি করেন।

নানাজাতীয় গরুর বৃত্তান্ত।

এই ভারতে এক সময়ে অভিলষিত-দায়িনী গবী কামধেনু এবং সুরভী, নন্দিনী প্রভৃতি দ্রোণক্ষীরা বা দ্রোণদুঘা গাভী (৩২ সের দুগ্ধদাত্রী) বর্ত্তমান ছিল। এখনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন, মথুরা কুরুক্ষেত্র, দিল্লি, রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানে শ্যামলী, ধবলী গাভী সকল সন্দর্শন করিলে প্রকৃতই নয়ন মন পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে রাজপথের পার্শ্বে যে সকল মনোরম শান্তপ্রকৃতি বৃহদাকার গাভী শয়ন অথবা বিচরণ করিয়া থাকে, তাহা গো-সেবা পরায়ণ মাড়োয়ারিগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল দেশ হইতে আনীত হইয়াছে। মায়ের চারিটী স্তনে অফুরন্ত দুধ, দেখিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

এক সময়ে আমি হরিদ্বার হইতে অন্যত্র যাইবার জন্য ষ্টেশনাভিমুখে যাইতেছি, হঠাৎ সম্মুখে দেখিলাম—দুইটি সুবৃহৎ বলদ দ্বারা চালিত দ্বিতল লৌহ নির্ম্মিত গোযান তীব্রবেগে ধাবিত হইতেছে। উহার নিম্নতলে সরকারী ডাকের পুলিন্দা সকল এবং উপরতলে কয়েকজন বন্দুকধারী প্রহরী ও চালক রহিয়াছে। গাড়ীর নিম্নতল এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে উহার অভ্যন্তরস্থ সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিতে পাওয়া যায় এবং দ্বিতলটি ঘোড়ার গাড়ীর ছাদের ন্যায় ও তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর রেলিং দ্বারা বেষ্টিত এবং গরু দুইটি হাতীর মত বৃহৎ। আমি গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলাম। তখন গাড়ীর গতি মন্দীভূত হইল এবং ছুটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম – এরূপ গরু এবং গাড়ী আমি কখন দেখি নাই! তাহারা ঈষৎ হাস্য করিয়া আমাকে ভালরূপে দেখিবার জন্য প্রায় ৫ মিনিট কাল আনন্দের সহিত গাড়ী থামাইয়া রাখিয়াছিল।

সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে কতকগুলি উৎকৃষ্ট জাতীয় গোর বিবরণ সন্নিবেশিত হইল। *

হরিয়ানা।

দিল্লি হইতে পশ্চিম কুরুক্ষেত্র পর্য্যন্ত দেশকে "হরিয়ানা দেশ" বলে। এই স্থানে অতি উৎকৃষ্ট গো মহিষ জন্মিয়া থাকে। এই দেশের গাভী "হরিয়ানা" "হান্‌সি" বা "হিসার" নামে খ্যাত। বঙ্গদেশে ইহাকে পাঞ্জাবী গাভীও বলে।

এখানকার মহিষের দুগ্ধের পরিমাণ দশ সের হইতে আধমণ পর্য্যন্ত হয়। কোন কোন মহিষী ইহা অপেক্ষাও অধিক দুগ্ধ দিয়া থাকে।

হরিয়ানা দেশে গরুর সমস্ত দিনে দশ সের হইতে ষোল সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ হয়, কিন্তু অন্য দেশে লইয়া গেলে ঐ পরিমাণ দুগ্ধ হয় না। তখন পাঁচ সের হইতে বার তের সের পর্যান্ত হইয়া থাকে। কারণ ভিন্ন দেশের জল বায়ু, খাদ্য ও চরাণি মাঠের অবস্থার দোষে বিশেষরূপ সেবা করিলেও দুগ্ধ ঐরূপ কম হইয়া যায়।

হরিয়ানা দেশের বৃষভ গভর্ণমেণ্টের তোপখানায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বড় বড় বলবান গরু গাড়ী টানিবার জন্য ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য যাহা দেশ দেশান্তরে দেখা যায়, তাহার অধিকাংশ হরিয়ানা দেশের।

হরিয়ানা বা হান্‌সি গাভী ৫৮ হইতে ৬৪ ইঞ্চি উচ্চ হয়। বলদ ইহা অপেক্ষাও উচ্চ হইয়া থাকে। ইহারা দেখিতে অতি সুশ্রী এবং সচরাচর সাদা রংএর হয়, অন্যান্য রংএর গাভী কম পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

* মেদিনীপুর চন্দ্রকোণার মহানুভব মহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত ভরত রামানুজ দাস এই বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

পুর্ব্বে হরিয়ানা দেশে একটী গাভী ৪০৲ হইতে ৮০৲ টাকা এবং বলদ ৬০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত, কিন্তু এক্ষণে মূল্য উহার দ্বিগুণের কম নহে।

ইহাদিগকে কাপাস বীচী, কুল গাছের পাতা, জনার ও বড়দানা এবং বাজরার ডাঁটা, ছোলা, বিরি, যব, প্রভৃতি দানা এবং মুগ, বিরি ও ছোলার পাতার এবং যব গমের ডাঁটার ভূষী এবং বর্ষাকালের সংগৃহীত শুষ্ক ঘাস, খইল, খড় প্রভৃতি দেওয়া হয়।

যমুনাপারি।

আগরা হইতে বৃন্দাবন, মথুরা, কোল হাতরাস, রামঘাট, হলদিয়াগঞ্জ প্রভৃতি দেশের গাভীকে যমুনাপারি গাভী বলে। শ্রীদাম স্নদামাদি গোপবালকের সঙ্গে মা যশোদার গোপাল মোহনবেণু বাজাইয়া যে ধেনুকুল চরাইতেন, ইহারা সেই শ্যামলী ধবলাদের বংশজাত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

যমুনাপারি গাভী সচরাচর পাঁচ সের হইতে দশ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে। বলদগুলিও খুব বলিষ্ঠ এবং পরিশ্রমী। ইহাদিগকেও হরিয়ানা গাভীর ন্যায় খাদ্য খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে।

নাগোরা।

মাড়োয়ার দেশের মধ্যে ২৫।৩০ ক্রোশ স্থান লইয়া "নাগোর" নামে একটী দেশ আছে। এই দেশই নাগোরা গাভীর জন্মস্থান। এখানকার চরাণি ভূমিতে চরিয়া ও বনের লতাপাতা খাইয়া ছাগলেও তিন চারি সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। নাগোরা বা নাগোরি গাভী দৈনিক দশ সের হইতে ষোল সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। এই দেশের মহিষীও সমধিক দুগ্ধবতী।

নাগোরা গরু অত্যন্ত লম্বা হয়। ইহারা হরিয়ানা গরুর মত মাংসল নহে। কিন্তু উচ্চতা হরিয়ানা গাভী অপেক্ষাও অধিক দেখা যায়। ৫।৬ মাস বয়সের বাছুর এত বড় হয় যে, তখন তাহারা হাঁটু গাড়িয়া দুধ খায়। এই গাভী হরিয়ানা গাভীর ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র বৎস প্রসব করে না বটে, কিন্তু হরিয়ানা অপেক্ষা অধিক দিন দুগ্ধ দিয়া থাকে।

নাগোরা বলদ ভাল ঘোড়ার ন্যায় দ্রুতগতিতে দৌড়িয়া যাইতে পারে, সেজন্য রাজা জমিদার প্রভৃতি বড় লোকে রথ (একার ন্যায় দুই চাকার গাড়ী) টানিবার জন্য উহাদিগকে নিয়োজিত করেন। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ধনী লোকের শকট বহনের জন্য ইহাদিগের অত্যন্ত সমাদর ছিল, কিন্তু এক্ষণে সেরূপ ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে। কারণ এখন আর পূর্ব্বের মত ভাল বলদ সহজে পাওয়া যায় না এবং প্রাচীন কালের রথের স্থানে এখন "মোটর কারের" প্রচলন হইয়াছে।

দশ বার সের দুগ্ধ দেয়, এরূপ একটী ভাল গাভীর মূল্য একশত টাকা এবং রথবাহী এক জোড়া উৎকৃষ্ট বৃষভের মূল্য হাজার টাকা।

গুরগেইরা।

মুলতান জেলায় গুরগেইরা গাভীর জন্মস্থান। এই গাভী দৈনিক আট দশ সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। ইহারা আকারে মধ্যম এবং মূল্য ঐ জেলায় ৩০৲ হইতে ৬০৲ টাকা।

গুজরাটী।

বোম্বাই প্রদেশে গুজরাট এবং সুরাটে "গুজরাটী" বা "সুরাটী" বা "কাটিবারি" নামে গরু আছে। ঐ গাভী দৈনিক ছয় সের হইতে আট সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। বলদগুলি আকারে বড় এবং বলবান। গুজরাটী বলদ হল বাহনে এবং ভারি বোঝাই টানিতে খুব মজবুত।

উৎকৃষ্ট গুজরাটী গাভীর আকারপ্রকার অনেকাংশে হরিয়ানার স্থায়। মূল্য ৬০৲ হইতে ২০০৲ টাকা।

নেলোর।

মান্দ্রাজ প্রদেশের নেলোর জেলায় এই উৎকৃষ্ট জাতীয় গরুর জন্মস্থান। নেলোর গাভী প্রচুর দুগ্ধের জন্য ও নেলোর বলদ অত্যন্ত ক্ষমতা, সাহস ও সহিষ্ণুতার জন্য বিখ্যাত। এই বৃহদাকার গরু ৬০ হইতে ৬৪ ইঞ্চি অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত কি তাহা অপেক্ষাও কিছু অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। ইহারা দেখিতে অতি সুশ্রী। সমস্ত দিনে একটী নেলোর গাভী দশ সের হইতে চৌদ্দ সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। একজোড়া বলদ ত্রিশ মণ বোঝাই গাড়ী অবলীলা ক্রমে টানিয়া লইয়া যায়। ইহারা হলবাহনাদি কার্য্যও সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে পারে। উৎকৃষ্ট গাভী ১০০৲ হইতে ৩০০৲ টাকা এবং এক জোড়া বলদ ১৫০৲ হইতে ৩৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। গোজাতির উন্নতি-কল্পে নেলোর ষাঁড়ের যোগে বৎস উৎপন্ন করিবার জন্য আমেরিকা, কেপকলোনি প্রভৃতি দেশ দেশান্তরে এই ষাঁড় লইয়া যাওয়া হয়। নেলোর ষাঁড় "ব্রাহ্মিণী বুল" (Brahmini bull) নামে খ্যাত।

নানাজাতি গরু।

এতদ্ব্যতীত মহীশূর, সিন্ধু, মণ্টগোমেরী প্রভৃতি অনেক প্রকার দুগ্ধবতী গাভী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বর্ত্তমান আছে। এখনও ভারতের উত্তর পশ্চিম, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে নেপাল, সিকিম প্রভৃতি নানা স্থানে আরও অনেক প্রকার ভাল ভাল গাভীর কথা শুনা যায়। আবার বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট জাতীয় ষাঁড়ের যোগে উৎপন্ন গরুরও স্থানে স্থানে পরিচয় পাওয়া

যায়। তন্মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের পর পাটনার কমিশনার টেলার সাহেবের চেষ্টায় দেশীয় গাভীর সহিত বিলাতি ষাঁড়ের যোগে যে এক প্রকার ককুদবিহীন গাভী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য। ইহারাও সমধিক দুগ্ধবতী বলিয়া বিখ্যাত। এই জাতীয় গাভী "টেলার গাভী" বা "পাটনাই গাভী" নামে কথিত হইতেছে। সিকিমের গাভীও বিলাতি গাভীর ন্যায় ককুদবিহীন। সুরাটের এক জাতীয় গরুর দুইটী করিয়া ককুদ আছে। আবার বোম্বাইয়ের গরুর মস্তকের মধ্যস্থানে "নিম্বুরি" নামক এক প্রকার অস্থিখণ্ড বর্দ্ধিত হয়। বিভিন্ন দেশের গরুর আকারপ্রকার বিভিন্ন রকম আছে। ফলকথা—যেখানে গরুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, যত্ন চেষ্টা আছে, সেখানে ভাল গরুর অভাব নাই। এখনও ভারতে ভক্তিমান গৃহস্থের গৃহে গোমাতা মূর্ত্তিমতী হইয়াই আছেন, মায়ের প্রকৃত ভক্ত সন্তান নিত্যই ক্ষীর, সর, মাখন খাইয়া থাকেন।

বন্য গো।

প্রাচীনকালে ভারতের রাজারা দেশের দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ গরু ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন ভাবে চরিয়া খাইবার জন্য অরণ্যে ছাড়িয়া দিতেন। ক্রমে এই সকল গরুর বংশের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তাহারাই বন্য-গো নামে খ্যাত হইয়াছে। মধ্য ভারতের জঙ্গলে এবং পাঞ্জাব ও হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে স্বচ্ছন্দবিহারী অরণ্যচারী বন্য-গোর পাল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। সময় সময় উহারা শস্যক্ষেত্রে আসিয়া ফসল খায় বলিয়া এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট সেই সকল গরু ধরিয়া নিলামে বিক্রয় করিতেছেন এবং তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যাদিতে নিযুক্ত করা হইতেছে।

বাঙ্গলার গরু।

মিঃ ইছা টুইড্ Isa Tweed প্রণীত "Cow-keeping in India" নামক গ্রন্থের ৩য় সংস্করণে লিখিত আছে—

"The ordinary Bengali cattle are very small and weak, measuring from 32 to 42 inches in height, and sell for from Rs. 6 to Rs. 12 each. The Bullocks can not do much in the cart or at the plough, and the cows give from a quarter of a seer to two seers of milk a day."

অর্থাৎ বাঙ্গলার সাধারণ গরুগুলি অত্যন্ত ছোট এবং দুর্ব্বল, উচ্চতার পরিমাণ ৩২ হইতে ৪২ ইঞ্চি এবং প্রত্যেকটী ৬৲ হইতে ১২৲ টাকায় বিক্রয় হয়। বলদগুলি গাড়ী বা লাঙ্গল টানিতে ভাল পারে না এবং গাভী সমস্ত দিনে এক পোয়া হইতে দুই সের দুধ দেয়।"

এ কথা ত সম্পূর্ণ সত্য নহে। পুস্তকখানির ১ম সংস্করণ ১৮৯০, ২য় সংস্করণ ১৮৯৯ এবং ৩য় সংস্করণ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালার গরুকে তিনি বরাবর ঐরূপ হীনাবস্থায় বর্ণন করিয়া আসিয়াছেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৪০।৪২ বৎসর পূর্ব্বে গরুর মূল্য এখনকার অপেক্ষা অনেক কম ছিল বটে, কিন্তু ৬৲ টাকায় একটী গাভী বা বলদ ঐ সময় বাঙ্গালার কুত্রাপি বিক্রয় হয় নাই এবং এখনকার অপেক্ষা ৪০।৪২ বৎসর পূর্ব্বে বরং গাভীর দুধ অনেক বেশীই হইত। আজিকার কালেও গোসেবায় সম্পূর্ণ উদাসীন কতিপয় জেলা ব্যতীত সমস্তদিনে একপোয়া কি আধ সের দুধ হয়, এরূপ নিকৃষ্ট গাভী বাঙ্গলার সকল জেলায় নাই। বামন গরু এবং শ্রীহট্ট জেলা ব্যতীত ৩২ ইঞ্চি উচ্চ প্রাপ্ত বয়স্ক গাভী বা বলদ বাঙ্গলার অন্য কোন জেলায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

মিঃ ইছা টুইড্ বোধ হয় বাঙ্গলার গরুর সম্বন্ধে স্বচক্ষে দেখিবার ভাল-রূপ সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। হয়ত কোনও নিরীহ বাঙ্গালীর কথিত মতে ঐরূপ লিখিয়াছেন। ঐ সংবাদদাতার মনে হইতে পারে যে, সাহেব বাঙ্গালার গরুর অনুসন্ধান লইতেছেন, তবে বোধ হয় বাঙ্গালার গরুর উন্নতি-কল্পে যাহা হয় একটা শুভ চেষ্টা হইবে; এই ভাবিয়া তিনি বাঙ্গালার গরুর অধিক মাত্রায় দুরবস্থার কথা জানাইয়া থাকিবেন। বাঙ্গালার গরুর সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকের ঐ বর্ণনাটী আমি যাঁহার নিকটে পাঠ করিয়া শুনাই-য়াছি, তিনিই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। প্রকৃতই তিনি সংবাদ দাতার কথার উপর নির্ভর করিয়া নিজেও যেমন প্রতারিত ও হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, বাঙ্গালার গরুকেও তেমনই জগতের সম্মুখে অতি হীন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সাহেবী অনুসন্ধান অনেক স্থলেই এইরূপ হইয়া থাকে।

ভিন্নদেশীয় লোকের পক্ষে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করাও অবশ্য সহজ-সাধ্য নহে। তথাপি মিঃ ইছা টুইডের ন্যায় অন্যান্য ইংরাজ গ্রন্থকারগণ যাঁহারা এদেশের গরুর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ধন্যবাদের পাত্র। আমাদের দেশে যে কোথায় গরুর কি রকম অবস্থা, তাহা আমরা কয় জন কতদূর সন্ধান রাখিয়া থাকি? ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার গরুর অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান রাখা ও তাহা প্রচার করা দেশের লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি আশা করি, এবিষয়ে গো-হিতকামী ব্যক্তিগণ চেষ্টা করিবেন। আমি বাঙ্গালার কয়েকটী জেলার কথা এখানে বলিব।

দিনাজপুর।

বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহের কতকাংশ এক্ষণে দিনাজপুর জেলা। এই জেলার গাভীর উচ্চতা ৩৮ হইতে ৪২ ইঞ্চি এবং বলদের উচ্চতা ৪৮ হইতে ৫০ ইঞ্চি। এদেশের গাভীর চেহারা প্রায়ই জীর্ণ শীর্ণ।

দিনাজপুর জেলায় দুগ্ধের ওজন ৯৬ তোলায় সের, কিন্তু বালুরঘাট অঞ্চলে ৬০ তোলায় ওজন প্রচলিত। সচরাচর গাভীর দুগ্ধ ৬০ তোলায় ওজনের তিন পোয়া হইতে তিন সের সাড়ে তিন সের পর্য্যন্ত হয়। যে গাভীর তিন সের সাড়ে তিন সের দুধ হয়, তাহাই এদেশের ভাল গাভী। এ দেশের গৃহস্থেরা প্রাতে ১০টা হইতে ১২টার মধ্যে দৈনিক একবার মাত্র দোহন করেন। কিন্তু এখানকার হিন্দুস্থানীরা প্রাতে ৬টা হইতে ৮টার মধ্যে একবার এবং বৈকালে ৫টা হইতে ৮টার মধ্যে একবার, মোট দুইবার দোহন করিয়া ভাল গাভী হইলে সাড়ে চারি সের পাঁচ সের এবং সাধারণ গাভী হইলে তিন চারি সের দুগ্ধ প্রাপ্ত হয়। তাহারা গাভীর খুব সেবা করে এবং তাহাদের গরুর চেহারাও বেশ ভাল।

এ প্রদেশের গাভীর মূল্য প্রতিসের দুগ্ধে ২০৲ টাকা। যেমন—/১ সের দুগ্ধবতী ২০৲ টাকা, /২ সের ৪০৲ টাকা, /৩ সের ৬০৲ টাকা ইত্যাদি। বলদের মূল্য নিম্ন সংখ্যা ৭০৲ টাকা হইতে উর্দ্ধ ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত।

দিনাজপুর জেলাবস্থিত ধামুর এবং ফার্সিপাড়া এই দুইস্থানে প্রতি হাটে গোহাটী লাগে। নীতপুরের হাটে বেশ ভাল গাভী ও বলদ ক্রয় বিক্রয় হয়। বালুরঘাটে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে প্রতি হাটেই (শনিবারে) গো-হাটী লাগে। বালুরঘাটের নিকটেই পতিরাম নামক স্থানে প্রতিবৎসর সমস্ত মাঘ মাস মেলা থাকে, এবং সেই মেলাতে বহু সংখ্যক দেশীয় ও পশ্চিমা গরু ক্রয় বিক্রয় হয়। এতদ্ব্যতীত এই জেলায় বিথিমুড়ি প্রভৃতি অনেকগুলি হাট এবং নেকমর্দ্দন, শিবগঞ্জ, বোচাগঞ্জ, হরিপুর, হরনারায়ণপুর, ধলদিঘি, ঘোরাঘাট, কাশিভাঙ্গা, ভাদুরিয়া, চিন্তামণি প্রভৃতি নানাস্থানের ১৫ দিন হইতে মাসাধিককাল স্থায়ী মেলায় অসংখ্য গরু বেচা কেনা হইয়া থাকে এবং দেশ দেশান্তরে নীত হয়।

এ দেশে সকলেরই গোশালা আছে, কিন্তু বালুরঘাট ও তন্নিকটবর্ত্তী

স্থানে প্রায় সকলেই এমন কি সঙ্গতিপন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোকেও রাত্রে গরু ছাড়িয়া দেন। মফঃস্বলের অতি অল্প লোকেই রাত্রে গরু ছাড়ে। দুগ্ধ ঘৃত আহারে আগ্রহ সকলেরই যথেষ্ট আছে, কিন্তু গোসেবা নিতান্তই কম। এখানকার লোকে গাভীকে উপযুক্তরূপ খাদ্য প্রদান না করিয়াও "হাঁড়ী ভর্ত্তি" দুগ্ধ পাইতে ইচ্ছা করেন।

বর্ষাকালে দুগ্ধের দর কাঁচি ওজনের ৴৭, ৴৮ সের এবং আশ্বিন মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ৴৪, ৴৫ সের দরে প্রতি টাকায় বিক্রয় হয়। কাঁচি ওজনের ৴১ সের ঘৃতের মূল্য ২।০, ২৷০ টাকা।

নোয়াখালী।

নোয়াখালী জেলায় দেশী গাভীর উচ্চতা ৩৪ হইতে ৪২ ইঞ্চি এবং বলদের উচ্চতা ৩৭ হইতে ৫২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। এই জেলায় কতকগুলি সঙ্কর গরু আছে, তাহাদের আকার দেশী গরু অপেক্ষা বড় এবং দুধের পরিমাণও বেশী। সাধারণতঃ দেশী গরুর একসের হইতে দেড় সেরের বেশী দুধ হয় না। এই সকল গাভীকে একবেলা দোহন করা হয় এবং ইহারা মাঠে চরিয়া ঘাস খায়। যে সকল দেশী গাভী জাব খায়, ঐ সকল গাভীকে দুই বেলা দোহন করা হইয়া থাকে এবং দৈনিক ৴২৷৷ সের হইতে ৴৩ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ প্রদান করে। এখানে দুগ্ধের ওজন ৮০ তোলায় সের এবং দুগ্ধের মূল্য প্রতি সের ৵০ আনা হইতে ।৵০ আনা। গাভীর মূল্য ২৫৲ হইতে ১০০৲ টাকা এবং বলদের মূল্য ২৫৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত। এ দেশে ভাল ষাঁড় নাই। এখানে অনেকেরই ভালরূপে গোপালন করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু অভাব বশতঃ যথোচিত যত্ন চেষ্টা করিতে পারেন না। মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ গাভী দ্বারা হল চালনা করে। নোয়াখালী জিলায় হাটে গরু বিক্রী হয়। হাটের নাম—ফুলগাজী হাট, সোণা মিঞার হাট, করেয়ার হাট, পাঁচগাছিয়া, লেমুয়া, বক্তার মুন্সির

হাট, বসুরহাট, মোহাম্মদ হোসেন চাপরাসীর হাট, কুতুলের হাট, জগদানন্দ, সান্তাসীতা, চন্দ্রগঞ্জ, দত্তের হাট, দেওয়ানজীর হাট, দালালবাজার, সোণাপুর বাজার, হায়দরগঞ্জ, ফরাসগঞ্জ প্রভৃতি। বাঁশপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত লালমোহন চৌধুরী মহাশয় গোজাতির উন্নতি ও গোরক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্ন চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহার নানাদেশীয় ও নানা আকারের গরু আছে। ফেনী মোকামের জমিদার শ্রীযুক্ত মথুরা মোহন চৌধুরী মহাশয়ও গোরক্ষার বিশেষ উৎসাহী। তাঁহার গোশালায় বিভিন্ন প্রদেশের নানা আকারের ও নানাবর্ণের গরু বর্ত্তমান আছে। তিনি সখ করিয়া একটী ক্ষুদ্র গাভীও রাখিয়াছেন। সেটী গত ১৩২৯ সালে একটি বৎস প্রসব করিয়াছে। ঐ গাভীটির উচ্চতা ৩২ ইঞ্চি। তিনি ইহার নাম রাখিয়াছেন "বামন গরু।" ইহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, নোয়াখালি জিলায় ৩২ ইঞ্চি উচ্চ গাভী নাই।

শ্রীহট্ট।

শ্রীহট্টে ৩২ ইঞ্চি উচ্চ ও একপোয়া আধসের দুগ্ধদাত্রী গাভী প্রকৃতই আছে। এই দেশে গাভীর উচ্চতা ৩২ হইতে ৪০ ইঞ্চি এবং বলদের উচ্চতা ৩৪ হইতে ৪৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। কিন্তু গাভী ৩২ ইঞ্চির কম ও ৩৮ ইঞ্চির অধিক উচ্চ এবং বলদ ৩৪ ইঞ্চির কম ও ৪২ ইঞ্চির অধিক উচ্চ প্রায় দৃষ্ট হয় না। গাভীর ৩৫।৩৬ ইঞ্চি এবং বলদের ৩৮।৩৯ ইঞ্চি উচ্চতাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

চা বাগানের পশ্চিমা কুলীদের গরুর আকার বড়। তাহাদের গাভী এদেশের বলদের সমান উচ্চ এবং বলদগুলি ৪৮ হইতে ৫০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত উচ্চ দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল গরু শ্রীহট্টের গরুর জাতি নহে, উহারা ভিন্ন দেশ হইতে আনীত অন্য জাতি।

শ্রীহট্টের প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে "উজান" ও "ভাটী" নামে দেশের দুইটী নামকরণ করা হইয়াছে। যেখানে বারমাস পদব্রজে যাতায়াত করা যায়, তাহাকে উজান জায়গা এবং যে স্থানে বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হয়, নৌকা ব্যতীত চলাচল করিবার উপায় থাকে না, তাহাকেই ভাটী জায়গা বলে। সুনামগঞ্জ মহকুমার সমস্ত অংশই ভাটী। দক্ষিণ শ্রীহট্ট (মৌলবী বাজার), করিমগঞ্জ, ও হবিগঞ্জ ও সদর বা উত্তর শ্রীহট্ট, এই চারিটি মহকুমার গরু প্রায়ই একরূপ। তবে উজান অপেক্ষা ভাটী অঞ্চলের গরু কিছু বড় এবং দুগ্ধও কিছু বেশী হয়। সুনামগঞ্জ মহকুমার মধ্যনগর নামক স্থান দুগ্ধ ঘৃতাদির জন্য প্রসিদ্ধ।

শ্রীহট্ট জেলার সর্ব্বত্র দুগ্ধের ওজন ৮০ তোলায় সের এবং প্রায় সকলেই প্রত্যহ একবার মাত্র দোহন করেন। অতি অল্পসংখ্যক লোকই দুইবার দোহন করিয়া থাকেন, তাঁহারা গরুর কিছু সেবা করেন। "বাথানে" দুইবার দোহন করা হয়। এ দেশের যে সকল গাভী একপোয়া হইতে আধসের দুগ্ধ প্রদান করে, উহার মূল্য ১৫৲ টাকা হইতে ২০৲টাকা। ভাল গাভী এক সের হইতে দেড় সেরের বেশী দুগ্ধ দেয় না, এই গাভীর মূল্য ৩০৲ হইতে ৪০৲ টাকা। বলদের মূল্য ২৫৲ হইতে ৪৫৲ টাকা। চা বাগানের কুলীদের গরুর আড়াই সের তিন সের দুগ্ধ হয়। ইহারা দুইবার দোহন করে। এই জাতীয় গাভী ও বলদের মূল্য ৬০৲ হইতে ৮০৲ টাকা।

দুগ্ধের মূল্য সচরাচর দুই আনা বা আড়াই আনা, কিন্তু স্থান ও সময় বিশেষে ।০ আনা হইতে ।৵০ আনা মূল্যেও প্রতি সের বিক্রয় হইয়া থাকে।

শ্রীহট্টের প্রায় সকল হাটেই গরু বিক্রয় হয়। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান স্থানের নাম যথা—মিরপুরের বাজার, সিন্দুর খালের বাজার, রাবণের বাজার, মুনসীর বাজার (পং ভানুগাছা), কাজলধাড়া বাজার, রবি

বাগিচার বাজার, মুনসীর বাজার (পং ইন্দেশ্বর), ফুলতলা বাজার (দক্ষিণ শ্রীহট্ট বা মৌলবী বাজার), কানাইর বাজার, কালীগঞ্জ বাজার (করিমগঞ্জ), বিশ্বনাথের বাজার (সদর বা উত্তর শ্রীহট্ট)।

যে সকল কারণে গরুর অবস্থা হীন হইবার কথা, শ্রীহট্টে সে সকল কারণই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। নিম্নে কয়েকটি প্রধান কারণ উল্লিখিত হইল।

১। এ দেশে প্রচুর খড় নাই। আটি খড় ত নাই-ই। শীষসহ ধান গাছের অগ্রভাগ একহাত দেড়হাত মাত্র কাটিয়া গরু দ্বারা মাড়াই করা হয়। ঐ পোয়াল খড় (খের) এবং মাঠে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, সেই নাড়া (নেরা) এবং ঘাসই গরুর খাদ্য। যাঁহার পোয়াল খড় বা খের নাই, তাঁহার গরু কেবল মাত্র ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করে। হেমন্ত কাল বা আশ্বিন মাস হইতে বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত বা বর্ষাকালের পূর্ব্বে উজান অঞ্চলে একেবারেই ঘাস থাকে না। ঐ সময় ভাটী অঞ্চলের রাখালগণ প্রত্যেকে ২০০।৩০০।৪০০ গরু চরাইবার জন্য লইয়া যায়। ভাটী অঞ্চলের চতুর্দ্দিকে ৭।৮ মাইল দীর্ঘ প্রস্থ প্রকাণ্ড মাঠ আছে। এই মাঠের নাম হাওর। যে সময় গরু চরে, তখন ইহাকে বাথান বলা হয়। এই বাথানে রাত্রিকালে গরুগুলি অনাবৃত স্থানে বাঁধা থাকে। বাথানে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে গৃহস্থের বাটীতে গরু ফেরত আসে। পার্ব্বত্য অঞ্চলের গৃহস্থগণও রাখাল ব্যতীত গরুকে বনে ছাড়িয়া দিতে পারেন না, কারণ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইয়া কাহারও ক্ষেত্রে শস্য নষ্ট করিতে পারে। কোন স্থানে তৃণ একেবারে দুস্প্রাপ্য হইলে কেহ কেহ কলাগাছ সরু সরু করিয়া কাটিয়া অল্প লবণ সহ খাইতে দেন। বর্ষাকালে কাঁটালের ভূতি (ভুষড়ী) এবং আমের খোসা (বাকল) মাত্র খাইতে দেওয়া হয়।

২। প্রায় সকল গৃহস্থেরই ছন্ দ্বারা ছাওয়া ও ইকড়ের বেড়া দেওয়া

গোয়ালঘর আছে। কিন্তু খাদ্য প্রদানের কোন পাত্র নাই। খইল, ভাত প্রভৃতি অন্য কোন খাদ্যই দেওয়া হয় না, সুতরাং পাত্রেরও আবশ্যক করে না।

৩। এ দেশে কাহারও ঘরে ষাঁড় নাই। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের খুব প্রচলন আছে, কিন্তু একটীও ষাঁড় থাকে না। ঐ সকল ষাঁড় ব্রাহ্মণেরা লয়েন এবং বিক্রয় করেন ; ক্রেতা বলদ করিয়া দেয়। গাভী গর্ভিণী হইবার সময় কেহ কেহ সুবিধা পাইলে চা বাগানের ষাঁড়ের নিকটে লইয়া যায়। নতুবা অধিকাংশ স্থলেই যে সকল অল্প বয়স্ক ষাঁড়ের মুষ্ক মোচন হয় নাই, সেই ষাঁড় অন্বেষণ করে।

৪। আর একটী ঘোর অনিষ্টকর ও লজ্জাজনক বিষয় এই যে, এখানকার ইতর ভদ্র অনেকেই গাভী দ্বারা হল চালনা করেন।

যে দেশে গরুর প্রতি এরূপ অযত্ন, অপালন ও অব্যবস্থা, সেখানে গরুর আকার প্রকার কিছুই ভাল হইতে পারে না।

এই শ্রীহট্ট এবং বাঙ্গালার আরও কয়েকটী জেলার লোকে গোপালনে সম্পূর্ণ উদাসীন হওয়াতেই জগতের সমক্ষে সমগ্র বাঙ্গলার গরুর দুর্নাম রটিয়াছে।

শ্রীহট্টের বাঙ্গালী অপেক্ষা চা বাগানের কুলীদের গরু যে কেন এত ভাল, তাহার কারণ এই যে কুলীরা পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভাল জাতীয় গরু আনিয়া প্রতিপালন করে। তাহারা খইল, ভাত, ফেণ, কলাই প্রভৃতি অন্যান্য খাদ্য খাইতে দেয়। মোটের উপর তাহারা ভালরূপেই গো-সেবা করিয়া থাকে এবং ঐ জাতীয় উৎকৃষ্ট ষাঁড় ৺মহাদেবের নামে উৎসর্গ করিয়া বাগানে ছাড়িয়া দেয়। ঐ সকল ষাঁড় ইচ্ছামত চরিয়া খাইতে পায়। চা-বাগানের ম্যানেজার ইহাদিগকে খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করিতে নিষেধ করেন এবং ঐ ষাঁড় দ্বারাই ঐ সকল গরুর জনন কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই জেলার চা বাগানের সংখ্যা বড় কম নহে এবং

এখানকার বাঙ্গালীর সংখ্যা অপেক্ষা কুলির সংখ্যা কম হইবে না। এই সকল কুলি ও চা বাগানের ম্যানেজারগণ প্রকৃতই বাঙ্গলার ধন্যবাদের পাত্র। যেহেতু ইহাদের গোপালনের আদর্শে ভবিষ্যতে শ্রীহট্টের গরুর অনেক উন্নতি হইতে পারে এবং বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের গৃহে ভাল গরু আছে বলিয়া শ্রীহট্টের সম্মান রক্ষিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর।

এই সকল জিলায় চারি পাঁচ সের দুগ্ধ দেয়, এরূপ দুগ্ধদাত্রী গাভী বিস্তর আছে। ময়মনসিংহ জিলায় সুসঙ্গের স্বর্গীয় মহারাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ ও মহারাজা কুমুদকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর নানাদেশীয় গাভী ও বৃষ প্রতিপালন করিয়া ঐ প্রদেশে গোজাতির বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এখানে "দেশাল" নামক এক প্রকার গাভী আছে, তাহারা আকারে বড় এবং সমধিক দুগ্ধবতী।

হুগলী।

হুগলী জেলায় গাভীর উচ্চতা সচরাচর ৪০ হইতে ৪৪ ইঞ্চি এবং বলদের উচ্চতা ৪৫ হইতে ৫২ ইঞ্চি। ৮০ তোলার ওজনের /২॥০ সের হইতে /৪, /৫ সের পর্য্যন্ত একটী গাভী সমস্ত দিনে দুগ্ধ প্রদান করে। এখানে গৃহস্থগণ প্রত্যহ দুইবার এবং গোয়ালারা তিনবার দুগ্ধ দোহন করে। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে একটানে /৫ সের দুধ হয়, এরূপ গাভী অনেক ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ দুগ্ধবতী গাভী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বের স্থায় উৎকৃষ্ট ষাঁড়ও আর দেশে নাই। দুগ্ধের মূল্য গৃহস্থের বাড়ীতে এখনও দুই আনা সের পাওয়া যায় কিন্তু গোয়ালার (জল মিশ্রিত) দুধের সের চারি আনার কম নহে। গব্য ঘৃত ৪৲ টাকা সের। এই জেলা হইতে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ও ছানা প্রত্যহ কলিকাতায় রপ্তানী

হয় বলিয়া দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর ও সন্দেশ প্রভৃতি দিন দিন অত্যন্ত মহার্ঘ হইতেছে। কয়েক বৎসর হইতে অন্যান্য জেলা বিশেষতঃ নদীয়া জেলা হইতে মুসলমান ক্রেতা আসিয়া এদেশ হইতে অসংখ্য গরু উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেজন্য গরুর মূল্যও অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ সকল ক্রেতা গরুগুলিকে কসাইখানায় প্রেরণ করে। দুগ্ধ প্রদানের তারতম্যানুসারে গাভীর মূল্য ৩০৲ হইতে ১০০৲ টাকা এবং বলদের মূল্য ৪০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা। এই জেলার বিশেষত্ব এই যে এখানে কোনও হাট বা মেলায় গরু বিক্রয় হয় না এবং হিন্দু মুসলমান কেহই গাভী দ্বারা হল চালনা করে না।

অপালনাদি নানা কারণে আজ ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গলার গরুর অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়াছে। আকারে, ক্ষমতায়, দুগ্ধের পরিমাণে অনেক অবনতি ঘটিয়াছে। তথাপি বাঙ্গলার গাভী উচ্চতায় ৪০ হইতে ৪৫ ইঞ্চি এবং বলদ ৪৫ হইতে ৫০ ইঞ্চি সচরাচর দৃষ্ট হয়। সাধারণ গাভী সমস্ত দিনে আড়াই সের হইতে চারি সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষাও অধিক দুগ্ধবতী গাভী ও বৃহদাকার বলদ দেখিতে পাওয়া যায়। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে গাভী ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকায় এবং বলদ ২৫৲ হইতে ৪০৲ টাকায় পাওয়া যাইত, এক্ষণে সেই প্রকার গাভীর মূল্য ৪০৲ হইতে ৮০৲ টাকা এবং বলদের মূল্য ৪০৲ হইতে ১২৫৲ টাকা। একটী এঁড়ে বাছুর দুধ ছাড়িলেই পূর্ব্বে ৩৲।৩॥০ টাকা ছিল, এক্ষণে ৮৲।১০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

দেশভেদে সকল জীবেরই আকার প্রকার বিভিন্ন রূপ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গলার গরু কোন কালেই হরিয়ানা কিম্বা নাগোরার মত বৃহদাকার বা প্রচুর দুগ্ধবতী ছিল না। সবল দুর্ব্বল, ছোট বড়, ভালমন্দ প্রভৃতি দোষ গুণ সকল জাতি প্রাণীতেই বিদ্যমান আছে। এখনও এমন গরু দেখা যায় না, যে হলকর্ষণাদি কার্য্যে একেবারে অপারগ হইয়াছে,

তাহার যেমন ক্ষমতা, সে তেমনই কার্য্য করে। যতই দুর্ব্বল হউক, বাঙ্গলার বিশাল শস্যক্ষেত্র বাঙ্গলার গরুতেই কর্ষণাদি করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছে। বরং এক্ষণে বাঙ্গলার গরুর সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হওয়ায় তাহাদিগকে অতিরিক্ত খাটিতে হইতেছে। এই বাঙ্গলার গাভীই বাঙ্গালীর আহারের সময় দুধ ঘী যোগায়। যে দেশের যাহা, সেই দেশের তাহাই উপযোগী ও উৎকৃষ্ট, ইহাই বিধির বিধান। তবে কালক্রমে গোসেবার নিয়মাদি প্রতিপালনে বাঙ্গলার লোকে ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় গোবংশের দিন দিন অতিমাত্রায় অবনতি ঘটিতেছে। দেশের লোকে মনোযোগী হইয়া যথারীতি সেবা শুশ্রূষা ও যত্ন চেষ্টা করিলে আবার পূর্ব্বের ন্যায় গোবংশের উন্নতি সাধন হইতে পারে।

বাঙ্গলার গরু খুব কষ্ট সহিষ্ণু, শীতোষ্ণ সহ্য করিয়াও পরিশ্রমে কাতর হয় না। খইল, খড়, ঘাস, ভাত, ফেণ, ভূষি, ইহা খাইতে পাইলেই তুষ্ট হয়। এদেশের গাভীর বাঁট ছোট ও দুধ কম হয় বলিয়া দুই আঙ্গুলের সাহায্যে সহজে দোহন করা যায় ও স্ত্রীলোকেও দুহিতে পারে। দোষের মধ্যে দুধ কম হয়।

হরিয়ানা প্রভৃতি গাভীগণ অত্যন্ত সুখী, তাহাদের খাদ্যাদিও প্রচুর এবং নানারূপ মূল্যবান খাদ্য দিয়া বিশেষরূপ সেবা করিতে হয়। তাহাদের পরিচর্য্যা ও দোহন করিবার জন্য বলবান লোকের দরকার। উহাদের বাঁট বড় ও দুগ্ধ বেশী হয় বলিয়া দুহিবার সময় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বাঁট টানিতে হয়। ঐরূপে সকলে দুহিতে পারে না, কারণ হাতে খাল (খল্লী) ধরে। আর ইহাদের মধ্যে অনেকের একটা বিশেষ দোষ আছে যে, দুহিতে বিলম্ব হইলে অনায়াসে নিজের বাঁটে মুখ দিয়া নিজেই দুগ্ধ পান করে। অনেক গাভী ঐরূপে অভ্যস্ত হইয়া যায়। আমি এইরূপে দুগ্ধ পান করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহাদের গুণ এই যে, ইহারা প্রচুর দুগ্ধ দান করে।

এই মনোরম বৃহদাকার গাভীর অতিরিক্ত দুগ্ধ পাইবার আশায় এবং সখ করিয়া এদেশের গোসেবা-পরায়ণ গব্য-প্রিয় ধনবান ব্যক্তিগণ হান্‌সি, নেলোর প্রভৃতি ভাল জাতীয় গাভী পুষিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে, যাঁহারা ঐ সকল গাভী পুষিয়াছেন, তাঁহারা সফলকাম হইতে পারেন নাই। সহরাঞ্চলে বরং সুবিধা হয়, কিন্তু পল্লীগ্রামের কাদা তাহাদের পক্ষে বড়ই অনুপযোগী। ঐ সকল গাভীকে প্রথমতঃ তাহাদের জন্মভূমি হইতে স্থানান্তরিত করিলে স্বভাবতঃই দুগ্ধ কমিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ এদেশের জল বায়ু তাহাদের ভাল সহ্য হয় না। অল্পদিনের মধ্যেই মরিয়া যায়। ঐ জাতীয় ষাঁড়ের অভাবে গর্ভিণী হওয়াও অসুবিধা-জনক হয়; সুতরাং ঐ সকল গাভী পুষিয়া লাভ হয় না। বাঙ্গলার সমধিক দুগ্ধবতী উৎকৃষ্ট গাভী অনুসন্ধান করিয়া তাহাই ক্রয় করা কর্ত্তব্য। তবে যাঁহাদের প্রচুর অর্থ আছে, দুই চার হাজার টাকা গেলেও যাঁহাদের ক্ষতি বোধ হয় না এবং ভাল গাভীর সঙ্গে ভাল ষাঁড় রাখিতে ও তাহাদের যথোচিত সেবা করিতে পারিবেন, তাঁহারা অবশ্যই হরিয়ানা, নেলোর প্রভৃতি ভাল গাভী ও ষাঁড় পুষিবেন। কারণ ক্রমে এদেশের জল বায়ু সহ্য হইয়া যাইতেও পারে এবং উহাদের যে সকল বৎস উৎপন্ন হইবে, তাহাদের পক্ষে এদেশের জল বায়ু ততটা অসহ্য হইবে না, সুতরাং ভবিষ্যতে সুফল পাইবার আশা করা যায়।

ঐ সকল গাভীকে বাঙ্গলায় আনিতে হইলে যে প্রদেশে তাহাদের জন্মস্থান, সেই প্রদেশ হইতে আনাই যুক্তিযুক্ত। আজকাল রেলপথে সকল দেশ হইতেই সহজে আনা যাইতে পারে। মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ হয়। শোনপুর, গয়া প্রভৃতি অনেক স্থানের পশুমেলায় নানাদেশীয় গরু কিনিতে পাওয়া যায়। নিকটে লইতে হইলে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার সময় শোনপুর নামক স্থানে যে হরিহরছত্রের মেলা হয়, তথায় ক্রয় করাই সুবিধাজনক। ই, আই, রেলের বাঁকিপুর ষ্টেশনের

দুই মাইল দূরে হাজিপুরের সন্নিকটে গণ্ডকী নদীর পরপারে শোনপুর অবস্থিত। শোনপুর বি, এন, ডবলিউ, রেলওয়ের একটী ষ্টেশন। কলিকাতায় চিৎপুরের হাটে ঐ সকল গরু পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সংখ্যায় অল্প এবং মূল্যও অত্যন্ত বেশী।

সেবার উৎকর্ষতায় বিলাতী গাভীর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ইহারা প্রচুর দুগ্ধ দান করে। ডারহাম্ সর্টহরণ, সাফোক্ প্রভৃতি গাভী উৎকৃষ্ট এবং আয়ার্ সায়ার্ ও জার্সি গাভী সমধিক দুগ্ধদাত্রী বলিয়া বিখ্যাত। ডেভন এবং জার্সি গাভীর দুগ্ধে অধিক মাত্রায় সর ও মাখন উৎপন্ন হয়।

কিন্তু বিলাতী গাভী ভারতের উপযোগী হইতে পারে না। উহারা শীতপ্রধান দেশের গরু। ভারতের গরম উহাদের আদৌ সহ্য হয় না। সেজন্য উহাদের বড় কষ্ট হয় এবং এখানে আসিলে দুধ অত্যন্ত কমিয়া যায়। এদেশের লোক তাহাদের যথোচিত যত্ন ও সেবা করিতে পারে না। ইহাদের খাদ্যও বড় সুলভ নহে। ভূষি, তিসি, গম, জই, ছোলা, ভূট্টা, গাজর কত কি, আবার হে, লুসার্ণ, টিমোথি প্রভৃতি ঘাস তাহাদের অতি প্রিয় ও অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য, সুতরাং বিলাত বা আমেরিকা হইতে ঐ সকল ঘাসের বীজ আনাইয়া এখানে ঘাসের আবাদ করিতে হইবে। ইহাদিগকে সরিষার খইল একেবারে দেওয়া নিষেধ। নানাপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও বিলাতী গাভী পুষিতে অনেকে ইচ্ছা করেন। যাঁহারা ইহাদের থাকিবার জন্য বৃহৎ ঘর ও তাহা যাহাতে সর্ব্বদা ঠাণ্ডা থাকে, সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, বিস্তৃত চারণক্ষেত্র এবং তাহাতে স্থানে স্থানে বৃক্ষ রোপণ করিয়া ছায়া করিয়া দিতে পারিবেন এবং ঐ চারণ ক্ষেত্রে পুষ্করিণী খনন করিয়া দিবেন ও প্রত্যেক গরুর জন্য একটি করিয়া পরিচারক নিযুক্ত রাখিতে পারিবেন, তাঁহারা বিলাতী গাভী পুষিয়া কতকটা সফলতা লাভ করিতে পারেন। নচেৎ সেবার ত্রুটি হইলে

তাহারা হঠাৎ পীড়িত হয় এবং অধিকাংশই একবৎসর কি দুই বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। বিলাতি ষাঁড় এদেশের অন্য কোন কাজে লাগেনা, কারণ তাহারা ককুদবিহীন, কাঁধে যোয়াল দিবার যো নাই।

তাই বলিতেছি—যে দেশের ভাল, সেই দেশেই থাক্; আমাদের দেশের যাহা, তাহাই আমাদের ভাল। আমাদের পিতা পিতামহ যে দুগ্ধ খাইয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের প্রিয়। অন্তরূপ খেয়ালের বশবর্ত্তী না হইয়া আমাদের দেশের গরুর যাহাতে উন্নতি হয়, দেশের গাভীর নিকটে যাহাতে অধিক দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করাই আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর।

ভারতে গোহত্যা ও গোরক্ষা।

হিন্দু রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে গো হত্যা অনুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে; কারণ হিন্দু রাজ্যে গোহত্যা হইত না। এখনও কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি কতিপয় হিন্দু নরপতির শাসনাধীন প্রদেশে গোহত্যা হইতে পায় না। হিন্দুর পক্ষে গোহত্যার ন্যায় মহা পাতক যে আর নাই, তাহা সকলেই জানেন। হিন্দুর সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক গোবধের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

*   *   পরাকং গোবধে স্মৃতম্।
কামতো গোবধে নৈব শুদ্ধির্দৃষ্টা মনীষীভিঃ॥

সৌর পুরাণ, দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

গোবধে পরাকাদি ব্রত নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক গোহত্যা করিলে মনীষীগণ তাহার শুদ্ধির উপায় দেখিতে পান না।

ভ্রূণহা পুরহর্ত্তা চ গোঘ্নশ্চ মুনিসত্তম।
যান্তি তে নরকং রোধং যশ্চোচ্ছাস নিরোধকঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয়াংশ, ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

মুনিশ্রেষ্ঠ। যাহারা ভ্রূণহত্যা করে, যে ব্যক্তিরা অন্যের ভদ্রাসন কাড়িয়া লয়, যে সকল লোক গো-হত্যা করে, তাহারা রোধ নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

অপালন বা অজ্ঞানতা জনিত গোবধ সংঘটিত হইলেও, তাহা গোপন করিলে অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করা না হইলে নিরয়গামী হইতে হয়। পরাশর সংহিতার নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

ইহ যো গোবধং কৃত্বা প্রচ্ছাদয়িতুমিচ্ছতি।
স যাতি নরকং ঘোরং কালসূত্র মসংশয়ম্॥

ইহ সংসারে যে ব্যক্তি গোহত্যা করিয়া তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিবে, সে নিশ্চয়ই কালসূত্র নামক ঘোর নরকে গমন করিবে।

হিন্দুশাস্ত্রে যে গোমেধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে, পৃষধ্র রাজার অবিবেকিতায় সেই পাপকর গোমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উহার বিষময় ফলের কথা আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে। ভগবান আত্রেয় অতীসার রোগের প্রাগুৎপত্তি সম্বন্ধে অগ্নিবেশ মুনিকে যাহা বলিয়াছিলেন, চরকসংহিতার দশম অধ্যায়ের সেই শ্লোকটী এখানে উদ্ধৃত হইল। *

"আদিকালে খলু যজ্ঞেষু পশবঃসমালভনীয়া বভুবুর্নারম্ভায় প্রক্রিয়ন্তেস্ম। ততো দক্ষযজ্ঞ প্রত্যবরকালং মনোঃ পুত্রাণাং নরিষ্যন্নাভাগেক্ষ্বাকু-কুবিড়চয্যোত্যাদীনাঞ্চ ক্রতুষু পশূনামেবাভ্যনুজ্ঞানাৎপশবঃ প্রোক্ষণমবাপুঃ। অতশ্চ প্রত্যবরকালং পৃষধ্রেণদীর্ঘসত্রেণ যজমানেন পশূনামলাভাদ্গবামালম্ভঃ প্রবর্ত্তিতঃ। তং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতা ভূতগণাঃ তেষাঞ্চোপযোগাদুপকৃতনাং গবাং। গৌরবাদৌষ্ণ্যাদসাত্ম্যত্বাদস্তোপযোগাচ্চোপহতাগ্নীনামুপহতমনসাং অতীসারঃ পূর্ব্বমুৎপন্নঃ পৃষধ্রযজ্ঞে।"

অর্থাৎ—"পূর্ব্বকালে নিয়ম ছিল যে, যজ্ঞের নিমিত্ত পশুসকল আনয়ন করা হইত, কিন্তু তদ্দারা বলিদানাদি কোন কর্ম্ম করা হইত না। অনন্তর দক্ষযজ্ঞের পর নরিষ্যন, অভাগ, ইক্ষাকু এবং কুবিড়চর্য্য প্রভৃতি মনুর পুত্রদিগের যজ্ঞ সময়ে পশুদিগেরই অনুমতিক্রমে যজ্ঞস্থলে পশুদিগকে প্রোক্ষণ করা হইয়াছিল। ইহার পর পৃষধ্র নামক রাজা দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অন্যান্য পশুর অভাবে যজ্ঞে গোসমূহের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। সেই ব্যবহার দেখিয়া সমস্ত প্রাণী গো সমূহের উপযোগিতা স্মরণ পূর্ব্বক যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছিল, অনন্তর

* ডাঃ ৺চন্দ্রশেখর কালী প্রণীত "চিকিৎসা বিধান ৩য় খণ্ড" দ্রষ্টব্য।

ঐ সমুদয় উপহত গোসমুদয়ের মাংস ভক্ষণ করিয়া ঐ মাংসের গুরুতা, উষ্ণতা এবং অসাত্ম্যতা হেতু ও অযথোচিতরূপে ভোজন করায় তাহাদিগের অগ্নি ও মন উপহত হইল; এজন্য তাহাদিগের সর্ব্বপ্রথমে পৃষধ্র যজ্ঞে অতীসার রোগ উৎপন্ন হয়।”

পূর্ব্বে অতীসার রোগ ছিল না। পৃষধ্র রাজার যজ্ঞ হইতেই এই অহিতকর পীড়া জগতে স্থান পাইয়াছে। তিনি অতি পুরাকালের বিধি লঙ্ঘন করিয়াছেন। এই যজ্ঞ যে অহিতকর সুতরাং পাপকর, তাহা চরকের এই বচনেই সপ্রমাণিত হইয়াছে। পরে এই পাপকার্য্য পরিত্যক্ত হইলেও মানবকুলের ক্লেশদায়ক এই ব্যাধি চিরকালের জন্য রহিয়া গিয়াছে, সুতরাং পৃষধ্র রাজাই যে এই অপরাধের জন্য দায়ী হইয়াছেন এবং তাঁহার এই যজ্ঞ যে অতি অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে ?

১৩৩২ সালের ১৮ই বৈশাখের “হিতবাদী” পাঠে গোমাংসের কুফল সম্বন্ধে জানা যায়,—

“তমলুক হ্যামিল্টন্ স্কুলের ফার্শি শিক্ষক মহম্মদ আলিউর রহমান গোমাংস আহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—ইউনানি শাস্ত্র মতে গোমাংস ভক্ষণের এই দোষ:—(১) মস্তিষ্ক বিকৃতি, (২) (২) গোদ রোগ, (৩) রক্তদোষ, (৪) হাঁপানি, (৫) প্রমেহ, (৬) চর্ম্মরোগ, (৭) স্মৃতিশক্তির হ্রাস। ফকার ধর্ম্মের শাস্ত্রবিধি মতে গোমাংস খাইবার পর হইতে সাত দিন যাবৎ খোদার নিকট উপাসনা মঞ্জুর হয় না। কিমিয়ন আবৎ হাদিস—‘লাহামূল বকরে দাউন লবন্ উহা শেফাউন শাহামুহা দাওরাউন’ অর্থাৎ গোমাংস ভক্ষণে নানাপ্রকার রোগ জন্মাইতে পারে; তাহার দুগ্ধ সুপথ্য, উহার চর্ব্বি ঔষধ মধ্যে গণ্য। হজরত মহম্মদ লিখিয়াছেন, আরও অন্যান্য মহম্মদীয় ধর্ম্মপুস্তকে স্পষ্টরূপে ইহা বর্ণিত আছে।”

মুসলমানগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশে বা ধর্ম্মার্থে গো কোরবাণী করেন। কিন্তু গোকোরবাণী যে করিতেই হইবে, নচেৎ ধর্ম্মহানি হয়, তাহার প্রমাণ নাই। বকরঈদ উপলক্ষে গো-বলির জন্য সময় সময় যে সকল দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া থাকে, তদুপলক্ষে কতিপয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের সারমর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। উহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, গো কোরবাণী না করিলেও মুসলমানের অভীষ্ট পুণ্য লাভ হইতে পারে।

১৩০১ সালের বৈশাখের "ভারতী" পত্রে সিদ্ধমোহন মিত্র মহাশয় "মুসলমানের গো-বলি" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে "গোহত্যার কথা ইসলাম ধর্ম্মে নাই বলিলেই চলে।" কোরাণের সুরাতুল বকর (গো-সর্গ) কোরাণের সকল সর্গাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে ২৮৬টী শ্লোক (আয়াৎ) আছে, কিন্তু গো-হত্যার কথা একবার আছে। মুসা ইহুদীদিগকে বলিলেন—"ঈশ্বরের আদেশ, তোমরা একটা গরু কাট। ইত্যাদি।" এখানে একটী গল্পের উল্লেখ আছে। দুই সহোদর মিলিয়া খুড়তুত ভাইকে মারিয়া মুসাকে বলে 'হত্যাকারী কে, তাহা আমরা জানি না, তাহাকে দণ্ড দেওয়া উচিত।' মুসা বলিলেন—"তোমরা একটা গরু কাটিয়া তাহার মাংস দ্বারা মৃত ব্যক্তির শরীরে মার, তাহা হইলে সে উঠিয়া বলিয়া দিবে কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে।" মৃতব্যক্তি সজীব হওয়া অসম্ভব ভাবিয়া মুসার আজ্ঞামতে তাহারা একটী গরু মারিয়া একখণ্ড গোমাংস দ্বারা মৃত ব্যক্তির শরীরে মারিলে মৃতব্যক্তি উঠিয়া বসিল এবং হত্যাকারীর নাম করিয়া দিল। ইহা মুসার একটী অলৌকিক ব্যাপার। কোনও বিশেষ কার্য্য সম্পাদন জন্য এই আজ্ঞা হইয়াছিল। এখানে কেবল গোহত্যার কথা আছে, গো-বলিদানের নাম গন্ধ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোরাণে সুরাতুল বকর অর্থাৎ গোসর্গে গরু বলিদানের কথা আদৌ নাই।

"সুরাতুল হজ্জ" অর্থাৎ তীর্থসর্গে আছে,—"ওয়াল্ বুদ্না যাল নাহা * * * লাহুৎ তক্ওয়া মিন্কুম।" অর্থাৎ উষ্ট্র বলিদান তোমাদের ঈশ্বর ভক্তির চিহ্ন স্থির করিয়াছি, ইত্যাদি। এই 'বুদ্না' শব্দের অর্থ যে উষ্ট্র, গরু নহে, তাহা তিনি (সিদ্ধমোহন বাবু) দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ মৌলবী আবদুল কাজের সাহেবের ও সেল্ সাহেবের কোরাণের তরজমাতে 'বুদ্না' যে উষ্ট্র Camel তাহা দেখাইয়াছেন।"

গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জহিদাবাদের হুমায়ুনপুর মহল্লায় গো-কোরবাণী উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়। উক্ত হুমায়ুনপুর মহল্লার সেখ আবদুল করিমের বাড়ী এবং মিউনিসিপাল গোখানা ব্যতীত আর কোথায়ও গো-কোরবাণী নিষেধ করিয়া যুক্তপ্রদেশ গোরক্ষপুরের জেলা-ম্যাজিষ্টর ১৪৪ ধারানুসারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। উহা অমান্য করায় দুই ব্যক্তির প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। গোরক্ষপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্টর মৌলবী নাজির আহম্মদ আব্বাস সাহেব যে রায় দিয়াছেন, তাহার কতকাংশ এইরূপ,—"এই আদেশে ইসলাম ধর্ম্মে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, এ দাবী আর করা চলিতে পারে না। কারণ সরিয়তে এরূপ কোন নির্দ্দেশ নাই যে, সক্ষম হইলেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীকে গো-কোরবাণী করিতেই হইবে। গরু, মহিষ, উষ্ট্র বা ছাগল প্রভৃতির মধ্যে যাহা ইচ্ছা কোরবাণী করা চলে। আসামী পক্ষের সাক্ষী মৌলবী এক্রামল হকের কথায়ই প্রকাশ যে, কোনও পশু হত্যা করিয়া অথবা উক্ত পশুর মূল্যের অর্থ গরীব এবং দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ দ্বারা কোরবাণী সাধিত হইতে পারে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, গো-কোরবাণী মুসলমানের পক্ষে অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য নহে। তারপর জেলা ম্যাজিষ্টর যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা জহিদাবাদে গো-কোরবাণী করিতে কখনও নিষেধ করা হয় নাই, উহা দ্বারা কেবলমাত্র গো-কোরবাণীর স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া

হইয়াছিল। কেহ গো-কোরবাণী করিতে ইচ্ছা করিলে জহিদাবাদের মিউনিসিপাল গোখানায় উহা করিতে হইবে, এই নির্দ্দেশ উক্ত আদেশে দেওয়া হইয়াছিল। কেহ গো-কোরবাণী করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাহা স্বগৃহেই করিতে হইবে, সরিয়তে এরূপ কোনও নির্দ্দেশ আছে বলিয়া আমি জানিনা।" (২০শে আগষ্ট, ১৯৩৮ এর "বঙ্গবাসী" দ্রষ্টব্য)।

১৩১৭ সালের ২রা পৌষ তারিখের "বসুমতী" পাঠে আরও জানা যায়,—

"নেপালে গোহত্যা আইন সঙ্গত অপরাধ। কাশ্মীর রাজ্যে গোহত্যা আইনানুসারে নিষিদ্ধ। স্বর্গীয় মহারাজ গোপাল সিংহের রাজ্যকালে কাশ্মীরে গোহত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। এখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। কাশ্মীরে গোমাংসের ব্যবহার আইনানুসারে নিষিদ্ধ। কাশ্মীর প্রবাসী ইংরেজ সমাজ লোণা গোমাংস ব্যবহার করিতেন, বর্ত্তমান মহারাজা তাহা জানিতেন না। একদিন এই সংবাদ মহারাজার কর্ণগোচর হইল, মহারাজ তৎক্ষণাৎ আপত্তি করিলেন; তারযোগে ভারত গবর্ণমেণ্টের গোচর করিলেন। ফলে কাশ্মীর রাজ্য হইতে 'সাত সমুদ্র তের নদী'র পারে নিহত গরুর লোণা মাংস কাশ্মীর রাজ্য হইতে তৎক্ষণাৎ নিষ্কাশিত হইল। কাশ্মীরের প্রায় অর্দ্ধেক প্রজা মুসলমান। নেপালেও মুসলমানের বাস আছে। দেশীয় হিন্দু রাজ্যের মুসলমান অধিবাসীরা যদি বকরঈদে গো-বলি না দিয়াও ধর্ম্মপালন করিতে পারেন, ছাগাদি পশু বলি দিয়া ধর্ম্মের ও পুণ্যের অধিকারী হয়েন, তাহা হইলে ইংরেজ রাজ্যের অধিবাসী মুসলমান ভ্রাতারা গো-বলি দিয়া হিন্দুর মর্ম্মবেদনার কারণ না হইলে হানি কি?

জগতের সমগ্র মুসলমানের খলিফা, শাহানশা তুরস্কের সুলতানের রাজ্যেও গো-বলির প্রথা নাই। তুরস্কবাসী মুসলমানের তাহাতে ধর্ম্মহানি হয় না।

ছাগ, মেষ, উষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা যখন কোরবাণী হইতে পারে, যদি অনুকল্পেও ধর্ম্মহানি না ঘটে, অভীষ্ট পুণ্যের সঞ্চয় হয়, তাহা হইলে এই জাতি বিরোধের কারণ গো-বলি পরিহার করিলে ক্ষতি কি?

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী কাবুলের আমীর (হবিবুল্লা খাঁ) ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। মোগল বাদশাহগণের লীলাভূমি, মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রাচীন দুর্গ, ইতিহাস বিশ্রুত দিল্লী নগরে তাঁহার বকরঈদ পর্ব্ব পালনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। দিল্লীর মুসলমান সমাজ পুরাতন মোসলেম গৌরবের সাক্ষী জুম্মা মসজিদে ভারতের রাজ অতিথি আফগানিস্থানের আমীরের বকরঈদ নমাজের আয়োজন করিয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন,—আপনার সম্মানের জন্য আমরা এবার বকরঈদে একশত গো-কোরবাণীর ব্যবস্থা করিয়াছি।"

উদার-চরিত দুরদর্শী সহৃদয় আমীর উত্তরে দিল্লীর মুসলমান সম্প্রদায়কে লিখিয়াছিলেন,—"না, বকরঈদ উপলক্ষে গরু কোরবাণী করিয়া আমার মিত্ররাজের হিন্দু প্রজাদিগের হৃদয়ে বেদনা দিবার আবশ্যক নাই। গো-বলি রহিত কর, নতুবা আমি তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না।"

আমীরের পত্রখানি ভারতের হিন্দু অধিবাসীদের মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল। আমীর লিখিয়াছিলেন,—"আমার কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ, আমি অনর্থক বাক্য ব্যয় করিতেছিনা, তোমরা ভাল করিয়া বিবেচনা কর। আমি বন্ধুভাবে ভারতবর্ষে আসিয়াছি, বন্ধুভাবে ভারত হইতে বিদায় লইতে ইচ্ছা করি। কাহার বন্ধু? আমি কি কোন জাতি বিশেষের বন্ধু? না, আমি সকল জাতির—সকল সম্প্রদায়ের মিত্র। তোমরা কি আমার শত্রুর সৃষ্টি করিতে চাও? যাহাদের সহিত আমি সদ্ভাব স্থাপন করিতে আসিয়াছি, তোমরা কি তাহাদের সহিত আমার বিবাদ বাধাইতে চাও? আল্লা রক্ষা করুন। তোমরা আমার সম্মানের

জন্য একশত গো-কোরবাণী করিতে চাও? না, তোমরা একটী গোও বলি দিতে পারিবে না। এই অনুষ্ঠান বা যে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে মিত্ররাজ এড্‌ওয়ার্ডের হিন্দু প্রজাদের মর্ম্মবেদনার সম্ভাবনা। আমার নামে দিল্লীনগরে বা অন্যত্র তোমরা সেরূপ কোনও অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। কি? দিল্লীতে পর্য্যাপ্ত ছাগের অভাব? দিল্লীর জুম্মা মসজিদে বলি দিবার জন্য উষ্ট্র কি এত দুর্ল্লভ? আমি তোমাদের সহিত মহনীয় ঈদপর্ব্ব পালন করিতে যাইতেছি, তোমরা মসজিদে ছাগ বলি দাও, রক্তের নদী বহিয়া যাক্, হিন্দুর তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যদি তোমরা একটী মাত্র গো সংহার কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের প্রতি বিরূপ ও চিরদিনের জন্য দিল্লী নগরের প্রতি বিমুখ হইব। আমার যদি আদেশ দিবার অধিকার থাকে, আমার আদেশ পালন কর। যদি মনে কর, আমার সে অধিকার নাই, আমার মিনতিতে কর্ণপাত কর। আমি নিরুদ্বেগে দিল্লী নগরে যাইতে চাহি, তোমরা সেখানে উপদ্রব অশান্তির সৃষ্টি করিও না। আমার অভিপ্রায় ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। বকরিদ পর্ব্বে মুসলমানের গো-বলিদানের অধিকার আছে। সে বিষয়ে আমি আপত্তি করিতেছি না। আল্লা জগদীশ্বর এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত। পবিত্র কোরাণ তোমাদের সকলের জন্যই উন্মুক্ত। আমি তোমাদিগকে কোনও নূতন বিধান দিতেছি না। আমি পুরাতন বিধির কোনও ব্যাখ্যাও করিতেছি না। তোমাদের বিবেক বুদ্ধির অনুসারেই তোমরা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। আমি কেবল এইমাত্র বলিতেছি,—আমি অতিথি; আমি বন্ধুর গৃহে বাস করিতেছি, আমার আতিথেয় বন্ধুর সম্মুখে আমাকে সমস্যায় ফেলিও না। আমার পথে উপদ্রবের সৃষ্টি করিও না।” এই বৎসর দিল্লিতে গো-কোরবাণী হয় নাই।

তৎপুত্র স্বাধীন আফগানিস্থানের প্রজারঞ্জক নরপতি মহামান্য আমীর আমানুল্লা খাঁ তাঁহার রাজ্যে গো-কোরবাণী বর্জ্জন করিবার জন্য

বহু উলেমার স্বাক্ষরযুক্ত এক ফরমান জারি করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ ঘোষণাবাণী ১৯২২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের সকল সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছে। তিনি আদেশ করিয়াছিলেন,—"আফগান রাজ্যের সর্ব্বত্রই গো-হত্যা নিষেধ করা হইতেছে এবং কেহই মরা গরুর মাংস পর্য্যন্ত খাইতে পারিবে না।"

হায়দ্রাবাদের নিজাম ওসমান আলি খাঁ বাহাদুর তাঁহার রাজ্যে গোবধ বন্ধ করেন, তজ্জন্য হায়দ্রাবাদের হিন্দুগণ দ্বারবঙ্গের মহারাজার সভাপতিত্বে এক সভা করিয়া নিজাম বাহাদুরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন এবং গয়াধামে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে (১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর) গোবধ রহিত করার জন্য আফগানিস্থানের আমীর ও হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

রাধানপুরের নবাব বাহাদুরের আদেশে তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ হওয়ায় তথায় গোবংশের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। সেখানে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ১০৫৬৬ টী গরু ছিল, ১৯১০ সালে ১৭১৩৭ সংখ্যায় পরিণত হয় এবং উত্তরোত্তর গরুর সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল।

মোগল সম্রাট আকবর আইন দ্বারা গোবধ রহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আবার গোবধ হইতে থাকে। শাহ্ আলমের রাজত্বকালে সিন্ধিয়ার মহারাজা মহাদাজির চেষ্টায় গোবধের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটে ও ভারত সিংহাসন ইংরাজের অধিকৃত হয় এবং পুনরায় গোহত্যা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। তখন মহারাষ্ট্র কুলগৌরব দৌলৎরাও সিন্ধিয়া ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইরাজ গভর্ণমেণ্টকে স্বীয় রাজ্যের কতকাংশ ছাড়িয়া দিয়াও ইংরাজ রাজ্যে গোহত্যা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তদবধি ইংরাজ শাসনাধীন ভারতে অবাধ গোবধ প্রচলিত হইয়াছে। গোবধ নিবারণের জন্য অনেকেই আবেদন

নিবেদন এমন কি বিলাতে গিয়াও আন্দোলন করিয়াছেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

১৩১৭ সালের ৫ই পৌষ দৈনিক হিতবাদী "ভাব ও অভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"গোবধ করিলে যে হিন্দুর কোন্‌খানে ও কেমন ভাবে আঘাত লাগে, তাহা ইউরোপীয় মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন না। জীববিশেষে কোন্ হিসাবে যে দেবত্ব আরোপ করা হয়, তাহার তত্ত্ব ইউরোপীয় বুদ্ধির অগম্য। এমন কি আমাদের দেশের অনেক ইংরাজী-নবিশই কেবল উপযোগিতার দিক দিয়াই গবীর দেবত্বের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন না যে, জনক জননী আচার্য্য ও গুরু নর-দেবতা কেন? তাঁহারা বুঝেন না, শিশুক্রোড়ে জায়া দেবী কিসে? তাঁহারা জানেন না দেবত্ব কিসে হয়, কিসে যায়—দেবত্ব পদার্থই বা কি? যখন দেশের লোকে দুইপাতা ইংরাজী পড়িয়া দেবত্ব বুঝিতে ভুলিয়াছে, তখন রাজার জাতি ইংরাজ যে, সে সকল কথা বুঝিতে পারেন না কেন, তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। অনেকে আবার দুইপাতা বেদের অনুবাদ পড়িয়া বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে আমরা গোমেধ যজ্ঞ করিতাম, গরু কাটিতাম, গোমাংস ভক্ষণ করিতাম, অতএব এখন করিব না কেন? তাঁহারা কিন্তু দেখেন না যে, কোন্ ভাবের আরোপ হেতু পরে গবী মাতা জননীতে পরিণত হইয়াছেন। বৃষ মহাদেবের বাহন, গবী কিন্তু কোন দেবতার বাহন নহেন। হংস, সিংহ, রাসভ, মূষিক প্রভৃতি দেববাহন পশু বধে কোন পাপ নাই। যত নিষেধ গোবধে কেন? গবী দেববাহিকাত নহেনই, তিনি স্বয়ং দেবী স্বরূপিণী। ইহা হইল কেন? বেদের পর কোন্ পর্য্যায়ে ভাবান্তর ঘটিয়া গরু দেবত্বে পরিণত হইয়াছে? বৃষ ও বলদ বা দামড়া গোজাতীয় হইলেও উহাদিগকে ভারবাহী জীবে পরিণত করিলে, হলকর্ষণাদি কার্য্যে ব্যবহার করিলে পাপ নাই, পরন্তু গবীকে এক দুগ্ধ দান ব্যতীত কোন কার্য্যেই নিয়োগ

করিতে নাই। দামড়া করিলে হিন্দুর জাতি যায় না, বৃষকে দাগিলে হিন্দুর জাতি যায় না; গবীর কেষাকর্ষণ করিলে, কোন প্রকার দৈহিক বাধা দিলেই গৃহস্থকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এই সকল ব্যাপার ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, গবীকে দেবতা বলিয়া পূজা করার একটু গূঢ় ভাব লুকান আছে। এই গূঢ় ভাবটুক্ রাজা বুঝিবার চেষ্টা করিলে, হিন্দুর আবদারের মূল্য অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। তখন আর কোন গোল হয় না। মোগল বাদসাহগণ বুঝিয়াছিলেন, আধুনিক সমস্ত মোসলেম নরপতিগণ বুঝেন বলিয়াই সেকালে ও একালে মুসলমান রাজ্যেও গোবধ লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিরোধ ঘটে না।”

বর্ত্তমান সময়ে গোচর্ম্মের অত্যধিক আবশ্যকতার অনুরোধে এবং গোমাংসভোজী নরনারীর গোমাংস ভোজনের স্পৃহা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায়, বিশেষতঃ ইংরাজ সৈন্যগণের গোমাংস লোলুপতার কারণে নিত্য গোবধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান সাম্রাজ্যে যদি গোমাংস না হইলে চলিতে পারে, তবে ইংরাজ রাজত্বে চলে না কেন? তথাকার মুসলমান ও ইংরেজগণ যেরূপ অন্যান্য পশুর মাংস ভোজন করেন, তদ্রূপ ভারতেও ছাগ, মেষ, মহিষ, হরিণ প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষীর মাংসে কি জঠর পরিতৃপ্ত হয় না? ভারতীয় গোরা সৈনিকগণের খাদ্যের জন্য প্রতি বৎসর এক লক্ষ চল্লিশ হাজার গো নিহত হয়! শূকর মাংসও ত ইংরেজগণের অতি প্রিয় খাদ্য, এদেশে শূকর যথেষ্ট পাওয়া যায়। তথাপি যদি গোমাংস খাইতেই হয়, তবে তাঁহাদের স্বদেশের হৃষ্ট পুষ্ট গরুর কোণা মাংস কিম্বা অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বরফ দেওয়া মাংস বা শুষ্ক মাংসও ত খাইতে পারেন, তাহার মূল্যও কম।

ভারতের ন্যায় কৃষি প্রধান দেশের লোকের পক্ষে গরু যে কিরূপ আদরের ধন, ঘৃত দুগ্ধাদি যে ভারতের লোকের কিরূপ প্রধান খাদ্য, গরু যে হিন্দুর কিরূপ পূজনীয় দেবতা, গো-হত্যায় যে হিন্দুর কিরূপ মর্ম্মে

আঘাত লাগে ও ধর্ম্মহানি হয়, তাহা মহিমময় ভারত সম্রাট আজিও অবগত হইতে পারেন নাই ? তিনি কিন্তু ইচ্ছা করিলে ভারতে গোবধ রহিত করিয়া চিরস্মরণীয় হইতে পারেন।

বেলুচিস্থানের বিখ্যাত হাসানন্দ বর্ম্মা (লিলুয়ার শ্রীকৃষ্ণ গোশালার স্থাপয়িতা) ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ১নং জ্যাক্‌সন্‌স্‌ লেন, কলিকাতা হইতে গোবধ নিবারণোদ্দেশে ভারত গভর্ণমেণ্ট সমীপে বহুলোকের স্বাক্ষর যুক্ত একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

শ্রীযুক্ত খুরসেদজী সোরাবজী জাসাওয়ালা জাতিতে পার্শি, নিবাস মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত জব্বলপুরের "মার্ব্বেল রক্‌" নামক স্থানে। তিনি ভারতে গোহত্যার ভীষণ অপকারিতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া বড় লাট লর্ড রিপণের আমল হইতে গোবংশ রক্ষার জন্য সুদীর্ঘকাল অক্লান্তভাবে নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন। এই মহাত্মা ভারতে গোবধ নিবারণের জন্য বহু লক্ষ লোকের স্বাক্ষর যুক্ত আবেদন পত্র গভর্ণমেণ্টের সমীপে প্রেরণ করেন এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গিয়া বিশেষ আন্দোলন ও তথাকার জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কিন্তু তাহাতেও আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় নাই। তথাপি তিনি অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে ভারতের গোহত্যা নিবারণকল্পে যথোচিত চেষ্টা করিবার জন্য ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ৩০।৪০ লক্ষ লোকের স্বাক্ষরযুক্ত দরখাস্ত সহ বিলাতে প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কয়েকদিন পরেই ঘটনাচক্রে প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ, এমনকি বিলাতে মন্ত্রীসভাও ওলটপালট হইয়া যায়; সুতরাং জাসাওয়ালার এই সাক্ষাৎকারেও কোন সুফল হয় নাই।

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মুখপত্র "মোহাম্মদী"তে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে "গোরক্ষার ফৎওয়া" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"সেদিন 'সার্ভেণ্ট' পত্রে গোরক্ষার একখানি লম্বা চওড়া ফৎওয়া বাহির হইয়াছে। তাহাতে কোন অজ্ঞাতনামা লেখক বিভিন্ন ইসলাম শাস্ত্রবিৎ আলেমের ফৎওয়া হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, গোহত্যা করা মুসলমানদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ধর্ম্ম কার্য্য নহে; উহা 'মোবা' মাত্র—ওয়াজেব নহে। সার্ভেণ্টের লেখক এই নিতান্ত সাধারণ সত্যটী প্রমাণ করিবার জন্য কোন যে কাগজখানির দুইটী কলাম ব্যয় করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। গোহত্যা করা যে মুসলমানদের শাস্ত্র বিধান অনুসারে ওয়াজেব নহে, ইহা নূতন করিয়া আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। আমরা সকলেই তাহা বিশেষভাবে অবগত আছি। কিন্তু যে কারণে মুসলমানেরা গরু কোরবাণী করে এবং যে অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে গো কোরবাণী 'ফরজ' (অবশ্য কর্ত্তব্য) হইয়া দাঁড়ায়, তাহার খবর শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় রাখেন কি? আমরা কতবার মোহাম্মদীতে তাহা বলিয়াছি; কিন্তু যাঁহারা জাগিয়াও ঘুমাইতে চাহেন, তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গের কোন উপায় নাই। গো-কোরবাণী করা মুসলমানদের পক্ষে ওয়াজেব না হইলেও **কোরবাণী করা ওয়াজেব।** এবং যেহেতু দারিদ্র্যবশতঃ মুসলমানেরা গরুর স্থলে অন্য পশু কোরবাণী করিতে অক্ষম, সুতরাং গো কোরবাণীও এক হিসাবে তাহাদের পক্ষে ওয়াজেব। অমুসলমানেরা জানেন না যে, একটী গরু সাত জনের পক্ষ হইতে কোরবাণী করা শাস্ত্রের বিধান। সুতরাং **গো কোরবাণী পরিত্যাগ করিলে মুসলমান-দিগকে একটী গরুর পরিবর্ত্তে সাতটী ছাগ কোরবাণী করিতে হইবে। ইহা** দরিদ্র মুসলমানদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ **অসম্ভব। এমত অবস্থায় মুসলমানেরা একটী আবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মবিধান পরিত্যাগ না করিয়া গো কোরবাণী পরিত্যাগ করিতে পারে না।**

সার্ভাণ্টের লেখক অনুগ্রহ করিয়া এ কথাটী স্মরণ রাখিলে বাধিত হইব। আর একটী গুরুতর কথা এই প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য রহিয়াছে। **যে সকল কার্য্য করিতে ইসলাম ধর্ম্ম বাধ্য না করিয়া কেবল অনুমতি দেয়, তাহাতে যদি অমুসলমান কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বাধা উপস্থিত করা হয়, তবে সে কার্য্য তখন মুসলমানদের পক্ষে 'ফরজ' (অবশ্য কর্ত্তব্য) হইয়া দাঁড়ায়। ইহা মুসলমান শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধান।** সুতরাং গোহত্যার ধর্ম্মগত এবং আইনগত অধিকারে অ-মুসলমানদের পক্ষ হইতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ হইলে সে অধিকার পরিচালনা করিতে মুসলমানেরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য হইবে। একথার উত্তরে 'সার্ভাণ্টের' ফৎওয়া লেখক কি বলিতে চাহেন? অবশ্য হিন্দুভ্রাতারা বলিতে পারেন যে, এরূপ অবস্থায় মুসলমানেরা স্বেচ্ছায় গোহত্যা বন্ধ করুক। কিন্তু প্রথমোক্ত কারণে কোরবাণীর সময় অন্ততঃ তাহারা গোহত্যা ছাড়িতে পারিবেনা। আমাদের মনে হয়, যাঁহারা গোরক্ষার একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহাদের মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট সমস্ত ব্যাপারখানা আগে বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করা উচিত। অন্যথা "সুপারী বনে ঢিল ছুড়িতে" থাকিলে তাহাতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রেষারেষি বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কিছুই হইবে না। কিন্তু তাহা কখনই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবেনা। সুতরাং হিন্দু ভ্রাতাদের একটু বুঝিয়া কথা বলাই উচিত।"

বর্ত্তমান সময়ে গো-হত্যার অনিষ্টকারিতার বিষয় অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং সভা সমিতি প্রভৃতিতে আলোচনা হইতেছে। বিশেষতঃ ১৯২২ খৃষ্টাব্দের গয়া কংগ্রেসের সঙ্গে "ভারত গোসেবা মণ্ডলের" যে অধিবেশন হয়, তাহাতে বাঙ্গলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, এলাহাবাদের

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং দিল্লীর হাকিম আজমল খাঁ প্রভৃতি নেতৃবর্গ ভারতে গোহত্যা বন্ধ করিতে মুসলমানগণকে যে অনুরোধ করেন এবং মুসলমানগণ গোরক্ষার অনুকূলে যেরূপ মত দিয়াছেন এবং কোন কোন স্থানের মিউনিসিপ্যালিটি গোহত্যা বন্ধ করিবার জন্য আইনের সাহায্যের কথা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতেই মুসলমান-পরিচালিত সংবাদ পত্রে ও সভায় এ বিষয়ে আন্দোলন হইতেছে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী চাঁদপুরে "নিখিল বঙ্গীয় উলেমা কনফারেন্সের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে বাঙ্গলার অনেক মওলানা ও মৌলবী এবং অনেক হিন্দু নেতাও উপস্থিত ছিলেন। গোহত্যা সমর্থন করিয়া এই সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর বিলের যে অংশে বলা হইয়াছে যে, মিউনিসিপ্যালিটীর সীমানার মধ্যে কোথাও গো-হত্যা করিতে পারা যাইবেনা, একজন মুসলমান সভ্য সেই অংশের ঘোর প্রতিবাদ করেন এবং তিনি আশা করেন যে, বিলের এই অংশ পরিত্যক্ত হইবে।

ব্যাপার দেখিয়া ১৯২৩। ৩রা মার্চ্চের "বসুমতী" বলিয়াছেন,— "আমরা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি যে, বলপূর্ব্বক কাহাকেও প্রচলিত আচার হইতে ভ্রষ্ট করিতে যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। এদেশের কোনও কোনও মিউনিসিপ্যালিটী আইনের সাহায্যে গো-হত্যা নিবারণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইহা কোনও ক্রমেই অনুমোদনীয় নহে। সম্প্রতি পত্রান্তরে মওলানা আবতুল্লা মিসরি লিখিয়াছেন,—"ইসলাম কোনও মুসলমানকে গো-কোরবাণী করিতে অথবা গোমাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য করে না, তবে ইহাতে ইসলামের অনুমতি আছে। মুসলমান এই কার্য্য ইচ্ছামত করিতেও পারে, নাও পারে। তবে কোনও অ-মুসলমানের ইহাতে কথা কহিবার অধিকার নাই।" সুতরাং আইনের দোহাই লইতে গেলেই ইসলাম ইহাতে বাধা প্রদান করিবে।

মহামান্য কাবুলের আমীরের পরলোকগত পিতা দিল্লীতে বলিয়াছিলেন, "যাহাতে ভারতের একটি হিন্দুরও মনে আঘাত লাগে এমন গোহত্যা আমি অনুমোদন করি না।" আমরা যদি সবিনয়ে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবর্গকে এই কৃষিপ্রধানদেশে গোবংশ নাশের অপকারিতা বুঝাইতে পারি, তাহা হইলে তাহারাও দেশের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় গো-হত্যা হ্রাস করিতে পারেন। এবিষয়ে আইনের জবরদস্তির চেষ্টায় হিতে বিপরীত হইবে।"

ঐ যে আইন হইবার কথা হইয়াছিল, উহাতে সকল প্রকার গো-হত্যা সমূলে বন্ধ করিবার কথা ছিলনা, কেবল "বৎসতরী গর্ভিণী ও দুগ্ধবতী গাভী এবং যাহার বৎস হইবার আশা আছে, সেই প্রকার গো-হত্যাই মিউনিসিপ্যালিটী বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে।" উহা গো হত্যা বন্ধ নহে, গো-হত্যা কমাইবার আইন। ঐ কয় প্রকার গরু ব্যতীত আরও অনেক প্রকার গরু বাকী থাকে, যাহাদের হত্যা করিবার সম্বন্ধে নিষেধের কোন কথা হয় নাই। কিন্তু এ আইনও হইল না ;

ঐ গো-হত্যা কমাইবার আইনের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত তিনটী আপত্তি হইয়াছিল,—

১। মুসলমানের ধর্ম্মে আঘাত।

২। মুসলমানকে জোর জবরদস্তি করিলে তাহারা শুনিবেনা, তাহাতে হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হইয়া দেশে অশান্তি উপস্থিত হইবে।

৩। গরীব লোকের ইহাতে কষ্ট হইবে, কারণ তাহারা সস্তায় গোমাংস খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

ঐ আপত্তিগুলি উত্থাপন করিবার লোক নিজাম ও আমীরের রাজ্যে কি কেহ ছিল না? ঐ সকল আপত্তির যদি কিছু মূল্য থাকিত, তবে নিজাম ও আমীরের রাজ্যের মুসলমান ধর্ম্ম-নেতাগণ কি তাহা

বুঝিতেন না? তাঁহাদের ধর্ম্মে যদি আঘাত না লাগে, তবে বাঙ্গালী মুসলমানদের ধর্ম্মে আঘাত কেন হইবে? তাঁহাদের দেশে অশান্তি না হয় কেন? বাংলার চেয়ে নিজামের দেশ আরও গরীব, সেখানে সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য, চাষের ফসল খুব কম হয়, তথাপি সেখানে গোমাংসের অভাবে লোকের কষ্ট হইয়াছে বলিয়া কি শুনা গিয়াছে? তবেই বুঝা যায় যে, এই আপত্তিগুলির ভিত্তি কত ক্ষীণ। দুঃখের বিষয় এই কথাগুলি আপত্তিকারিগণ তলাইয়া বুঝিতে পারিলেন না এবং প্রস্তাবকগণও উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন না। তাই আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র এই আইনের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"আমাদের অবস্থা এক্ষণে এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা প্রস্তাব করিয়াই ঘুমাইয়া পড়ি।"

কলিকাতার ট্যাংরা নামক স্থানে সুবিস্তৃত কসাইখানায় প্রতিবৎসর ন্যূনাধিক লক্ষ গোবধ হইয়া থাকে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কেবল মাত্র ঐ কসাইখানাতে ৯০৭৪৭টী গরুর প্রাণ সংহার করা হইয়াছিল। বোধ হয় সাধারণে মর্ম্মপীড়া অনুভব করিবেন বলিয়া সুপারিণ্টেনডেণ্ট মহাশয় তাহার পর বৎসর হইতে নিহত গরুর সংখ্যা প্রকাশ করেন না। ভারতের অন্যান্য স্থানেও ঐরূপ কসাইখানা আছে। আবার এক্ষণে ভারত হইতে প্রতি বৎসর অসংখ্য গরু অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি বিদেশে প্রেরিত হইয়া তথায় হত্যা করা হইতেছে। এই সকল কসাইখানায় কিরূপ নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করা হয়, তাহা শুনিলে সহৃদয় অহিন্দুরও হৃদয় কম্পিত হইয়া থাকে। গরুগুলিকে বধ্যভূমিতে নীত করিবার তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতে কিছুমাত্র আহার্য্য বা পানীয় দেওয়া হয় না। তাহার কারণ এই যে, ঐরূপ ভাবে অনাহারে রাখিয়া হত্যা করিলে তাহাদের চামড়া খুব মোটা ও ওজনে ভারী হয়, সুতরাং চর্ম্মের মূল্য অধিক হইয়া থাকে। "পশু-ক্লেশ নিবারিণী সভা" কি কেবল শকটবাহী বলদের স্কন্ধের ক্ষতই দেখিতে পান?

বঙ্গাব্দ ১৩১৮ সালের ২০শে ফাল্গুন * চুঁচুড়া নগরে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অধিবেশনে ডাক্তার চুনিলাল বসু রায় বাহাদুর দুগ্ধ ও তাহার পরীক্ষা এবং মুচীরা চামড়ার লোভে গরু মারিবার জন্য কিরূপে ঘাসের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখে এবং কুঁচিলা প্রভৃতি গাছড়া-বিষ গরুর অঙ্গে প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্য কিরূপে সূচের ন্যায় প্রস্তুত করে, তাহা দেখাইয়াছিলেন এবং দর্শকগণ অতি মনোযোগের সহিত তাহা সন্দর্শন করেন।

১৩২০ সালের ২৮শে ফাল্গুন "ব্রাহ্মণ সম্মিলনী"র ৩য় দিবসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং। শরীর রক্ষা করিতে গোরক্ষা যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাই হিন্দু, কিছু না কর, এই হিন্দুর দেহটা রক্ষার চেষ্টা করিও। দেহটা রাখিতে হইলে যে গোরক্ষা কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ আছে কি?"

বঙ্গাব্দ ১৩২৪ সালে একটা জমকাল রকমের সভা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ বৎসর উহার প্রথম অধিবেশন হয় এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় সার জন উড্রফ্ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ সভার নাম—"অল্ ইণ্ডিয়া কাউ কনফারেন্স বা নিখিল ভারতীয় গো মহাসভা।" এই মহাসভায় রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুর, কৌন্সিলের মেম্বর, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, মৌলানা প্রভৃতি গণ্যমান্য ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ সভ্য আছেন। সভাপতি সার জন উড্রফ্ সাহেব ভারত ত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাইবার সময় ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন (১০ই আষাঢ়, ১৩২৯) তারিখে ভারতের বিভিন্ন মিউনিসিপালিটী

* ২০শে ফাল্গুন আমি সাহিত্য পরিষদের সভারূপে সভায় উপস্থিত ছিলাম কিন্তু ১৩১৯ সালের "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়" ঐ বক্তৃতার কথা ২২শে ফাল্গুন লিখিত হইয়াছে।

সমূহের কমিশনারগণকে প্রত্যেক গ্রামে গোচারণের ভূমি রক্ষা করিবার জন্য পত্রদ্বারা অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর হাইকোর্টের জজ মাননীয় গ্রীভস্ সাহেব এই সভার সভাপতি হইয়াছেন। গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দের কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ যে, এই মহাসভাদ্বারা গোহত্যা নিবারণ, গোচারণ ভূমির ব্যবস্থা, সহরের আবশ্যকীয় দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধতা রক্ষা, ফুকা নিবারণ এবং আরও অনেক রকমে গোরক্ষার চেষ্টা হইতেছে। বর্দ্ধমানে এই সভার এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অনেক মুসলমানও ঐ সভায় আনন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভাদ্বারা এ পর্য্যন্ত আর কি হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই।

অল্ ইণ্ডিয়া গোরক্ষিণী সমিতির সভাপতি মাননীয় সার জন উড্রফ্ সাহেব মিউনিসিপালিটী সমূহে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিত ছিল, সমগ্র ভারতে এক্ষণে সাড়ে চৌদ্দ কোটী গরু আছে এবং প্রতি বৎসর ভারতে এক কোটী গোহত্যা হয়। সুতরাং গোবংশের আশু উন্নতি না হইলে কিছুতেই ভারতের মঙ্গল নাই। তাই গোহত্যা নিবারণের জন্য সকলকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে "গোহত্যা ও গোরক্ষা" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল। উহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকলেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কথা আছে। উহার সার মর্ম্ম এই যে, "গোহত্যা নিবারণের আইন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল আবেদন পত্র প্রেরণ করা হইতেছে, উহা যুক্তিপূর্ণ হইলেও উহাতে কিছুমাত্র সুফল প্রসব করিবে না। কারণ তাহা হইলে মুসলমানের ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে, খৃষ্টান প্রভৃতি গো-খাদক জাতি আপত্তি উত্থাপন করিবেন, সাধারণ লোকে অকর্ম্মণ্য গরুগুলিকে কসাইয়ের নিকটে বিক্রয় করিতে না পাইয়া অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং সেই ক্ষতি পূরণার্থে দুগ্ধ ঘৃতও মহার্ঘ হইবে, সুতরাং গোবধ নিবারণের আইনের আশা করিও না।

বরং গো-চারণ ক্ষেত্রের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিলে তাহাতে কতক ফল লাভ হইতে পারে। কারণ যদি গোসেবা বিহনে ভারতের গোকুল নির্ম্মূল হয়, তবে তাহাতে গভর্ণমেণ্টের বিশেষ ক্ষতি আছে। ইউরোপীয়ান সৈন্যগণের আহারের জন্য যে গোমাংসের প্রয়োজন হয়, সমগ্র গো-কুল নিধন হইলে তাহা পূর্ণ হইবে কোথা হইতে? সুতরাং গোচারণ ক্ষেত্র রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট আইন প্রচলনে পরাঙ্মুখ না হইতে পারেন। গোরক্ষিণী সভাকারীরা ফুকা দেওয়া প্রথা নিবারণার্থে যাহাতে বিশেষ যত্নবান হয়েন, সেজন্য উপদেশ আছে এবং কলিকাতা পুলিশ আদালতে একটী ফুকা দেওয়া মোকর্দ্দমার আমূল বৃত্তান্ত ও ১৮৬৯ সালের ১ম এক্টের ২ ধারামতে ঐ আসামীর ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হওয়ার কথা আছে। এতদ্ব্যতীত গোরক্ষিণী সভা সমিতিকারিগণ প্রত্যেক জনপূর্ণ বৃহন্নগরীর সন্নিকটে আদর্শ গো-পালনাগার স্থাপন করুন, দেশের সকলে ভালরূপে গরুর সেবা করুন, চিকিৎসা করুন, তাহা হইলেই বিলাতের ন্যায় এদেশেরও গো সকল হৃষ্ট পুষ্ট হইবে, গোবংশের উন্নতি হইবে, গোহত্যা হইলেও দেশে গরুর অভাব হইবে না। ইত্যাদি।" পুস্তকখানিতে লেখকের নাম নাই, সুতরাং উহা দৈববাণী কিনা, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট পশু হনন নিবারণ বিষয়ক নিম্নলিখিত আইন জারি করিয়াছেন। "(১) গর্ভবতী পশু (২) দুগ্ধবতী পশু (৩) সকল রকম গাভী ও (৪) নয় বৎসর বয়সের মধ্যে (ছাগল ভেড়া ছাড়া) সকল রকম পশুকে হত্যা করা নিষিদ্ধ।" ইহার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে উহার সদস্য অমূল্যধন আঢ্য মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, "ধর্ম্মকার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কারণে বঙ্গদেশে গর্ভবতী গাভী, দুগ্ধবতী গাভী ও গো-বৎসের হত্যা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।" কিন্তু গভর্ণমেণ্টের আদেশে প্রস্তাবের আলোচনা হইতে দেওয়া হয় নাই।

এইরূপ ভাবে অবাধ গোহত্যা ও গো রপ্তানি হইতে থাকিলে দিন দিন গোবংশের হ্রাসই হইতে থাকিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গোহত্যা বন্ধ না হইলে দুগ্ধ ঘৃতাদি কখনই সুলভ হইবে না এবং ভারতের জনসাধারণের স্বাস্থোন্নতিও হইতে পারিবে না, কৃষি কার্য্যাদিরও অসুবিধা ঘটিবে। এমন কি ভারতের কৃষি বাণিজ্য একেবারে অচল হইয়া যাইবে, ইহা সুনিশ্চিত। বিলাতের কৃষি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ রবার্ট ওয়েলেস নামক একজন সহৃদয় ইংরাজ বলিয়াছেন,—

"If by one fell swoop the Cattle of the British Isles were annihilated the want of the public could be supplied from other sources, and in a few with less years, inconvenience than most of us imagine; but it is not so in India. Cattle there supply nearly all the motor power of the farm. Conditions and circumstances are alike unsuitable for the employment either of horses or of the steam-engine. In short, nothing not even foreign Cattle, can be substituted for Indian Cattle to do the work for which they are now mainly bread and kept."

অর্থাৎ—"বিলাতের সমস্ত গরু যদি হঠাৎ একেবারে মারা পড়ে তাহা হইলে অন্য উপায়ে সে ক্ষতি এবং অসুবিধা পূরণ হইতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা স্বতন্ত্র। চাষ আবাদের প্রায় সমস্ত কার্য্য এদেশে কেবল গরুতেই করে। দেশের অবস্থানুসারে চাষ আবাদের পক্ষে এখানে কলের লাঙ্গল কিম্বা ঘোড়া এ দুইই সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এ সকল উপায়ে এদেশে চাষ আবাদ চলিতে পারে না। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, ভিন্নদেশ হইতে গরু আমদানী করিয়াই হউক অথবা আর কোন উপায়েই হউক,

ভারতে একবার গরুর অভাব হইলে, সে অভাব আর কিছুতেই পূরণ হইবে না।”

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সরকার হইতে যে আদম সুমারীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে জানা যায় যে, সমগ্র ভারতে ৯ কোটী মাত্র গরু আছে। উহার গোবরে ২২ কোটী ৩০ লক্ষ একর জমিতে সার দিতে হয় এবং ষণ্ডের সংখ্যানুপাতে ভারতের কোনও স্থানে ৯ বিঘা জমি চাষের জন্য একটী ষণ্ডও নাই। কাজেই জমির উর্ব্বরতা শক্তি কমিয়া যাইতেছে এবং জমি চাষের জন্য বলদকে অতিরিক্ত খাটিতে হইতেছে।

মানুষের ন্যায় গরু দশ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া একটি মাত্র বৎস প্রসব করে এবং জীবন কালের মধ্যে ৭।৮টী বৎস প্রসব করিলেও মানুষের যেমন এক্ষণে শিশু-মৃত্যু অধিক হইতেছে, সেইরূপ গোবৎসের মৃত্যু সংখ্যাও এক্ষণে অধিক হইতে দেখা যাইতেছে। যদি গোজাতির জন্ম হইতে মৃত্যুর হার অধিক হয়, তবে গোবংশের অস্তিত্ব লোপ পাইবে কিনা, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে নানারূপ সংক্রামক রোগে দেশের সর্ব্বত্র অসংখ্য গরু মারা যাইতেছে, তাহার উপর যদি নিয়ত গো সংহার হইতে থাকে, তবে আর গো-জাতির নিস্তার কোথায়?

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণে গোবংশ ধ্বংসের পথে ধাবিত হইতেছে,—

১। ভারতের বিভিন্ন স্থানের মিউনিসিপালিটির অধীন কসাইখানায় গো-হত্যা।

২। অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের ক্যাটল ট্রেডিং কোং কর্ত্তৃক প্রতি বৎসর এদেশের অসংখ্য গরু ক্রীত হইয়া হত্যার জন্য ঐ সকল দেশে নীত হইতেছে।

৩। মুসলমানের গো কোরবাণী।

৪। মুচী বা চামার কর্ত্তৃক বিষ প্রয়োগ।

৫। অপালন ও অচিকিৎসায় গোর অকাল মৃত্যু।

নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে গোগণ বধ্যভূমিতে নীত হয়,—

১। সহরাঞ্চলের যে সকল গোয়ালা ফুকা দিয়া দুগ্ধ দোহন করে, তাহারা গাভী ক্রয় করিয়া প্রথমেই বাছুরগুলিকে উচ্চমূল্যে কসাইকে বিক্রয় করে। পরে ফুকা দিয়া যতদিন দুগ্ধ পায়, ততদিন রাখিয়া দুগ্ধ ছাড়িলেই গাভীকেও কসাই হস্তে সমর্পণ করে, কারণ ঐ গাভী আর গর্ভিণী হয় না এবং পুনরায় গাভী ক্রয় করিয়া আবার ঐরূপে বৎস ও গাভী কসাইকে যোগায়। ইহাই তাহাদের ব্যবসা।

২। অধিক বয়সের গাভী বা অকর্ম্মন্য বলদ কিম্বা যে সকল গাভী শীঘ্র গর্ভিণী হয় না অথবা যাহাদের দুধ অল্প হয় এবং মৃতবৎসা গাভী অর্থাৎ যাহাদের বাছুর মরিয়া যায়, সেই সকল গরু পুষিয়া অনেক গৃহস্থ লোকসান বোধ করে। সেজন্য উহাদিগকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং তাহারা কসাই হস্তে পতিত হয়।

৩। মানুষ যখন অভাবের তাড়নায় পড়ে, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণে যখন নিতান্তই অক্ষম হয়, তখন নবপ্রসূতা ভাল গাভীটিও তাহাকে বিক্রয় করিতে হয় এবং যাহার নিকট বেশী টাকা মূল্য পাওয়া যায়, সেই লোককেই বিক্রয় করিতে সে আর দ্বিধা বোধ করে না, সুতরাং তাহা কসাই ক্রেতাই খরিদ করিয়া থাকে।

৪। কোন কোন বিবেকবিহীন হিন্দু, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা শূন্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় না পাইয়া গরুর ব্যবসা করে। তাহারা অনায়াসে হিন্দুর নিকট হইতে পুষিব বলিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক অল্প টাকায় গরু খরিদ করিয়া অধিক টাকায় কসাইকে বিক্রয় করে। কেহ হয়ত কসাইয়ের বেতনভুক চর নিযুক্ত হইয়া ঐরূপে হিন্দুর ঘর হইতে গরু বাহির করিয়া আনে।

গো হত্যার জন্য হিন্দু মুসলমানে বহুকাল হইতে কত স্থানে কত জোর জবরদস্তি, দাঙ্গা হাঙ্গামা, মারামারি এমন কি প্রকৃত যুদ্ধ পর্য্যন্ত হইয়া

গিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে (১৩৪০ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গলার বর্ত্তমান হুগলী জেলায় পাণ্ডুয়া নামক স্থানে (বর্ত্তমান রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ ময়দানে) গো-হত্যার জন্য হিন্দু মুসলমানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। উহা "গো-যুদ্ধ" নামে খ্যাত। ঐ যুদ্ধে ৬০ জন হিন্দু রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং অবশেষে হিন্দুগণ পরাজিত হয়েন ও পাণ্ডুয়া মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। পাণ্ডুয়ার মন্দিরের পার্শ্বে ও পীর পুকুরের পাড়ে মৃত মুসলমান নেতার ও সেনাপতি শাহ সুফার কবর এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহানাদ নগরে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী কাজি মোন ফকীর সাহেবের কবর প্রভৃতি নানা স্থানে আজিও এই যুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। "দেবগণের মর্ত্তে আগমন" পুস্তকে ইহার আভাস আছে। মৎ প্রণীত ঐতিহাসিক গ্রন্থ মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস ১ম খণ্ডে এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে এক্ষণে গরুর যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা যদি মুসলমানগণ বুঝিতে পারেন, তবে আইনের কোন আবশ্যকতা থাকে না। পরস্পর বিরোধের ফল ভাল হইতে পারে না, জবরদস্তিতে প্রেম হয় না। মুসলমানদের নিকটে "গোমাতা" "গোমাতা" করিয়া "চেঁচামেচি" করিলেও ফল লাভের আশা নাই। গো-হত্যার অনিষ্টকারিতা মুসলমানদিগকে বিনীত-ভাবে বুঝাইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন "এখনকার গোরক্ষা মুসলমানদের সঙ্গে একটা চিরবিরোধের ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু আসল গোরক্ষার অর্থ মুসলমানকে নিজ প্রেমের দ্বারা জয় করা।" মুসলমানেরা যাহাতে স্বেচ্ছায় আনন্দের সহিত গো-হত্যা বন্ধ করেন, তাহার উপায় একমাত্র "প্রেম"। কিন্তু মুসলমানের পক্ষ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারীর "মোহাম্মদীতে" বলা হইয়াছে যে, "গো-হত্যাকে যাঁহারা হিন্দু মুসলমানের মিলন পথের কণ্টক বলিয়া ঢক্কা-নিনাদ করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য মিলন-প্রতিষ্ঠা নহে।"

মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার একজন মুসলমান বন্ধু একখানি বই পাঠাইয়াছিলেন, উহাতে নাকি এইরূপ লিখিত আছে—"আমরা কিরূপে গোমাতা ও গোবৎসের উপর নৃশংস অত্যাচার করি, কিরূপে আমরা দুগ্ধের শেষ বিন্দুটী পর্য্যন্ত দোহন করিবার জন্য গোমাতার রক্ত শোষণ করিতেছি, কিরূপে আমরা তাহাকে না খাইতে দিয়া জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলি, কিরূপে আমরা বৎসগুলির প্রতি নির্য্যাতন করি, কিরূপে আমরা তাহাদের প্রাপ্য নিজ জননীর দুগ্ধের অংশ থেকে বঞ্চিত করি, কিরূপে আমরা বলদগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে কষ্ট দেই, কিরূপে আমরা তাহার কোষচ্ছেদন করি, কিরূপে তাহাদের প্রহার করি এবং দুর্ব্বহ ভারী বোঝা তাহাদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া দেই। যদি তাহাদের বাকশক্তি থাকিত, তবে তাহাদের প্রতি আমাদের আচরণের অভিযোগ শুনিলে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া যাইত!"

মুসলমানদের গো-কোরবাণীর সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে অনেক কথাই বলা হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই এখন ভারতের প্রধান অধিবাসী এবং সুখে দুঃখে ও সকল প্রকার কর্য্যেই উভয় জাতির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে বিজড়িত এবং এক রাজার অধীনে উভয় জাতির ভাগ্য একই সূত্রে গ্রথিত, এরূপ অবস্থায় দেশের হিত সাধনে সকলের পক্ষেই একমত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। গো-কোরবাণীতে দেশের যে সমূহ ক্ষতি হয়, তাহা অনেক মুসলমান ভ্রাতা স্বীকার করেন এবং ভারতের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে গোমাংস ভোজনে যে নানাবিধ পীড়া জন্মে, তাহাও সর্ব্ববাদী সম্মত। যদিও গো-কোরবাণী প্রথা মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে, তথাপি এই বিষময় প্রথা ভারতের মুসলমান সমাজ ইচ্ছা করিলে পরিহার বা হ্রাস করিতে পারেন না এমন বোধ হয় না, যেহেতু গোকোরবাণীর উপরেই মুসলমান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত নহে। দেশের ও দশের উপকার ও সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার

জন্য বিশেষতঃ ধর্ম্মকার্য্যে গোর পরিবর্ত্তে অন্য পশু ক্রয় করিবার নিমিত্ত কিছু অধিক ব্যয় করিতে মুসলমান সমাজ কি প্রকৃতই অসমর্থ? মানব অঙ্গে কোন দুষ্টক্ষত জন্মিলে যেমন সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হয়, তেমনই সমাজ অঙ্গেরও কোন অনিষ্টকর প্রথা বর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল সমাজেই এরূপ বহু বিষয় পরিহার ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে।

বিগত ১৯৩৯।২১শে এপ্রেলের সাপ্তাহিক "মোহাম্মদী" পত্রিকার (৩য় পৃষ্ঠায়) লক্ষ্ণৌএর ১৫ই এপ্রেলের সংবাদ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তথাকার শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ গো-হত্যা ও মসজেদের সম্মুখে গীত বাদ্যের উপর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়া হিন্দু সভার সহিত একমত হইয়াছেন এবং আছফদ্দৌলা এমামবাড়ার জুম্মার নামাজের সময় বহু হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। অর্থসংগ্রহের কালে একজন শিয়া চাষী একটী গরু দান করিলে উহা স্থানীয় হিন্দু মহাসভাকে উপহার হিসাবে দেওয়া হয়।

যাহারা কেবল মাত্র গোমাংস বা গোচর্ম্মের অনুরোধে দেশ হইতে গোবংশ সমূলে ধ্বংস করিতে উদ্যত, তাহাদের অপরিণামদর্শিতার সীমা নাই। উহারা ভবিষ্যৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া ইহা দ্বারা কেবল নিজের অনিষ্ট করিতেছে না; ইহাদের কার্য্যের ফলে ভারতবাসী দধি দুগ্ধ প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য হইতে ক্রমে ক্রমে বঞ্চিত হওয়ায় পুষ্টিকর পর্য্যাপ্ত আহারের অভাবে ক্রমে ক্ষীণ দুর্ব্বল নিস্তেজ ও পীড়াগ্রস্ত এবং অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে, কৃষি-কার্য্যের অসুবিধা হইতেছে এবং দেশময় দুর্ভিক্ষ-স্রোত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। প্রাচীনকালে এদেশে গরুর সংখ্যা অধিক থাকায় সবৎসা দুগ্ধবতী ধেনুর মূল্য তিন কাহন কড়ি, সাধারণ গো এক কাহন এবং বৃষের মূল্য পাঁচ কাহন কড়ি ছিল। রাজারা লক্ষ লক্ষ গোদান করিতেন

ও বিরাট প্রভৃতি রাজাগণের গোধনই প্রধান সম্পত্তি ছিল এবং যজ্ঞাদিতে অজস্র ধারায় ঘৃত আহুতি দেওয়া হইত।

মিউনিসিপালিটির কসাইখানায় গো-হত্যা এবং ক্যাটল ট্রেডিং কোংর গো রপ্তানী এ দুইটি একই ব্যাপার, শেষোক্ত গোসকল বিদেশে যাইয়া হত্যা হয় এইমাত্র প্রভেদ।

গোর সাহায্য ব্যতীত যে ভারতের কৃষি বাণিজ্যাদি চলিতে পারে না, গোদুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যই যে ভারতের আবাল বৃদ্ধের প্রধান আহার ও যে দুগ্ধ ঘৃতাদির অভাবে আজ ভারতের নরনারী বলহীন, কৃশ ও জীবন্মৃত এবং প্রাণপ্রতিম শিশু সন্তান অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে, গোবংশের সংখ্যা হ্রাসে ভারতের শস্যশ্যামলা জমি অনুর্ব্বরা হইয়া যাইতেছে, উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি হইলেও গোর অল্পতায় সকল জমি চাষ আবাদ করিতে অবথা বিলম্ব হওয়াতে পূর্ব্বের মত আর শস্য জন্মিতেছে না; সেই ভারতে গোবধ রহিত করিতে আমাদের মহিমময় সম্রাট ও প্রতিবেশী মুসলমানগণ যদি উদাসীন থাকেন, তাহাহইলে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

মুচীরা চামড়া লইবার লোভে গরুকে বিষ খাওয়াইয়া মারে। চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য সেঁকো বিষের অবাধ প্রচলন আছে। সচরাচর উহারা সেঁকো বিষই খাওয়ায়। ধুতুরা, কাঠবিষ, কুঁচিলা প্রভৃতি গাছড়া বিষও ব্যবহার করে। যখন গ্রামে হঠাৎ অধিক সংখ্যক গরু পীড়িত হয়, গরু কাঁপিতে থাকে, পাঁজরের দিকে বারম্বার তাকায়, পিছনের পা ও শিং দিয়া পেটে আঘাত করে, ধনুষ্টঙ্কারের মত হয়, মুখ দিয়া লালা নির্গত হয়, উদরাময় হয়, ও কখন কখন উহার সহিত কম বেশী রক্তও ভেদ হয়, এমন কি কলেরার মত ভেদও হইতে দেখা যায়, এবং শীঘ্র বা বিলম্বে পীড়িত গরু মাত্রেই মরিয়া যাইতে থাকে, তখন বিষ প্রয়োগ হইতেছে বলিয়া সন্দেহ করিতে হইবে এবং অতি সঙ্গোপনে মুচীদের গতিবিধির

প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আর গৃহস্থকেও সাবধান হইতে হইবে অর্থাৎ যে সকল স্থানে গরুকে ঘাস খাইবার জন্য চরাণ বা বাঁধিয়া দেওয়া হইত সেই সকল স্থান কিছুদিনের জন্য বর্জ্জন করিয়া, যে স্থানে মুচীদের যাইবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নিরাপদ স্থানে ঘাস খাইতে দেওয়া অথবা কিছুদিন কেবল গোয়ালে রাখিয়া জাব দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পীড়িত গরুর সুচিকিৎসা হইলে কতক গরু বাঁচিতেও পারে। অধিকাংশ স্থলে মুচীদের স্ত্রীলোক দ্বারাই বিষ প্রয়োগ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। উহারা বিল ঘুঁটে বা গোবর কুড়াইবার ভাণ করিয়া ঘাসের সহিত বিষ মাখাইয়া দেয়, আবার দুর্ব্বা প্রভৃতি যে সকল ঘাস গরুর খুব মুখপ্রিয়, দেখিলেই খাইয়া থাকে, সেইরূপ ঘাসের চটা (গুচ্ছ) বাঁধিয়া তাহাতে বিষ মাখাইয়া স্থানে স্থানে ফেলিয়া যায়। যদি কোন মুচীকে গ্রামে বা চরাণি ক্ষেত্রে ঘুরিতে দেখা যায়, তবে তাহাকে সেই সকল স্থানে আসিতে নিষেধ করিয়া সাবধান করিয়া দিলে, সম্ভবতঃ সে আর ঐ কার্য্য করিতে সাহসী হইবে না। কিন্তু তাহারা অতি গোপন ভাবে এই কার্য্য সম্পাদন করে, এমন কি রাত্রেও বিষ ছড়াইয়া দেয়, সুতরাং তাহাদিগকে ধরা বড় সহজ নহে। এরূপ অবস্থায় তাহাদের উদ্দেশ্য নষ্ট করিয়া দেওয়াই সুযুক্তি। মৃত গোর চামড়া অকর্ম্মণ্য বা মূল্যহীন করিয়া দিতে পারিলে, তাহারা আপনা হইতেই ঐ কার্য্য করিতে বিরত হইবে। বিষ প্রয়োগে মৃত গোকে ভাগাড়ে ফেলিয়া দিবার সময় চামড়ার স্থানে স্থানে অন্ততঃ ২০।২৫টি বড় বড় ছিদ্র করিয়া বা কাটিয়া দিতে হইবে। পাপজনক কার্য্য মনে করিয়া যদি কেহ চামড়া কাটিতে সম্মত না হন, তবে খুব গর্ত্ত করিয়া মাটীতে পুঁতিয়া ফেলাই মুচীদের দ্বারা গোহত্যা নিবারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

গোয়ালাদের ফুকা দেওয়া প্রথাটীও গো-হত্যার নামান্তর। বৎসটিকে জন্মিবার পরই কসাই-হস্তে দেওয়া হয় এবং তাহার পর মাও যতদিন দুধ

দেয়, ততদিনই কেবল তাহার পরমায়ু থাকে। কারণ দুধ ছাড়িলেই তাহাকেও কসাই হস্তে সমর্পণ করা হয়, যেহেতু সেই গাভীর আর গর্ভ-ধারণের ক্ষমতা থাকেনা। যে সকল গোয়ালা অর্থোপার্জ্জনের জন্য এই জঘন্য অস্বাভাবিক উপায়ে গাভীদিগকে প্রত্যহ ক্লেশ প্রদান করিয়া অবশেষে হত্যাকারীর নিকট বিক্রয় করে, তাহারা কি হিন্দু? উহারা কোন্ শ্রেণীর গোয়ালা? আজকাল গোয়ালাদের মধ্যে উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম নাই। বিদ্যাচর্চ্চা ও সমাজের মঙ্গল সাধনে ইহারা এক্ষণে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। সমাজের উন্নতিকল্পে ইহাদের সভা আছে, "গোপ-মিত্র" নামক সাময়িক পত্রও যথারীতি স্বজাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে। বহুকাল হইতে কোন কোন গোয়ালা স্বহস্তে গোর অণ্ড মোচন করিতেন, তাহাতে পূর্ব্বে তাঁহাদের সমাজে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না. কিন্তু এক্ষণে নীচজনোচিত কার্য্য বলিয়া ঐ ঘৃণিত প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং আরও অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন করিয়া সমাজকে সুসংস্কৃত করিতে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। এই সকল ফুকা দেওয়া হৃদয়হীন গোয়ালাদিগকে বুঝাইবার কি কেহ নাই? এই নিষ্ঠুর ও ঘৃণিত কার্য্য হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য "গোপ-সভা" (বর্ত্তমানের "বঙ্গীয় যাদব মহাসভা") কি চেষ্টা করিতে পারেন না? আজকাল দুগ্ধ ঘৃত ছানা প্রভৃতির দাম এবং গরু বাছুরের মূল্য যে প্রকার বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে বুদ্ধিমান কর্ম্মঠ গোয়ালা আজ গরিব নাই। যাঁহাদের বাড়ীতে অন্ততঃ ১০।১৫টী গাভী আছে, তাঁহারাই সঙ্গতিপন্ন, সুতরাং ঐ প্রকার পাপকর অন্যায় কার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে যে তাঁহাদের উদরান্ন সংগ্রহ হইতে না পারে, তাহা ত নহে। তবে উহাদিগকে বুঝাইতে হইবে; মারিয়া ফেলা অপেক্ষা ঐ বৎস ও গাভীকে জীবিত রাখায় কতদিকে কি প্রকার লাভ হয়, তাহা তাহাদিগকে ভালরূপে বুঝাইতে হইবে।

৺ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত "ডমরু চরিত" নামক পুস্তকের একস্থানে বিপদের কাহিনী বর্ণন করিবার সময় এই গোয়ালাদের কৃত কার্য্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"বৃন্দাবনের নন্দ ঘোষের স্বজাতি কলিকাতার হরিভক্ত গোয়ালাগণ যখন সদ্য প্রসূত গো-বৎসটিকে কসাই-হস্তে অর্পণ করে এবং বৎসটি তখন যেমন উপায় বিহীন হইয়া 'মা' 'মা' রবে রোদন করিতে থাকে, আমারও অবস্থা ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল।"

বঙ্গীয় গোপ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বি, এল, বলেন—"সকল গোয়ালা ফুকা দেয় না ও সকল ফুকাওয়ালা গোয়ালা-জাতি নহে। ফুকাওয়ালারা একটি পৃথক শ্রেণীভুক্ত এবং বিশাল গোপ সমাজের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। গোপ সমাজে তাহারা হুঁকা পায় না এবং ঘৃণিত। কলিকাতা ও সহরতলীতেই তাহারা তাহাদের ঘৃণ্য ব্যবসায় চালায় এবং ভিন্ন জাতির লোকেও ফুকা দেয়। সে কারণ তিনি আশা করেন যে, কেহ যেন পবিত্র গোপ জাতির উপর অযথা কলঙ্কারোপ না করেন। যাহারা ফুকা দেয়, তাহা-দিগকে গোয়ালা না বলিয়া "ফুকাওয়ালা" বলাই সঙ্গত।

ইহাও শুনা যায় যে, অনেক মুসলমান ফুকা দিয়া দুগ্ধ দোহন করিয়া গোয়ালার ব্যবসা করিয়া থাকেন। এবিষয়েরও অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। ফুকা দেওয়া দুগ্ধ যদি মানব দেহের অনিষ্টকর হয়, তবে সে হিসাবেও যে জাতিই হউন, তাহা পান না করিয়া ঐ অনিষ্টকর প্রথা দূর করিতে চেষ্টিত হওয়া উচিত। বিশেষতঃ ঐ সকল মুসলমানগণকে ফুকা দেওয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে মুসলমান সমাজের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

মৃতবৎসা বা বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধ অত্যন্ত অহিতকর বলিয়াই হিন্দুশাস্ত্র উহা দোহন বা পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ফুকা দেওয়া দুগ্ধ যে অত্যন্ত স্বাস্থ্যহানিকর, তাহা সকল চিকিৎসকেই

একবাক্যে স্বীকার করেন, সুতরাং দুগ্ধ ক্রেতাগণকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। অর্থ দিয়া কেহ যেন সুধা বোধে হলাহল ক্রয় না করেন। এই দুগ্ধজাত দধি ছানা প্রভৃতিও যে অস্বাস্থ্যকর বা অখাদ্য তাহা বলাই বাহুল্য, সুতরাং কোথায় কাহারা ফুকা দিয়া দুগ্ধ দোহন করে, কোথায় উহারা ঐ দুগ্ধ দধি, ছানা প্রভৃতি বিক্রয় করে, তাহার অনুসন্ধান লইতে হইবে এবং তাহা যাহাতে সকলে অবগত হইতে পারেন, সেজন্য সর্ব্বত্র ঐ সকল সংবাদ প্রচার করিতে হইবে। গোরক্ষিণী সভার স্বেচ্ছাসেবকগণ এই অনুসন্ধান করিয়া ফুকাওয়ালাদের নাম ঠিকানা ও ক্রয়কারী ব্যবসাদারগণের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করিবেন এবং সাধারণের অবগতির নিমিত্ত গোরক্ষিণী সভা তাহা প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন। বৈধ উপায়ে ফুকা দেওয়া দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য বিক্রয়ে বাধা প্রদান করিলে নিশ্চয়ই ঐ সকল বিবেকহীন ব্যক্তিগণের চৈতন্য হইবে ও তাহারা এই পাপকার্য্য পরিত্যাগ করিবে। কতকটা সুখের বিষয় এই যে, পল্লীগ্রামে বা দেশের সর্ব্বত্র এই পাপ প্রথা সংক্রমিত হয় নাই।

কতিপয় গোরক্ষিণী সভা অথবা জন কয়েক গো-সেবা পরায়ণ ধনাঢ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টা দ্বারা সমগ্র দেশের গরুর উন্নতি সাধন হইতে পারে না। যাহাতে সকলে নিজ নিজ গরু বাছুরের যথারীতি সেবা ও চিকিৎসা করিতে সক্ষম হয়েন, তাহার উপায় করিতে হইবে। ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই অবস্থানুযায়ী গোশালার সুব্যবস্থা করা, গ্রামে গ্রামে গোচারণ ক্ষেত্র ও বলবান ষাঁড় সংরক্ষণ, গোজাতির উন্নতিকল্পে এই তিনটি অত্যাবশ্যক বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গোশালার সুব্যবস্থার জন্য কাশিধামের "গোরক্ষিণী পত্রিকা"র সম্পাদক চুণিলাল মালব্য মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহার নেতৃত্বে গোশালা সমূহের উন্নতিকল্পে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দেওঘরে "বঙ্গ বিহার গোশালা সম্মিলন" নামক এক বিরাট সভা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ

বৎসর কলিকাতার অমূল্যধন আঢ্য মহাশয় উহার সভাপতি হয়েন। গিধৌড়ের মহারাজা, জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য ও অন্যান্য গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। গোচারণ ভূমির সুব্যবস্থা, ভাল ষাঁড় সংরক্ষণ, গোহত্যা ও গোরপ্তানি নিবারণ এবং গো-চিকিৎসা ও ফুকা নিবারণ সম্বন্ধে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল, "অল্ ইণ্ডিয়া কাউ কনফারেন্সের সম্পাদক সার জন উড্রফ্ সাহেব গ্রামে গ্রামে গোচারণ ক্ষেত্র রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ যোগ্য। এতদ্ব্যতীত যাহাতে দেশে গো-চিকিৎসকের সংখ্যা বেশী হয় এবং গো-পালন ও গো-চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ গ্রামে গ্রামে প্রচার হয়, তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে।

সকল প্রদেশে ১০।১২ খানি গ্রাম লইয়া এক একটী গোরক্ষিণী সভা সংস্থাপন করিতে হইবে। এই সভা তাঁহার অধীনস্থ গ্রাম সমূহের গরুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিবেন। গ্রামবাসীও কোথায় কাহার গরুর কিরূপে কি কষ্ট হইতেছে, তাহা সভাকে জানাইবেন। এই সভার অধীনে একটী 'গো-খাদ্য ভাণ্ডার' ও আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থে একটী 'ধন ভাণ্ডার' স্থাপন করিতে হইবে। ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপে স্থাপিত গোরক্ষিণী সভা সমূহের সহিত সকল সভার সংযোগ থাকিবে। সভা প্রতি বৎসর গরুর আদম সুমারীর হিসাব বা জন্ম মৃত্যুর তালিকা রাখিবেন; প্রত্যেক ব্যক্তির গোশালার অবস্থার ও গোসেবার অনুসন্ধান রাখিবেন। সভার গোখাদ্য ভাণ্ডার ও ধন ভাণ্ডার সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ চাষীলোকে সহজে চারিটি পয়সা দান করিতে পারে না, কিন্তু পৌষ মাঘ মাসে যখন কৃষক ধান আছড়ায়, তখন সে অনায়াসে আট আনা মূল্যের খড় দান করিতে পারে। এইরূপে প্রতি বৎসর প্রত্যেক গ্রাম হইতে ঐ সময় খড় সংগ্রহ করিয়া সেই সেই গ্রামে সুরক্ষিত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে গাদা দেওয়া থাকিবে; কোন আকস্মিক কারণে গোর খাদ্যের অভাব হইলে অথবা গ্রামের কোন দরিদ্র ব্যক্তির গরুর

খাইবার কষ্ট হইলে, সভাকে জানাইলেই এই সঞ্চিত খড় হইতে দেওয়া হইবে। খড়ের প্রয়োজন না থাকিলে যথোপযুক্ত সময়ে ঐ সংগৃহীত খড় বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ "ধন ভাণ্ডারে" জমা দেওয়া যাইতে পারে। গো-হিতার্থে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির প্রদত্ত অর্থ বা ভিক্ষা লব্ধ অর্থ এবং সম্ভব হইলে পুত্র কন্যার বিবাহ ও পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে কিছু কিছু সংগৃহীত অর্থ দ্বারাই গোরক্ষিণী সভার ধন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে। অর্থ সংগ্রহ সম্বন্ধে এক কথায় ইহা বলা যাইতে পারে যে, যখন নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের ও দশের প্রকৃত উপকারজনক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন ধনী দরিদ্র সকলেই মুক্তহস্ত হয়েন, টাকার অভাব হয় না। দুর্ভিক্ষ, জল-প্লাবনাদিতে বিপন্ন নর নারীর সাহায্যার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহই তাহার প্রমাণ। ফল কথা—গোরক্ষিণী সভা দেশে যত অধিক স্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল। এমন কি ডাকঘরের ন্যায় দেশের সকল গ্রামের সহিত গোরক্ষিণী সভার সংযোগ সাধন করিতে পারিলে, অতি সহজে গরুর উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

অন্ততঃ এক শত গ্রামের মধ্যে ১০।১২টী গোরক্ষিণী সভার অধীনে একটী করিয়া মাড়োয়ারিগণের প্রতিষ্ঠিত পিঁজরাপোলের ন্যায় "গো-সেবাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এবং এখানে যথারীতি সেবা ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। যে সকল গাভী গর্ভিণী হয় না অথবা পুনরায় গর্ভিণী হওয়ার সম্বন্ধে গৃহস্থ হতাশ হইয়াছেন এবং অকর্ম্মণ্য বলদ বা ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত ষাঁড় ও পীড়িত গরু প্রভৃতিকে লালন পালন ও চিকিৎসা করিতে যে সকল গৃহস্থ অক্ষম হয়েন বা অসুবিধা বোধ করেন, অথচ বিক্রয় করিতেও অনিচ্ছুক, তাঁহারা এই গোসেবাশ্রমে দিয়া যাইবেন। এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করিতে অবশ্যই প্রচুর অর্থ ব্যয় আছে; কিন্তু প্রথমে সামান্যরূপ আয়োজনে কার্য্য আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃতি সাধন করা যাইতে পারে।

গোশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে অনেক অর্থব্যয় আবশ্যক হইলেও সুপরিচালিত হইলে পরিণামে উহা লাভজনক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ঐ সকল গাভী সেবা শুশ্রূষা ও সুচিকিৎসার গুণে পুনরায় গর্ভিণী হইয়া বৎস প্রসব করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে ঐ সকল বৎস পয়স্বিনী গাভীতে পরিণত হইতে পারে এবং দুগ্ধ ও গোময়াদি বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা সেবাশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহে অনেক সাহায্য হইবে। মাড়ওয়ারিগণের স্থাপিত সোদপুর ও ওয়ারিয়া প্রভৃতি স্থানের পিঁজরাপোলেই তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। এখানে সেই সকল আয় ব্যয়ের কথা বিস্তারিত আলোচনা না করিলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এবং যাঁহারা ঐ সকল পিঁজরাপোলের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই সেবাশ্রম সম্বন্ধে একটি কথা বলিবার আছে,—সেবাশ্রমের মৃত গোকে ভাগাড়ে ফেলিয়া দেওয়া বা পুঁতিয়া ফেলিবার পরিবর্ত্তে মাড়ওয়ারিগণের এই পিঁজরাপোলের ন্যায় বিলাতী অনুকরণে মৃত গো অথবা মৃতপ্রায় গোকে বিক্রয় করিয়া ফেলা কখনই সমীচীন নহে। "যেন তেন প্রকারে অর্থোপার্জ্জন" এই মাড়োয়ারী নীতি অবলম্বন করা একেবারে অন্যায় কার্য্য। শৃগাল, কুকুর, শকুনী গৃধিনীর খাদ্য, গরুর মাংস ও চর্ব্বি মানুষকে খাওয়াইবার সহায়তা করা হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। যখন পিঁজরাপোল হইতে ঐ সকল মৃত অথবা মৃতপ্রায় গোকে ক্রেতার (কণ্ট্রাক্টারের) হস্তে সমর্পণ করা হয়, এবং কণ্ট্রাক্টারের কর্ম্মচারীগণ ত্রিপল চাপা দিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া যায়, তখন স্বভাবতঃই পিঁজরাপোলের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। কোন সেবাশ্রম যেন এই ঘৃণিত অর্থ গ্রহণ না করেন। গোসেবাশ্রম কেবল বৃদ্ধ, অসমর্থ, অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন ও আসন্নমৃত্যু গোগণের আশ্রয় স্থানে পরিণত করিলে চলিবে না, সুচিকিৎসা ও যথোচিত সেবাদ্বারা যাহাতে ঐ সকল গোরুর কতকাংশকে সবল ও কর্ম্মঠ করিয়া সেবাশ্রমের ভূমি কর্ষণ ও শকট চালন এবং দুগ্ধ

ঘৃতাদির ব্যবসায় প্রভৃতি লাভজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রতিবৎসর গোরক্ষিণী সভার অধিবেশনে সভার আয়ব্যয় ও কার্য্যকুশলতার বিষয়ে যেমন আলোচনা হইবে, তেমনই ঐ সভায় গোর বর্ত্তমান অবস্থা ও কি করিলে গরুর আশু মঙ্গল সাধন করা যায়, গো-পালনে কি কি বিষয়ে ত্রুটি আছে এবং গরুর প্রতি যাহাতে সকলে বিশেষ যত্ন করেন, সে সম্বন্ধে বক্তাগণ বক্তৃতা করিয়া সাধারণের অন্তরে গো-ভক্তি উদ্দীপিত করিবেন। বক্তা ও স্বেচ্ছাসেবকই সভার অঙ্গ এবং গোরক্ষিণী সভাই গোরক্ষা কার্য্যের জীবন স্বরূপ। বলাবাহুল্য যে, এই সভা পরিচালনে কাহারও কিছু কার্য্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ প্রত্যহ আফিসের ন্যায় সভার কার্য্য করিতে হইবে না, সভার পরিচালকবৃন্দের অবসর ও বিশেষ আবশ্যক মতে সভার অধিবেশন হইবে মাত্র।

গোমাতাকে কেবল মৌখিক ভক্তি করিলেই চলিবে না। কার্য্যে প্রকৃত ভক্তির পরিচয় দিতে হইবে। রোগে, শোকে, অনিদ্রায়, অল্পাহারে অযত্নে, অচিকিৎকায়, বিষভক্ষণে, কসাই হস্তে গোমাতা কিরূপ অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিতেছেন, তাহা ভালরূপ চাহিয়া দেখিতে হইবে। গোমাতা সর্ব্বংসহা বলিয়াই নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করিতেছেন। প্রায় হাজার বৎসর এদেশে যে গোবধ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহা অবশ্য সহজে বা একদিনে বন্ধ হইবে না। শান্তিপূর্ণ বৈধ উপায়ে ক্রমশঃ তাহা রোধ করিতে হইবে। গোমাতার সন্তানগণকেই মায়ের দুঃখ কষ্ট অপমৃত্যু নিবারণ করিতে হইবে। তাঁহাদের সম্মুখে যে বিরাট কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবার দায়িত্ব রহিয়াছে, তাঁহাদের সেই কর্ত্তব্য কার্য্য তাঁহাদিগকেই সম্পাদন করিতে হইবে। এই অসাধ্য সাধন করিতে হইলে কঠোর সাধনার আবশ্যক। সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"মন ভেবেছ কপট ভক্তি
ক'রে শ্যামা মাকে পাবে।
(সে যে) ছেলের হাতের মোয়া নয় যে,
ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে॥"

দেশের দারিদ্র্য সমস্যাই হইয়াছে এখন গোরক্ষার অন্যতম প্রধান অন্তরায়। অর্থাভাবেই আমাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই যে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ গোবধ হইতেছে, বধ্যভূমিতে সেই সকল গো আসিতেছে কোথা হইতে? এই যে গ্রামে গ্রামে খোঁয়াড় (পাউণ্ড) বা গো-কারাগার স্থাপিত হইয়াছে, যাহার প্রত্যেকটির কর প্রতি বৎসরে ৪০৲ হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিয়াও খোয়াড় রক্ষকেরা লাভবান হয়, সেখানে গরু ধরিয়া কাহারা পাঠায়? তাই সাধক কবি দাশরথির গান মনে পড়ে,—

"কা'রও দোষ নাই গো মা।
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

গোরক্ষা করিতে হইলে আমাদের সকল ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করিতে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিতে হইবে। একটি বিষয়ে যদি আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে পারি, তাহাহইলে হত্যাকারীর হস্ত হইতে নিশ্চয়ই গোমাতাকে আংশিক ভাবেও রক্ষা করিতে সক্ষম হইব। **সে প্রতিজ্ঞাটি—অপরিচিত যে কোনও ব্যক্তিকে আমরা আর গো বিক্রয় করিব না।**

গৌতম সংহিতায় ৭য় অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"তস্যাপণ্যং * * পশবশ্চ হিংসা সংযোগে
* * * ঋষভ ধেম্বনডুহশ্চৈকে।"

অর্থাৎ—যাহাদের দ্বারা হিংসার সম্ভাবনা আছে, তাহাদের কাছে পশু বিক্রয় করিবে না। বৃষভ গরু এবং বলদ ইহারা অবিক্রেয় পণ্য।

মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন,—

গবাশনেষু বিক্রীণংস্ততঃ প্রাপ্নোতি গোবধম্।

পরাশর সংহিতা, ৯ম অধ্যায়।

গো খাদককে গরু বিক্রয় করিলে গোবধের পাপ হয়।

সন্দেহ স্থলে বিশ্বস্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে কাহাকেও গরু দিব না, হাটে গরু বেচিব না, ইহাই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। ইহাতে পাশবিক বলের প্রয়োজন নাই, ঝগড়া বিবাদ নাই, অর্থব্যয় নাই। আমি না দিলে কেহ আমার গরু জোর করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। তবে কসাইরা যেরূপ অধিক মূল্যে খরিদ করিত, ইহাতে হয়ত মূল্য তাহা অপেক্ষা কিছু কম হইতে পারে; কিন্তু ধর্ম্ম কার্য্যে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতেই হয়। যে ব্যক্তিকে বিক্রয় করিলে হত্যা করিবার সম্ভাবনা কোন ক্রমেই নাই, তাহাকে কিছু কম মূল্যে দিলেও বিক্রেতার মনে শান্তি থাকিবে; আর এখনও অধিকাংশ স্থলে বিক্রেতার অজ্ঞাতসারেই গরু কসাই হস্তে পতিত হয়। শাস্ত্র যদিও কেবল গো-বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণকে গোহত্যার পাতকী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এমন কথা বলেন নাই যে, শূদ্রকে গো বিক্রয় করিতেই হইবে। এক্ষণে নানা কারণে সমাজ বন্ধন শিথিল কলির প্রভাবে ধর্ম্মভাব লুপ্ত প্রায়, যে কোনও উপায়ে অর্থোপায় করাই এক্ষণে অনেকের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। তাই এখন কত ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের আদেশ অমান্য করিয়া অবলীলাক্রমে গো-বিক্রয় করিতেছে। পক্ষান্তরে আবার ইহাও দেখা যায় যে, অনেক শূদ্র কসাইকে গো-বিক্রয়োন্মুখ ব্যক্তির নিকট হইতে গোর প্রাণ রক্ষার্থে অধিক টাকা দিয়াও সেই গো খরিদ করিয়া থাকেন। সুতরাং নিতান্ত অভাবে পড়িয়া যদি গো বিক্রয় করিতেই হয়, তবে যাহাকে বিক্রয়

করিলে গোর প্রাণ হানি হইবে না, তেমন লোককে বিক্রয় করিতে মূল্য কম হইলেও তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্য পাইলেও অপরিচিত ব্যক্তিকে গরু দিব না, ইহাই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

যে গাভী বহুকাল দুগ্ধ প্রদান করিয়া এক্ষণে দুগ্ধ দানে অক্ষম হইয়াছে, অথবা যে বলদ বহুকাল পরিশ্রম করিয়া অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সকল গরু যতদিন বাঁচিবে (যদি আমার শক্তি থাকে), ততদিন সেবা করিব, কাহাকেও তাহা বিক্রয় করিব না। যদি সেবা করিতে না পারি, তবে গোরক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠিত গো-সেবাশ্রমে পাঠাইয়া দিব। গো হত্যা নিবারণের জন্য ইহাই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

গোরক্ষিণী সভা ত চেষ্টা করিবেনই, তাহা ছাড়া দেশের রাজা, জমিদার, তালুকদার ও ধনবান ব্যক্তিগণকেও গোরক্ষা বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। সত্যবটে, গোরক্ষায় চেষ্টা না করিলেও তাঁহাদের আহারের সময় ক্ষীর, সরের বাটীর কোন দিন অভাব হইবে না, কিন্তু তাঁহাদের প্রজাগণের শুভাশুভ, দেশবাসীর মঙ্গলামঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কি কর্ত্তব্য নহে? তাঁহাদের সামান্য চেষ্টায় যাহা হইতে পারে, সাধারণ লোকের শত চেষ্টাতেও তাহা সহজে হয় না।

কোনও একটা বিষয় লোকের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতে সংবাদপত্রের অসীম ক্ষমতা আছে। এই দেশহিতকর কার্য্যে দেশের সংবাদপত্রগুলি সহায় হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে জনসাধারণের মন আকৃষ্ট হইতে পারে। গোরক্ষিণী পত্রিকাতে এ বিষয়ে বিশেষরূপ আলোচনা করিতে হইবে এবং নানা ভাষায় মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবে।

বিক্রেতা কেন গরু বিক্রয় করিতেছে এবং ক্রেতা কেন গরু ক্রয়

করিতেছে, ইহাই গ্রামবাসী ও গোরক্ষিণী সভা প্রভৃতিকে দেখিতে হইবে।

দূরস্থ ক্রেতা বা ভিন্ন গ্রামবাসী অপরিচিত খরিদদারকে গরু বিক্রয় করিব না তাহা নহে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সন্তোষজনক সম্যক পরিচয় ও গরু ক্রয় করিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে না পারা যাইবে, ততক্ষণ কিছুতেই তাহাকে গরু বিক্রয় করা হইবে না, ইহাই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। গরুকে ধান চাউলের মত পণ্য বোধ করিলে চলিবেনা, স্বীয় পুত্র কন্যার ন্যায় মনে করিতে হইবে। কন্যার বিবাহ দেওয়ার ন্যায় উপযুক্ত পাত্রে গোদান বা গো বিক্রয় করিতে হইবে।

নানা কারণে এক্ষণে গোর উন্নতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, দেশের লোকের অনবধানতাই তাহার জন্য প্রধান দায়ী। গোরক্ষার সহিত সকলের স্বার্থ নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। আমরা "গোধনের" প্রতি অযত্ন করিয়াই নির্ধন হইয়াছি। গোর উন্নতি অবনতির উপরেই আমাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

"যাবদ্ গো ব্রাহ্মণাঃ সন্তি তাবৎ পৃথ্বীচ সুস্থিরা।
তস্মাৎ পৃথ্বীরক্ষণার্থে পূজয়েদ্ দ্বিজ গো সতী॥
স্ত্রীয়ো গাবো ব্রাহ্মণাশ্চ পৃথিব্যাং মঙ্গলত্রয়ম্।
এতেষাং দ্বেষকৃদ্যস্তু স মঙ্গল পরিচ্যুত॥"

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ড।

যাবৎকাল পর্য্যন্ত গো ও ব্রাহ্মণ অবস্থিত আছেন তাবৎ পর্য্যন্তই বসুমতী স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। এজন্য পৃথিবী রক্ষার্থে দ্বিজ, গো ও সতীস্ত্রীকে পূজা করা কর্ত্তব্য। সতীস্ত্রী, গো ও ব্রাহ্মণ ইঁহারাই পৃথিবীর মঙ্গল স্বরূপ। যে ব্যক্তি ইঁহাদের দ্বেষ করিবে, সে মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হইবে।

যদিও প্রায় সহস্র বৎসরেও ভারতে গোবধ নিবারিত হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে কখন হইবেনা বা হইতে পারেনা তাহা নহে। এখনও সময় আসে নাই বলিয়া অনাগত দিনের প্রতীক্ষায় আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না, সকলে নিজ নিজ গোরক্ষায় অবহিত হউন। হে গোমাতার কৃতজ্ঞ সন্তান! দেশবাসীর সুপ্তকর্ণে আশার বাণী জীমূত মন্দ্রে ধ্বনিত করিয়া তাহাদের মোহতন্দ্রা ছুটাইয়া দাও নিশ্চয়ই আবার ভারতে গোমাতা মূর্ত্তিমতী হইবেন, আবার গৃহস্থের গৃহে গৃহে পয়স্বিনী গাভীগণের স্রোতস্বিনীর ন্যায় দুগ্ধ স্রোত প্রবাহিত হইবে।

গো-সেবা।

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয় স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া আমাকে তাঁহার "হিন্দু সৎকর্ম্মমালা ৬ষ্ঠ ভাগ" গ্রন্থ হইতে "গো-সেবা" নামক প্রবন্ধ গো-জীবনে প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"গো-সেবা" হিন্দুর একটি নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনু কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা, সাধ্বী ভার্য্যা, শিশু সন্তান ইহাদের ভরণ-পোষণ জন্য সম্ভব মত শত অকার্য্য করা যায়, তদ্রূপ অবশ্য পোষ্য গো'র ভরণ-পোষণ জন্যও অকার্য্য করা যায়, অর্থাৎ নিতান্ত দুরবস্থা হইলেও গো-সেবা সহজে পরিত্যাগ করিবে না। কারণ, শাস্ত্রে দেখা যায় যে, ভোগবাসনাত্যাগী, উদাসীন, যোগনিরত মুনিগণও শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে বাস করিয়া ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরেও গো-সেবার ত্রুটি করিতেন না। রামায়ণে মুনিপ্রবর বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সংবাদে ইহার বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশ আছে। নীতিশাস্ত্রে বলিয়াছেন, যে গৃহে ব্রাহ্মণেরা পাদ প্রক্ষালন না করেন, যেখানে বালক ও বৎসগণ রোদন না করে এবং যে স্থলে হোম, শ্রাদ্ধ ও পূজাদির জন্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক স্বাহা স্বধা ও স্বস্তি প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারিত না হয়, সেই গৃহ শ্মশানতুল্য।

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন, হিরণ্য, ঘৃত, আদিত্য, জল এবং রাজা, ইঁহারা জগতের মঙ্গলজনক ও পবিত্রতার কারণ, সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানবেরা সতত ইঁহাদিগকে দর্শন, প্রণাম, অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হইবেন। ভবিষ্যপুরাণে বলিয়াছেন, গোর প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণের ফল হয়। গো-অস্থি লঙ্ঘন করিবে না এবং মৃত গোর গন্ধে নাসিকা আচ্ছাদন করিবে না। বিষ্ণুঋষি

বলিয়াছেন,—গোমূত্র, গোময়, গোদুগ্ধ, ঘৃত, দধি ও গোরোচনা, গো-সম্বন্ধীয় এই ছয়টী দ্রব্যই পবিত্র ও মাঙ্গল্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, নিত্য গো-সেবায় মহাপাতকেরও নাশ হয়। গোর পদোত্থিত ধূলিকণা দেহে লাগিলে বায়ব্য স্নান সিদ্ধি হয় ও গো স্পর্শে শরীর তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় এবং গোর প্রসন্নতাই ঘোর পাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধির লক্ষণ।

প্রায়শ্চিত্ত-কল্পতরু গ্রন্থে যমঋষি গোমতীবিদ্যানামক একটি স্তবে বলিয়াছেন, যথা—গো সকল গুগ্‌গুল গন্ধের ন্যায় নিত্য সৌরভযুক্ত; গো সর্ব্বভূতের প্রতিষ্ঠার এবং পবিত্রতার কারণ ও মহৎ স্বস্ত্যয়ন এবং গো জীবের অন্নমূলক দেবভোগ্য হবির প্রবর্ত্তক ও ঋষিদিগের অগ্নি-হোত্রাদি যজ্ঞীয় হোমের প্রযোজক। গো পরম মঙ্গল ও পবিত্রতার আশ্রয় এবং স্বর্গের সোপান, সংসারের নিত্য বস্তু গোই ধন্য। ব্রহ্মা এক কুল দ্বিভাগ করিয়া ব্রাহ্মণ ও গোর সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার এক অংশ মন্ত্রের এবং অপর অংশ ঘৃতের আশ্রয়; অতএব এই প্রকার সুরভি-বংশসম্ভূতা ব্রহ্মসুতা অতীব পবিত্রা শ্রীমতি গোকে আমি বারংবার প্রণাম করি।

চিকিৎসকেরা গব্য সকল নানা প্রকার ঔষধে ব্যবহার করেন এবং তাঁহারা বলেন, নিত্য গোমূত্র পানে রক্ত পরিষ্কার হওয়ায় কুষ্ঠাদি রোগ আরোগ্য হয়। প্লীহাদি যান্ত্রিক পীড়ারও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, গো-নিশ্বাস সর্ব্বদা গ্রহণ করিলে শ্বাসরোগের উপকার হয় এবং গো শরীরের তাড়িত দ্বারা স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়। গোময় অতি পবিত্র এবং উহা লেপনে অগ্নিদগ্ধ স্থান শীঘ্র শীতল হয়। শুষ্ক গোময়ের ধূমে বায়ু শোধন হয়, উহার ভস্ম দ্বারা দন্তধাবনে অম্ল রোগের উপকার হয়। ঘুঁটের জ্বালে রাঁধিয়া খাইলে প্রায় পীড়া হয় না। কবিরাজেরা অনেক স্থলে মন্দাগ্নি পীড়িত বালকদের জন্য ঘুঁটের আগুনে

ভাত রাঁধিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পচা গোময় ও গোমূত্র প্রায় সর্ব্বপ্রকার চাষেই উৎকৃষ্ট সাররূপে ব্যবহার করিলে কৃষির বিশেষ উন্নতি লাভ হয়।

নীতিশাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, গব্যহীন ভোজন বৃথা ভোজন এবং ঘৃতহীন মাংস বা ব্যঞ্জন আহার করিলে সুরপতিরও লক্ষ্মী ত্যাগ হয়। উদ্ভিজ্জ রস হইতে উৎপন্ন বলিয়া ফলমূলাদির ন্যায় গব্যই উৎকৃষ্ট সাত্বিক আহার। জগতে একমাত্র দ্রব্য ভক্ষণে জীবিত থাকিতে হইলে কেবল দুগ্ধই সেই দ্রব্য। দুগ্ধপায়ী যোগীগণ ও শিশুগণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। দুগ্ধে ষড়রসই বিদ্যমান আছে; এজন্য উহাতে লবণ দিতে হয় না এবং বোধ হয়, রাসায়নিক ধর্ম্মানুসারে অনিষ্টকর হয় বলিয়াই দুগ্ধে লবণ সংযোগ হইলে গোমাংস তুল্য হইবে* বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। উষ্ণঘৃত আয়ুষ্কর ও ব্রহ্মতেজবর্দ্ধক।

অতএব আহার ব্যবহার, কৃষি, বাণিজ্য, ধর্ম্ম, সকল কার্য্যের মূল কারণ গো। এই জন্যই তত্ত্বদর্শী কৃতজ্ঞ আর্য্যসমাজ গোধনের প্রতি এত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন এবং কোনরূপে উহার অনিষ্ট হইলে মহাপাপ-জ্ঞানে কঠোর প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে ব্রতী হয়েন। সর্ব্বদা গো-বংশের উন্নতির জন্য চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া, হৃষ্টপুষ্ট বৃষ সকলকে স্বাধীন-ভাবে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য ত্রিশূল চিহ্নিত করিয়া সুন্দর উপায় বৃষোৎসর্গাদির প্রথা করিয়া গিয়াছেন। গো-সেবা মহৎ কার্য্য বলিয়াই কি সেই গো ব্রাহ্মণ-হিতকারী যমুনা-পুলিন-বিহারী ভূভারহারী আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাখালবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন?"

* দ্রব্যান্তর সংযুক্ত দুগ্ধে লবণ মিশ্রণে দোষ হয় না বলিয়া অনেক স্থলে ব্যঞ্জনে দুগ্ধ দেওয়া ব্যবহার আছে।

গোদান।

মহীদানঞ্চ গোদানং হেমবস্ত্রতিলান্ জলম্।
ধান্যদীপান্নদানঞ্চ মহাদানানি দানস্তু ॥

দেবীপুরাণ, একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভূমিদান, গোদান, বস্ত্রদান, সুবর্ণদান, তিলদান, জলদান, ধান্যদান, দীপদান, এবং অন্নদান—মহাদান।

সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানং তথৈবচ।
নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি হ্যন্যজন্মকৃতান্যপি ॥

সংবর্ত্ত সংহিতা।

সুবর্ণদান, গোদান এবং ভূমিদান এই সকল দান ইহজন্মকৃত এবং পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ সমূহ শীঘ্র বিনষ্ট করে।

সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানঞ্চ বাসব।
এতৎ প্রযচ্ছমানস্তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

বৃহস্পতি সংহিতা।

হে বাসব! সুবর্ণদান, গোদান এবং ভূমিদান এসকল বস্তু যে মনুষ্য দান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

গোদানাৎ কীর্ত্তনাদ্রক্ষাৎ কৃত্বা চোদ্ধরতে কুলম্।

অগ্নি পুরাণ।

গোদান করিয়া, গো-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া এবং গো-রক্ষা করিয়া মানবগণ কুল উদ্ধার করিতে পারেন।

বীরাসনং সদা তিষ্ঠেদ্গাঞ্চ দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্।
অঘমর্ষণমিত্যেতৎ কৃতং সর্ব্বাঘনাশনম্ ॥

শঙ্খ সংহিতা।

সর্ব্বদা বীরাসনে থাকিবে, পয়স্বিনী গো দান করিবে, ইহার নাম অঘমর্ষণ, এতদ্বারা সকল পাপ নষ্ট হয়।

অগ্নেরপত্যং প্রথমং হিরণ্যং
ভূর্বৈষ্ণবী সূর্য্যসুতাশ্চ গাবঃ।
লোকাস্ত্রয়স্তেন ভবন্তি দত্তা
যঃ কাঞ্চনং গাঞ্চ মহীঞ্চ দদ্যাৎ॥

সংবর্ত্ত ও বৃহস্পতি সংহিতা।

অগ্নির প্রধান সন্তান সুবর্ণ, বিষ্ণুর কন্যা ভূমি, সূর্য্যের সন্তান গোসমূহ, যে ব্যক্তি সুবর্ণ কিম্বা ভূমি অথবা গো দান করে, সে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল এই ত্রিভুবন দানের ফলভাগী হয়।

গোদানঞ্চ পরং দানং দাতারং তারয়েদ্ধি গৌঃ।
সবৎসাঞ্চ সবস্ত্রাঞ্চ দত্বা ধেনুমলঙ্কৃতাম্॥
তদ্রোমসংখ্যকান্ বর্ষান্ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, পঞ্চদশোঽধ্যায়।

গোদান পরম দান; প্রদত্তা-গাভী, দাতাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা সবৎসা ধেনু দান করিলে, প্রদত্ত ধেনুর গাত্রে যত রোম, তত বৎসর স্বর্গলোকে বাস করা ঘটে।

গামলঙ্কৃত্য যো দদ্যাৎ সবৎসাঞ্চ সদক্ষিণাম্।
সক্ষীরিণীং দ্বিজেন্দ্রায় শ্রদ্ধয়া দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
প্রাপ্নোতি শাশ্বতাঁল্লোকান্ নানাভোগসমন্বিতান্।

সৌরপুরাণ, দশমোঽধ্যায়ঃ।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে দুগ্ধবতী সবৎসা গাভী অলঙ্কৃত করিয়া, দক্ষিণা সহ সৎব্রাহ্মণকে দান করে, নানাভোগ সমন্বিত অক্ষয় লোকসমূহ তাহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যাবদৰ্দ্ধপ্রসূতা গৌস্তাবৎ সা পৃথিবী স্মৃতা।
পৃথিবী তেন দত্তা স্যাদীদৃশীং গাং দদাতি যঃ॥

অত্রি সংহিতা।

গাভী যতক্ষণ অৰ্দ্ধ-প্রসূতা (অর্থাৎ সন্তান সম্পূর্ণরূপে ভূমিষ্ঠ হয় নাই) ততক্ষণ পর্যান্ত ঐ গাভী পৃথিবী বলিয়া স্মৃত হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ গাভী দান করে, সে পৃথিবী দানের ফলভাগী হয়।

অথ প্রসূয়মানা গৌঃ পৃথিবী ভবতী। তামলঙ্কৃতাং
ব্রাহ্মণায় দত্ত্বা পৃথিবীদানফলমাপ্নোতি॥ অত্র চ গাথা ভবতি॥
সবৎসারোমতুল্যানি যুগান্যুভয়তোমুখীম্।
দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নোতি শ্রদ্দধানঃ সমাহিতঃ॥

বিষ্ণু সংহিতা।

প্রসূয়মানা (অর্থাৎ অৰ্দ্ধনিঃসৃত বৎসা) গাভী পৃথিবী হয়। সেই গাভীকে অলঙ্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পৃথিবী দানের ফল প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে একটী গাথা আছে;—"শ্রদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত হইয়া উভয়তোমুখী গো দান করিলে, সবৎসা গাভীতে যত রোম থাকে, তত যুগ স্বর্গে বাস করে।"

হেমশৃঙ্গা শফে রৌপ্যৈঃ সুশীলা বস্ত্রসংযুতা।
সকাংস্যপাত্রা দাতব্যা ক্ষীরিণী গৌঃ সদক্ষিণা॥
দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি বৎসরাল্লোমসম্মিতান্।
কপিলা চেত্তারয়তি ভূয়শ্চাসপ্তমং কুলম্॥
সবৎসা রোমতুল্যানি যুগান্যুভয়তোমুখীম্।
দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি পূর্ব্বেন বিধিনা দদৎ॥
যাবদ্বৎসস্য পাদৌ দ্বৌমুখংযোনৌ চ দৃশ্যতে।
তাবদ্গৌঃ পৃথিবী জ্ঞেয়া যাবদগর্ভং ন মুঞ্চতি॥

যথা কথঞ্চিদ্দত্ত্বা গাং ধেনুং বাধেনুমেব বা।
অরোগামপরিক্লিষ্টাং দাতা স্বর্গে মহীয়তে॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

স্বর্ণময় শৃঙ্গ, রৌপ্যময় খুর, বস্ত্র, কাংস্যপাত্র এবং যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত সুশীলা দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। এই গাভীদাতা, প্রদত্ত গাভীর যত রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গে বাস করেন। আর ঐ দত্ত গাভী যদি কপিলা হয়, তাহা হইলে আপনার উদ্ধার ত হয়ই, অধিকন্তু পিত্রাদি ছয় পুরুষকেও উদ্ধার করে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে (অর্থাৎ স্বর্ণময় শৃঙ্গাদির সহিত) উভয়তোমুখী গো দান করে, সেই গাভীদাতা, বৎস এবং গাভীর রোমসমসংখ্যক বর্ষ স্বর্গে বাস করে। বৎসের সম্মুখস্থিত পদদ্বয় এবং মুখ, যে সময়ে মাতৃগর্ভ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়, সেই সময় হইতে (প্রসূতী গাভীকে উভয়তোমুখী কহে) যে সময় পর্য্যন্ত বৎস ভূমিষ্ঠ না হয়, তাবৎকাল ঐ গাভীকে পৃথিবী বলিয়া জানিবে। হেমশৃঙ্গাদি হউক বা না হউক ধেনু (অর্থাৎ দুগ্ধদা) কিম্বা অধেনু (অর্থাৎ অবন্ধ্যা অথচ তৎকালে দুগ্ধ দিতেছেনা) গাভী কোনরূপে দান করিলে দাতা স্বর্গে আদৃত হন; যদি দত্তগাভী কেবল রুগ্না এবং বিশেষ দুর্ব্বল না হয়।

অনড়্বাহৌ চ যো দদ্যাৎ কীলসীরেণ সংযুতৌ।
অলঙ্কৃত্য যথা শক্ত্যা ধূর্ব্বহৌ শুভলক্ষণৌ॥
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সর্ব্বকামসমন্বিতঃ।
বর্ষাণি বসতি স্বর্গে রোমসংখ্যাপ্রমাণতঃ॥

সংবর্ত্ত সংহিতা।

লাঙ্গল সংযুক্ত করিয়া এবং যথাশক্তি অলঙ্কৃত করিয়া, শকট প্রভৃতি বহন করিতে শুভলক্ষণ বৃষদ্বয় যে ব্যক্তি দান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, বৃষের রোমসংখ্যা পরিমিত বৎসর স্বর্গধামে বাস করে।

গোপ্রদানেন স্বর্গলোকমাপ্নোতি। দশধেনুপ্রদো গোলোকান্। শতধেনুপ্রদো ব্রহ্মলোকান্। সুবর্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরাং মুক্তালাঙ্গুলাং কাংস্যোপদোহাং বস্ত্রোত্তরীয়াং দত্ত্বা ধেনুরোমসঙ্খ্যানি বর্ষাণি স্বর্গলোকমাপ্নোতি। বিশেষতঃ কপিলাম্। দান্তং ধূরন্ধরং দত্ত্বা দশধেনুপ্রদো ভবতি।

বিষ্ণু সংহিতা।

গো-দান করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। দশ ধেনু দান করিলে গোলোক বা সুরভিলোক, শত ধেনু দান করিলে ব্রহ্মলোক এবং সুবর্ণ-শৃঙ্গ, রৌপ্য-খুর, মুক্তা-লাঙ্গুল, কাংস্য-ক্রোড় এবং বস্ত্রোত্তরীয় ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুতে যত রোম থাকিবে, ততবর্ষ স্বর্গ ভোগ করিবে—বিশেষতঃ কপিলা দান করিলে। ভারবহনক্ষম বিনীত বৃষ দান করিলে দশ ধেনু দানের ফল পায়।

গৌর্বিশিষ্টতয়া বিপ্রৈর্বেদেষ্বপি নিগদ্যতে।
ন ততোঽন্যদ্বরং যস্মাত্তস্মাদ্গৌর্বর উচ্যতে॥
যেষাং ব্রতানামন্তেষু দক্ষিণা ন বিধীয়তে।
বরস্তত্র ভবেদ্দানমপি বাচ্ছাদয়েদ্গুরূন্॥

কাত্যায়ন সংহিতা।

গরু বড়ই প্রধান, ইহা ব্রাহ্মণেরা বলেন; বেদেও ইহা কথিত আছে। গরু হইতে প্রধান আর কিছুই নাই, এই জন্য "বর" শব্দে গো। যে সকল ব্রতের অন্তে দক্ষিণা বিধান নাই, তথায় গুরুকে "বর দান" (গো-দান) অথবা বস্ত্র দান (সে কালে গোর মূল্য অপেক্ষা বস্ত্রের মূল্য অধিক ছিল) করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদে লিখিত আছে—"যে গাভীর পুনরায় বৎস প্রসব করিবার বা দুগ্ধ প্রদান করিবার সম্ভাবনা নাই এবং জলপান

ও তৃণভক্ষণে অশক্ত, এরূপ নিষ্ফল গাভী দান করিলে দাতা অনন্দ নামক (আনন্দশূন্য) ঘোরতর নরকে বাস করে।

প্রতিগৃহ্য তু যো দদ্যাদ্‌গাঞ্চ শুদ্ধেন চেতসা।
স গত্বা দুর্গমং স্থানমমরৈঃ সহমোদতে॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

যে ব্যক্তি অন্য কাহারও নিকট গোদান গ্রহণ করিয়া, সেই গোকে বিশুদ্ধ চিত্তে অপরকে প্রদান করেন, তিনি দুর্লভ স্থান প্রাপ্ত হইয়া অমরগণের সহিত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

দানের পাত্রাপাত্র সম্বন্ধে নীতিশাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে,—

শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় দরিদ্রায় চ বাসব;
সন্তুষ্টায় বিনীতায় সর্ব্বভূতহিতায় চ॥
বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ॥
ঈদৃশায় সুরশ্রেষ্ঠ যদ্দত্তং হি তদক্ষয়ম্॥
আমপাত্রে যথা ন্যস্তং ক্ষীরং দধি ঘৃতং মধু।
বিনশ্যেৎ পাত্রদৌর্ব্বল্যাৎ তচ্চ পাত্রং বিনশ্যতি।
এবং গাঞ্চ হিরণ্যঞ্চ বস্ত্রমন্নং মহীং তিলান্।
অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্লাতি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ॥
যস্য চৈব গৃহে মূর্খো দূরে চাপি বহুশ্রুতঃ।
বহুশ্রুতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ।
কুলং তারয়তে ধীরঃ সপ্ত সপ্ত চ বাসব॥

বৃহস্পতি সংহিতা।

হে বাসব! বেদজ্ঞ সৎকুলোদ্ভব, দরিদ্র, সন্তোষশীল, বিনয়ী, সকল প্রাণীর হিতকারী, বেদাভ্যাস, তপস্যায় জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যাঁহারা করিয়া থাকেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! এতাদৃশ ব্যক্তিকে

যাহা দান করিবে, তাহা অক্ষয় হইবে। যেরূপ আম পাত্রে (অপক্ক মৃণ্ময় পাত্রে) বিন্যস্ত দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং মধু পাত্রের অপরিপক্কতা প্রযুক্ত বিনষ্ট হয় এবং তৎপাত্রও বিনষ্ট হইয়া থাকে; সেইরূপ গো, হিরণ্য, বস্ত্র, অন্ন, মহী এবং তিল যদ্যপি অবিদ্বান ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে, তাহাহইলে কাষ্ঠের ন্যায় সেই ব্যক্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়। যাহার গৃহে মূর্খ বাস করে এবং দূরে বিদ্বান বাস করে, এতাদৃশ ব্যক্তিও দূরস্থ বিদ্বান ব্যক্তিকে দান করিবে, সমীপস্থ মূর্খকে না দিলেও কোন দোষ হইবেনা। হে বাসব! বিদ্বান ব্যক্তি ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত কুলকে তারণ করে।

ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর জন্য দেবীপুরাণে "গোরত্ন ব্রত" নামক একটি অশেষ পুণ্যজনক ব্রতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা নিম্নে যথাযথ প্রকাশিত হইল—

ব্রহ্মোবাচ—

বৃষঃ গাভীং সমাদায় যুবানৌ লক্ষণান্বিতৌ।
হেমশৃঙ্গৌ শফেরৌপ্যৌ সবস্ত্রৌ পূজয়েন্মুনে॥
শিবংমাং পূজয়িত্বা তু তদ্দিনে যঃ প্রযচ্ছতি।
শিবভক্তায় বিপ্রায় রোহিণ্যাং বা মৃগেন বা।
ন বিয়োগা ভবেৎ তস্য সুতপত্নীপতিঃ কৃতা।
দাতরংহসবৈমানৈর্গচ্ছেচ্ছিবপুরং ব্রজেৎ।
তত্রভোগাংশ্চিরান্ ভুক্ত্বা ইহ আগতা জায়তে।
সমৃদ্ধো ধনধান্যাভ্যাং পুত্র মিত্র সমাকুলং॥
বিগতারির্ভবেদ ব্রহ্মণ্ ব্রতস্যাস্য প্রভাবতঃ।
যো বা রত্নসমাযুক্তং গোযুগং পূজয়েন্মুনে।
প্রযচ্ছতি "শিবো মে চ প্রীয়েতাং" ভাবীতাত্মনঃ।

সর্ব্বপাপঞ্চ দুঃখাভ্যং বিমুক্তঃ ক্রীড়তে সদা।
ইহলোকে ভবেদ্ধন্যো দেহান্তে পরমঃ পদম্ ॥

দেবীপুরাণে গোরত্নব্রতংনাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মুনে! যুবা এবং লক্ষণান্বিত গো-মিথুন (গাভী এবং বৃষ) আনিয়া তাহাদিগকে হেমশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর এবং বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া পূজা করিবে। যে ব্যক্তি রোহিণী বা মৃগশিরানক্ষত্রযুক্ত দিনে, শিব-দুর্গা পূজা করিয়া শিবভক্ত ব্রাহ্মণকে তাহা দান করিবে, সে ব্যক্তি সম্ভবানুসারে পুত্র ও পত্নী বা পতি কর্ত্তৃক বিযুক্ত হইবে না; বায়ুবেগগামী বিমানে আরোহণ করিয়া অন্তে শিব লোকে গমন করিবে। তথায় বহুকাল ভোগ করিয়া, শেষে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ হইলে, এই ব্রত প্রভাবে ধন-ধান্য-সমৃদ্ধি, পুত্র-মিত্র পরিবৃত এবং শত্রুবর্জ্জিত হইবে। হে মুনে! যে ব্যক্তি রত্নসমন্বিত গোমিথুন পূজা করিয়া "শিব আমাসম্বন্ধে প্রীত হউন" ইহা ভাবনা করতঃ দান করে, সে ব্যক্তি সর্ব্ব পাপ-দুঃখ বিমুক্ত হইয়া সুখভাগী হয়; ইহলোকে ধন্য এবং পরলোকে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পুণ্যময় অনুষ্ঠান চতুষ্টয়।

(১) গো-প্রদক্ষিণ।

কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং দেবমৃদ্গোবিপ্রবনস্পতীন্।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

দেব প্রতিমা, উদ্ধৃত মৃত্তিকা, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং বনস্পতিকে প্রদক্ষিণ (দক্ষিণাবর্ত্তে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ) করিবে।

(২) গবানুগমন।

গবাঞ্চৈবানুগমনং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।

পরাশর সংহিতা, দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

গাভীর অনুগমন, ইহা দ্বারা সমুদয় পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে।

আসীনাস্বাসীত। স্থিতাসু স্থিতঃ স্যাৎ।
অবসন্নাশ্চোদ্ধরেৎ। ভয়েভ্যশ্চ রক্ষেৎ।
তাসাং শীতাদিত্রাণমকৃত্বা নাত্মনিঃ কুর্য্যাৎ॥

গোগণ আসীন হইলে উপবেশন করিবে, দণ্ডায়মান থাকিলে দণ্ডায়মান থাকিবে, অবসন্ন হইলে উদ্ধার করিবে, ভয় হইতে রক্ষা করিবে, তাহাদের শীতাদি নিবারণ না করিয়া আপনার শীতাদি নিবারণ করিবে না।

গবাং গোষ্ঠে বসেদ্রাত্রৌ দিবা তাঃ সমনুব্রজেৎ।
উষ্ণে বর্ষতি শীতে বা মারুতে বাতি বা ভৃশম্॥
ন কুর্ব্বিতাত্মনস্ত্রাণং গোরকৃত্বা তু শক্তিতঃ।

* * *

পিবন্তীষু পিবেৎ তোয়ং সংবিশন্তীষু সংবিশেৎ।
পতিতাং পঙ্কমগ্নাং বা সর্ব্বপ্রাণৈঃ সমুদ্ধরেৎ॥

পরাশর সংহিতা, অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

রাত্রিকালে গোশালায় শয়ন ও দিবাভাগে গো-গণের অনুসরণ করিতে হইবে। যদি অত্যন্ত গ্রীষ্ম হয় বা বর্ষা হয় বা ভয়ঙ্কর শীত হয়, কি প্রবল বাতাস বহে, তবে যথাশক্তি গোরক্ষণ ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিবে না। * * * । গরু জল পান করিলে তবে নিজে জল পান করিতে হইবে—গরু শয়ন করিলে তবে নিজে শুইতে হইবে। আর যদি গরু কোনরূপে পঙ্ক মধ্যে পড়িয়া যায়, তবে প্রাণপণে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

ন স্ত্রীণাং বপনং কুর্য্যাৎ ন চ সা গামনুব্রজেৎ।
ন চ রাত্রৌ বসেদ্গোষ্ঠে ন কুর্য্যাদ্বৈদিকীং শ্রুতিম্॥

যম সংহিতা, ৭৩ শ্লোক।

স্ত্রীলোকদিগের মস্তক মুণ্ডন করিবে না, স্ত্রীজাতি গবানুগমন করিবে না, রাত্রিকালে গোষ্ঠে বাস করিবে না এবং বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিবে না।

(৩) গোগ্রাসদান।

পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্।
শ্রদ্ধাবলির্গবাংগ্রাস ষড়্বিধং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

পদ্মপুরাণ।

সৎপাত্রে দান, ভগবানে মতি, মাতাপিতার সেবা শুশ্রূষা, শ্রদ্ধা (শাস্ত্রে এবং গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস), বলি (দেবোদ্দেশে পূজোপহার প্রদান) এবং গোগ্রাস দান, এই ছয়টী ধর্ম্মের লক্ষণ।

তেনাগ্নয়ো হুতাঃ সম্যক্ পিতরস্তেন তর্পিতাঃ।
দেবাশ্চ পূজিতাঃ সর্ব্বে যো দদাতি গবাহ্নিকম্।

অত্রি সংহিতা।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন গোগ্রাস দান করে, তাহার (ঐ গোগ্রাস দান দ্বারাই) অগ্নিতে হোম, পিতৃ তর্পণ এবং দেবপূজা নিষ্পন্ন হয়।

পর গোগ্রাসদঃ স্বর্গী গোহিতো ব্রহ্মলোকভাক্।

অগ্নিপুরাণ।

যিনি অন্যের গো-গণকে গ্রাস দান করেন, তিনি নিত্য স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণু পুরাণে তৃতীয়াংশের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

যতঃ কুতশ্চিৎ সংপ্রাপ্য গোভ্য বাপি গবাহ্নিকম্।
অভাবে প্রীণয়ন্নস্মান্ শ্রদ্ধাযুক্ত স দাস্যতি॥

অথবা যদি ইহাতেও (ব্রাহ্মণ ভোজনে) অপারক হয়, তাহা হইলে যে কোন স্থান হইতে গবাহ্নিক তৃণ * সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাদের (পিতৃগণের) প্রীতির উদ্দেশে গাভীকে প্রদান করিবে।

গবাং গ্রাসপ্রদানেন মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।

সৌরপুরাণ, দশমোহধ্যায়ঃ।

গো-গ্রাস প্রদান দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়।

গবাং গ্রাসপ্রদানেন স্বর্গলোকে মহীয়তে।

বিষ্ণু সংহিতা, ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ।

গো-গ্রাস প্রদান করিলে স্বর্গলোকে আদৃত হয়।

কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু স্মৃতা গোষ্ঠাষ্টমী বুধৈঃ।
গোষ্ঠাষ্টম্যাং গবাং পূজাং গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণম্।
গবানুগমনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপবিমুক্তয়ে॥

পদ্ম ও কূর্ম্ম পুরাণ।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীকে পণ্ডিতগণ গোষ্ঠাষ্টমী বলেন।

* যতগুলি তৃণ দ্বারা একটী গাভীর একটী দিন তৃপ্তি হয়, তাহাকে গবাহ্নিক তৃণ বলে।

গোষ্ঠাষ্টমীতে গো-পূজা, গো-গ্রাসদান, গো-প্রদক্ষিণ এবং গবানুগমন করিলে সকল পাপ মোচন হয়।

(৪) গো-পূজা।

পঞ্চোপচার * ও দশোপচারে † সাধারণতঃ গোপূজা হইয়া থাকে। নিত্যপূজা পঞ্চোপচারে করা যাইতে পারে। নিম্নে দশোপচারে মায়ের পূজা লিখিত হইল, উহা হইতেই পঞ্চোপচার পূজাও জানা যাইবে।

এতৎ পাদ্যং গবে নমঃ। ইদমর্ঘ্যং গবে স্বাহা। ‡ ইদমাচমনীয়ং গবে স্বধা। এষ মধুপর্কঃ গবে স্বধা। ইদং পুনরাচমনীয়ং গবে স্বধা। এষ গন্ধঃ গবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে গবে নমঃ § এষ ধূপঃ গবে নমঃ। এষ দীপঃ গবে নমঃ। এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং গবে নিবেদয়ামি। এতৎ পানীয় জলং গবে নমঃ। পুনরাচমনীয়ং গবে স্বধা। এতৎ তাম্বূলং গবে নমঃ। এইরূপে পূজা করিয়া শৃঙ্গে তৈল হরিদ্রা ও ললাটে সিন্দুর দিয়া পরে পরিষ্কার দূর্ব্বা প্রভৃতি ঘাস, বংশপত্র, কদলী ইত্যাদি আহারীয় দ্রব্য মস্তকে লইয়া নিম্নলিখিত গোগ্রাসদান মন্ত্র পাঠ করিবে।

সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥

অর্থাৎ সকলের হিতকারিণী, পুণ্যতমা, পুণ্যরাশি স্বরূপিণী, ত্রৈলোক্য জননীরূপা সুরভিনন্দিনীগণ মদত্ত এই গ্রাস গ্রহণ করুন। এই মন্ত্রে গরুকে উহা খাইতে দিবে। তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে যথা—

* গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য ইহাই পঞ্চোপচার।

† পাদ্য (পাদ প্রক্ষালনার্থ জল), অর্ঘ্য (গন্ধ, পুষ্প, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা, অক্ষত, জল), আচমনীয় (আচমনার্থ জল), মধুপর্ক (দধি সংযুক্ত মধু), পুনরাচমনীয়, গন্ধ (শ্বেত চন্দন), পুষ্পবিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য (আতপতণ্ডুল ও রম্ভা প্রভৃতি এবং পানীয় জল, পুনরাচমনীয় ও তাম্বূল ; ইহাকে দশোপচার বলে।

‡ অর্ঘ্য গোরুর মস্তকে দিতে হয়।

§ অনেক পুষ্প হইলে "এতানি গন্ধ পুষ্পানি গবে বৌসট্" বলিতে হইবে।

নমোঃ গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

দীপান্বিতা অমাবস্যার পরদিনে শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে সংসারে সুরভী পূজা হইয়াছিল। দেবী ভাগবতে নবম স্কন্ধে একোনপঞ্চাশ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশ আছে। ভগবান স্বয়ং সুরভীর পূজা করিয়াছিলেন। সুরভী পূজা গোপূজারই অনুরূপ, কেবল "গবে নমঃ" স্থলে "সুরভৈ্য নমঃ" বলিতে হইবে। "সুরভয়ে নমঃ" ও বলা যায়।

আমাদের দেশের বালিকারা বৈশাখ মাসে যে "গোকাল ব্রত" করিয়া থাকে, তাহাও গোপূজার নামান্তর। গোর চরণ ধৌত করিয়া দিয়া চিরুণী দ্বারা মাথা আঁচড়াইয়া শৃঙ্গে তৈল হরিদ্রা এবং ললাটে সিন্দুর ও চন্দনের ফোঁটা দেওয়ার পর দর্পণ দেখান হইয়া থাকে। পরে তিন মুষ্টি দূর্ব্বাঘাস ও তিনটী রম্ভা খাইতে দেওয়া হয়। তাহার পর মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

গোকাল গোকুলে বাস,
গরুর মুখে দিয়া ঘাস,
আমার হোক স্বর্গে বাস।

শাস্ত্র বাক্য।

গামেকাং স্বর্ণমেকং বা ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলম্।
রুদ্ধন্নরকমায়াতি যাবদাভূতসংপ্লবম্॥

বৃহস্পতি সংহিতা:।

একটী গো কিম্বা একখণ্ড সুবর্ণ, অথবা অঙ্গুলি পরিমিত ভূমি যে ব্যক্তি রোধ করে, প্রলয় পর্য্যন্ত সে নরক ভোগ করে।

গোবীথীং গ্রামরথ্যাঞ্চ শ্মশানং গোপিতং তথা।
সম্পীড্য নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্॥

বৃহস্পতি সংহিতা।

গোবীথী, গ্রামের পথ, শ্মশানভূমি এ সকল যে ব্যক্তি সম্পীড়ন করে, সে প্রলয় পর্য্যন্ত নরক ভোগ করে।

ভূমির্গাবস্তথা দারাঃ প্রসহ্য হ্রিয়তে যদা।
ন চাবেদয়তে যস্তু তমাহুব্রহ্মঘাতকম্॥

বৃহস্পতি সংহিতা।

কোন ব্যক্তির ভূমি, গো এবং দারা অন্যে ছল পূর্ব্বক হরণ করিতেছে, দেখিয়াও যে ব্যক্তি ঐ সকল বস্তুর প্রভুকে জ্ঞাত করেনা,—সে ব্যক্তিকে মুনিগণ ব্রহ্মঘাতক কহিয়াছেন।

মহোক্ষোৎসৃষ্টপশবঃ সূতিকাগন্তুকাদয়ঃ।
পালো যেষান্তু তে মোচ্যা দেবরাজপরিপ্লুতাঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

মহাবলীবৰ্দ্ধ (অর্থাৎ যাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অতীব দুঃসাধ্য এবম্বিধ বৃষ), উৎসৃষ্ট পশু, সূতিকা (অর্থাৎ যাহার প্রসবের পর দশ দিন অতিক্রান্ত হয় নাই), আগন্তুক (অর্থাৎ যুথপরিভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরাগত

এবং অন্ধ খঞ্জাদি) এই সকল পশুকে, আর যে সকল পশুর পালক আছে, কিন্তু দৈবোপদ্রব ও রাজোপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে মোচন করাই উচিত।

পয়ং কাকঃ। * । ঘৃতং নকুলঃ।
দধি বলাকা। * * * গোধা গাম্॥

বিষ্ণু সংহিতা।

দুগ্ধ হরণ করিলে কাক, ঘৃত হরণ করিলে নকুল, দধি হরণ করিলে বলাকা (বক) এবং গো হরণ করিলে গোধা (গো সাপ) জন্ম হয়।

গোস্পর্শনমায়ুর্বর্দ্ধনানাং * * *।

দেবী পুরাণ, দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

আয়ুষ্কর কার্য্যের মধ্যে গোস্পর্শ শ্রেষ্ঠ।

মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ১৯৩ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

"গোপুচ্ছ স্পর্শ প্রভৃতি কার্য্যও পবিত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।"

রাজবাটীর অনুবাদ।

শ্রোত্রিয়ং সুভগাং গাঞ্চ অগ্নিমগ্নিচিতিং তথা।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেদাপদ্ভ্যঃ স প্রমুচ্যতে॥

কাত্যায়ন সংহিতা, একোনবিংশ খণ্ড।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, সুভগা নারী, গো, অগ্নি, এবং অগ্নিচিৎ (অগ্নিহোত্রী) যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অবলোকন করে, সে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হয়।

গুরুং গণেশং বিষ্ণুঞ্চ শিবং দুর্গাং সরস্বতীম্।
গো-ব্রাহ্মণ সতীঞ্চৈব প্রণমেদ্ গাঙ্গযাত্রিকঃ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ।

গঙ্গায় গমনকালে ইষ্টদেব, গণেশ, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, গো, ব্রাহ্মণ ও পতিব্রতা সকলকে প্রণাম করিবে।

গঙ্গাতটে গবাঞ্চৈব দর্শনে স্যান্মহাফলম্ ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গঙ্গাতটে গো দর্শনে মহাফল হয়।

যাত্রাকালে সবৎসাঞ্চ ধেনুং দৃষ্ট্বা সুখং ব্রজেৎ ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যাত্রাকালে সবৎসা ধেনু দেখিয়া সুখে গমন করিবে।

স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহেষু বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
গো ব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতং ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

স্ত্রীলোকের নিকট, পরিহাসচ্ছলে, বিবাহ সময়ে, জীবিকার্থে, প্রাণসংশয়ে, গো-ব্রাহ্মণার্থে ও প্রাণীবধ বিষয়ে মিথ্যা দূষণীয় নহে।

মহাভারতে আদিপর্ব্বে দ্বাশীতি অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, দীন, অনাথ প্রভৃতির নিমিত্ত স্থলবিশেষে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানেও পুণ্য জন্মে।

গো ব্রাহ্মণনৃপতি মিত্রধনদার জীবিতরক্ষণাদ্ যে
হতাস্তে স্বর্গভাজঃ বর্ণসঙ্কররক্ষণার্থে চ ॥

বিষ্ণু সংহিতা, তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, বন্ধু, ধন, স্ত্রী বা জীবন, এই সকল রক্ষা করিতে গিয়া কিম্বা বর্ণসঙ্কর হওয়ার প্রতিবন্ধক হইতে গিয়া মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ করিবে।

ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যাদৈর্গোপ্তা গোব্রাহ্মণস্য চ ॥

পরাশর সংহিতা, অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ও গরুর নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও গরুর রক্ষাকর্ত্তা ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়।

গোবৃষাণাং বিপত্তৌ চ যাবন্তঃ প্রেক্ষকা জনাঃ।
ন বারয়ন্তি তাং তেষাং সর্ব্বেষাং পাতকং ভবেৎ॥

পরাশর সংহিতা, নবম অধ্যায়।

গাভী বা বৃষের বিপত্তিকালে যে সমস্ত লোক সেই অপঘাত মৃত্যু দেখিবে, অথচ তাহা প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা না করিবে, তাহাদের সকলেরই গো-হত্যার পাতক হইবে।

ন তু মেহেন্নদীচ্ছায়াবর্ত্ম গোষ্ঠাম্বুভস্মসু।

যাজ্ঞবল্ক্য, প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নদী, ছায়া, পথ, গোষ্ঠ, জল ও ভস্মাদিতে মূত্র পুরীষ ত্যাগ করিবে না।

প্রত্যগ্নিং প্রতিসূর্য্যঞ্চ প্রতি গাং প্রতি চ দ্বিজম্।
প্রতি সোমদকং সন্ধ্যাং প্রজ্ঞা নশ্যতি মেহতঃ॥

বশিষ্ঠ সংহিতা, ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অগ্নি, সূর্য্য, গো, ব্রাহ্মণ, বা চন্দ্রেরদিকে ফিরিয়া বা ভরসন্ধ্যা-সময়ে প্রস্রাবাদি করিলে, তাহার প্রজ্ঞা বিনষ্ট হয়।

অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ।
আহারে জপকালে চ পাদুকানাং বিসর্জ্জনম্॥

অঙ্গিরা ও আপস্তম্ব।

হোমগৃহে, গোষ্ঠে, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিকটে, আহারকালে এবং জপকালে পাদুকা ত্যাগ করিবে।

ন নারীমধ্যে নধান্যগোগুরুহুতাশন সুরাণামুপরি।

বিষ্ণু সংহিতা, সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

স্ত্রীলোকের মধ্যে, ধান্য, গাভী, গুরুজন, অগ্নি ও দেবমূর্ত্তির উর্দ্ধে নিদ্রা যাইবে না।

নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং নাদ্বারেণ বিশেৎ ক্বচিৎ।

যাজ্ঞবল্ক্য।

বৎস গাভীর স্তন্য পান করিতেছে, এমন সময়ে তৎস্বামীকে একথা বলিয়া দিবেনা, আপনিও নিবর্ত্তিত করিবে না।

ধাবন্তীং গাং পরক্ষেত্রে ন চাচক্ষিত কস্যচিৎ।

সৌরপুরাণ, অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

বৎস গরুর দুগ্ধ পান করিতেছে বা পরক্ষেত্রে গো বিচরণ করিতেছে, নিবারণাভিপ্রায়ে কাহাকেও তাহা বলিবে না।

ন পরক্ষেত্রে চরন্তীং গামাচক্ষীত ন পিবন্তং বৎসকম্।

বিষ্ণুসংহিতা, একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পরক্ষেত্রে গাভী চরিলে, তাহা ক্ষেত্রস্বামীকে বলিয়া দিবে না। বৎস দুগ্ধ পান করিলে তাহাও বলিবে না।

আত্মনো যদি বান্যেষাং গৃহে ক্ষেত্রেঽথবা খলে।
ভক্ষয়ন্তীং ন কথয়েৎ পিবন্তঞ্চৈব বৎসকম্॥

পরাশর, অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

যদি আপনার কিম্বা অন্যের গৃহে, ক্ষেত্রে কিম্বা উদূখলস্থ শস্য গাভীতে ভক্ষণ করে, কিম্বা যদি বৎস দুগ্ধ পান করিয়া ফেলে (অর্থাৎ গরু পিইয়া যায়) তথাপি কোন কথা বলিবে না।

ব্রাহ্মণাংশ্চ স্ত্রীয়ো গাশ্চ পুষ্পেনাপি ন তাড়য়েৎ।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ, সতী ও গোগণকে পুষ্প দ্বারাও আঘাত করিবে না।

গোব্রাহ্মণানলান্নানি নোচ্ছিষ্টানি পদা স্পৃশেৎ।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ১ম অঃ।

গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি এবং অন্ন, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিবে না, আর পাদ দ্বারা উহাদিগকে কখনই স্পর্শ করিবে না।

তাড়নং ম্রিয়তাং বাক্যং স্পর্শনং তালপত্রতঃ।

পদাঘাতং ভক্ষ্যরোধং বর্জ্জয়েদ্গোষু মানবঃ।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, উত্তরখণ্ড, ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

তাড়ন "মর" এই বাক্য প্রয়োগ, তালপত্র দ্বারা স্পর্শন, পদাঘাত ও ভক্ষ্যরোধ এই কয়েকটি গো-বিষয়ে পরিত্যাগ করিবে।

গাবঃ পবিত্রং মঙ্গল্যং গোষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

গাবো বিতন্বতে যজ্ঞং গাবঃ সর্ব্বাঘসূদনাঃ॥

* * *

শৃঙ্গোদকং গবাং পুণ্যং সর্ব্বাঘবিনিসূদনম্॥

গবাং হি তীর্থে বসতীহ গঙ্গা

পুষ্টিস্তথাসাং রজসি প্রবৃত্তা।

লক্ষ্মীঃ করীষে প্রণতৌ চ ধর্ম্ম—

স্তাসাং প্রণামং সততঞ্চ কুর্য্যাৎ॥

বিষ্ণুসংহিতা, ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ।

গোসকল পবিত্র এবং মঙ্গলজনক, ত্রৈলোক্য গোসকলের উপর নির্ভর করিতেছে, যজ্ঞবিস্তার গো হইতেই হইয়া থাকে এবং গোসকল সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে। * * * গাভীদিগের পবিত্র শৃঙ্গজলে সকল পাপ বিনষ্ট করে। গোতীর্থে গাভীর অবস্থিতিস্থানে গঙ্গা বসতি করেন, ইহাদিগের ধূলিতে পুষ্টি অবস্থিত। ইহাদিগের করীষে (অর্থাৎ শুষ্ক গোময়ে) লক্ষ্মী এবং ইহাদিগের প্রণামে ধর্ম্ম বিদ্যমান আছেন, অতএব সর্ব্বদা ইহাদিগকে প্রণাম করিবে।

কঠোর শাসন

যে গাভী দোহন করিবার সময় নড়ে, সহজে দুহিতে দেয় না, তাহাকে ছাঁদা, পা বাঁধা ও কাঠগড়া প্রভৃতি কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করা হয়। দুহিবার সময় গাভীর পশ্চাতের উভয় পা বেষ্টন করিয়া বাঁধাকে ছাঁদা বলে। বাঁদিকের পিছনের পায়ের হাঁটুর উপরে একগাছি দড়ী দিয়া দুই একদিন খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়, ইহারই নাম পা বাঁধা। ঐরূপ বাঁধিয়া রাখিলে কিছুদিন পর্য্যন্ত ঐ পাটি আর নাড়িতে পারে না, অবশ হইয়া যায়। চতুর্দ্দিকে বাঁশ দিয়া এরূপ কাঠগড়া নির্ম্মাণ করা হয় যে, উহার ভিতরে গাভীকে প্রবেশ করাইলে, তাহার আর কোন দিকে নড়িবার উপায় থাকে না।

কোন কোন অল্প বয়স্ক গরুকে প্রথম প্রথম লাঙ্গল অথবা মই টানিতে নিযুক্ত করিবার সময় শুইয়া পড়ে এবং শীঘ্র ঐ অভ্যাস ত্যাগ করে না। উপযুক্ত কৃষক দ্বারা চালিত হইলে অল্পদিনেই এ দোষ সংশোধন হইয়া যায়। যাহারা কঠোর শাসনের পক্ষপাতী তাহারা গোরুর পেটে কাঁটা বাঁধিয়া দেয়, তাহাতে গোরু শুইতে ভয় পায় এবং শুইলেও কাঁটা ফুটিবামাত্র উঠে ও আর সহজে শোয় না। আবার কেহ কেহ গরু শুইবামাত্র খড়ের বুঁদি বা বেওনা (যাহাতে কৃষকেরা তামাক খাইবার জন্য আগুন রাখে) দ্বারা গোরুর গুহ্যদ্বারের নিকটে ঠাসিয়া ধরে, উহার অগ্নি সংস্পর্শ হইলে তৎক্ষণাৎ উঠিতে বাধ্য হয়।

যে সকল গরু অত্যন্ত দড়ী ছেঁড়ে, তাহাদের শিংএ ও কাণে দড়ী দেওয়া এবং মুখস অথবা পায়ে দড়ী (খুরসী) বাঁধিয়া দেওয়ার রীতি সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। ষাঁড় ও বলদের নাক ফুঁড়িয়া দেওয়াও কঠোর শাসনের এবং পালকের দুর্ব্বলতার নিদর্শন।

চরিতে দিলে কোন কোন গরু ছুটাছুটি করে এবং সহজে ধরা দেয়না; সেজন্য তাহার গলায় একহাত লম্বা একখণ্ড বাঁশ বাঁধিয়া দেওয়া হয় সুতরাং সে আর দৌড়াদৌড়ি করিতে পারে না, ছুটিতে গেলেই পায়ে আঘাত লাগে।

দুগ্ধবতী গাভীর সহিত তাহার বাছুরকে চরিতে দিলে পাছে দুধ খায়, সেজন্য বাঁটে গোবর মাখাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তাহাতেও কোন কোন বাছুর দুধ খাইতে ছাড়ে না এবং উহাতে একটা অসুবিধা এই হয় যে, দুহিবার সময় বাঁট ধোওয়াইয়া দিতে হয়, সেজন্য চরম ব্যবস্থা—কাঁটা মুখস, অর্থাৎ বাছুরের মুখের মাপ অনুযায়ী একটি খড়ের বিঁড়ে প্রস্তুত করিয়া তাহারই স্থানে স্থানে ৩।৪টা খেজুর কাঁটা বসাইয়া সেই বিঁড়ের মুখস বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বাছুর দুধ খাইতে যাইবার উপক্রম করিলেই গাভী হয় সরিয়া যায়, নচেৎ বাছুরকে লাথি ছুঁড়িয়া তাড়াইয়া দেয়।

কতকগুলি গরু কাগজ ও নেকড়া খায়। অনেক সময় ভাল কাপড়ও চিবাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহা অভ্যাসের ফল, বাছুর অবস্থা হইতে ইহারা ঐ সকল খাইতে অভ্যস্ত হয়। কাগজ খাইলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা এবং কাপড় খাইয়া গৃহস্থের ক্ষতি করিয়া থাকে। কিছুদিন সাবধান হইলে অর্থাৎ অন্ততঃ ৩।৪ মাস একাদিক্রমে কাগজ বা কাপড় খাইবার সুযোগ না পাইলে উহারা আর হঠাৎ ঐসকল দেখিলেই খাইতে যায় না। কিন্তু তাহা না করিয়া কেহ কেহ নিম্নলিখিতরূপ কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করেন। একখানি অন্ততঃ দুইহাত লম্বা নেকড়া বা কাগজ ঐ গরুর সম্মুখে এরূপভাবে ফেলিয়া দেয় যে, তাহার একপ্রান্ত খাইতে আরম্ভ করিলেই, অপর প্রান্তে একটি দেশালাই জ্বালিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। গরুটিও বিপদ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ নেকড়া বা কাগজ মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলে এবং আর কখন ঐ গুলি খাইতে সাহস করে না।

এই সকল কঠোর শাসনে অনেক সময় "হিতে বিপরীত"ও ঘটে।

এইরূপ কঠোর শাসন করিতে গিয়া গোর প্রাণবিয়োগ হইলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়,—

দমনে দামনে রোধে অবঘাতে চ বৈকৃতে।
গবা প্রভাবতা যাতৈঃ পাদোনং ব্রতমাচরেৎ॥

অঙ্গিরঃ সংহিতা, প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সহজে গাভী বশীভূত করিতে না পারায় দমন, বন্ধন, রোধ, অবঘাত বা অন্য কোনরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপারে ঐ গাভীর মৃত্যু হইলে পাদোন প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

প্রায়শ্চিত্ত।

রোধ, বন্ধন, যোতে জুড়িয়া দেওয়া আর নিপাত করা, এই চারি প্রকারে গো-হত্যা হয়।

গোচারণের মাঠে, গৃহে, দুর্গে, সমতল প্রান্তর ভূমিতে, নদী বা সমুদ্র তীরে, খাত বা পর্ব্বত গুহার নিকটে কিম্বা দগ্ধদেশে রুদ্ধ করিয়া রাখায় যদি গরুর মৃত্যু হয়, তবে তাহাকে "রোধ" বলে।

গোয়াল বা কোনরূপ রজ্জুদ্বারা কিম্বা ঘণ্টা, আভরণ ভূষণ দ্বারা যদি গোরুকে গৃহে বা বনেতেও বদ্ধ করিয়া রাখায় তাহার মৃত্যু হয়, তবে ইহাকে অবস্থা ভেদে কামকৃত বা অকামকৃত "বন্ধন" বলিয়া জানিবে।

যদি লোকের দ্বারা লাঙ্গল বা গাড়ীতে যুতিয়া দেওয়ায়, দুই চারিটি গোরু সারবন্ধি করিয়া বাঁধিয়া দেওয়ায় কিম্বা অত্যন্ত ভারী বস্তুর চাপনে প্রপীড়িত হওয়ায় কোন গোরুর মৃত্যু হয়, তবে সেই হত্যাকে "যোক্ত্রবধ" বলে।

মত্ত, উন্মত্ত বা প্রমত্ত অবস্থাতেই হউক বা সজ্ঞান কি অজ্ঞান অবস্থাতেই হউক, কামকৃত, অকামকৃত অথবা ক্রোধ জন্যই হউক, যদি দণ্ড বা উপলখণ্ড দ্বারা কেহ গোরুকে আঘাত করায় গোরু আহত, বা মৃত হয়, তবে এরূপ আঘাতকে "নিপাত" বলিয়া জানিবে।

বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল, একহস্ত পরিমিত দীর্ঘ (কেহ বলেন—এক বাহু বা এক বাঁউ), রসযুক্ত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লব বেষ্টিত ও অগ্রযুক্ত বৃক্ষশাখাকে দণ্ড বলা যায়। এই দণ্ড ব্যতীত যদি আর কিছু (মুদ্গরাদি) দ্বারা কেহ গোরুকে প্রহার বা নিপাতন করিয়া হত্যা করে, তবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

গোহত্যা করিয়া গোপন করিলে অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, সে নিশ্চয়ই কালসূত্র নামক ঘোর নরকে গমন করিবে। পাপ করিয়া

গোপন করিলে পাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পাপ অল্পই হউক আর অধিকই হউক, তাহা ধর্ম্মবেত্তৃগণের সম্মুখে নিবেদন করিবে।

মৃত্যুর অবস্থাভেদে পরাক বা প্রাজাপত্য, সান্তপন, কৃচ্ছ্র, অর্দ্ধকৃচ্ছ্র, পাদকৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, তপ্তকৃচ্ছ্র, অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ প্রভৃতি পাপ নাশক ব্রতাচরণ করিতে হইবে।

প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণ ভোজনম্।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দত্যাৎ পবিত্রাণি জপে দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু গোঘ্নঃ শুদ্ধো ন সংশয়ঃ।

পরাশর সংহিতা, ৮ম অধ্যায়।

এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে, বিপ্রগণকে দক্ষিণা দিতে হইবে এবং দ্বিজগণ পবিত্র মন্ত্র জপ করিবে। ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইলে নিশ্চয়ই গোহত্যাকারী শুদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

খাত, বাপী, কূপ, পাষাণ প্রহার, শস্ত্রাঘাত, যষ্ট্যাঘাত, মৃৎপিণ্ড প্রহার, গোষ্ঠে রোধন, বন্ধন, স্থাপিত পূষ্কলে (খোঁয়াড়ে) কাষ্ঠ, বৃক্ষ রোধ সঙ্কট, অর্থাৎ যে বিষম স্থানে কোনরূপে একবার প্রবিষ্ট হইলে আর নির্গত হইবার যো থাকে না, রজ্জু এবং বস্ত্র ইহারা গোরুর প্রধান প্রমাদ স্থান (অর্থাৎ ইহারা গাভী মরণের প্রধান কারণ) ইহার মধ্যে যেখানে বা যে কারণে গোরুর মৃত্যু হউকনা কেন, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেই।

কাষ্ঠ প্রহারে, পাষাণাঘাতে, খাতে পড়িয়া, বৃক্ষ পতনে, শস্ত্রাঘাতে, যষ্টি প্রহারে, বস্ত্র বদ্ধ হইয়া মরিলে, কিম্বা গাভীর আহার, প্রচার বা নির্গমের প্রতিবন্ধকতা করিয়া মৃত্যু-নিমিত্ত হইলে, অযথা বন্ধন (আটকাইয়া রাখা) বা অকাল বন্ধন করিয়া মৃত্যু-নিমিত্ত হইলে, হল শকটাদি যোজনে অতিশয় বহনাদি করাইয়া মৃত্যু-নিমিত্ত হইলে, দণ্ড নিপাতনে, ঘণ্টাদি আভরণ দোষে ও বনপ্রবিষ্ট হইয়া ঘণ্টা জড়িত লতাদিদোষে গোর

মৃত্যু হইলে, অতিরিক্ত ভোজন, পান বা দোহনের আতিশয্যে, রজ্জু দানার্থ নাসিকা বেধ এবং সহজে বশীভূত করিতে না পারায় দমন, বন্ধন, রোধ, অবঘাত বা অন্য কোনরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপারে গোরুর মৃত্যু হইলে, শৃঙ্গ ভঙ্গ, অস্থি ভঙ্গ, লাঙ্গুল ছেদন, চর্ম্ম কর্ত্তন, গোরু দাগিবার কালে অতিরিক্ত দগ্ধ করিলে, গোভ্রূণ হত্যা বা গো গর্ভ নষ্ট করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। গো-খাদককে গোরু বিক্রয় করিলে গো বধের পাপ হয়। বহুসংখ্যক পীড়িত গাভীকে একত্র বদ্ধ বা রুদ্ধ করিয়া রাখিলে এবং অপারদর্শী গো-চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইলে যদি গোরুর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

গবাদির চিকিৎসার্থ মাংস বা শিরা ছেদ, কিম্বা দাহাদি যন্ত্রণা দ্বারা বা অন্তর্মৃত গর্ভ বিমোচন দ্বারা যত্ন করিয়াও যদি গোর প্রাণনাশ হয় এবং প্রাণরক্ষার্থ প্রদত্ত আহারীয় দ্রব্য ও জলপান দ্বারা যদি গোর প্রাণবিনাশ হয়, তবে পাপ হইবে না।

গবাদীনাং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং রুজাদিষু।
কেচিদাহুর্ণ দোষোঽত্র দেহধারণ ভেষজে॥
ঔষধং লবণঞ্চৈব স্নেহপুষ্টান্ন ভোজনম্।
প্রাণিনাং প্রাণবৃত্ত্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং নবিদ্যতে॥
অতিরিক্তং ন দাতব্যং কালে স্বল্পন্তু দাপয়েৎ।
অতিরিক্তে বিপন্নানাং কৃচ্ছ্রমেব বিধীয়তে॥

* * *

যন্ত্রণে গোশ্চিকিৎসার্থে মূঢ়গর্ভ বিমোচনে।
যত্নে কৃতে বিপত্তিশ্চেৎ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥

আপস্তম্ব সংহিতা' ১ম অধ্যায়।

গোরুর রোগাদি হইলে (তাহার চিকিৎসা করিতে প্রাণবিপত্তি ঘটিলে) প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি, কিন্তু রোগে প্রাণ রক্ষক ঔষধ প্রয়োগে কখনই দোষ হয় না, ইহা কেহ কেহ বলেন। ঔষধ লবণ, স্নেহদ্রব্য, পুষ্টিজনক দ্রব্য ভোজন এবং অন্ন ভোজন প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষার্থে,—(সুতরাং ইহা প্রদান করায় প্রাণ বিপত্তি ঘটিলেও) প্রায়শ্চিত্ত নাই। অতিরিক্ত দিবে না। যথাসময়ে উপযুক্ত মতে দিবে, অতিরিক্ত প্রদানে মৃত্যু হইলে কৃচ্ছ্র ব্রতই বিহিত আছে। * * * চিকিৎসার নিমিত্ত অঙ্কিত করিতে এবং মৃতগর্ভ মোচন করাইতে যত্ন করিয়াও যদি গোহত্যা হয়, তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না।

দেবদ্রোণী (দেবযাত্রা) কিম্বা বিহারকালে কূপে পড়িয়া এবং গৃহে বন্ধন শূন্য হইয়া গোগণের মৃত্যু হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না।

জল পানার্থ কূপে, খাতে কিম্বা পুকুর বা নদীর বাঁধান ঘাটে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে, বা জল পানার্থ কুণ্ডে (জলপান করিতে গিয়া) গোরুর মৃত্যু হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। সেইরূপ কূপ-সন্নিহিত খাতে, নদী বা দীঘির খাতে অথবা সাধারণ জল পানের জন্য অন্য কোন খাতে উক্ত কারণে পতিত হইয়া গোরুর মৃত্যু হইলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। তবে যদি কেহ নিজ বাটী প্রবেশের দ্বারের সম্মুখে, বা বাটীর মধ্যে খাত প্রস্তুত করে, অথবা নিজের কোন কাজ বা নিজের গৃহনির্ম্মাণ জন্য খাত প্রস্তুত করে, তাহাতে পড়িয়া গোরুর মৃত্যু হইলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

যাগাঙ্গ বা চিহ্নার্থ ত্রিশূলাদি করণে এবং হলাদি বাহনে চর্ম্ম নির্ম্মোচন হইলেও পাপ হইবে না। পালকের রক্ষাচেষ্টা সত্ত্বেও শঙ্কা-রহিত স্থানে বন্ধন-রহিত গো যদি দৈবাৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি বা কূপাদিতে পতিত হয়, সর্পাঘাত বা ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, বা গৃহ বৃক্ষাদি পতন

দ্বারা বিনষ্ট হয়, অথবা অগ্নি বা বিদ্যুৎ দ্বারা আহত হওয়ায় গোরুর মৃত্যু হয়, তবে পাপ হয় না।

দণ্ডাদির সামান্য আঘাতে ব্যাধিযুক্ত গো যদি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, পরে উঠিয়া পাঁচ বা সাত পা গমন পূর্ব্বক স্বয়ং গ্রাস গ্রহণ ও জলপান করিয়া মরে, তবে পূর্ব্ব ব্যাধি-বিনষ্ট বলিয়া উহাতেও পাপ নাই। (যদি এ স্থলে কোন ব্যাধি না থাকে, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে)।

ধর্ম্মার্থ কূপ বা পরিখাদিতে পড়িয়া গো বিনষ্ট হইলে কূপকর্ত্তার দোষ নাই।

গোগণের পরিচর্য্যা করিতে চরণে অগ্নি স্পর্শ হইলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। প্রতিদিন গোগৃহে মশকাদি নিবারণার্থ ধূম (সাঁজাল) না করিলে, পালক মক্ষিকাপূর্ণ নরকে পতিত হইয়া মক্ষিকাগণ দ্বারা ভক্ষিত হয়েন, সেই অগ্নিতে পতিত হইয়া পালকের রক্ষণাবেক্ষণ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি গোর মৃত্যু হয়, তবে দোষ নাই; কিন্তু পালকের অসন্নিধানে ঐরূপ মরণে অপালন দোষ হইবে।

কুশ বা কাশের দড়ী দ্বারা গোরুকে বন্ধন করিয়া রাখায় যদি ঐ দড়ীতে অগ্নি লাগিয়া গোরু দগ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। (কিন্তু যদি তথায় তৃণরাশি থাকে এবং তাহাতে অগ্নি লাগিয়া গোরু দগ্ধ হয়, তবে অপালন দোষ হইবে)।

শৃঙ্গ ভঙ্গ, অস্থি ভঙ্গ বা কটি ভঙ্গ হইলেও যদি গোরু ছয়মাস কাল জীবিত থাকে, তবে আর প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক নাই।

শত্রু বেষ্টিত হওয়ায় যদি কোন গ্রাম শরজাল দ্বারা পীড়িত হইবার কালে, কিংবা গৃহ পড়িয়া যাইবার সময় অথবা অতি বৃষ্টি হেতু মৃত্যু হয়, যুদ্ধ কালে নিহত বা গৃহদগ্ধ কালে দগ্ধ হইয়া যায়, অথবা দাবানল দ্বারা কিম্বা গ্রাম নষ্ট হইবার কালে মরিয়া যায়, তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন নাই।

শকটাদি বহন জন্য অথবা দোহন কালে কিম্বা সায়ংকালে একত্র রক্ষা করিবার জন্য রোধ বা বন্ধন করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।

গোরুর নামকরণ।

স্ত্রী-জাতীয় গোবৎসের নাম বাছুর, বকন বা বক্না ও নই বাছুর এবং পুংজাতীয় বৎসকে বাছুর, এঁড়ে বাছুর বা আঁড়িয়া বাছুর ও ষাঁড় বাছুর বলে। কৃতক্লীব বাছুরের নাম দামড়া বাছুর। বৎস প্রসব করার পর বকনাকে গাভী বা গাই বলা যায়। তিন বৎসর বয়সের পর এঁড়ে বা আঁড়িয়া ও ষাঁড় বলা হয়। কৃতক্লীব বা দামড়া বাছুর ঐরূপ বয়সের পর বলদ বা হেলে গোরু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ষাঁড়ের অপর নাম বলদ বটে, কিন্তু এখন বলদ বলিতে যেন কেবল দামড়া গোরুকেই বুঝায়। বৎসতরী, বৎসতর, ধেনু, গবী, বৃষ, ষণ্ড, বলীবর্দ্দ এসকল নাম সচরাচর চলিত কথায় ব্যবহার হয় না।

বাঙ্গলার গোরুর আকৃতি প্রকৃতি অনুসারে একাধিক প্রকার গোরু দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জাতি হিসাবে বিভিন্ন নামকরণ কিছু নাই। তবে গোরুর শৃঙ্গ, পুচ্ছ, খুর, বর্ণ ও গঠনাদি অনুসারে নামকরণ আছে। যেমন—উনপাজুরে, বরাখুরে, শ্বেতচামুরে, মুলেনেজা, মেনাশিংএ, স্বর্গপাতালে, বোরাগোরু, শ্যামলা গোরু, রাঙ্গাণী, কালী বা কাল ইত্যাদি। আর জন্ম বার হিসাবেও নামকরণ আছে। যেমন—মঙ্গলা, বুদি, লক্ষ্মী, শনে, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি আদরের ডাক নাম আছে, যেমন—ঘোগডাবরী, ঘোঁতা ইত্যাদি।

শাস্ত্রে গোরুর আকৃতি, বর্ণ ও গুণভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যেমন—৩২ সের দুগ্ধদাত্রী গাভীকে দ্রোণক্ষীরা বা দ্রোণদুঘা বলে। বৎস প্রসব না করিয়া যে গাভী দুগ্ধ প্রদান করে, সেই গাভী কামদুঘা বা কামধেনু নামে কথিত হয়। আরও কয়েক প্রকার গাভীর কথা নিম্নে লিখিত হইল;—

দোগ্ধ্রী লক্ষণ।

অশীতি পল দুগ্ধন্তু দুহ্যতি গৌ দিনে দিনে।
পীতবৎসা তু যা লোকে দোগ্ধ্রী সা পরিকীর্ত্তিতা॥

প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব (নারায়ণ উপাধ্যায় ধৃত বচনং)।

যে গো বৎসের পানানন্তর ৮০ পল দুগ্ধ (৩ তোলা ৮ রতি ২ মাসাতে এক পল হয়, সুতরাং ৮০ পলে সাড়ে চারি সের) প্রদান করে, সেই গো দোগ্ধ্রী নামে অভিহিতা হয়।

কপিলা লক্ষণ।

অনাকুঞ্চিত শৃঙ্গা যা কপিলাক্ষী মনস্বিনী।
একবর্ষা দ্বিবর্ষা বা কপিলা সা প্রকীর্ত্তিতা॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

যে গোর, শৃঙ্গ কোঁকড়ান নহে ও যাহার চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ এবং যে গো প্রশস্তমনা, এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসর বয়স্কা হইলেও সেই গো কপিলা নামে অভিহিতা হয়।

একাদশ প্রকার কপিলা লক্ষণ।

সুবর্ণ কপিলা পূর্ব্বং দ্বিতীয়া গৌরপিঙ্গলা।
তৃতীয়া চৈব রক্তাক্ষী চতুর্থী গুড়পিঙ্গলা॥

পঞ্চমী বহুবর্ণাস্যাৎ ষষ্ঠী চ শ্বেত পিঙ্গলা।
সপ্তমী শ্বেত পিঙ্গাক্ষী অষ্টমী কৃষ্ণ পিঙ্গলা॥
নবমী পাটলাজ্ঞেয়া দশমী পুচ্ছ পিঙ্গলা।
একাদশী খুরশ্বেতা এতাসাং সর্ব্ব লক্ষণা॥
সর্ব্ব লক্ষণ সংযুক্তা সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা।
ব্রাহ্মণায় চ দাতব্যা সর্ব্বমুক্তি প্রদায়িনী॥

কপিলা মাহাত্ম্য।

সুবর্ণ কপিলা, গৌরপিঙ্গলা, রক্তাক্ষী, গুড় পিঙ্গলা, বহুবর্ণা, শ্বেত পিঙ্গলা, শ্বেত পিঙ্গাক্ষী, কৃষ্ণ পিঙ্গলা, পাটলা, পুচ্ছ পিঙ্গলা, এবং খুর শ্বেতা এইসকল একাদশ প্রকার কপিলা। সর্ব্বলক্ষণ সংযুক্তা ও সর্ব্বাভরণ ভূষিতা কপিলা ব্রাহ্মণকে দান করিলে সর্ব্বমুক্তি প্রদায়িনী হয়।

নীল বৃষ।

লোহিতো যস্তু বর্ণেন পুচ্ছাগ্রে যস্তু পাণ্ডুরঃ।
শ্বেতঃ খুরবিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে॥

বৃহস্পতি সংহিতা।

যে বৃষের বর্ণ লোহিত, পুচ্ছাগ্র পাণ্ডুর বর্ণ (বা শ্বেত বর্ণ) খুর এবং শৃঙ্গদ্বয় শ্বেত বর্ণ, (ঋষিগণ) তাদৃশ বৃষকে নীল বৃষ বলিয়াছেন। (কেহ কেহ বলেন, নীল অর্থাৎ সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, কিম্বা রক্ত-বর্ণ অথচ শুক্ল-মুখ। ইহা কিন্তু রঘুনন্দন ধৃত শঙ্খ-বচনাদির অনুমত নহে)।

বৃহৎ সংহিতাদি গ্রন্থে করট, সুগত, হংস প্রভৃতি বৃষভের নামের উল্লেখ আছে।

নীলগাই নামে যে এক প্রকার পশু আছে, তাহা গোরু নহে, উহারা হরিণ।

গো।

গলকম্বলবত্ত্বং গোত্বম্।

গলকম্বল থাকিলে তাহাকে গোরু বলা যায়।

গবয়।

গলকম্বল শূন্য গোরুর ন্যায় পশুর নাম গবয়।

গো-সদৃশঃ গবয়ঃ।

গোরুর মত পশু গবয় নামে অভিহিত হয়।

মহিষ, গবয় প্রভৃতি পশুগণ গোরুর ন্যায় দুগ্ধ ঘৃতাদি প্রদান করিলেও ইহারা হিন্দুর পূজ্য সর্ব্বদেবময়ী নহে। ইহাদিগকে হনন করিলে হিন্দুর ধর্ম্মে আঘাত লাগে না।

শ্রীহট্ট ও স্বাধীন ত্রিপুরার কুকী নামক পার্ব্বত্য জাতিরা যে এক প্রকার বন্যগো প্রতিপালন করে ও কুচবিহার, চট্টগ্রাম, আসাম প্রভৃতি স্থানে গোরুর আকৃতি বিশিষ্ট গয়াল বা মিথুন নামে যে পশু আছে এবং চীন তিব্বত প্রভৃতি দেশের বন-গো বা চমরী গো, এই সকল গবাকার পশু গোরু নহে, উহারা গবয়। বিলাতি গোও হিন্দুশাস্ত্রমতে গোরু নহে, উহারাও গবয় শ্রেণীভুক্ত।

বিলাতি গোরুর বিস্তারিত আলোচনায় পুঁথি বাড়াইয়া কোন লাভ নাই, কারণ আমরা ঐ গোরু পুষিতে পারিব না। কিন্তু বিলাতি গোরু এ দেশে না থাকিলেও অল্পদিনের মধ্যে বিলাতি দুধের যেরূপ আমদানী ও প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে বিলাতি গোরুর সম্বন্ধে সকলেরই একটু আধটু পরিচয় জানা আবশ্যক হইয়াছে। নিম্নে ভারতীয় গো ও বিলাতি গোর পার্থক্য লিখিত হইল।

ভারতীয় গো।

গো সুরভীবংশ সম্ভূত।

গলকম্বল ও ককুদ বিশিষ্ট।

পৃষ্ঠদেশ বক্র।

দুই দিকের পঞ্জরাস্থি ১৪ খানি করিয়া ২৮ খানি।

সূক্ষ্ম লোমযুক্ত।

শান্ত ও বুদ্ধিমান।

গো ব্যতীত মহিষাদি অন্য কোন জীবের সহিত উপগত হয় না।

গাভী ২৮০ হইতে ২৮৫ দিন গর্ভধারণ করে।

বৎস ভূমিষ্ঠ হইবার পর দন্তোদ্গম হয়।

বৎস ব্যতীত ইহাদের দুগ্ধ হয় না।

নিতান্ত বাধ্য হইয়াই কোন কোন গোরু জলে নামিয়া ঘাস খায়।

পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, রৌদ্র বৃষ্টিতেও সমান পরিশ্রম করে এবং একাদিক্রমে সুদীর্ঘ পথ চলিতে অদ্বিতীয়।

হিন্দুর পূজনীয় "দেবতা।"

বিলাতী গো।

বিলাতি গো ইউরাস্ বা ইউরচ নামক একপ্রকার হিংস্র বন্য পশু হইতে উৎপন্ন।

গলকম্বল ও ককুদ বিহীন।

স্কন্ধ হইতে পুচ্ছমূল পর্য্যন্ত পৃষ্ঠদেশ সরল রেখার ন্যায় সমান।

পঞ্জরাস্থির সংখ্যা উভয় পার্শ্বে ১৩ খানি করিয়া ২৬ খানি।

অপেক্ষাকৃত স্থূল ও দীর্ঘ লোম বিশিষ্ট। বিশেষতঃ কপালে ঘন ও লম্বা লোমরাজি বিরাজিত।

হিংস্র ও বুদ্ধিহীন।

মহিষ ও বাইসন প্রভৃতি ভিন্ন জাতি পশুর সহিত উপগত হয়।

৩০০ দিন পরে বৎস ভূমিষ্ঠ হয়।

বৎস দন্ত সহ মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

দোহন কালে বৎসের দরকার হয় না, কলে দোহন হয়।

বিলাতি গো মাত্রেই জলে নামিয়া জলজ ঘাস খাইতে ভালবাসে।

অলস, শ্রমবিমুখ ও সুখী এবং কৃষি কার্য্যাদি সম্পাদনে অযোগ্য।

হিন্দুর অপূজ্য "গবয়।"

গো জনন-তত্ত্ব।

বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে অনেকের ঘরেই গোরু আছে, কিন্তু একটা ভাল ষাঁড় কোনও গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অত্যাবশ্যক বিষয়টির প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি একেবারেই নাই। গাভী গর্ভিণী হইবার সময় হইলেই ষাঁড়ের কথা মনে পড়ে, কিন্তু তখন আর অনেকক্ষেত্রে ভাল মন্দ বিচার করিবার সময় থাকে না, যে কোন একটা ষাঁড় পাইলেই তাহা দ্বারা জনন কার্য্য সম্পাদন করা হয়।

হয়ত কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি এঁড়ে বাছুর বিক্রয় না করিয়া কাহাকেও সেটি দান করেন, আর উহা গ্রহণ করে কেমন লোকে, যে ব্যক্তি অত্যন্ত গরিব, যাহার বলদ ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই। সে ঐ ষাঁড়টিকে খইল, খড় কিছুই খাইতে দিতে পারে না, চরাইয়া বা ঘাস কাটিয়া কোনওরূপে তাহাকে প্রতিপালন করে। ষাঁড়টি একে ভালরূপে খাইতে পায় না, তাহার উপর অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া স্বভাবতঃ রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এমন অবস্থায় তাহাকেই জনন কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়! যাহার ষাঁড় সেব্যক্তি গরিব, সুতরাং সে সকলের ক্রীতদাস, কাহাকেও ষাঁড় দিব না বলিতে পারে না, কাজেই ষাঁড়টিকে অনিয়মিত সম্ভোগ করিতেও বাধ্য করা হয়। অথবা যে অল্পবয়স্ক ষাঁড়ের মুষ্কচ্ছেদ হয় নাই, সেই ষাঁড়কেই উপগত হইতে দেওয়া হয়। এইরূপে আমরা ভাল গাভীর বংশ খারাপ করিয়া ফেলিয়াছি।

হিন্দুর মৃত্যুর পর পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় যে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে, তাহা দেশের ও দশের অশেষ মঙ্গলজনক কার্য্য। ঋষি প্রবর্ত্তিত এই পরম মঙ্গলময় শ্রাদ্ধের অপরাপর উপকারিতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও গো-বংশের উন্নতি সাধন যে

ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অব্যঙ্গ জীবদ্বৎসায়াঃ পয়স্বিন্যাঃ সুতোবলী।
একোবর্ণো দ্বিবর্ণোবা যেবাস্যাদষ্টকা সুতঃ॥

অর্থাৎ যে বৃষ অবিকলাঙ্গ, জীববৎসা দুগ্ধবতীর গর্ভজাত, বলবান, এক বর্ণ বা দুই বর্ণ বিশিষ্ট এবং অষ্টকা তিথিতে (অগ্রহায়ণ, পৌষ এবং মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে অষ্টকা তিথি বলে) জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রকার লক্ষণাক্রান্ত বৃষ উৎসর্গ করিবে।

বিষ্ণু সংহিতায় কথিত হইয়াছে,—

জীবদ্বৎসায়াঃ পয়স্বিন্যাঃ পুত্রম্ সর্ব্বলক্ষণোপেতম্
নীলম্ লোহিতং বা মুখপুচ্ছপাদশৃঙ্গশুক্লম্ যুথস্যাচ্ছাদকম্॥

অর্থাৎ—জীবদ্বৎসা ও দুগ্ধবতী গাভীর পুত্র, সর্ব্বলক্ষণান্বিত, নীললোহিত বর্ণ, শুক্লমুখ, শুক্লপুচ্ছ, শুক্লখুর, শুক্লশৃঙ্গ এবং যুথশ্রেষ্ঠ হইবে।

পূর্ব্বে দেশ ব্রাহ্মণ-শাসিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিতেন, তাহাই প্রতিপালিত হইত। তাই বৃষোৎসর্গের পর উৎসর্গ কর্ত্তা ব্রাহ্মণদিগের উপর বৃষ ও বৎসতরিগণের ভবিষ্যৎ অর্পণ করিয়া থাকেন।

অথ বৃত্তে বৃষোৎসর্গে দাতা বক্রোক্তিভিঃ পদৈঃ
ব্রাহ্মণানাহ যৎকিঞ্চিন্ময়োৎ সৃষ্টন্তু নির্জ্জনে।
তৎকশ্চিদন্যোনয়ে দ্বিভাজ্যঞ্চ যথাক্রমং
নবাহ্যং নচ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ॥

বৃষোৎসর্গ সমাপ্ত হইলে উৎসর্গ কর্ত্তা মিনতি বাক্যে ব্রাহ্মণ সকলকে বলিবেন—আমি বৃষ এবং বৎসতরী ত্যাগ করিলাম, এই বৃষ এবং বৎসতরী কেহ গ্রহণ করিবেন না এবং পরস্পরে বিভাগ করিবেন না; কারণ এই বৃষ বাহ্য অর্থাৎ হল শকটাদিতে যোজন করিবার যোগ্য

নহে, আর এই বৎসতরী সকল ক্ষীরপাত যোগ্যা অর্থাৎ দোহন যোগ্যা নহে।

এই উৎসৃষ্ট বৃষকে হল কর্ষণ কিম্বা ভারবহনাদি কার্য্যে নিয়োজিত করিলে আর্য্য ঋষিগণ তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে সকলেই এই ষাঁড়ের যথেষ্ট সমাদর করিতেন ও উহারা স্বেচ্ছামত চরিয়া খাইতে পাইত। ইহাতে কোনওরূপে ষাঁড়ের বলক্ষয় হইত না। এইরূপ স্বচ্ছন্দবিহারী সুলক্ষণযুক্ত সবল "ধর্ম্মের ষাঁড়" পূর্ব্বে প্রায় সকল গ্রামেই দেখা যাইত, সুতরাং উৎকৃষ্ট গো-জননের সহজ উপায় ছিল।

কাল মাহাত্ম্যে আজ ব্রাহ্মণ নিষ্প্রভ, সমাজ বিশৃঙ্খল, সুতরাং ধর্ম্মহানি অনিবার্য্য। গো ও ব্রাহ্মণ উন্নত না হইলে ভারতের মঙ্গল কিছুতেই নাই। আজ গো ও ব্রাহ্মণের এক দশা! তাই কবি গাহিয়াছেন,—

"(আর) থাকেনা হিন্দুয়ানী।
তবে যে বল আছে আছে, ক'রে মিছে টানাটানি॥
শূদ্র যাঁরে হেরে হ'ত ভূতলেতে প্রণিপাত,
এখন না কহে কথা হঠাৎ হ'লে সাক্ষাৎ,
তাহে যদি বিপ্র কিছু রোষে করেন দৃষ্টিপাত,
পিনাল কোডের মতে পুলিশে দেয় তখনই॥"

বর্ত্তমান ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের আইনে ঐ সকল বৃষকে অস্বামিক (রেওয়ারিস) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে! ব্যক্তিগত হিসাবে অধিকারী কেহ না থাকিলেও সাধারণের বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের অধিকার নাই কেন? এখন যাঁহারা হিন্দুসমাজের নেতা আছেন, এই আইনের বিরুদ্ধে তাঁহাদের আপত্তি করা কি উচিত নহে? "ব্রাহ্মণ সভা" কি এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে পারেন না?

এক্ষণে ঐ সকল বৃষোৎসর্গের বৃষ ও বৎসতরীদিগকে গোয়ালা ও

অগ্রদানী এবং কোন কোন দেশে ব্রাহ্মণও গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ প্রথা যে কতকাল হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা জানি না। কিন্তু এখন তাহারা যে উহা আপনাদের সম্মানার্থে প্রাপ্ত বা উপার্জ্জিত সম্পত্তি বোধ করে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। উহারা বৎসতরিগণের দুগ্ধ দোহন করে এবং বৃষদিগকেও হাল শকটাদিতে যোজনা করিয়া থাকে, অথবা বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে।

এখন অতি অল্প সংখ্যক ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতীরই বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। এখনকার ধর্ম্মকার্য্য যাহা না করিলে নয় তাহাই কেবল অনুষ্ঠিত হয়। তাহাও অধিকাংশ স্থলেই তামসিক, সে সাত্বিক ভাব আর প্রায় দেখা যায় না। সেজন্য এই বৃষোৎসর্গ ব্যাপারে সুলক্ষণ যুক্ত ষাঁড় আর প্রায়ই উৎসর্গ হয় না। মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া "যা তা" একটা এঁড়ে বাছুর আনিয়া কার্য্য সম্পাদন করা হয় মাত্র। পুরোহিত বা ব্যবস্থাপক পণ্ডিতমহাশয়গণ এ বিষয়ে পূর্ব্বে কৃতীকে পরামর্শ দিলে, অনেক স্থলেই ঐরূপ লক্ষণান্বিত ভাল ষাঁড় আনিত হইতে পারে। যাহা হউক এক্ষণে ঐ ষাঁড় লইয়াও শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে বিশেষ অসুবিধায় পতিত হইতে হয়। কারণ এখন ষাঁড় ছাড়িয়া দিবার যো নাই, এক্ষণে গ্রামবাসীরা এই ষাঁড়ের সমাদর করা দূরে থাকুক, সামান্য ক্ষতিও সহ্য করিতে পারেন না। ফসলের ধারে গেলেই বিপদ, তৎক্ষণাৎ কারাদণ্ডের ব্যবস্থা! কালের বিচিত্র গতিতে গরু বাছুর বিশেষতঃ ধর্ম্মের ষাঁড়ও আজ অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়। ১৮৬৮ সালের মিউনিসিপাল ৬ আইন মতে ভারতে সর্ব্বত্র তিন চারি মাইল অন্তর অন্তর পাউণ্ডরূপ কারাগার স্থাপিত হইয়াছে। ইহার জন্য বিচারকের আবশ্যক নাই, বাদী স্বয়ংই বিচার কর্ত্তা, ইচ্ছা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ কারাগারে পাঠাইয়া দিতে পারেন।

বিচরণকারী ধর্ম্মের ষাঁড় খোঁয়াড়ে প্রেরিত হইলে তাহার পরিণাম ফল এই হয় যে, নিলামে অল্প মূল্যে বিক্রীত হয়। উহার কতক

মুষ্কছেদিত হইয়া হলচালনাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়, কতক মিউনিসিপালিটীর ময়লা বহন কার্য্যে শকটে যোজিত হয় এবং কতক কসাইখানায় হত্যার জন্য নীত হইয়া থাকে। এইরূপে উৎসৃষ্ট বৃষের সংখ্যা কমিয়া যায় এবং বৃষোৎসর্গেরও ভাবীফল পুণ্যময় নাহইয়া পাপজনক হইয়া পড়ে। কিন্তু বৃষোৎসর্গ পরিত্যাগ করিবারও উপায় নাই; যেহেতু—

একাদশাহে প্রেতস্য যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
মুচ্যতে প্রেতলোকাত্তু পিতৃলোকং স গচ্ছতি॥

লিখিত সংহিতা।

(মৃত্যুর দিন হইতে) একাদশ দিবসাদি নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রেতের উদ্দেশে পুত্র প্রভৃতি অধিকারিগণ যদি বৃষ উৎসর্গ করে, ঐ প্রেত—প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া পিতৃলোকে গমন করে।

অত্রি, বিষ্ণু, লিখিত, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহর্ষিগণ একবাক্যে বলিয়াছেন এবং মৎস্যপুরাণের ২২ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রাঃ যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥

অর্থাৎ—বহুপুত্রের কামনা করিবে, যদ্যপি একজনও গয়াধামে গমন করে, কিম্বা কোন পুত্র যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা কোন পুত্র (বৃষোৎসর্গ কালে) নীলবৃষ উৎসর্গ করে।

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রাঃ যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
গৌরীং বাপ্যুদ্বহেৎ কন্যাং নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥

ব্রহ্মপুরাণ।

সকলের বহু পুত্রের কামনাই বিধেয়, কারণ তাহাদের মধ্যে যদি কেহ গয়াধামে গমন, গৌরীকন্যাকে বিবাহ অথবা নীল বৃষ উৎসর্গ করে।

গৌরীং বাপ্যুদ্বহেৎ কন্যাং নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন বিধিবদ্দক্ষিণাবতা॥

বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ।

আমাদের বংশে এমন কোন পুত্র উৎপন্ন হয় যে, গৌরীকন্যা বিবাহ, নীলবৃষ উৎসর্গ অথবা যথাবিধি দক্ষিণাসহ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।

নীলঃ পাণ্ডুরলাঙ্গুলস্তৃণমুদ্ধরতে তু যঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি পিতরস্তেন তর্পিতাঃ॥
যচ্চ শৃঙ্গগতং পঙ্কং কুলাত্তিষ্ঠতি চোদ্ধৃতম্।
পিতরস্তস্য গচ্ছন্তি সোমলোকং মহাদ্যুতিম্॥

বৃহস্পতি সংহিতা।

যদি সেই শ্বেতবর্ণ পুচ্ছ নীলবৃষ তৃণ ভক্ষণ করিয়া বেড়ায়, উৎসর্গকর্ত্তা পিতৃগণকে যাট হাজার বৎসর পরিতৃপ্ত করে। কূল হইতে উদ্ধৃত পঙ্ক যদি উৎসৃষ্ট নীলবৃষের শৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা উৎসর্গ কর্ত্তার পিতৃগণ উত্তম কান্তিযুক্ত চন্দ্রলোকে গমন করে।

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা॥

পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তপস্যা, পিতা সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতা সন্তুষ্ট হয়েন।

যতদিন এই সকল মহাবাক্য হিন্দুর অন্তরে জাগরূক থাকিবে, ততদিন বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ রহিত হইবে না। সুতরাং উৎসর্গীকৃত ষাঁড় সংরক্ষণ জন্য কৃতীকে বিহিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, বৃষের বাসের ও রক্ষণাবেক্ষণের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। এইজন্য দেশের সর্ব্বত্র এক একটী "গো-সেবাশ্রম" স্থাপন করিতে সকলের যত্নবান হওয়া একান্ত

কর্ত্তব্য। কৃতীকেও যেমন পিতৃলোকের অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্র সম্মত সুলক্ষণযুক্ত উৎকৃষ্ট বৃষ উৎসর্গ করিতে হইবে, গ্রামের লোককেও তেমনই নিজেদের হিতের জন্য বৃষকে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে।

এঁড়ে গরু সভাবতঃই দুরন্ত হয়। স্ত্রীলোক ও বালক অথবা কমজোরী লোক দ্বারা তাহাদের পরিচর্য্যা করা সুবিধাজনক হয় না। বলদ মাত্রেরই প্রকৃতি অতিশয় ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। বলদের সেবা শুশ্রূষা সকলে করিতে পারে এবং হলচালন, শকটাকর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য পরিচালনা করাও সহজ সাধ্য হয়, সে কারণে এক্ষণে প্রায় সর্ব্বত্রই কৃতক্লীব বলদের প্রচলন হইয়াছে, পূর্ব্বের মত যেখানে সেখানে আর ষাঁড় নাই। সুতরাং প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে সহজে সুলক্ষণযুক্ত ষাঁড় পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নচেৎ গোবংশের উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—"শরীরের গঠন" তেজ ও বাহ্যিক আকার পিতা হইতে এবং মাতা হইতে আভ্যন্তরিক শিরা, ধমনী প্রভৃতি যন্ত্রের দোষগুণ, শরীরের সাধারণ অবস্থা অর্থাৎ রোগ, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়।" সুতরাং গোজাতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে সুলক্ষণযুক্ত, সুস্থ ও বলবান ষাঁড় যে নিতান্তই প্রয়োজন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যে বৃষ খঞ্জ, অন্ধ বা কোন অঙ্গহীন অথবা পীড়িত, যাহার মুখে পায়ে ঘা, পৃষ্ঠদেশে ঘা, নাকে সর্দ্দি, নাক ও মুখ ও কাণের ভিতরে দুর্গন্ধ, সেরূপ বৃষ ব্যবহার করা অনুচিত।

রুগ্ন বৃষ দ্বারা গাভীর প্রথম গর্ভ হইলে, তাহার প্রথম বৎসটি যে কেবল পৈত্রিক পীড়ার উত্তরাধিকারী হইবে, তাহা নহে। অনেকে বলেন—পরে গাভীর সহিত নিখুঁত বৃষ ব্যবহার করিলেও গাভীর পরবর্ত্তী

বৎসগণ প্রথম বৃষের কুলক্ষণগুলি পাইয়া থাকে। অতএব বকনা প্রথম গর্ভিণী হইবার সময় খুব নিখুঁত বৃষ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

গাভী অপেক্ষা ষাঁড় অপকৃষ্ট হইলে তাহার বাছুর গাভী অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইবে এবং ঐ গাভীর দুগ্ধও কম হইবে। গাভী অপেক্ষা ষাঁড় উৎকৃষ্ট হইলে তাহার বাছুর গাভী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় এবং ঐ গাভীর দুগ্ধও বেশী হয়। সুতরাং অপকৃষ্ট ষাঁড় কখনও ব্যবহার করা উচিত নহে।

তিন বৎসরের কম (৪ খানি পাকা দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত) এবং আট বৎসরের অধিক বয়স্ক ষাঁড় গর্ভরক্ষা কার্য্যে ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য।

নিকট শোণিতযুক্ত ষাঁড়ের যোগে উৎপন্ন বৎসগণ রুগ্ন, দুর্ব্বল ও অস্বাভাবিক আকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে। স্বঘরের ষাঁড় অর্থাৎ যাহার সহিত ভ্রাতা ভগিনী, পিতা কন্যা, মাতা পুত্র সম্বন্ধ আছে সে ষাঁড় বর্জ্জন করিতে হইবে।

অতি ক্ষুদ্র গাভীর পক্ষে অতি বৃহৎ ষাঁড়ও উপযোগী নহে।

আর একটি বিষয়ে ভাবিবার কথা আছে। ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ এই তিন মাসে মাঠে শস্য থাকে না, সেই সময় অনেক দেশে গরুকে মাঠে চরিবার জন্য স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, ঐ সময় অনেক গাভী গৃহস্থের অসাক্ষাতে গর্ভিণী হইয়া থাকে; সুতরাং উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের সহিত যোগ হইল কি না, তাহা গৃহস্থের জানিবার উপায় থাকে না। এ বিষয়ে সাবধান হইবার একমাত্র উপায় এই যে, যে মাঠে উৎকৃষ্ট ষাঁড় বিচরণ করে, সেই মাঠে গাভীকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তথায় অপকৃষ্ট ষাঁড় থাকিলেও বলবান ষাঁড় তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয় এবং গাভীও উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের অনুসরণ করে। সমশ্রেণীর ষাঁড় থাকিলে কতকগুলি ষাঁড় যুটিয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে। মোটামোটি এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই গোবংশের উন্নতি সাধিত হইবে।

বাঙ্গলার গাভীকে অধিক দুগ্ধবতী করিবার অভিপ্রায়ে অনেকে বিদেশী ষাঁড়ের যোগে বৎস উৎপন্ন করিতে চাহেন। এরূপ চেষ্টাও যে না হইয়াছে তাহা নহে। বর্দ্ধমান, বীরভূম এবং বাঁকিপুরে কতকগুলি হান্সী এবং বিলাতি ষাঁড় আনীত হইয়াছিল। তাহাদের ঔরসজাত গরু ঐসকল স্থানে দেখা যায়। অন্যান্য জেলাতেও কোন কোন ধনী জমিদার ঐরূপ ষাঁড় আনাইয়াছিলেন, কিন্তু এ চেষ্টা সম্যক ফলবতী হয় নাই। দেশবাসী তাহা পছন্দ করে নাই এবং ঐ ষাঁড়গুলি মরিয়া যাওয়ার পর আর নূতন ষাঁড় আনীত হয় নাই।

কতিপয় বৎসরপূর্ব্বে ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরউইন সাহেব এ দেশের গোজাতির উন্নতিকল্পে বহুসংখ্যক হান্সী, নেলোর প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষ আনয়ন পূর্ব্বক স্থানে স্থানে বিতরণ ও গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে সংরক্ষণ এবং জেলার ভেটারিনারী সার্জ্জন কর্ত্তৃক ঐ সকল ষাঁড়ের তত্ত্বাবধান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া সহৃদয়তার ও অনুকম্পার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত সরকারী বিবরণ এখনও প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু আমরা হুগলী জেলার কয়েকটি স্থানে যাহা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পাইতেছি, তাহার স্থুল স্থুল বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল,—

১। ঐরূপ উৎকৃষ্ট বৃষ পাইয়া দেশের লোকে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল এবং তাহাদের অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের বকনা ও গাভীগুলিকে তাহারা এই ষাঁড়ের সহিত সংযোগ করিয়া ভবিষ্যতে সমধিক সুশ্রী ও প্রচুর দুগ্ধদাত্রী গাভী পাইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিল।

২। অধিকাংশ ষাঁড় স্বভাবতঃই উগ্র প্রকৃতির বা দুরন্ত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এই প্রকার বৃহদাকার ষাঁড়ের পরিচর্য্যা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কোনও কারণে ইহাদের ক্রোধ উপস্থিত হইলে পালককে আঘাত না করিয়া ছাড়ে না।

৩। সম্ভবতঃ ঐ কারণে কথঞ্চিত বলহীন করিবার অভিপ্রায়ে ভেটারিনারী সার্জ্জনগণ ঐ সকল ষাঁড়কে হলকর্ষণাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিতে সম্মতি দান করিয়াছেন। *

৪। ঐ উৎকৃষ্ট জাতীয় ষাঁড় তাহাদিগের জন্মভূমিতে যেরূপভাবে লালিত পালিত হইত, এখানে ঠিক সেরূপ হয় না, এবং তথায় যে সকল খাদ্য খাইতে পাইত, তাহাও এখানে পায় না এবং সেখানকার ও এখানকার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থাদি একরূপ নহে, তাহা ব্যতীত উহারা আত্মীয় ও স্বজাতীয় গরু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন দেশে অন্য জাতি গরুর সংশ্রবে দ্বীপান্তরের বন্দীর ন্যায় অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। সম্ভবতঃ এই সকল কারণে তাহাদের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা এবং স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইতেছে।

৫। যেখানে কেবল জনন কার্য্যের জন্যই ষাঁড়কে পালন করা হইতেছে এবং সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি হইতেছে না, সেই স্থানে রক্ষিত ষাঁড়ের চেহারা অপেক্ষাকৃত ভালই আছে।

৬। ঐরূপ ষাঁড় ব্যতীত হলকর্ষণাদি কার্য্যে নিয়োজিত করায় এবং যথোপযুক্ত সেবার ত্রুটিতে অধিকাংশ ষাঁড় অতিশয় দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া যাইতেছে। এমন কি একটু দূর হইতে দেখিলে তাহাদিগকে ভিন্ন দেশীয় ষাঁড় বলিয়া সহজে চিনিতে পারা যায় না।

৭। ঐ শেষোক্ত প্রকার দুর্ব্বল ষাঁড়ের মধ্যে কোন কোন ষাঁড় অকালে মরিয়া যাইতেছে, অথবা ঐ পীড়িত ও দুর্ব্বল ষাঁড়কে গভর্ণমেণ্ট ফেরৎ লইয়া যাইতেছেন।

৮। এই সকল ষাঁড়ের যোগে এদেশের গাভী গর্ভধারণ করিতেছে এবং

* জনন কার্য্যের জন্য রক্ষিত বৃষকে হলচালনাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিলে অনিষ্টকর হয় বলিয়াই আর্য্য ঋষিগণ বৃষোৎসর্গের উৎসৃষ্ট বৃষকে কেহ হলচালনদিতে নিযুক্ত করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত (চান্দ্রায়ন) করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অতি মনোরম বৎস উৎপন্ন হওয়ায় গৃহস্থ ও দর্শক মাত্রেই আনন্দিত হইতেছেন।

৯। গর্ভস্থ বৎসের আকার বৃহৎ হওয়ার কারণে কোন কোন গাভী প্রসব হইতে অতিশয় কষ্ট পায়।

১০। কোন গাভী প্রসব হইতে না পারায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১১। বৎসের আকার বৃহৎ হইলেও মাতার দুগ্ধ সেই পরিমাণে (পিতামহীর ন্যায়) বেশী হয় না, এমন কি ঐ দুগ্ধ বৎসের জীবন ধারণের পক্ষেই যথেষ্ট নহে।

১২। কোন কোন গৃহস্থ বকনা বাছুর হইলে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য গাভীর দুগ্ধ দোহন না করিয়া সমস্তই বৎসকে খাইতে দেয়।

১৩। গোয়ালারা দুগ্ধ দোহন করা ছাড়িতে পারে না, সেজন্য ফেন প্রভৃতি কৃত্রিম খাদ্য খাওয়াইলেও তাহাদের বাছুরগুলি অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়।

১৪। অধিকাংশ বাছুর ৭।৮ মাসের বেশী বাঁচিতেছে না।

১৫। যাহারা গাভীকে দোহন না করিয়া সমস্ত দুগ্ধ বাছুরকে খাওয়াইয়াছে, তাহাদের বাছুরও মারা যাইতেছে।

১৬। অধিকাংশ বাছুরের পীড়া হইলে প্রথমে অল্প অল্প কাঁপে, পরে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া অতি দ্রুতবেগে উন্মাদের ন্যায় ছুটিতে থাকে এবং গৃহের দেওয়াল কিম্বা বৃক্ষে আহত হইয়া মারা যায়।

১৭। এই সকল কারণে এদেশের গাভীর সহিত উৎকৃষ্ট বিদেশী ষাঁড়ের সংযোগের ফল শুভ হইতেছে না।

১৮। বাছুর বাঁচেনা বলিয়া এক্ষণে দেশের লোকেরও ঐ ষাঁড় দ্বারা বর্ণ সঙ্কর উৎপাদনের নেশা কাটিয়া যাইতেছে, অনেকেই আর ঐ ষাঁড়ের নিকটে গাভী লইয়া যাইতেছে না।

এক সময়ে বিলাতের কৃষি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ রবার্ট ওয়ালেস্

সাহেব ভারতীয় কৃষি কার্য্যাদির অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্ম এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহার এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"Efforts have frequently been made, as it is called, to improve Indian cattle by crossing with different kinds of English bulls, but these have universally failed utterly from the point of view of an expert in breeding, and will continue to do so. The characters of the two classes of cattle are too widely different for them even to "nick" in crossing. Indian cattle are bred for sinew, not butcher-meat, all the farm-work being performed by bullocks. English cattle, on the other hand, have been selected and reared for generations for the purpose of rapid flesh and fat production. The predominating tendencies in the two races of cattle are consequently in two diametrically opposite directions."

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—"ভারতের গরুর উন্নতি করিবার জন্ম বিলাতি ষাঁড়ের সহিত যোগ দিয়া অনেক স্থানে দেখা হইয়াছে, কিন্তু এ চেষ্টা সর্ব্বত্রই নিষ্ফল হইয়াছে। এরূপ চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ারই কথা। এই দুই দেশের গরুর প্রাকৃতিক অবস্থা এতদূর বিভিন্ন যে, ইহাদের মধ্যে যোগ হইতে পারে না। ভারতের গরু বলের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, এজন্য যাহাতে গরুর সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়, এই প্রণালীতেই সে দেশে গরু লালিত পালিত হইয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে বিলাতে পুরুষানুক্রমে

গরুর যাহাতে শরীরে মাংস এবং চর্ব্বি বৃদ্ধি হয়, কেবল সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই গরু পালন করা হইতেছে। এই কারণে এই দুই দেশের গরুর প্রাকৃতিক অবস্থার সম্পূর্ণ বিভিন্নভাব হইয়াছে।”

তাঁহার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। বিলাতি ষাঁড় ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গলার উপযোগী নহে। যাঁহারা বিলাতি ষাঁড়ের অনুরাগী, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই হতাশ হইতে হইবে। বাঙ্গলার গাভীর সহিত বিলাতি ষাঁড় উপগত হইলে কেবল যে বকনা বাছুরই হইবে তাহা নহে, এঁড়ে বাছুরও জন্মিবে, সুতরাং যদি ঐ এঁড়ে বাছুরের ককুদ (ঝুঁটি) না থাকে, তবে কাঁধের যোয়াল নূতন ধরণের আবিস্কার করিতে না পারিলে, তাহাকে হলকর্ষণে নিযুক্ত করা যাইবে না; সুতরাং নিশ্চয়ই ধর্ম্মের ষাঁড় স্বরূপ পালন করিতে হইবে। তাই বলিতেছি,—ঐ “য়্যাঙ্গলো বেঙ্গল ষাঁড়” জন্মাইবার চেষ্টা করা এ দেশে বৃথা ও অনাবশ্যক। হান্‌সি, নেলোর প্রভৃতি ভারতীয় উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের সহিত বাঙ্গলার অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার গাভীর সংযোগ হইতে পারে। এদেশের উপযোগী বলবান ষণ্ড ও সমধিক দুগ্ধবতী গাভী উৎপন্ন করিতে হইলে, শেষোক্ত প্রকার ষাঁড়ের সংযোজন করায় বরং কিছু সুফলের আশা করা যায়।

কিন্তু পরস্পর বিভিন্ন জাতির সংযোগের ফল এই হয় যে, তাহাদের উৎপন্ন বৎসগণের আকার, রং, প্রকৃতি, সাধারণ অবস্থা বা বাহ্য দৃশ্য, স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক দোষ গুণ সমস্ত বিভিন্ন রকমের হইয়া যায়, অর্থাৎ আর একটি ভিন্ন জাতি গঠিত হয়। বর্ণসঙ্কর জননে হীন জাতির কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ সাধিত হইলেও উৎকৃষ্ট জাতির সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে না। ইংরাজিতেই প্রবচন আছে,—“Like produces like” “Like begets like” সমানে সমানে সমান হয়। হান্‌সি গাভী ও হান্‌সি ষাঁড়ের যোগে হান্‌সিই উৎপন্ন হয়, বাঙ্গলার গাভী ও বাঙ্গলার ষাঁড়ে বাঙ্গলার গরু উৎপন্ন হয়। কিন্তু উভয় জাতির সংমিশ্রণে না

হান্‌সি না বাঙ্গলা জন্মিবে। অসবর্ণ বিবাহ বা বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের কুফল হিন্দু সমাজ ভালরূপেই অবগত আছেন। মানব সমাজের ন্যায় অন্যান্য প্রাণী সমাজেও বিভিন্ন জাতির সংযোগে নানারূপ পরিবর্ত্তন হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত, অন্নক্লিষ্ট, দুর্ব্বল বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গলার নাতিবৃহৎ গরুই সমধিক উপযোগী বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলার গরুর অনেক গুণ আছে। অন্যান্য দেশের প্রচুর দুগ্ধদাত্রী গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা বাঙ্গলার গাভীর দুগ্ধ গাঢ়, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। ভিন্নদেশীয় ষাঁড়ের যোগে অধিক দুগ্ধ পাইবার আশার কুহকে পড়িয়া আকাশ কুসুমের ভাবনায় অনর্থক সময় ও অর্থ ব্যয় না করিয়া বাঙ্গলার গরুর দৈন্যাবস্থা দূর করুন, বাঙ্গলার গরুগুলিকে সজীব করুন, সুলক্ষণযুক্ত বাঙ্গলার বৃষ সংরক্ষণ করিয়া বাঙ্গলার গরুর জাতি রক্ষা করুন। বাঙ্গলার গরুর উন্নতি সাধনের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।

বন্ধ্যা গাভী।

কোন কোন গাভী বিশেষতঃ বৎসতরী প্রথম ঋতুমতী হইলে ষাঁড়ের নিকটে যাইতে ভীত হয়, সে কারণে ষাঁড় দেখান হইলেও অনেক সময় গর্ভ ধারণ করিতে পারে না, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ ঋতুমতী হওয়ার পর ষাঁড় দেখাইতে হয়।

প্রসবের পর যদি কোন গাভী এক বা দুই মাস মধ্যে ঋতুমতী হয়, তবে ষাঁড় দেখান হইলেও অনেক স্থলে গর্ভ ধারণ করে না। কারণ ঐরূপ অত্যল্প কালের মধ্যে গাভীর জরায়ুর শিথিলতা নিবন্ধন গর্ভ ধারণের ক্ষমতা থাকে না।

অতি দোহন, অপালন ও উপযুক্ত ষাঁড়ের অভাব প্রভৃতি কারণে গাভী গর্ভিণী হয় না।

কিন্তু উপরোক্তগাভী সকল বন্ধ্যা নহে, যথোচিত সেবা ও সাবধানতা অবলম্বন করিলে গর্ভিণী হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত কারণে গাভী বন্ধ্যা হয়,—

১। ফুকা দেওয়া গাভী গর্ভিণী হয় না।

২। নপুংসক গরু এবং কেহ কেহ বলেন যমজের নই (এক কালীন এক গর্ভে জাত এঁড়ে ও বকনা বাছুর) হইলে, তাহার বাছুর হওয়া কখনই সম্ভবে না।

৩। গাভী বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে কিম্বা আবশ্যক মত আহার না পাইলে অথবা কোন কারণে অধিক দুর্ব্বল হইলে।

৪। গর্ভাশয় বা তন্নিকটস্থ কোন অংশের রোগ বা বিকার জন্মিলে।

৫। যণ্ড অতিশয় ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, পীড়াগ্রস্ত অথবা বৃদ্ধ হইলে।

৬। অত্যধিক আহার দেওয়ায় চর্ব্বি জন্মিয়া গর্ভাধারাদি ঢাকিয়া পড়িলে।

৭। বংশানুসারে গাভীর নিকট স্বঘরের ষাঁড় রাখিলে।

৮। গাভীর পেটে বাছুর মরিয়া শুকাইয়া থাকিলে।

৯। ঐরূপ মরা বাছুর গাভীর পেট হইতে নির্গত হইলেও শীঘ্র গর্ভিণী হয় না অথবা বন্ধ্যা হয়।

গাভী ঋতুমতী হওয়ার লক্ষণ।

গাভী ঋতুমতী হইলে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকে। অল্প পরিমাণে বার বার মল ও মূত্র ত্যাগ করে। মূত্রদ্বার লাল ও পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তাহা হইতে এক প্রকার সাদা তরল স্রাব নির্গত হয় এবং পুনঃ পুনঃ লেজ নাড়িতে থাকে। অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল হয় এবং খাদ্যাদি কিছুই খায় না। চতুর্দ্দিকে তাকায়, ঘোরে, সম্মুখের পা দিয়া মাটী খোঁড়ে ও দড়ী ছিঁড়িতে চেষ্টা করে। অন্য গরু নিকটে থাকিলে তাহার পিঠের উপর উঠে, কখন কখন পরিচারকের গায়ের উপরেও উঠে, ইহাকে "হড়া মারা" বলে।

কোন কোন গরু ডাকে না, কিন্তু অস্থিরতা ও পুনঃ পুনঃ মল ও মূত্র ত্যাগ প্রবৃত্তি এবং প্রস্রাব দ্বারের লক্ষণাদি বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থায় ষাঁড়ের নিকটে লইয়া গেলে, ষাঁড় আঘ্রাণ দ্বারা বুঝিতে পারে ঋতুমতী হইয়াছে কি না। ঋতুমতী হইয়া থাকিলে ষাঁড় উপগত হয়, নচেৎ অন্যত্র চলিয়া যায়। ঋতুমতী ভিন্ন ষাঁড় কখনই উপগত হয় না এবং গর্ভিণী হওয়ার পর গাভী ষাঁড় গ্রহণে বিরত হয়, ষাঁড়ও আর গাভীর নিকটস্থ হয় না। গরুর এই ধর্ম্ম বা গুণ অন্য কোনও জীবে আছে বলিয়া জানা যায় নাই, বিবেকাভিমানী মানবও এ বিষয়ে গরুর নিকটে পরাজিত। গরুর দেবত্বের ইহাও একটি অসাধারণ প্রমাণ।

গাভী তিন দিন ঋতুমতী থাকে, কিন্তু ঋতুমতী হওয়ার লক্ষণ জানিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ ষাঁড়ের সংযোগ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ ঋতু হইবা মাত্রই গৃহস্থ জানিতে পারেননা ও কতক সময় গত হওয়ার পর ঋতু-লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পায়, সে কারণে অনেকে বলেন—গাভীর ঋতু একদিন থাকে। ষাঁড়ের সংযোগ হইতে বিলম্ব হইলে অনেক

সময় ষাঁড় উপগত হইলেও গাভী গর্ভ ধারণ করে না। ঋতু কালের প্রথম ভাগে গর্ভিণী হইলে বকনা বাছুর এবং বিলম্বে বা শেষভাগে গর্ভিণী হইলে এঁড়ে বাছুর হয়।

বকনা বাছুর হইলেই গৃহস্থের অধিক আনন্দদায়ক হইয়া থাকে, কারণ লোকে বলে,—

"বউ বিয়াল বেটা,
ছাগ বিয়াল পাঁঠা,
গাই বিয়াল নই,
সুখের কথা কা'রেই কই ?"

গর্ভে গোবৎস উৎপত্তি।

কণনং হ্যেকরাত্রেন পঞ্চরাত্রেন বুদ্বুদং।
অর্দ্ধমাসান্তরে পিণ্ডং মাসৈকেন ভবেদ্দৃঢ়ং।
মাসদ্বয়ে শিরোজাতং মুখং মাসত্রয়ে ন চ।
চতুর্থে হস্তপাদৌচ তথাঙ্গুলি সমুচ্চয়ঃ।
শোভাক্ষীণি সলোমানি রক্তমেবোপজায়তে।
পঞ্চমে পৃষ্ঠসংস্থানং ষষ্ঠে ঘ্রাণং নখানিচ।
সপ্তমে যুক্তজীবোহি সম্পন্নাত্মা তথাষ্টমে।
গর্ভযোগেন জীবেত ব্রহ্মণা ভাষিতং পুরা।
মাতুর্ভক্ষ্যান্ন পানেন পুষ্টোভবতি শাশ্বতং॥

শ্রীমদ্ভাগবত ও প্রায়শ্চিত্ত তন্ত্রের টীকা।

একরাত্রে বিন্দুরূপ, পঞ্চরাত্রে বুদ্বুদ সদৃশ, অর্দ্ধমাস পরে পিণ্ডবৎ এবং একমাসে দৃঢ় হয়। দুই মাসে মস্তক ও তিন মাসে মুখ জন্মে। চতুর্থ মাসে হস্ত পদ ও অঙ্গুলী সমূহ এবং শোভা ও লোমযুক্ত চক্ষু এবং রক্ত উৎপন্ন হয়। পাঁচ মাসে পৃষ্ঠ, ছয় মাসে নাসিকা ও নখ জন্মে। সপ্তম মাসে জীবযুক্ত হইয়া আট মাসে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হয়। গর্ভযোগে মাতার ভক্ষিত অন্ন এবং পানীয় দ্বারা জীবিত থাকে এবং পুষ্ট হয়; পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন।

বৎস ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলী দ্বারা বৎসের মুখাভ্যন্তরস্থ লালা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। কোন কোন দেশে ঐ সময় একটি খড় বাছুরের মুখের ভিতরে দিয়া বলা হয়,—

"হট হট হট,
আমার বাড়ীতে খড় নাই,
মুখ কর খাট।"

গোরুর বয়স নির্ণয়।

গোরুর শিং ও দাঁত দেখিয়া বয়স নিরূপণ করা হয়। বৃষোৎসর্গের ষাঁড় নির্ব্বাচনে যে ষাঁড় অষ্টকা তিথিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই গ্রহণীয় বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে। পূর্ব্বকালে যে গোরুর জন্ম তারিখ লেখা হইত, ইহাই তাহার প্রমাণ। কোন্ তারিখে গাভী গর্ভিণী হইল এবং কোন্ তারিখেই বা বৎস প্রসব করে, এ সকল লিখিয়া রাখিলে, গোরুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিবার সুবিধা হয়।

এক বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শিং উঠে না। তিন বৎসর বয়সের পর

গোরুর শিংএ প্রতি বৎসর একটি করিয়া দাগ পড়িতে থাকে। এই দাগ দেখিয়া অনেকে বয়স নিরূপণ করে। যেমন ছয়টি দাগ পড়িলে আট বৎসর বয়স বুঝা যায়। কিন্তু অনেক স্থলে শিং দেখিয়া বয়স ঠিক করা যায় না। যেহেতু অপালনে অযত্নে শিং অপরিষ্কার থাকায় শিংএর দাগ স্পষ্ট বুঝা যায় না, শিংএ দড়ী দিলেও শিং খারাপ হইয়া যায়, অনেকের শিং কুঞ্চিত বা বক্র হয়, আবার অনেক গোরু "শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে মিশে।" সুতরাং শিং দেখিয়া বয়স নিরূপণ করা সুবিধা-জনক হয় না।

শিং গোরুর শোভাবর্দ্ধক এবং গোরুর পক্ষেও আত্মরক্ষায় বিশেষ সহায়তা করে। বৎসকে শৃগাল, কুকুর প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে শৃঙ্গের আবশ্যকতা আছে। পাশ্চাত্য দেশে কর্ত্তন করিয়া অথবা কষ্টিক পটাশ প্রয়োগে অনেক গোরুকে শৃঙ্গহীন করিয়া দেওয়া হয়। আবার তথায় এই নিষ্ঠুর প্রথার (Cruelty to animals) বিরুদ্ধে আইনও বিধিবদ্ধ আছে। এদেশেও গোরুকে বিশেষতঃ গাভীকে ঐ সকল উপায়ে শৃঙ্গহীন করিতে অনেকে পরামর্শ দেন। কিন্তু শৃঙ্গই যখন গোরুর অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা কি সমীচীন? বিশেষতঃ শৃঙ্গের আবশ্যকতা না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তা উহাদিগের শৃঙ্গ নির্ম্মাণ করিতেন না। সুতরাং "খোদার উপর খোদকারী" করিতে যাঁহারা প্রয়াসী, তাঁহাদের সম্বন্ধে অধিক কথা না বলাই ভাল। "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।"

বিলাতি গো বা গবয় দন্ত সহ ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্তু ভারতীয় গোবৎস তাহা হয় না। মানুষের যেমন কাহারও ৮ মাসে ৯ মাসে, ১০ মাসে সচরাচর দাঁত উঠে, কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও হয়, ৪।৫।৬ মাসেও শিশুর দাঁত উঠে, আবার দৈবাৎ সদন্তাও ভূমিষ্ঠ হয়, তদ্রূপ সকল গোবৎসেরই দন্ত একই প্রকার সময়ে উঠিবে এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই

এবং মানুষেরও যেমন আজ কাল দাঁত পড়ার সময়ের ঠিক নাই, সেইরূপ গোরুরও দন্তহীন হইবার সময়ের অন্যথা হইতে দেখা যায়। তবে দাঁত দেখিয়া বয়স নিরূপণ করা কতকটা সঠিক হয়। গোরুর দন্তোদ্গম ও দন্তহীন হইবার বয়সের মোটামোটি হিসাব নিম্নে লিখিত হইল।

দুধের দাঁত প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ২খানা উঠে। দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ৪খানা, তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ৬খানা এবং চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে ৮ খানা উঠিয়া থাকে। ৬ মাসে দাঁতগুলি সমান ও পরিষ্কার হয়। ৮ মাসের পর সম্মুখের ২ খানা ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয় এবং ১২ মাসের পর ৪ খানা, ১৫ মাসের পর ৬ খানা ও ১৮ মাসের পর ৮ খানাই ক্ষয় হইতে থাকে।

পাকা দাঁত দুই বৎসর বয়সের পর ২ খানা উঠে এবং তিন বৎসর বয়সের পর ৪ খানা, চারি বৎসরের পর ৬ খানা ও পাচ বৎসরে ৮ খানা উঠিয়া থাকে। ৬ বৎসরের পরে ২ খানায় ক্ষয় আরম্ভ হয় এবং দশ বৎসর বয়সে সকল দাঁতই ক্ষয় হইতে থাকে।

সম্মুখের এই ৮টি ছেদন দন্ত (incisor) দ্বারাই বয়স নিরূপিত হয়। উপরের পাটীতে ছেদন দন্ত হয় না। রহস্য করিয়াই হউক আর যাহাই হউক, অনেকে বলিয়া থাকেন,—একদা শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিবার সময় কোনও গরু উচ্ছিষ্ট কলাপাতা খাইয়াছিল, তাহাতে রাখালরাজ ঐ অন্যায় কার্য্যের দণ্ড স্বরূপ মুখে খড়ম দ্বারা আঘাত করিয়া উপরের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, তদবধি গরুর উপরের দাঁত আর হয় না। মুসলমানেরা বলেন—হজরৎআলি মুখে খড়মের আঘাত করিয়াছিলেন। গরুর এক এক দিকের কসে ৬ খানি করিয়া অর্থাৎ নীচে উপরে উভয় পাটিতে ৪ খানা কসে ২৪ খানা চর্ব্বণ দন্ত (Molar) থাকে, সুতরাং গরুর দাঁত মোট ৩২টি। মানুষের সকল দাঁতই পড়িয়া যায়, গরুর দাঁত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কোন কোন গরুর দাঁতের পীড়া হইলে দাঁত নড়ে,

পড়িয়াও যায়। ক্ষয় আরম্ভ হইলেই দাঁতগুলির উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়া বিবর্ণ হয়। রিকেটি বা অপুষ্টাস্থি হইলে দন্ত বিলম্বে উঠে। খাদ্য ও জল বায়ুর গুণের উপরেও দন্তের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে।

৩ বৎসর বয়সে গরু যৌবনে পদার্পণ করে ও ৫ বৎসর বয়স হইলেই পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয়। ৮ বৎসর বয়সে বা ৪ বিয়ানের পর গাভীর দুধ কমিয়া যাইতে থাকে এবং ১০।১২ বৎসর বয়স হইলেই বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়। অধিক বয়স হইলে গরুর পেট মোটা হইয়া যায়। তখন তাহাকে "ভোলে হওয়া" বলে।

৫ বৎসরের পর শেষের ২ খানা দাঁত (যতদিন ঠিক সমান না হয়) ছোট ও বাঁকা থাকে, ততদিন তাহাকে "দেড়শ বয়স" বলে, কিম্বা "কাণি সমান হয় নাই" বলে। "কাণি সমান" হইলেই তাহাকে "ভর্ত্তি বয়স বা "পুরা বয়স" বলে। ভর্ত্তি বয়সের পর কিছুদিন "সোঁদা বয়স" বলা হয়। "দেড়শ বয়স" হইলে তখনও গরুর বাড় থাকে অর্থাৎ বড় হয়।" "কাণি সমান" হইলে আর সে গরু বাড়ে না, মোটা হয়। যখন ৮খানা দাঁতেই ক্ষয় ধরে, তখন তাহাকে "দশ মেসে ধরা" বলে। এই "দশ মেসে" ধরিলেই বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, মনে করিতে হইবে। কিন্তু লোকে কথায় বলে—

গাই বুড়ো আঁতে।
বলদ বুড়ো দাঁতে।"

অর্থাৎ গাভী বৎস প্রদান বন্ধ করিলেই বৃদ্ধা হয় এবং বলদ দন্ত হীন হইয়া খাইতে না পারিলেই বৃদ্ধ হয়।

পাশ্চাত্য গ্রন্থে গরুর পরমায়ু ২৭।২৮বৎসর লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় গো ১৬।১৭ বৎসরের বেশী প্রায়ই বাঁচে না। গোরুর পরমায়ু ২২ বৎসর মাত্র। খনার বচনে আছে,—

নরা গজা বিশে শয়।
তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়॥
বাইশে বলদা, তের ছাগলা।
গুণে মরে বরা পাগলা।

জীব সমূহের জীবন রক্ষার জন্ত গোগণ নীরবে অশেষ কষ্ট সহ্য করে বলিয়া গোর মৃত্যুর পর ভাগাড়ে ফেলিরা দিবার সময় লোকে বলিয়া থাকে—"গো-জন্ম পরিত্যাগ করিরা গন্ধর্ব্ব-জন্ম গ্রহণ কর।" কারণ গন্ধর্ব্বগণ স্বর্গে কেবল নৃত্য গীতাদি আনন্দ জনক কার্য্যে রত থাকে।

গাভীর পালানের লক্ষণ

গোরুর স্তনকে মোড় বা পালান বলে। গোরুর স্তন একটি ও উহাতে চারিটি বাঁট থাকে এবং প্রত্যেক বাঁটে দুগ্ধ নির্গত হইবার একটি করিয়া ছিদ্র থাকে। প্রথম বিয়ানের সময় অর্থাৎ পইলি বকনার মোড় ছয় মাস গর্ভিণী হওয়ার পর হইতেই বড় হইতে থাকে। অন্যান্য বিয়ানে প্রসব হইবার অল্পদিন (কাহারও একমাস, কাহারও ১৫ দিন) পূর্ব্বে মোড় নামে অর্থাৎ মোড় বড় হয়। কাহারও বা প্রসবের পূর্ব্বে সামান্ত বড় হয়, কিন্তু প্রসব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মোড় বা পালান সম্পূর্ণরূপে বৰ্দ্ধিতাকার ধারণ করে।

পলানটি কেবল দেখিতে বড় হইলেই ভাল নয়, কারণ যেটি দেখিতে সর্ব্বদাই বড়, তাহাতে অল্প দুগ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা। আর যেটি দোহনের পূর্ব্বে বেশ বড়, নিটোল, চিক্কণ ও মসৃণ থাকে, অথচ দোহনের পরেই কোঁকড়াইয়া যায়, সেইটি সর্ব্বোত্তম। পালান সমধিক

আয়তন বিশিষ্ট হইলে, হাতে টিপিয়া দেখিয়া লইবে, যেন তাহা অমাংসল ও চর্ব্বিহীন হয়। অধিক মাংস ও চর্ব্বিবিশিষ্ট হইলে, সেটি হাতে অপেক্ষাকৃত কঠিন ঠেকিবে। পালানে বেশী মাংস ও চর্ব্বি থাকিলে তাহাতে দুগ্ধ থাকিবার পরিসর কম থাকে। পালানের পশ্চাদ্ভাগটি সুগোল এবং তাহার অন্যান্য অংশাপেক্ষা প্রশস্ত হওয়া চাই; ছাগলের ন্যায় গোড়া সরু, আগা মোটা এবং কোনও অংশ নিতান্ত শিথিল না হয়। পালানের তলাটি যত সমতল হয়, ততই ভাল এবং উপরিভাগ অপেক্ষা পেটের দিকে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত থাকিবে। পালানের সম্মুখে তলপেটে যে শিরাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি দুগ্ধ শিরা, সেই সকল বর্দ্ধিত হওয়া ভাল। বড় গাভীর বাঁট দুই ইঞ্চি কিম্বা আড়াই ইঞ্চি আর ক্ষুদ্রাকার গাভীর দেড় কিম্বা দুই ইঞ্চি লম্বা হইবে; ইহার কম না হয়। বাঁটগুলি স্তম্ভাকার, নিটোল ও সমভাব হইবে এবং পালান হইতে নিম্নদিকে ঠিক লম্বা হইয়া ঝুলিবে। দুহিবার দোষেও বাঁট খারাপ হয়। লেজের নীচে পালানের উপরিভাগে ও উরুদেশের গোড়ায় যে সকল রোম উঁচু হইয়া থাকে, উহার আয়তন যত বেশী হয়, সেই পরিমাণে গাভী অধিকতর দুগ্ধবতী হইবার সম্ভাবনা।

গোরুর শুভাশুভ লক্ষণ।

গাভীর চক্ষু দুইটি রুক্ষ ও ইঁদুরের ন্যায় গঠন হইলে এবং চক্ষুর কোণে সর্ব্বদা মল (পিচুটী) দেখা যাইলে, তাহা অশুভসূচক লক্ষণ। যে সকল গাভীর নাসিকা বিস্তৃত, শৃঙ্গ প্রচলনশীল, বর্ণ খর সদৃশ (গাধার ন্যায়) এবং দেহ করট তুল্য অর্থাৎ কাঁকলাসের মত, যাহার দন্তসংখ্যা

১০, ৭ কি ৪টি মাত্র, মুণ্ড ও মুখ লম্বমান, পৃষ্ঠ বিনত, গ্রীবা হ্রস্ব ও স্থূল গতি মধ্যম এবং বিদারিত, সেই সকল গাভী অমঙ্গল উৎপাদন করে। যে সকল গাভীর জিহ্বার বর্ণ কৃষ্ণ ও পীত মিশ্রিত, গুল্‌ফ অতিশয় সূক্ষ্ম বা স্থূল, ককুদ (ঝুঁটি) অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, দেহ কৃশ এবং কোন একটি অঙ্গহীন (যথা উনপাঁজরে) বা অধিকাঙ্গ, সেই সকল গাভী গৃহস্থের মঙ্গলকর নহে।

যে সকল গোর ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, মৃদু ও সংহত (মিলিত), জিহ্বা ও তালু তাম্রবর্ণ, কর্ণ ছোট, হ্রস্ব ও উচ্চ এবং পেট দেখিতে সুন্দর অর্থাৎ ঝুড়ীপেটা, যাহাদের খুর ঈষৎ তাম্রবর্ণ, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, গাত্রত্বক্ স্নিগ্ধ, রোম মনোহর ও বড় বড়, যাহাদের লাঙ্গুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোমবিশিষ্ট এবং ভূতলস্পর্শী, চক্ষু রক্তাক্ত ও বাঁট ধারযুক্ত (তীক্ষ্ন) এবং দন্তসংখ্যা ৯ বা ৬, সেই সকল গাভী শুভফলপ্রদ। দন্ত সম্বন্ধে একটি প্রবচন আছে

"নখানা ছখানা ভাগ্যে পাই,
সাতের কাছে'তেও না যাই।"

গাভীর যে সকল শুভাশুভ লক্ষণ বর্ণিত হইল, ষাঁড়েরও সেই সেই লক্ষণ জানিবে। যে ষণ্ডের মুষ্ক স্থূল ও অতিশয় লম্বা, ক্রোড়দেশ শিরা-জালে পরিব্যাপ্ত, গণ্ডদেশে স্থূল শিরা সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ এবং সর্ব্বদাই অত্যন্ত শ্বাস বহে, শৃঙ্গ স্থূল, উদর শ্বেতবর্ণ কিন্তু অপর শরীরের রং কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায়, সেই সকল ষণ্ড অশুভসূচক। যে সকল ষণ্ডের চক্ষু বৈদূর্য্য (কৃষ্ণ পীত বর্ণ) ও আবরণ স্থূল, গতি অশ্বের ন্যায়, উদর মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, শরীরের রং সাদা, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, শৃঙ্গ তাম্রবর্ণ, তাহারা শুভফলদায়ক। যে ষণ্ডের ককুদ লাল এবং শরীরের রং শ্বেত ও কৃষ্ণ মিশ্রিত, যাহার একটি চরণ শ্বেতবর্ণ, অপর চরণ ও শরীর নানা রঙের, তাহা অত্যন্ত শুভফলপ্রদ।

ঘূর্ণিত রোমরাজি দ্বারা গো-শরীরের স্থানে স্থানে এক প্রকার গোলাকার চিহ্ন দেখা যায়। উহাকে "চক্র চিহ্ন" বলা হইয়া থাকে। এই চিহ্ন দেখিয়াও গোরুর শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়। পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে একটি, বক্ষঃস্থলের দুই পার্শ্বে দুইটি, কপালে একটি, ককুদের সম্মুখে বা পশ্চাতে একটি, গলকম্বলের কিছু উপরে একপার্শ্বে একটি, চক্রচিহ্ন থাকা শুভসূচক।

গোর কপালে দুইটি কি তিনটি, বক্ষঃস্থলের এক দিকে একটি অথবা পায়ে বা পাছায় চক্র চিহ্ন থাকিলে তাহা অশুভজ্ঞাপক।

পেটের মধ্যস্থলে মূত্রনালীর নিকটে চক্রচিহ্ন থাকিলে তাহা মঙ্গলদায়ক ও অমঙ্গলদায়ক দুইই হইতে পারে।

ঊর্দ্ধমুখী চক্রচিহ্ন শুভপ্রদ ও নিম্নমুখী চক্রচিহ্ন অশুভ সূচক।

গোরুর অন্য প্রকার বহু দোষ থাকিলেও যদি "কপালচিতা" থাকে, তবে সকল দোষের খণ্ডন হয়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, কপালচিতা বলদ অলস হইয়া থাকে।

অপরের বাড়ী হইতে গোরু আনিতে হইলেই ঐ সকল শুভাশুভ লক্ষণ দেখিতে হয়। নচেৎ নিজের বাড়ীতে যে গোরু জন্মে, তাহার অশুভ লক্ষণ থাকিলেও গৃহস্থের পক্ষে অমঙ্গলদায়ক হয় না।

গাভীর ভাল মন্দ বিচার।

যে সকল গাভী ভালরূপে খাইতে পায়না, যাহারা পর্য্যাপ্ত আহার অভাবে জীর্ণ শীর্ণ, সাধারণ লোকে যাহার "নাড়ী মরিয়া গিয়াছে" বলে, অথবা যাহারা "মিরিকৃচিরে গরু" অর্থাৎ যে সকল গরু খাদ্য বাছিয়া কেবল

ভালগুলি খায়, যে গাভী অল্প বয়সে গর্ভিণী হয়, আকারে ছোট, বাঁট ছোট, ধার (বাঁটের ছিদ্র) সরু এবং মোড় (স্তন) ছোট, দোহনের পূর্ব্বে ও পরে মোড়ের আকার সমভাব থাকে, যাহাদের দুধ অতি সরু ধারে নির্গত হয়, "দুপানানে তেপানানে গরু" অর্থাৎ দোহন সময়ে ২।৩ বার বাছুরের জন্য দুধ রাখে, দুহিতে গেলে নড়ে ও লাথি ছোঁড়ে, স্বভাব চঞ্চল ও উত্তেজিত, দেখিতে ষাঁড়ের মত, হাড় ও শিং মোটা এবং অধিক মাংসল গাভী দুগ্ধবতী নহে।

প্রথম বিয়ানে প্রায় সকল গাভীরই স্বভাব অল্পাধিক চঞ্চল ও উগ্রভাবাপন্ন হয়, কিন্তু অধিক দুগ্ধবতী গাভী ধীর ও শান্ত প্রকৃতির হইয়া থাকে, অপরিচিত ব্যক্তি তাহার কিম্বা তাহার বাছুরের গায়ে হাত দিলে কিছু বলে না, খাদ্যাদি আগ্রহ পূর্ব্বক নিঃশেষ করিয়া খায়, দুহিবার সময় "ঘ্যাঁ ঘোঁ" শব্দ বহুদূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায় এবং দোহন কালে "মন খোলসা করিয়া" সমস্ত দুধ প্রদান করে, দুহিবার পূর্ব্বে মোড় বড় ও নিটোল হয় এবং দুগ্ধ দোহনের পর মোড় নরম হয় ও চুপসিয়া যায়। অধিক দুগ্ধ প্রদানের জন্য ভাল গাভী একটু ক্ষীণ হয়। সাদা গাভী অপেক্ষা কাল ও রক্তবর্ণা এবং পিঙ্গল বর্ণা (কপিলা) গাভী বলবান ও মোটা হইয়া থাকে। দুগ্ধবতী গাভীর নাভীদেশের নিকটে রজ্জুর ন্যায় দুগ্ধবাহী শিরা খুব বর্দ্ধিত হয়। গোলাকার "দুধকম্বল" নামা অনেক স্থলে বাহ্যিক আড়ম্বর সদৃশ নিস্ফল হয়। গলা সরু, পিছন ভারী, পশ্চাতের পা দুটি ছড়ান, পশ্চাৎ বা সম্মুখের পা অপেক্ষাকৃত বড়, উরুদেশ বিস্তৃত, বক্ষঃস্থল গভীর ও প্রশস্ত দৃষ্টি মনোহর, শিং সরু ও বাঁকা, বাঁট ও পালান বড়, মোটা ধার, বক্রপৃষ্ঠ দীর্ঘ পুচ্ছ ও সূক্ষ্মলোম যুক্তা গাভীই দুগ্ধবতী।

দুগ্ধবতী গাভী কিনিতে হইলে দোহন করিয়া ধার বাঁট ও দুগ্ধের পরিমাণ দেখিয়া ক্রয় করাই কর্ত্তব্য। কারণ—

"গাই নেবে দুয়ে,
বলদ নেবে বেয়ে।"

আর—

"কলুর ছেলে, গয়লার গাই,
গৃহস্থকে কিন্‌তে নাই॥"

গোপালনের সরঞ্জাম।

ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গোপালনের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট গোশালা, গোচারণ ক্ষেত্র, ঘাস লতা পাতা প্রভৃতি সঞ্চয়ের গর্ত্ত বা সাইলো (Silo), লৌহ নির্ম্মিত গোঁজ (Stanchion) প্রভৃতি এবং গো-খাদ্য শস্যাদি চূর্ণ করিবার কল, খাদ্য সিদ্ধ করিবার কল, ঘাস কাটা কল, খাদ্য মিশাইবার কল, জল উত্তোলন করিবার যন্ত্র, কূপ বা ইন্দারা, দুগ্ধ দোহন করিবার কল, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী রাখিবার নানাবিধ পাত্র, দুগ্ধ জ্বাল দিবার, নাড়িবার ও শীতল করিবার যন্ত্র, দুগ্ধ ওজনের কল, ননী তোলা কল, দুগ্ধ পরীক্ষার যন্ত্র, গরুকে শৃঙ্গহীন করিবার ছুরী, করাত এবং নানাবিধ ডাক্তারী যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়।

আমাদের দেশে গোয়ালঘর, গরুর জাব খাইবার বা খাদ্য প্রদানের ডাবা (দেশ ভেদে নাম—নাদ, মেচ্‌লা, গামলা, চাড়ি), গরুর গাড়ী থাকিলে পথে জাব খাইবার নিমিত্ত চেঙ্গারী, দড়ী, দড়ী পাকাইবার ঢেরা বা টাক্‌রোস, বাঁশের গোঁজ ও মুগুর, ঘাস সংগ্রহের জন্য কাস্তে ও খুরপা, ঘাস ও খড় কাটিবার জন্য কাস্তেবঁটী, ঘাস খড় তুলিয়া দিবার

জন্য একটি ও গোয়ালের আবর্জ্জনা ফেলিবার একটি ঝুড়ী, ঝাঁটা, জল তুলিবার কলসী, মাটীর বা পিতলের দোহন পাত্র, দুধ জ্বাল দিবার লোহার কড়া (গরিব লোকে মাটীর হাঁড়ীতেও জ্বাল দেয়), বংশ নির্ম্মিত মন্থন দণ্ড বা ঘোলমৌনী, এতদ্ব্যতীত কোন কোন সময় গোয়ালের মেজে পিটিবার পিটনা, মেজেতে মাটী দিবার জন্য কোদাল ও গোঁজ কাটিবার জন্য দা বা কাটারীর আবশ্যক হয়। গোচারণ ক্ষেত্রের বিশেষ আবশ্যকতা আছে, পুর্ব্বে সকল গ্রামেই ছিল, এখন কোনখানে নাই। যাঁহারা দুই চারিটি মাত্র গরু পুষিয়া থাকেন, তাঁহাদের সাইলোর প্রয়োজন নাই, কারণ উহা ব্যয় সাধ্য; অধিক গরু পুষিতে হইলেই সাইলোর দরকার হয়। অধিক সংখ্যক গরু পুষিতে হইলে কিম্বা পাশ্চাত্য প্রথায় ডেইরী ফারম স্থাপিত করিলে, খড় কাটা কল ব্যবহার করা সুবিধাজনক। এতদ্ব্যতীত আমাদের আর কোন যন্ত্রাদির প্রয়োজন হয় না।

পাশ্চাত্য দেশের লোক যেমন প্রচুর অর্থশালী, সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী। তাঁহারা যেমন সিদ্ধিলাভের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে পারেন, সেইরূপ কড়ায় ক্রান্তিতে তাহার লভ্যাংশও আদায় করিতে জানেন। তাঁহাদের ধর্ম্মও তাহাতে অনুকূল, যেহেতু গরুর মৃত্যু কালেও তাঁহারা কসাইকে বিক্রয় করিতে পারেন। ঐ সকল স্বাধীন দেশের সহিত এই পরাধীন দেশের তুলনা হইতেই পারে না। আমরা যেমন হ্যাট কোট পরিলে ও কাঁটা চামচাদি যন্ত্রের সাহায্যে খাদ্য উদরস্থ করিলে, কোনও কালে ইংরাজ হইতে পারিব না, বরং তাহা সমাজ, স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম হানিকরই হয়, তদ্রূপ ঐ সকল যন্ত্রাদি আনয়ন করিলেও কোনকালে আমাদের দেশের গরু বিলাতি গো হইবেনা, কেবল তাহাতে অনর্থক অর্থব্যয়, কষ্ট ও ক্ষতিই সহ্য করিতে হইবে। স্বাধীন চিন্তা-স্রোত কখনই অন্নহীন অর্থহীন তোষামোদকারী চাকরী জীবীর মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয় না। তাই আমরা "শিব গড়িতে বাঁদর গড়ি", বাহাদুরী করিতে

গিয়া পদে পদে লাঞ্ছিত ও হাস্যাস্পদ হইয়া থাকি। কেবল যে পুরাতন রীতিকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে বলিতেছি, তাহা যেন কেহ মনে না করেন। আমরা জল চাই, বন্যা চাহিনা।

আমরা প্রধানতঃ গাভীর নিকটে কেবল দুগ্ধ এবং বৃষের নিকটে আমাদের শস্য উৎপাদন ও ভারবহনাদি কার্য্যে সহায়তা গ্রহণ করি। পাশ্চাত্য দেশের লোকে শস্য উৎপাদন ও ভারবহনাদি কার্য্যে বৃষের সহায়তা চাহেন না, এবং গাভীর নিকটে কেবল স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দুগ্ধাদি লইয়াই পরিতৃপ্ত নহেন, অস্থি মাংস সকলই লইয়া থাকেন। তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে গো প্রতিপালন করেন, আমাদের উদ্দেশ্য তাহা হইতে স্বতন্ত্র। বৎস-স্নেহ বর্জ্জিত কলের সাহায্যে দোহন করা দুধ এবং বৎস স্নেহ মিশ্রিত বৎসের সাহায্যে দোহন করা দুধের পার্থক্য যে আকাশ পাতাল সদৃশ, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

দেশ কাল পাত্রানুসারে আমাদের "ব্রাহ্মণের গরু অল্প খায়, বেশী নাদে" এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এদেশে ঐ সকল যন্ত্রাদির আবশ্যকতা নাই। আমাদের দেশের গোপালনের জন্য যে সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যের প্রচলন আছে তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সকল গৃহস্থের বাড়ীতে যদি সেই সকল দ্রব্যের ভালরূপ ব্যবহার হয়, তাহা হইলেই এদেশের গরু সুখে থাকিবে এবং আমাদের সন্তান সন্ততিও প্রচুর দুগ্ধ পানে দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে, স্বর্ণপ্রসূ ভারতের শস্যক্ষেত্রে সোণা ফলিবে।

গোয়াল ঘর।

রাত্রিকালে হিম, শিশির ও মধ্যাহ্ন সময়ের প্রখর রৌদ্র এবং ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি হইতে গোরুগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য গোয়াল ঘরের নিতান্তই প্রয়োজন। গোরু পুষিতে হইলে গোয়াল ঘর আগে প্রস্তুত করা দরকার, যেহেতু রাত্রিকালে গোরু গুলিকে ঘরের ভিতরে রাখিতেই হইবে। কোন কোন দেশে দেশাচার অনুসারে রাত্রে সকলেরই গোরু বাহিরে ছাড়া থাকে। যে সময়ে মাঠে শস্য থাকে না, তখন দিবসের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছাড়িয়া দেওয়া বা চরাণ ভাল, কিন্তু সন্ধ্যার পর তাহাদিগকে ঘরে রাখিতেই হইবে। নির্ভাবনায় সুখে একটু বিশ্রাম করা ও নিদ্রা যাওয়া সকল জীবের পক্ষেই অতীব প্রয়োজন এবং নিশাচর ব্যতীত আর সকল জীবের পক্ষে রাত্রিকালই তাহার উপযুক্ত সময়।

বাড়ীতে বা বাড়ীর নিকটে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমির উপর যেখানে রৌদ্র ও নির্ম্মল বায়ু প্রবেশ করিতে পারে এবং আবশ্যক হইলে বাড়ীর স্ত্রীলোকেও যাহাতে খাদ্যাদি প্রদান ও গোগৃহ মার্জ্জনা করিতে সক্ষম হয়, সাধারণ গৃহস্থকে সেইরূপ স্থানে গোয়ালঘর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। গো-সেবাপরায়ণ ব্যক্তি যেখানে গরুর সেবা শুশ্রূষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা হয়, অথচ গরুগুলিও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, এমন স্থানে গোগৃহ নির্ম্মাণ করিবেন। যাঁহার অবস্থা ভাল, তাঁহার পক্ষে পাকা ঘর প্রস্তুত করাই কর্ত্তব্য। কাঁচাঘরও মন্দ নহে, কিন্তু ঘরের মেজে ও জাব খাইবার গামলা (Trough ট্রফ্) এবং নর্দ্দমা পাকা করিয়া দিতে পারিলেই বড় ভাল হয়।

ইটের দেওয়ালের উপর কড়ি বরগা দিয়া পাকা ছাদ করিয়া দেওয়াই ভাল। করোগেট আয়রণ কিম্বা টালিতে অনেক অসুবিধাও আছে, অথচ স্থান বিশেষে খরচ প্রায় পাকা ছাদের সমানই পড়ে।

মাটীর দেওয়ালের উপর টীন, খোলা, খড়, উলু, গোলপাতা অথবা তালপাতা দিয়া ছাওয়া যাইতে পারে। টীনের ঘর গ্রীষ্মকালে গরম ও শীতকালে ঠাণ্ডা হয়। টীনের ঘরে গরু "রাতকাণা' হইয়া থাকে। খোলা অনেক সময় কাকে ছড়াইয়া দেয়। বিশেষতঃ যে দেশে বানর আছে, তথায় টীন বা খোলার ঘর সুবিধা জনক নহে। মোটের উপর কাঁচা ঘরের পক্ষে খড়, উলু ও গোলপাতা (যে দেশে যাহা প্রচলিত সে দেশে তাহাই) ভাল। তালপাতার ছাউনি এক বৎসর মাত্র স্থায়ী হয়। কাঁচা ঘরের দেয়াল মাটীরই ভাল ও তাহাই করা কর্ত্তব্য। দরমা কিম্বা ছিটা বেড়া দিয়াও অনেক স্থলে ঘেরা হইয়া থাকে। যে সকল দেশে বন্যার জল প্রবেশ করে, সেখানে মাটীর দেয়ালের ঘর খুব কম প্রস্তুত হয় এবং সে দেশে গৃহস্থের শয়ন ঘরও ছিটাবেড়ায় তৈয়ারী করিতে হয়। মোটা কাঠের খুঁটী দেওয়া খড়ের ঘর মন্দ নহে। ছিটা বেড়ার ঘর কাদা দিয়া ভিতর ও বাহির লেপিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

পাকা মেজে করিতে হইলে প্রথমে ইট বিছাইয়া খোয়া ও চুণ দিয়া পিটিয়া তাহার উপর খাদরি অর্থাৎ চুণ সুরকি দিয়া কাৎ ভাবে ইট গাঁথিয়া উহার খড়া গুলিতে বিলাতি মাটী দিয়া মাজিয়া দিতে হইবে।

মাটীর মেজে করিতে হইলে আটাল মাটী দিয়া উত্তমরূপে কাদা করিয়া দুই এক দিন পর একটু শক্ত হইলে ছাই ছড়াইয়া বেশ করিয়া পিটিয়া মেঝেম করিয়া দিলে, মেজে খুব শক্ত হয়। কোন স্থানে গর্ত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ সেখানে মাটী দিয়া পিটিয়া দেওয়া উচিত।

পাকা মেজেই হউক আর মাটীর মেজেই হউক মূত্রাদি সহজে বহির্গত হইবার জন্য কিঞ্চিৎ ঢালু করিয়া দিতে হয়, কিন্তু অধিক ঢালু হওয়া গর্ভিণী গরুর পক্ষে ভাল নহে। ষাঁড় বা বলদের জন্য গোয়ালের মেজে গাভীর গোয়ালের মেজে অপেক্ষা অধিক ঢালু করিয়া দিতে হইবে, কারণ গোয়ালের মাঝামাঝি স্থানে উহাদের প্রস্রাব পতিত হইয়া থাকে।

পাকা মেজের গুণ অনেক। উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও সহজে পরিষ্কার হয় এবং ধুইয়া দেওয়ার অল্পক্ষণ পরেই শুকাইয়া যায়। মেজেতে গোময়াদি কিছুমাত্র লাগিয়া থাকিতে পারেনা এবং জল ও প্রস্রাবাদি অতি সহজেই নর্দ্দমায় আসিয়া পড়ে এবং ঘরেও দুর্গন্ধ হয় না। পাকা মেজের দোষ এই যে, প্রত্যহ কিছু বালি অথবা কুটি খড় মেজের উপর ছড়াইয়া দিতে হয়, নচেৎ গরু বাছুরের পা পিছলাইয়া যাইতে পারে এবং বর্ষা ও শীতকালে গরমে রাখিবার জন্য কুটখড় বিছাইয়া দিতে হয়। আবার এই সকল খড় প্রত্যহ রৌদ্রে শুকাইলে পর তবে পুনরায় ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং যে অংশে অতিরিক্ত গোময়াদি লাগিয়া যায়, তাহা সার গাদায় ফেলিয়া দিতে হয়। ব্যয়ও বেশী পড়ে।

মাটীর মেজেও ভাল, যদি পরিষ্কার, শুষ্ক খট্‌খটে ও সমতল রাখিতে পারা যায়। অল্প খরচে প্রস্তুত ও সহজে মেরামত হয়, গরুর পা পিছলায় না এবং বালি, খড় প্রভৃতি মেজেতে দিতে হয় না। কিন্তু মাটীর মেজের দোষ এই যে, উহা প্রায় পরিষ্কার রাখিতে পারা যায় না, গোয়ালের স্থানে স্থানে গর্ত্ত হইয়া যায়। ঐ গর্ত্তে যথা সময়ে মাটী দিয়া সমতল করিয়া না দিলে, উহাতে গোময় ও চোনা জমিতে থাকে, দুর্গন্ধ হয়। মেজের নানাস্থানে ও গরুর গায়ে ঐ সকল গোময় ও চোনার কতকাংশ লাগিয়া যায়। প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে ছাই না ছড়াইলে মেজে শুষ্ক থাকে না এবং নানাবিধ কীট জন্মে।

মেজেতে তক্তা পাতিয়া দেওয়া একেবারেই খারাপ। উহা বড়ই বিপজ্জনক। তক্তায় গরুর পা পিছলাইয়া অনেক সময় সাংঘাতিক রূপে আহত হইবার সম্ভাবনা থাকে। তক্তার নীচের দিকে চোনা প্রভৃতি জমিয়া সর্ব্বদা সিক্ত ও দুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারী কীটাদির আবাসস্থল হয়।

পল্লীগ্রামে দুই একটি গরুর জন্য স্বতন্ত্র স্থানে বিস্তৃত উঠানাদি সহ

গোগৃহ নির্ম্মাণের দরকার হয় না। গৃহস্থের নিজ নিজ বহির্ব্বাটীতে কিম্বা তৎসংলগ্ন স্থানে প্রস্তুত করাই সুবিধাজনক। এখানে বাহিরে বাঁধিবার স্থান যথেষ্ট পাওয়া যায়, কেবল থাকিবার গোয়ালঘর প্রস্তুত করিলেই চলিতে পারে। দিবসে জাব খাইবার জন্য তিন দিক বা একদিক দেয়াল রহিত একখানি স্বতন্ত্র চালা ঘর এবং রাত্রে জাব খাইবার ও শুইবার জন্য ভালরূপ ঘেরাঘোরা ও দরজা জানালা দেওয়া গোয়ালঘর করিলেই গরু বাছুরগুলি সুখে স্বচ্ছন্দে ও সুস্থদেহে থাকিতে পারে। অবশ্য সহরাঞ্চলে গোয়ালঘর ও তৎসংলগ্ন উঠানাদি রাখার সম্বন্ধে বহুব্যয় সাধ্য হইলেও যাহাতে গরুর কোন কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে বিবেচনা ও সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের দেশে "গোয়ালে কাঠাম" নামক যে চারিখানি চালের গোয়ালঘর প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা মন্দ নহে। আসন্ন প্রসবা গাভী, দুগ্ধবতী গাভী, ষাঁড়, বলদ, বড় বকনা বাছুর বা দুগ্ধহীনা গাভী ও ছোট বাছুর প্রভৃতিকে একত্রে না রাখিয়া বিভিন্ন ঘরে রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেজন্য ঐ ঘরের ভিতরে অল্প উচ্চ দেয়াল দিয়া পৃথক পৃথক কুঠরী নির্ম্মাণ করাই সমীচীন। পীড়িত গরুর জন্য স্বতন্ত্র ঘর নিতান্তই আবশ্যক। দিনের বেলা জাব খাইবার স্বতন্ত্র চালাঘর থাকিলে, তাহারই খানিকটা আবশ্যক মত অস্থায়ী ভাবে ঘিরিয়া পীড়িত গরুকে পৃথক ভাবে রাখা যাইতে পারে।

যাঁহারা দুই একটি গরু পোষেন, তাঁহারা একটু মনোযোগী হইলেই সহজে গোয়ালঘরের সুব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু অধিক সংখ্যক গরু পুষিতে হইলে রীতিমত গোশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। আজ কাল এদেশে অনেক স্থানে পাশ্চাত্য প্রথায় লাভজনক গব্য-ব্যবসায়ের জন্য গোশালা (Dairy Farm) স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু তাহা যথোচিত সুব্যবস্থার অভাবে কোন স্থানেই সফল হইতেছে না।

পাশ্চাত্য গো-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—গোয়ালের মেজে চারিদিকের জমি অপেক্ষা দেড়ফিট অথবা দুই ফিট উচ্চ হইবে এবং মেজে হইতে পাকা ঘরের দেয়াল দশফিট উচ্চ এবং কাঁচা ঘরের দেয়াল আট ফিট উচ্চ করিতে হইবে। ঐ ঘর যদি পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা হয়, তবে উত্তরের দেয়ালে কেবল মাত্র ছয় ফিট অন্তর অন্তর ৩×২ ফিট আকারের ছোট জানালা থাকিবে। গোগৃহের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকেও জানালা থাকা বিশেষ দরকার, যেহেতু পূর্ব্ব পশ্চিমে জানালা না থাকিলে, ঘরের অভ্যন্তরে রৌদ্র প্রবেশ করিবার সুবিধা হয় না। ঘরের ভিতরে সকালে বিকালে রৌদ্র প্রবেশ করা চাইই। ঐ জানালা মাটী হইতে পাঁচ ফিট উপরে বসাইতে হইবে। মোটের উপর ঘরের ভিতর ১৬ ফিট স্থান চাই, তাহার পর দক্ষিণের দেয়াল দিতে হইবে; উত্তরের দেয়াল হইতে ১০ ফিট মেজে বাদে ৩ ফিট স্থানে মেচলা বা ট্রফ, ঐ মেচলার পশ্চাতে ৩ ফিট পরিসর জাব দিবার পথ রাখিয়া দক্ষিণ দিকের দেয়াল নির্ম্মিত হইবে। অন্যান্য দিকের ন্যায় একটানা দেয়াল না হইয়া দক্ষিণ দিকে থাম প্রস্তুত করিতে হইবে। থাম ইটের হইলে ২৪×১৫ ইঞ্চি, কাদার ৩০×১৮ ইঞ্চি গাঁথিতে হইবে এবং উভয় থামের মধ্যে অন্ততঃ ৬ ফিট চওড়া ফাঁক বা দুয়ার থাকিবে। গ্রীষ্মকালে ঐ সকল দরজা জানালা দিবা রাত্রি উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, কিন্তু শীতকালে এবং বর্ষাকালে উত্তরের জানালা দিবারাত্রি বন্ধ থাকিবে। দরজা দিনের বেলায় খোলা থাকিবে, রাত্রিতে বন্ধ রাখিতে হইবে। যখন দরজা বন্ধ থাকিবে, তখন দরজার উপরাংশ দিয়া যাহাতে প্রচুর বায়ু চলাচল হয়, সে জন্য স্থানে স্থানে ফুকর (Ventilators) রাখিতে হইবে। দরজা জানালা তক্তার হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অভাবে ঝাপ অথবা মোটা ক্যাম্বিসের পরদাও দেওয়া যায়। দরজার ফুকর ৮ ফিট উচ্চ হইবে। ঘর পাকাই হউক বা কাঁচাই হউক

উহার মেজে অবশ্যই ইট ও সিমেণ্ট দিয়া পাকা করিতে হইবে। খোয়া চুণ দিয়া ভালরূপ পিটিয়া এক নম্বরের ইট পাশাপাশি গাঁথিয়া বিলাতি মাটী দ্বারা উত্তমরূপে খড়াগুলি মাজিয়া দিতে হইবে। জাব খাইবার গামলা ও নর্দ্দমা ইট ও বিলাতি মাটী দ্বারা প্রস্তুত হইবে।

মেচলা বা ট্রফ্ ঘরের লম্বাদিকে বরাবর প্রস্তুত করা ভাল। উহার অভ্যন্তর ১৮ হইতে ২১ ইঞ্চি চওড়া এবং ১২ হইতে ১৫ ইঞ্চি গভীর হইবে, মেজে হইতে ট্রফের নিম্নতল অংশ ১২ ইঞ্চি গাঁথনী থাকিবে। মেজে হইতে মোটের উপর ট্রফের উচ্চতা ২৪ হইতে ২৭ ইঞ্চির বেশী হইবেনা। মেজে দক্ষিণ হইতে উত্তরে অর্থাৎ গাভীর মস্তকের দিক হইতে পিছন দিকে ঢালু করিতে হইবে। ৩ ইঞ্চি ঢালু হইলেই প্রস্রাবাদি নর্দ্দমায় পড়িবার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া থাকে। গোয়ালঘরের বাহিরে উত্তরের দেয়ালের গায়ে ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি চওড়া ও ৩ ইঞ্চি গভীর সোজা নর্দ্দমা ইট ও বিলাতি মাটী দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উত্তরের দেয়াল হইতে অন্তত ৮ ফিট দূরে ৪ × ৪ ফিট লম্বা চওড়া ও ২ ফিট গভীর ঘর ধোওয়া জল ও প্রস্রাব জমিবার চৌবাচ্চা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সহিত নর্দ্দমার যোগ রাখিতে হইবে। বাছুরের মেচলা বা ট্রফের অভ্যন্তর ভাগ এক ফুট চওড়া নয় ইঞ্চি গভীর এবং মেজে হইতে ১৭ ইঞ্চি উচ্চ হওয়া আবশ্যক। তুই ফিট স্থানের মধ্যে বাছুরের পাকা মেচলা বা ডাবা তৈয়ারি হইতে পারে। পাকা মেজেতে গরু বাঁধিবার জন্য জাব খাইবার প্রত্যেক পাত্রের নিকটে মোটা লৌহদণ্ডের গোঁজ থাকিলেই ভাল হয়। যে কাঠে সহজে উই ধরেনা এরূপ শক্ত মোটা কাঠ পুঁতিয়া তাহাতেও গরু বাঁধা যাইতে পারে। কাঠের যতটা মাটীর ভিতরে থাকে তাহার উপরাংশ পোড়াইয়া দিলে সহজে উই ধরে না। লোহার হইলে মেচলার সমরেখায় ঐ লৌহদণ্ডে একটি গোল আংটা থাকিলে অথবা ছিদ্র করিলে কিম্বা লৌহদণ্ডের মস্তকটি গোলাকার করিয়া

দিলে, তাহাতে দড়ী দিয়া বাঁধিবার সুবিধা হইবে। প্রত্যেক গরুকে পৃথক পৃথক রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ দুগ্ধবতী গাভীর ঘরে দুগ্ধবতী গাভী ভিন্ন অপর গরু রাখা কোনও মতে উচিত নহে। যাহাতে কোন গরু অপরের মেচলা হইতে খাদ্য খাইতে না পারে, কিম্বা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অপরের খাইবার পাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করিতে না পারে এবং অনায়াসে শুইতে বসিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১০ ফিট লম্বা ও ৪ ফিট চওড়া স্থান একটি গরুর থাকিবার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু একটি ঘরে বা কুঠরীতে একটি গরু থাকিলেও ১০ ফিট লম্বা ও ৮ ফিট চওড়া রাখিতেই হইবে। উহাতে দুইটি গরুও থাকিতে বা জাব খাইতে পারে, কিন্তু বৃহদাকার একটি গরুর জন্য ১০×৬ ফিট স্থানের দরকার। সে হিসাবে দুইটি বৃহদাকার গরুর জন্য ১০×১২ ফিট স্থানের আবশ্যক হয়। বাছুরের থাকিবার স্থান ৫ ফিট লম্বা ও ৪ ফিট চওড়া হইলে চলিতে পারে। গাভীর বা বাছুরের উঠানে যথারীতি বিশুদ্ধ পানীয় জলের চৌবাচ্চা থাকা চাই। ঐ পানীয় জল প্রত্যহ বদলাইয়া দিতে হইবে এবং গরু তাহা ইচ্ছামত পান করিবে।

ঘরের মেজে উত্তমরূপে পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখা দরকার। কেবল প্রত্যহ সন্ধ্যা ও সকালে পরিষ্কার করিয়া ঝাঁট দিলেই হইবে না, উত্তমরূপে প্রত্যহ প্রাতে ধৌত করিয়া ঝাঁট দিয়া শুষ্ক করিয়া দিতে হইবে। প্রাতে যখন গরুগুলি ময়দানে বা উঠানে বাহির হয়, সেই সময়ে ঘর ধুইবার বা পরিষ্কার করিবার উপযুক্ত সময়।

যদি ভূগর্ভে সাধারণ মল নির্গমন নালী (Drain) থাকে, (যেমন কলিকাতার ন্যায় সহরাঞ্চলে আছে) তবে তাহার সহিত নর্দ্দমা যোগ করিয়া দিতে হইবে, নচেৎ ঘরের পশ্চাতে যে প্রস্রাবাদি সঞ্চিত হইবার চৌবাচ্চার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেই জমিবে এবং তাহা প্রত্যহ খালি করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। গোয়ালের বহুদূরে উহা

ফেলিয়া কিম্বা গর্ত্তে ঢালিয়া দিতে হইবে। সমস্ত দিনের গোময় ঘরের পশ্চাতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে জমা করিয়া রাখিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা প্রত্যহ প্রাতে অতি দূরে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

এইরূপে গোশালা নির্ম্মাণ করিলে নির্ব্বিঘ্নে বিশুদ্ধ বায়ু গমনাগমনের পক্ষে এবং সকল ঋতুতে মেজে পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখিতে কোনও কষ্ট হইবে না। ইহাই পশ্চাত্য গো-তত্ত্ববিদগণের মত।

পাশ্চাত্য গ্রন্থে আরও অনেক প্রকার গোশালার চিত্র অঙ্কিত আছে, এখানে সে সকল উল্লেখ করা অনাবশ্যক। যাঁহারা অধিক সংখ্যক গরু পুষিবেন, অথবা ডেইরী ফার্ম্ম স্থাপন করিবেন, তাঁহারা অল্প কষ্ট স্বীকার ও অর্থব্যয় করিলেই ঐ সকল গ্রন্থের সাহায্যে তৎসমুদয় অবগত হইতে পারিবেন।

যাঁহারা ডেইরী ফারম স্থাপন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি যাহাতে সহজে বিক্রয়ের সুবিধা হয়, এরূপ সহর বা বাজারের নিকটে অথবা রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে ও যেখানে চরাণি ভূমি যথেষ্ট আছে এবং যে স্থানে প্রচুর ঘাস পাওয়া যাইতে পারে, সেইরূপ স্থানে গোশালা নির্ম্মাণ করাই কর্ত্তব্য।

ডেইরী ফারম লাভপ্রদ করিতে হইলে অধিক দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ এবং যথোপযুক্ত জমি, বাড়ী, বিবিধ পাত্র, ও আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি চাই এবং উপযুক্ত লোক এবং মূল ধন থাকা দরকার। ৩০টি গাভীর জন্য ১০।১৫ হাজার, ৫০টিতে ২৫ হাজার এবং ১০০টি গাভী পুষিতে ৪০ হাজার টাকা মূলধন আবশ্যক।

বাঙ্গলা দেশের গোরুর পক্ষে ১০ ফিট চওড়া মেজের প্রয়োজন নাই। এখানে দেয়াল বা ছিটাবেড়ার স্থান বাদে ঘরের ভিতরে ৭॥ ফিট বা ৫ হাত চওড়া মেজে হইলে তাহারই মধ্যে জাব খাইবার মাটীর নাদ বা ডাবা অথবা পাকা মেজে হইলে পাকা গামলা বা ট্রফ্ থাকিতে পারে। ভারতীয় বড় জাতীয় গোরুর বা বলদের পক্ষে ৮ ফিট হইতে

৯ ফিট অর্থাৎ ৫॥ হাত কি ৬ হাত চওড়া ঘরই যথেষ্ট হয়। ঘরের ভিতর লম্বা দিকে ৪॥ ফিট বা ৫ ফিট অন্তর গামলার দিক হইতে ৪ বা ৪॥ ফিট লম্বা ও ৪ বা ৪॥ ফিট উচ্চ এক একটি গোরু থাকিবার বিভাগ প্রাচীর দিলে মন্দ হয় না। অর্থাৎ ৪॥ ফিট বা ৫ ফিটের মধ্যে একটি দেশী গোরু সচ্ছন্দে রাখা যাইতে পারে। গোরুর পাশ্বের দিকে ঐ বিভাগের প্রাচীরের যেটুকু ফাক থাকিবে, সেই পথ দিয়া অন্য ঘরে যাতায়াত চলিবে। দুইটি গাভী পুষিতে একখানি ঘরের ভিতরে ঐরূপ ৩ খানি ডাবা-বিশিষ্ট তিনটি কুঠরী থাকা দরকার। উহার একটিতে বাছুর, অপরটিতে দুগ্ধবতী গাভী ও অন্যটিতে দুগ্ধহীনা বা গর্ভিণী গাভী থাকিবে। ডাবার সম্মুখে যে খাদ্যদিবার জন্য ৩ ফিট চওড়া পথের কথা উপরে লিখিত হইয়াছে, ঐরূপ পথ রাখিতে পারিলে সুবিধাই হয়। উহার এক পার্শ্বে খড় কাটাও চলিতে পারে, কিন্তু খড় কাটিতে হইলে ঐ পথ ৩ ফিটের স্থানে ৪ ফিট চওড়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। স্থানাভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি কারণে ঐরূপ পথ না রাখিতে পারিলেও ক্ষতি নাই ডাবা মাটীরই হউক অথবা পাকাই হউক ঘরের লম্বা দিকে বরাবর সোজা করিয়া দেয়াল দিয়া বসানই ভাল। দুইটি গাভী ও একটি কি দুইটি বাছুরের জন্য ঘরের অভ্যন্তর ১০ হাত লম্বা ও ৫ হাত চওড়া হইলেই তাহার ভিতর স্বতন্ত্রভাবে দুইখানি বড় ডাবা ও একখানি বাছুরের জন্য ছোট ডাবা বসাইতে পারা যায়। অনেকে পিপা কাটিয়া তাহাতে জাব দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অল্পদিনে অপরিষ্কৃত হইয়া যায় এবং অনেক প্রকার কীটের অবাসস্থান হয়, সুতরাং উহা ব্যবহার না করাই ভাল।

পূর্ব্বে আমার দুইটি গাভীর জন্য বাটীর সংলগ্ন (পশ্চিমদিকে উত্তর দক্ষিণে লম্বা ৭৫ হাত দীর্ঘ ও ২৫ হাত প্রস্থ স্থানের উপর) যে দুইখানি গোয়াল ছিল, তাহার চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল। এক্ষণে গরুর সংখ্যা অধিক হওয়ায় ঐ স্থানেই আমার গোশালা অন্যরূপ হইয়াছে।
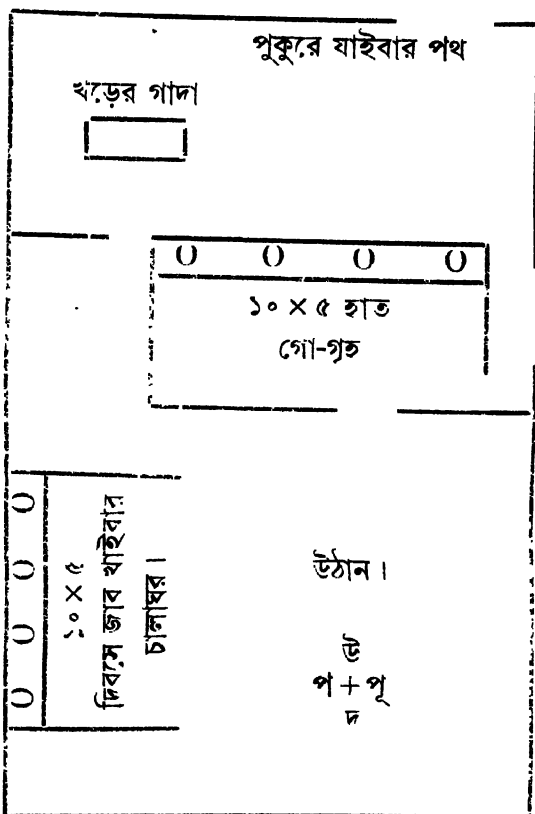
পুষ্করিণী।
পুকুরে যাইবার পথ
খড়ের গাদা
১০×৫ হাত
গো-গৃহ
গোয়াল ঘর
১০×৫
দিবসে জাব খাইবার
চালাঘর।
উঠান।
উ
প + পূ
দ
বাটীর ভিতর হইতে যাতায়াতের পথ।
বসত বাটী।
বহির্দ্দিকের পথ

সদর রাস্তা

প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে মশা তাড়াইবার জন্য গোয়াল ঘরের ভিতর কোনও নিরাপদ স্থানে (ঘরের কোণে) সাঁজাল (ধূঁয়া) দিবার স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। শীতকাল ব্যতীত অপর সময়ে প্রতিদিন সাঁজাল দিতে হইবে। গোয়ালের মেজেতে ফিনাইল লোশন অথবা কার্ব্বলিক লোশন কিম্বা কার্ব্বলিক পাউডার ছিটাইয়া দিলে মাছি মশা প্রভৃতি বড় ঘেঁসেনা এবং অনেক প্রকার কীট বিনষ্ট ও বিতাড়িত হয়। ঘুঁটের ছাই আমাদের গরিবের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঘুঁটের ছাইয়েরও ঐ সকল গুণ আছে এবং উহা অনায়াসলভ্য।

অনেকে গোয়াল ঘরের আড়ার উপর কাঠ, ঘুঁটে, খড় প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন, উহা বড়ই অনিষ্টকর এবং বিপজ্জনক। ঐরূপ কাজ কেহ করিবেন না।

গোগৃহেষু সধূমঞ্চ ক্ষৌরঞ্চামিষ ভোজনম্।
পীঠাসনং প্রাণিদাহং ব্যয়ামং মৈথুনং তথা॥
মিথ্যাবাক্যং প্রাণিহিংসাং ভৃষ্টদ্রব্যস্যভোজনং।
পরান্নভোজনঞ্চৈব দ্বাদশৈব বিবর্জ্জয়েৎ॥
গবাপরাধদণ্ডঞ্চ গৃহস্থানাং ন কারয়েৎ।
এতান্ দ্বিজেন্দ্র গোধর্ম্মান্ গৃহীকুর্য্যাৎ সুখং লভেৎ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

গো-গৃহে ধূম, (অকারণে ধূঁয়া দেওয়া) ক্ষৌরকর্ম্ম, আমিষ-ভোজন, পীঠোপরি উপবেশন, প্রাণীদাহ, ব্যায়াম, মৈথুন, মিথ্যা বাক্য কথন, প্রাণীহিংসা, ভৃষ্টদ্রব্য (মুড়ী প্রভৃতি) ভোজন ও পরান্ন ভক্ষণ পরিহার করিবে। গাভী অপরাধ করিলে গৃহস্থ তদীয় দণ্ড বিধান করিবে না। হে দ্বিজবর! গৃহস্থ ব্যক্তি এই সমস্ত গোধর্ম্ম পালন করিলে সুখপ্রাপ্ত হইবেন।

গো-গৃহ হিন্দুর তীর্থস্বরূপ, সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি গো-গৃহেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বিপ্রাণাং চরণৌ তীর্থৌ গবাং পৃষ্ঠং তথামতম্।
এতে যত্র হি তিষ্ঠন্তি তচ্চ তীর্থমুদাহৃতম্॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

বিপ্রগণের চরণদ্বয়, গো-পৃষ্ঠ এবং ইঁহারা যথায় অবস্থান করেন, তাহা তীর্থ বলিয়া কথিত হয়।

গোশালা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

গোশালা সুদৃঢ়া যস্য শুচির্গোময় বর্জ্জিতা।
তস্য বাহা বিবর্দ্ধন্তে পোষণৈরপি বর্জ্জিতাঃ।
সকৃন্মূত্র বিলিপ্তাঙ্গবাহা যত্র দিনে দিনে।
নিঃসরন্তি গবাং স্থানাৎ তত্র কিং পোষণাদিভিঃ॥

অর্থাৎ—যাহার গোশালা সুদৃঢ়, পবিত্র ও গোময় বর্জ্জিত, তাহার গো সকল পোষণ অভাবেও সতত পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে স্থানে গো সকল সতত মল মূত্রাদিতে বিলিপ্ত দেহ থাকে, তাহার গো সকল দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অন্যরূপ পোষণ দ্বারা কি হইতে পারে?

গোব্যাঘ্রং গজসিংহমশ্বমহিষং শ্বৈণঞ্চ বভ্রুরগং।
বৈরং বানরমেষকঞ্চ সুমহত্তদ্বদ্বিড়ালেন্দুরম্॥

গো ও ব্যাঘ্র, হস্তী ও সিংহ, অশ্ব ও মহিষ, কুকুর ও হরিণ, সর্প ও নকুল, বানর ও মেষ, বিড়াল ও ইন্দুর, ইহাদের পরস্পর শত্রুতা।

গোরুর ভীষণ শত্রু ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক প্রতি বৎসর যে কত গো নিহত হয়, কে তাহার সংখ্যা রাখে? অস্ত্র আইনে দেশের লোকে শক্তি হীন হওয়ায় ব্যাঘ্রকুলের অত্যাচার, সাহস ও বংশবৃদ্ধি অনিবার্য্য হইয়াছে।

আমরা যদি গোয়ালঘর সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করিতে পারি, তবে বাঘে সহজে কিছু করিতে পারে না।

গোয়ালঘর অস্বাস্থ্যকর হইলে গরুর পীড়া ত হয়-ই, তাহা ছাড়া গোয়ালের মেজে সেঁতসেঁতে ও অসমান থাকিলে এবং যথোপযুক্ত ঘেরা-ঘোরা না থাকিলে ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে গোরুর শরীরের উত্তাপাদি কমিয়া যাওয়ায় যে ক্ষতি হয়, প্রচুর খাওয়াইলেও তাহার অধিকাংশ ঐ ক্ষয় নিবারণার্থে ব্যয় হইয়া যায়, সুতরাং গোয়ালঘরের দোষে গোরুর দুগ্ধ দিবার শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে।

দড়ী।

পাথাদড়ী (গলাসী বা গলান্) যাহা গোয়াল ও চালার গোঁজে সদা সর্ব্বদা বাঁধা থাকিবে, তাহা ৬।৭ হাত (ছয় খাইয়ের তেহারা) দড়ীতে প্রস্তত হয়। এই দড়ী একগাছা ৪।৫ মাস টিকিতে পারে, সুতরাং পাথাদড়ী একটি গরুর জন্য ২।৩ গাছা হইলেই এক বৎসর চলিতে পারে। এই দড়ী বেশী শক্ত হওয়া ভাল নহে, কারণ দৈবাৎ গৃহদাহ প্রভৃতি আপদকাল উপস্থিত হইলে যাহাতে সহজে ছিঁড়িয়া যায় সেইরূপ দড়ীই ভাল, সেজন্য শণ অপেক্ষা পাটই পাথাদড়ীর উপযুক্ত। বাহিরে ঘাস খাইবার জন্য বাঁধিয়া দিবার লম্বাদড়ী বা দীঘদড়া ১০ হাত লম্বা ও শণেরই ভাল। উহা হাতে ভাঙ্গা (আট খাইয়ের তেহারা) চারি গাছা হইলে সচরাচর সযত্ন পালিত একটি গাভীর একবৎসর চলিতে পারে। বর্ষাকালে দুইগাছা লাগে। ১২ হাত লম্বা দড়ীর এক দিকটা গরুর গলায় বাঁধিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু তাহা সুবিধা জনক হয় না, দীঘদড়ার

সঙ্গে স্বতন্ত্র গলান থাকাই ভাল। একটি গরুর জন্য ঐ দড়ীগুলি প্রস্তুত করিতে আড়াই সের কি তিন সের শণ বা পাটের আবশ্যক হইতে পারে। একবৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বাছুরের পক্ষে চারি থাইয়ের তেহারা পাকের দড়ীই উৎকৃষ্ট। এক মাসের পর্য্যন্ত বাছুরের গলায় দড়ী না দিয়া খুরসী বা পায়ে দড়ী দেওয়া অনেকে পছন্দ করেন। যে সকল গোরু অত্যন্ত দড়ী টানে অর্থাৎ যাঁহারা গোরুকে ভালরূপে খাইতে দেন না, তাঁহাদের গোরুর দড়ী আরও বেশী লাগে। "কঠোর শাসন" করিতে হইলে "মুখস," "ছাঁদন দড়ী" ও "নাকের দড়ী" প্রভৃতি চাই। হেলে গোরুর পাখা দড়ী ও দীঘদড়া ছাড়া "জাঁওৎ" "যুতি" ও "আঁকড়ো দড়ী" প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হয়।

অনেক গোরুকে বাহিরে বাঁধিয়া দিলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দড়ীতে পাক লাগায়, তাহাতে দড়ী অধিক দিন টিকে না। গলান্ ও দীঘদড়ার মধ্যস্থলে একটি অৰ্দ্ধহস্ত পরিমিত দুই প্রান্তে দড়ী প্রবিষ্ট হইবার মত ছিদ্র বিশিষ্ট বাঁশের চটার "বল্টি" দিলে দড়ীতে পাক লাগেনা।

শণ সকল দেশে পাওয়া যায় না। পাটের দড়ী শণ অপেক্ষা কম টিকে বলিয়া আরও বেশী প্রয়োজন হয়। নারিকেলের কাতার গলান গোরুর গলায় লাগে। কাতার দড়ী ছিঁড়িয়া গেলে জোড়া দেওয়ার সুবিধা হয় না। খারাপ শণের অনেক রকম কলে ভাঙ্গা দড়ী আজকাল প্রায় দেশের সর্ব্বত্র বিক্রয় হইতেছে। এ গুলি অল্প দিনের মধ্যেই ছিঁড়িয়া যায়। কোন কোন স্থানের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অনেক প্রকার গাছের ছাল পাকাইয়া সুন্দর দড়ী প্রস্তুত করে। এই দড়ী কম দিন টিকিলেও গরিবের পক্ষে মন্দ নয়।

যেখানে গরুকে নিজের চেষ্টায় আহারীয় ঘাস প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, সেখানে তাহাদিগকে অধিকক্ষণ বাঁধিয়া রাখিলে কিম্বা তৃণহীন অযথা স্থানে বাঁধিলে তাহারা যথাসাধ্য টানাটানি করিয়া

দড়ী ছিঁড়িতে চেষ্টা করে। একবার যদি দড়ী ছিঁড়িয়া যায়, তবে গিরা দিলেও পুনরায় ছেঁড়ে। সেই সময় নূতন দড়ী দিতে না পারিলে, গ্রন্থি দিয়া দিন কতক চলে বটে, কিন্তু বহু গ্রন্থিযুক্ত দড়ী গরুর গলায় থাকিলে যদি ঐ গোরুর চেহারা ভালও থাকে, তথাপি অতি কুৎসিত দেখায়। দড়ীই গরুর অলঙ্কার। গোরু যখন দেখে দড়ী টানিলেই ছিঁড়িয়া যায়, তখন পুনঃ পুনঃ টানিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলে। মানুষের নূতন বস্ত্রের ন্যায় গরুও নূতন দড়ী পাইলে আনন্দিত হয়।

খড়ের ন্যায় সম্বৎসরের দরকার মত দড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য শণ বা পাট এককালে সংগ্রহ করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য।

দড়ীর সম্বন্ধে মহর্ষি পরাশর ও আপস্তম্ব একবাক্যে বলিয়াছেন,—

কুশৈঃ কাশৈশ্চ বধ্নীয়াদ্‌ বৃষভং দক্ষিণামুখম্‌।

কুশ কিম্বা কাশ নির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা দক্ষিণ মুখ রাখিয়া বৃষভকে বন্ধন করিবে।

ন নারিকেলৈর্ন চ শাণতালৈঃ
ন চাপি মৌঞ্জৈর্ন চ বদ্ধশৃঙ্খলৈঃ।
এতৈস্তু গাবো ন নিবন্ধনীয়া
বদ্ধাতু তিষ্ঠেৎ পরশুং গৃহীত্বা॥

পরাশর সংহিতা, ৯ম অধ্যায়।

নারিকেলের দড়ী, শণের দড়ী, মুঞ্জযুক্ত দড়ী কিম্বা লৌহাদি নির্ম্মিত কোন শৃঙ্খল দ্বারা গোরুকে বন্ধন করা উচিত নহে। আর যদিও ইহাদের দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তৎপার্শ্বে পরশু হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

ন নারিকেল তালাভ্যাং ন মুঞ্জেন ন চর্ম্মণা।
এভির্গাস্তু ন বধ্নীয়াদ বদ্ধা পরবশো ভবেৎ॥

আপস্তম্ব, ১ম অধ্যায়।

নারিকেল রজ্জু কিম্বা তাল নির্ম্মিত রজ্জু, শরপত্র রচিত রজ্জু এবং চর্ম্ম দ্বারা গো-বন্ধন করিবে না। ঐ সকল রজ্জু দ্বারা বন্ধন হইলে পরাধীন হয়।

ন বৎসতন্ত্রীং লঙ্ঘয়েৎ॥

বিষ্ণু সংহিতা, ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

বৎস বন্ধন রজ্জু লঙ্ঘন করিবে না।

পশুরজ্জুং ন লঙ্ঘয়েৎ।

সাধারণতঃ কোন পশুরই রজ্জু লঙ্ঘন করিতে নাই; সুতরাং পূজনীয়া গোর রজ্জু যে লঙ্ঘন করিতে নাই, তাহা স্বতঃসিদ্ধই হইতেছে এবং তাহাই প্রচলন আছে।

শুদ্ধাশুদ্ধি।

গাবো যত্রতু তিষ্ঠন্তি তৎস্থানং নিয়তং শুচিঃ।
গবাং স্পর্শেন সর্ব্বানি সংশুধ্যন্ত্যেব সর্ব্বথা।
গবাং মূত্রং পুরীষঞ্চ পবিত্রং পরমং মতম্॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।

যেখানে গাভী থাকে, তাহা সর্ব্বদা শুচি, গো স্পর্শে সর্ব্ব দ্রব্যই শুদ্ধ হইয়া থাকে। গোমূত্র ও গোময় পরম পবিত্র।

অজাশ্বং মুখতো মেধ্যং ন গৌর্ন নরজামলাঃ।

বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

ছাগের এবং অশ্বের মুখ পবিত্র, গরুর মুখ পবিত্র নহে। মনুষ্যের কায়িক মলও পবিত্র নহে।

মুখবর্জ্জন্তু গোঃ শুদ্ধা মার্জ্জারশ্চক্রমে শুচিঃ।

*　　*　　*

নারীণাঞ্চৈব বৎসানাং শকুনানাং শুনাং মুখম্।
রাত্রৌ প্রসরণে বৃক্ষে মৃগয়ায়াং সদা শুচিঃ॥

শঙ্খ সংহিতা, ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

গোরুর মুখ ভিন্ন সকল অঙ্গ শুদ্ধ, পদবিক্ষেপে বিড়াল শুচি। * * *। ভার্য্যার মুখ রাত্রিকালে শুচি, গোবৎসের মুখ দোহন-কালে শুচি, পক্ষীগণের মুখ বৃক্ষের উপর শুচি এবং মৃগয়াতে কুকুরের মুখ শুচি জানিবে।

প্রস্নবে চ শুচির্ব্বৎসঃ।

বিষ্ণু সংহিতা, ২৩শ অঃ।

দোহন সময়ে বৎস-মুখ পবিত্র।

বৎসঃ প্রস্রবণে শুচিঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ১ম অঃ।

বৎস, প্রস্রবণ (অর্থাৎ পানজনক ব্যপার দ্বারা স্তন হইতে দুগ্ধা-কর্ষণ) কালে শুচি।

গোদোহনে চর্ম্মপুটে চ তোয়ং
* * শুচীনি তানি।

অত্রি সংহিতা, ২২৭শ শ্লোক।

গোদোহন পাত্র এবং চর্ম্মপুট (জলাদি উত্তোলনার্থ চর্ম্ম-নির্ম্মিত পাত্র) শুচি।

গোচর্ম্ম অপবিত্র নহে। বিবাহ ও উপনয়নাদিতে লোহিত বৃষ-চর্ম্মোপরি উপবেশন ও চর্ম্ম-পাদুকাযুগল পরিধান ইত্যাদি সম্বন্ধে সাম-বেদে গোভিলসূত্রে বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশ আছে। লোহিত বর্ণের বৃষ-

চর্ম্মের আসন "ভদ্রাসন" নামে কথিত হয়। শ্রাদ্ধ ও ব্রতাদিতে চর্ম্ম-পাদুকা দানের ব্যবস্থা ও প্রচলন আছে।

কাংস্যপাত্রে গোরুকে অন্নাদি প্রদান করিতে নাই, ঐ কাংস্যপাত্র অশুচি হয়।

গবাঘ্রাতানি কাংস্যানি শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি তু।
ভস্মনা দশভিঃ শুধ্যেৎ কাকেনোপহতেতথা॥

অঙ্গিরা ও পরাশর।

গবাঘ্রাত কাংস্যপাত্র, যে সকল পাত্র শূদ্রোচ্ছিষ্ট তৎসমুদয় ও কাকোচ্ছিষ্ট কাংস্যপাত্র, দশদিন ভস্মপ্রোথিত হইলে শুচি হইবে।

গোয়াল ঘরের সর্ব্বত্র শুচি, কিন্তু গরুর মুখ অপবিত্র বলিয়া জাব খাইবার পাত্র অশুচি হয়, সে কারণ ডাবায় খাদ্য প্রদানের পর হস্ত প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য।

অণ্ড মোচন।

হিন্দু-শাস্ত্রে গোর অণ্ড-মোচন করিবার বিধি নাই। বরং উহা গোবংশের ভাবী উন্নতির পথের অন্তরায় স্বরূপ মহাপাপজনক কার্য্য বলিয়া বর্ণিত আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, মুসলমান রাজত্ব-কালে এদেশে মুষ্ক-মোচন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ নিজ হস্তে মুষ্কছেদ করা দূরের কথা, নিজের বাড়ীতে বা চক্ষুর সম্মুখে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে দেন না। কোন কোন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এঁড়ে বাছুর বিক্রয় না করিয়া, যে ব্যক্তি উহাকে যাবজ্জীবন অক্লীব রাখিয়া লালন পালন করিবে, অবশ্য খাটাইয়াও

লইবে, সেইরূপ লোককে বিনামূল্যে প্রদান করিয়া থাকেন। হিন্দুর গৃহে যতদিন গাভী দুগ্ধ দেয়, অন্ততঃ ততদিন পর্য্যন্ত বাছুরটি অক্লীবই থাকে। যাঁহারা এঁড়ে বাছুর বিক্রয় করেন, তাঁহাদের বাছুরের অচিরেই অণ্ড ছেদন করিয়া দেওয়া হয়। এঁড়ে বাছুর দামড়া করিয়া বিক্রয় করা এক শ্রেণীর লোকের ব্যবসায়।

এঁড়ে গরু প্রায়ই বলদের মত দ্রুতগামী ও শান্ত প্রকৃতির হয় না এবং এখনকার লোকের এঁড়ে গরু পুষিবার মত বলও নাই। সে কারণে হলকর্ষণাদিতে বলদের প্রচলনই অধিক হইয়াছে। স্বহস্তে অণ্ড মোচন না করিলেও এক্ষণে সকলেই বলদ ক্রয় করিয়া থাকেন, সুতরাং ষণ্ডের অণ্ড ছেদ হইতেই থাকিবে।

ইউরোপে একমাস হইতে তিন মাসের বাছুরকে অস্ত্রক্রিয়া দ্বারা দামড়া করিয়া দেওয়া হয়। ভারতেও অস্ত্রক্রিয়া দ্বারা মুষ্কছেদ প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু কোন কোন দেশে ঐরূপ অস্ত্রক্রিয়ার রীতি নাই। সেখানে দুই বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে অর্থাৎ পাকা দাঁত দুইখানার পর ছয়খানা হইবার সময়ের মধ্যে অণ্ড থেঁতো করিয়া দিয়া বলদ করা হয়। গোতত্ত্ববিদেরা বলেন—অস্ত্র করিতে হইলে দুই মাস হইতে ছয়মাসের মধ্যেই করা উচিত এবং থেঁতো করিতে হইলে আট মাসের পর তিন বৎসর বয়সের ভিতরেই অর্থাৎ দুধে দাঁত পড়িয়া যখন পাকা দাঁত চারিটি উঠিবে, তখন পর্য্যন্ত দামড়া করাই ভাল। পাকা দাঁত ছয়টির পর করিলে বলহীন হয়।

গো বাহন।

বৃষোৎসর্গে কথিত হইয়াছে,—

বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মে রক্ষতু সর্ব্বতঃ॥

বিষ্ণুসংহিতা, ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ—বৃষ সাক্ষাৎ ভগবান চতুষ্পদ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত, তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক বরণ করি, তিনি আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করুন।

উৎসর্গীকৃত বৃষ কিম্বা গাভী দ্বারা হল চালনা করিবে না। মহামুনি গোভিল বলিয়াছেন,—

বৃষভন্তু সমুৎসৃষ্টং কপিলাং বাপিকামতঃ।
যোজয়িত্বা হলে কুর্য্যাৎ ব্রতংচান্দ্রায়ণদ্বয়ং॥

অর্থাৎ যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক উৎসৃষ্ট বৃষ অথবা কপিলাকে (গাভীকে) হলে যোজনা করে, তবে তাহাকে দুইটি চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে।

ক্ষুধিতং তৃষিতং শ্রান্তং বলীবর্দ্দং ন যোজয়েৎ।
হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ॥

পরাশর সংহিতা।

ক্ষুধিত, তৃষ্ণাতুর ও শ্রান্ত বৃষকে লাঙ্গলে যুড়িবে না এবং অঙ্গহীন, ব্যাধিযুক্ত, ক্লীব বৃষ দ্বারা বিপ্রগণ ভার বহাইবেন না।

ঋষিশ্রেষ্ঠ আপস্তম্ব বলিয়াছেন,—

হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্গবং জীবিতার্থিনাম্।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ জিঘাংসিনাম্॥

অর্থাৎ—আটটি বৃষভ দ্বারা হল চালনা করা ধর্ম্মিষ্ঠ লোকের কর্ত্তব্য, জীবিতার্থিগণের ষড়্বৃষভযুক্ত লাঙ্গল কর্ত্তব্য; চারিটির দ্বারা লাঙ্গল

টানাইলে নিষ্ঠুরের কার্য্য এবং দুইটি গো দ্বারা হল চালনা করা গো-হত্যাকারীর কার্য্য।

মহর্ষি অত্রি এবং পরাশর ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি অত্রি পরবর্ত্তী শ্লোকে কথাটি আরও বিশদভাবে বলিয়াছেন।

দ্বিগবং বাহয়েৎ পাদং মধ্যাহ্নন্তু চতুর্গবং।
ষড়্গবন্তু ত্রিপাদোক্তং পূর্ণাহস্ত্বষ্টভিঃ স্মৃতঃ॥

অত্রি সংহিতা।

অর্থাৎ—বৃষদ্বয় বাহিত হল এক প্রহর পর্য্যন্ত, বৃষচতুষ্টয় বাহিত হল মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, ষড়্বৃষবাহিত হল তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত; অষ্টবৃষবাহিত হল সম্পূর্ণ একদিন চালিত করিতে পারিবে। পূর্ব্বশ্লোকে চারিটি ও দুইটি বৃষদ্বারা হল চালনা নিন্দিত হইয়াছে, অথচ এস্থলে একরূপ বিধানও করিলেন, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এইরূপ স্বল্পকাল চারিটি বা দুইটি বৃষ দ্বারা হল চালনা নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু সমস্ত দিন হল চালনাই নিষিদ্ধ। সকালে যে দুইটি গরু দ্বারা হল চালনা করা হইল, সেই গোকে পুনরায় বৈকালে হলাকর্ষণে নিযুক্ত করাই অন্যায় কার্য্য।

কৃষকস্তু বাহয়েদ্ গাং সার্দ্ধপ্রহরমেব হি।
ততোহধিকং বাহয়ন্ গাং গোবধ্যপাতকীভবেৎ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

কৃষক ব্যক্তি দেড় প্রহর কাল মাত্র গোকে বহন করাইবে, ততোধিক কাল বহন করাইলে গোবধের পাতকী হইবে।

কলিযুগের ব্যবস্থাপক মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন,—

স্থূলাঙ্গং নীরুজং দৃপ্তং বৃষভং ষণ্ড বর্জ্জিতং।
বাহয়েদ্দিবসস্যার্দ্ধং পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ॥

পরাশর সংহিতা, দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

স্থূলাঙ্গ, রোগবিহীন, বলদর্পিত, অক্লীব বৃষভকে দিবসের অর্দ্ধভাগ মাত্র (দুই প্রহরকাল পর্য্যন্ত) হল বাহন করিয়া পরে স্নান করিবে।

গোবাহনং চারণঞ্চ গবাং গোবিক্রয়ং তথা।
ন কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্বাপি কুর্ব্বাণো গোবধীভবেৎ॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, উত্তরখণ্ড, দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

গো বাহন, গোচারণ ও গো বিক্রয় ব্রাহ্মণে কদাপি করিবে না। যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা করিবে, সে গো বধের পাতকী হইবে।

আষাঢ়া কার্ত্তিকী মাঘী বৈশাখীষু দ্বিজোত্তম।
রবি সংক্রমমন্বাদৌ যুগাদ্যাসূত্তরাসু চ।
ব্যতীপাতে চ পুষ্যায়াং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
মাঘেমাসি চ সপ্তম্যাং ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীদিনে।
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশ্যাং মহাপূজাদিনেষু চ।
সোমাবস্যা ভৌমতুর্য্যা গুর্ব্বষ্টম্যর্কসপ্তমী।
শ্রাদ্ধাহে জন্মদিবসে একাদশ্যাং দিনক্ষয়ে।
অর্দ্ধোদয়ে চ বারুণ্যাং···ত্যজেৎ বাহনং গবাং॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

হে দ্বিজোত্তম! আষাঢ়, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, যুগাদ্যা, ব্যতীপাত, পুষ্যা, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ, মাঘ মাসের সপ্তমী, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী, মহাপূজার দিন, সোমবারে অমাবস্যা, মঙ্গলবারে চতুর্থী, গুরুবারে অষ্টমী, রবিবারে সপ্তমী, শ্রাদ্ধদিন, জন্মদিন, একাদশী, অর্দ্ধোদয় এবং বারুণীযোগ এই সকল দিনে গোকে দিয়া বহন করাইবে না।

এতদ্ব্যতীত দশহরা, নাগ পঞ্চমী, রথযাত্রা, আষাঢ় নবমী, শাক

রাখা বা হাঁড়ী ধোওয়া, পুত্র কন্যার বিবাহ প্রভৃতি দেশাচার ও কুলাচার মতে নিষিদ্ধ দিনে হল চালনা করিবে না।

অমায়াঞ্চ পিতৃশ্রাদ্ধে অম্বুবাচীদিনত্রয়ে।
লাঙ্গলেন কৃতে খাতে পৃথিবী কম্পতে সদা॥

অমাবস্যা তিথিতে, পিতৃশ্রাদ্ধদিনে এবং অম্বুবাচীতে হলারম্ভ করিলে (সেই পাপীর ভয়ে) পৃথিবী কম্পিত হইয়া থাকেন।

পূর্ণিমা অমায় যে ধরে হাল,
তার দুঃখ সর্ব্বকাল।
তার বলদের হয় বাত,
নাহি থাকে ঘরে ভাত।"

খনা।

অলস প্রকৃতির লোককে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—

"কুঁটে গরু অমাবস্যা খোঁজে।"

গো-দোহন।

পরোক্ষে পুণ্যলাভ এবং প্রত্যক্ষে দুগ্ধ লাভ ইহাই গোসেবার ফল। অধিক দুগ্ধবতী গাভীর বৎস ও ধার বাঁট উৎকৃষ্ট হইলে এবং যথোচিত সেবা দ্বারা গাভীর দুগ্ধ অধিক হয়, কিন্তু অধিক দুগ্ধ নিঃসৃত হওয়া দোহনকারীর কৃতিত্বের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

গৃহস্থ নিজে গো দোহন করিতে পারিলে তাহা খুবই ভাল হয়। নচেৎ সাহসী, নীরোগ, সুশ্রী, ধর্ম্মভীরু, স্নেহশীল, নম্রস্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গোদোহনে নিযুক্ত করিলে দুধ বেশী হয় এবং গাভীও স্থির হইয়া

আনন্দের সহিত দুগ্ধ দান করে। যে দোহনকারী গাভীকে দেখিয়া ভীত হয় কিম্বা পীড়িত অথবা দুর্ব্বল, সে সর্ব্বদাই আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকে এবং তাহার হাত পা কাঁপে ও টান অসমান হয়, সেজন্য গাভী তাহাকে পছন্দ করে না ও নড়ে। অধার্ম্মিক ব্যক্তি দ্বারা দোহন করা দুগ্ধ অনেক সময় দুগ্ধপানকারীকে অধর্ম্মে রত করে। নির্ম্মম ও কোপন স্বভাব ব্যক্তি গাভীকে তাড়না এমন কি প্রহার করিতেও বিরত হয় না। কুৎসিত চেহারার লোক গো দোহন করিতে গেলে গাভী ভয় পায় ও তাহাতে দুধ চমকিয়া যায় অর্থাৎ দুগ্ধস্রোত হঠাৎ কমিয়া যায়। যাহার হাত কর্কশ বা ফাটা কিম্বা ক্ষতযুক্ত, সেইরূপ লোককেও গো দোহনে নিযুক্ত করা উচিত নহে।

প্রত্যহ একই ব্যক্তি দ্বারা একই স্থানে এবং একই সময়ে গো-দোহন করা কর্ত্তব্য। যেখানে দোহন করা হয়, সেখানে অধিক লোক, অপরিচিত লোক, কুকুর, ষাঁড়, ঘোড়া ইত্যাদি থাকিলে অধিক দুধ হয় না। গোয়াল ঘরের ভিতরে গো-দোহন করাই উচিত।

ইউরোপ, আমেরিকাদি দেশে বৎসগুলিকে হননার্থে বিক্রয় করিয়া কলের সাহায্যে গো-দোহন করা হয়। যে বৎসকে হনন করা না হয়, তাহাকে পৃথক পাত্রে করিয়া দুগ্ধ খাইতে দেওয়া হয়। উহা বৎস-স্নেহ-বর্জ্জিত ও জোর করিয়া আদায় করা দুগ্ধ। ঐ প্রথা আমাদের দেশে প্রচলন করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, যেহেতু আমাদের গাভী ও বৎস উভয়কে বাঁচাইয়া দুগ্ধ দোহন করিতে হইবে। অতি দোহন করা পাপ এবং বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধ পান করিতে নাই।

গোয়ালারা এবং যাহারা দুগ্ধ বিক্রয় করে, তাহারা অতি দোহন করিয়া থাকে, সে জন্য তাহাদের বাছুর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং অধিকাংশই মরিয়া যায়। বাছুর মরিয়া গেলে অনেকে অন্য বাছুরের সাহায্যে অথবা "হাত পালানে" করিয়া গরু দোহন করে। এই সকল কারণে

অনেকে গোয়ালায় দুধ পান করেন না। গোয়ালার বাছুর ও ব্রাহ্মণের বাছুরের সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। ব্রাহ্মণের বাছুর যথারীতি দুগ্ধ খাইতে পাইয়া সবল সুস্থ থাকে ও নিয়ত ছুটাছুটি করিতে ভালবাসে, কিন্তু গোয়ালার বাছুর দুগ্ধ খাইতে না পাইয়া শক্তিহীন হওয়ায় সর্ব্বদাই শুইয়া থাকে। একদিন ব্রাহ্মণের বাছুর গোয়ালার বাছুরকে বলিল—"আয় না ভাই, খানিক ছুটাছুটি করি।" গোয়ালার বাছুর তাহাকে বলিয়াছিল—"ছুটাছুটি করিতে গিয়া হাত পা ভাঙ্গিতে পারে, তুই আয়, দুজনে শুইয়া শুইয়া লেজ নাড়ি"।

গাভী প্রসব হওয়ার পর বাছুর উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলেই গাভীর বাঁটের খিল ভাঙ্গিয়া (গর্ভাবস্থায় স্বভাবতঃ একপ্রকার খিল দ্বারা বাঁটের ছিদ্রপথ আবদ্ধ থাকে, ঐ খিলকে টানিয়া বাহির করাকে খিলভাঙ্গা বলে) সকল বাঁট দুই একবার টানিয়া দুগ্ধ বাহির করিতে হয় এবং তৎপরে বাছুরকে বাঁটে মুখ দিয়া দুগ্ধ পান করাইতে হয়। এই খিল ভাঙ্গার দোষে বাঁটের ধার বাঁকা ও ঝাজরা (এক বাঁট হইতে একাধিক ধারে দুগ্ধ নির্গত হওয়া) প্রভৃতি দোষ ঘটে। খিল না ভাঙ্গিলে অথবা ৮।৯ মাস গর্ভিণী অবস্থায় বাঁটে হাত দিয়া আদর করিতে গিয়া অনেক বালক বালিকা ঐ খিল ধরিয়া টানে, হয়ত খিল বাহির করিয়া ফেলে, তাহাতে পুনরায় বাঁটের অভ্যন্তরে কতকটা খিল উৎপন্ন হইয়া ছিদ্রপথ একেবারে রুদ্ধ করে, সেকারণে অনেব সময় বাঁট কাণা (Blind niples) হইয়া যাইতেও পারে, অর্থাৎ সে বাঁট দিয়া আর দুগ্ধ নিঃসৃত হয় না। দুগ্ধবাহী শিরার পক্ষাঘাত হইয়াও বাঁট কাণা হয়।

এদেশে দুই প্রকারে গাভী দোহন করা হয়। বাঙ্গলা দেশের গাভী সকল বৃদ্ধ ও তর্জ্জনী এই দুইটি অঙ্গুলীর সাহায্যে দোহন করা হয় (Stripping) এবং পশ্চিমা গাভী ও মহিষীদের অর্থাৎ যাহাদের বাঁট অপেক্ষাকৃত বড়, তাহাদের বাঁট মুষ্টিবদ্ধ করিয়া টানিতে হয় (Nievell-

ing)। সাধারণতঃ এদেশের গৃহস্থগণ সম্মুখের দুইটি বাঁট দোহন করিয়া পরে পশ্চাতের বাঁট দুইটি দোহন করে। কিন্তু অনেক দেশে গোয়ালারা পশ্চাতের বাঁট দুইটি অগ্রে দোহন করিয়া পরে সম্মুখের দুইটি দোহন করে। আবার যে সকল গাভীর বাঁট মুষ্টিবদ্ধভাবে ধরিয়া দুগ্ধ দোহন করিতে হয়, সেই সকল গাভী দোহন করিবার সময় অনেকে দুই হস্তে দুইটি বাঁট টানিতে পারে না, সুতরাং একটি বাঁট দোহন করার পর অপরটি দোহন করে। ঐ সকল অধিক দুগ্ধবতী গাভী দোহন করিতে বলবান লোকের আবশ্যক।

দুহিবার সময় বাছুর দুগ্ধ পান করিতে আরম্ভ করিলেই গাভী প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পানাইয়া দেয় অর্থাৎ দুগ্ধ শিরা সকল প্রসারিত হইয়া মোড়ে দুগ্ধ সঞ্চিত হয় ও দুগ্ধ নিঃসৃত হইবার বেগ উপস্থিত হয় এবং গাভী স্নেহান্বিত হইয়া বৎসের গা চাটিতে থাকে। অনেক গাভী বাছুরের প্রস্রাব দ্বার চাটে, এমন কি তথায় পুনঃ পুনঃ চাটিয়া ঘা করিয়া ফেলে। আবার অনেক গাভী দোহনকারীর গা চাটে। দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হইলেই দোহন আরম্ভ করিতে হয় এবং বাছুরকে গাভীর সম্মুখে ধরিয়া চাটিতে দেওয়া হয়। এই প্রথাই উত্তম। বাছুর ধরিবার লোক না থাকিলে স্বতন্ত্র গোঁজে বাছুর বাঁধিয়া দোহন কার্য্য সমাধা করা হয়। কেহ কেহ গাভীর সম্মুখের পায়ে বাছুর বাঁধিয়া দুগ্ধ দোহন করে, কিন্তু বাছুর সবল হইলে সেরূপ করা সুবিধাজনক হয় না। বাছুর ধরিবার একজন স্বতন্ত্র লোক (বাড়ীর কেহ বা যে ব্যক্তি গরুর সেবা করে) থাকাই ভাল।

দোহন করিবার সময় একমনে ও একটানে ধীর ভাবে যতশীঘ্র সম্ভব দোহন কার্য্য সমাধা করা উচিত। দোহন সময় গাভীকে তাড়না বা প্রহার করা উচিত নহে, তৎপরিবর্ত্তে গায়ে হাত বুলাইয়া যত্নপূর্ব্বক ও শান্তভাবে গো-দোহন করিতে হয়। দোহন কার্য্যে সম্যক পারদর্শী

লোক দ্বারা দোহন করাইলে, গাভী যেমন সুস্থির হইয়া দুগ্ধ দান করে, দুগ্ধও তেমনই বেশী পাওয়া যায়।

গাভীর অঙ্গে বিশেষতঃ পাছায় ও মোড়ে অথবা বাঁটে গোময়, গোমূত্র কিম্বা কোনও প্রকার ময়লা প্রভৃতি কিছু লাগিয়া না থাকে, তাহা দোহনের পূর্ব্বে দেখিতে হইবে এবং দোহনকারীর হস্ত ও দোহন পাত্র প্রভৃতি পরিষ্কার থাকা চাই। দোহন পাত্র যদি ধাতু নির্ম্মিত হয়, তবে তাহা প্রত্যহ মাজা উচিত এবং মাটীর হইলে তাহা ভালরূপে ধৌত করিয়া পরে অগ্নির উত্তাপে কীটাদি রহিত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। মাটীর পাত্র অগ্ন্যুত্তাপে বিশুদ্ধ করিতে হয় বলিয়া অনেক সময় দুগ্ধে ধুঁয়াটে গন্ধ হয়। পিতলের পাত্রই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। টিন অথবা এনামেলের পাত্রও ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু তাম্রপাত্রে (কলাই করা হইলেও) গো-দোহন করা অনুচিত, কারণ—

"গব্যঞ্চ তাম্রপাত্রস্থং মদ্যতুল্যং ঘৃতংবিনা"

অর্থাৎ—তাম্রপাত্রে রক্ষিত ঘৃত ভিন্ন গব্য দ্রব্য মদ্যতুল্য হয়। যদি দোহন সময়ে মাছি, ডাঁশ, কুকুর মাছি কিম্বা মশা গরুকে কামড়ায়, তাহা হইলে গরু নড়ে এবং নিয়ত লেজ নাড়িতে থাকে, উহাতে দোহনকারীর চক্ষুতেও লেজের আঘাত লাগিতে পারে।

গাভী প্রসব হওয়ার পর ৪র্থ দিবসে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ দোহন করিয়া জলে দিতে হয় এবং তৎপর দিন হইতে কিছু কিছু গাঁজলা দুধ প্রত্যহ একবার করিয়া দোহন করিতে হয়। ১১শ দিন হইতে দুগ্ধ শুদ্ধ হয়, তখন খাওয়া যায় এবং দৈব ও পৈত্র কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। অনেকে ২১ দিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ পান করেন না। এক মাসের পর দুই বেলা অল্প অল্প দুগ্ধ দোহন করা যাইতে পারে। তিন মাস পর্য্যন্ত এরূপভাবে দোহন করা উচিত, যেন সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ আট ঘণ্টার দুগ্ধ

বাছুরে খাইতে পায় অর্থাৎ গাভীর সমগ্র দুগ্ধের তিন ভাগের এক ভাগ দুগ্ধ বাছুরকে খাওয়াইয়া, অবশিষ্ট দুই ভাগ দোহন করা যাইতে পারে।

অত্যন্ত রৌদ্র বা ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে পালানের প্রদাহ জন্মিয়া এবং আরও অনেক প্রকার পীড়া হইলে গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়। কিন্তু এদেশে অনেকে সে সকল কারণ অনুসন্ধান না করিয়া "লোকে মন্দ করিয়াছে" এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয় এবং "জলপড়া" প্রভৃতি প্রয়োগ করেন। ছাঁদা, পা বাঁধা, কাঠগড়া প্রভৃতি কঠোর শাসনেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কেহ মন্দ করিবে বলিয়া গাভী প্রসব হইলেই ছেঁড়া চুল ও কাণা কড়ী গাভীর শিংএ বাঁধিয়া দেওয়া রীতি আছে। প্রসবকালে বা প্রসবের অব্যবহিত পরে সূতিকোন্মাদ (Puerperal mania) রোগে কোন কোন গাভী আক্রান্ত হয়, তাহাতে বাছুরের প্রতি স্নেহ থাকে না, উগ্রপ্রকৃতি হয় এবং ছুটাছুটি করিতে থাকে। কোন কোন গাভীর স্বভাবতঃই বাছুরের প্রতি স্নেহ থাকে না। বাছুরের গায়ে খইল ভিজাইয়া মাখাইয়া দিলে গাভী তাহার গা চাটে এবং ক্রমশঃ বাছুর তাহার প্রিয় হয়।

বাছুরকে ভাল না বাসিলে তাহার দুধ না হইবারই কথা। বহুদিন হইতে আমার একটি গোপালক গাভী প্রসব হইবামাত্র কিঞ্চিৎ দুগ্ধ দোহন করিয়া সেই গাভীকে খাওয়াইয়া দিয়া থাকে। সে বলে—"এরূপ করিলে কেহ কোন রকম মন্দ করিতে পারিবে না, কারণ নিজের দুগ্ধ খাইয়া গাভী নিজেই "ডাইনী" হইয়া যায়।" আজ পর্য্যন্ত আমার গাভীগুলির ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে। আমার গরু যেখানে সেখানে বাহিরে রাখা হয়, কিন্তু ঐরূপ প্রক্রিয়ার পর হইতে আমি কখনও দুধ কম হইতে বা বাছুরকে অযত্ন করিতে দেখি নাই। গরুড় পুরাণের সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"যে গাভী নিজ বৎসকে দ্বেষ করে,

তাহাকে তাহার স্বকীয় দুগ্ধে লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে, ইহাতে বৎস তাহার প্রিয় হইবে।" এখানে একটি কথা এই যে, প্রসব হইবার পরক্ষণেই যে দুগ্ধ হয়, তাহা অত্যন্ত লবণাক্ত, সুতরাং তখন লবণ না দিলেও চলিতে পারে, কিন্তু কিছুদিন পর ঐরূপ করিতে হইলে দুগ্ধে লবণ মিশাইয়া দেওয়া দরকার, ইহাই গরুড় পুরাণের মত এবং আমার গোপালক যে লবণ মিশায় না, অথচ উপকার হইতেছে, তাহাও ঐ কারণেই বুঝিতে হইবে।

যে সকল গাভীর বাঁট কড়া (শক্ত) তাহাদিগকে দোহন করিবার সময় ঘৃত বা মাখন মাখাইয়া দোহন করিলে বাঁট নরম হয়। ইংরাজি পুস্তকে একপ্রকার মলমের কথা লিখিত আছে, কিন্তু তাহা গ্লিসারিন্ সহযোগে প্রস্তুত হয় বলিয়া হিন্দুর ব্যবহার্য্য নহে। বাঁট শক্তই হউক বা নরমই হউক, দোহন কালে সরিষার তৈল বাঁটে মাখাইয়া দোহন করাই সব চেয়ে ভাল। উহাতে বাঁট নরম হয় এবং দুহিবারও সুবিধা হয়, গাভীরও কষ্ট অনুভব হয় না, বাঁট ফাটে না ও বাঁটে ফুঙ্কুড়ী বা ক্ষতাদি জন্মে না।

গাভী যেদিন গর্ভিণী হয়, সেদিন দুগ্ধ দোহন করিতে নাই। ৫ মাস গর্ভিণী হওয়ার পর গাভীর ও গর্ভস্থ বৎসের মঙ্গলের জন্য দুগ্ধ দোহন না করাই উচিত, ঐ দুগ্ধ অনুপকারীও হয়। আষাঢ়, আশ্বিন ও পৌষ মাসের পূর্ণিমায় গো-দোহন না করিয়া বাছুরকে খাইতে দিলে পুণ্য লাভ হয়।

বগুড়া জেলায় নরহাটা ডাকঘরের অধীন "যোগীভবন" নামক স্থানে একটি দেবালয় আছে। ঐ মঠে দেবতা মহাদেব এবং বর্ত্তমান (বঙ্গাব্দ ১৩৩০ সালে) অধিপতি শ্রীযুক্ত যোগীরাজ বলকাই নাথ মহান্ত। তাঁহার প্রায় একশত দেশী গাভী আছে। তথায় অনেক বন জঙ্গল ও চরাণি ভূমি থাকায় গো-পালনের সুবিধাও যথেষ্ট আছে। ঐ সকল গাভীর

মধ্যে সকল সময়েই অন্ততঃ ৪০।৫০টি দুগ্ধদাত্রী গাভী প্রায়ই থাকে। তিনি তাঁহার প্রয়োজন মত দুগ্ধ দোহন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহার দেবালয়ে সমাগত সাধু, অতিথি সেবার জন্য যেদিন যে পরিমাণ (পাঁচ সের, দশ সের) দুগ্ধের প্রয়োজন হয়, প্রত্যেক গাভীর নিকটে কিছু কিছু করিয়া সেই পরিমাণ মাত্র দুগ্ধ দোহন করিয়া থাকেন।

দুগ্ধ কম হয় বলিয়াই হউক অথবা দেশাচার অনুসারেই হউক, কোন কোন দেশে প্রত্যহ একবার মাত্র গো-দোহন করা হয়। কিন্তু গাভীকে প্রত্যহ দুইবার দোহন করাই ভাল। প্রথম জাবের পর ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে ও তৃতীয় জাবের পর রাত্রি ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে গো-দোহন করা আবশ্যক। যে গাভী বেশী দুধ দেয়, তাহাকে তিনবার দুহিতে পারা যায়। অধিক দুগ্ধবতী গাভীকে তিনবার না দুহিলে দুধ চড়িয়া (কমিয়া) যায়। কোন সময়ে আমার একটি প্রচুর দুগ্ধদাত্রী গাভী ছিল, তাহাকে তিনবার দোহন করিতে হইত, দুহিতে বিলম্ব হইলেই তাহার বাঁট হইতে স্বভাবতঃই দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে দেখা যাইত। অধিকবার দুহিলে দুধে জলীয় ভাগ বৃদ্ধি পায় ও সারাংশের ভাগ কমিয়া যায়। যদিও সারাংশের ভাগ অধিক থাকিলে সে দুগ্ধ অধিক পুষ্টিকর হয়, কিন্তু জলীয় ভাগ অধিক থাকিলে সহজে হজম হয়। দুধে জল মিশাইয়া জলীয় ভাগ বৃদ্ধি করায় কিন্তু ঠিক তেমনটি হয় না।

দুগ্ধ।

বাঙ্গালী প্রার্থনা করে,—"আমার ছাওয়াল যেন থাকে দুধে ভাতে"। পিতামহ শিশু পৌত্রকে আদর করিবার সময় বলিয়া থাকেন—"লিখ্‌লে প'ড়লে দুদিভাতি, না প'ড়লে বো'য়ের লাথী"। একটা প্রবচন আছে—"ঐ দুধ জোল্লার (দুধ টুকুর) জন্যেই রোজা করা"। বাস্তবিক দুধের ন্যায় উপাদেয় ও সর্ব্বপ্রধান খাদ্য জগতে আর দ্বিতীয় নাই। বাঙ্গালীর আহারের সময় যদি ঘি, দুধ থাকে, তবে শাক, মাছ কিছুরই প্রয়োজন হয় না। লোকে কথায় বলে—"যদি থাকে আগা পাছা, কি করে তায় শাগা মাছা"।

কেহ কেহ দুধ খাইতে পারেন না, কিন্তু দধি, ঘৃত প্রভৃতি দুগ্ধজাত খাদ্য খাইয়া থাকেন। সম্ভবতঃ শৈশবাবস্থায় জোর করিয়া অধিক পরিমাণে দুধ খাওয়াইলে কাহারও কাহারও ঐ দশা ঘটে।

দুধের ন্যায় উৎকৃষ্ট খাদ্য আর নাই। দুধের ন্যায় সহজে খারাপ হয়, এমন খাদ্যও আর নাই। তাই লোকে বলে,—"এক কলসী দুধে এক ফোঁটা গোচোণা পড়িলেই সব মাটী"। অস্বাস্থ্যকর স্থানে, উষ্ণ গৃহে বা দুর্গন্ধ যুক্ত স্থানে দুগ্ধ রাখিলে, দুগ্ধে মাছি, কীট, ময়লা বা ধূলা প্রভৃতি পড়িলে, সে দুগ্ধ অহিতকর হয়। রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় ইত্যাদি হইতে দুগ্ধ রক্ষা না করিলে, তাহা সহজে খারাপ হইয়া যায়। দোহন পাত্র, দোহনকারীর হস্ত, গরুর গা, দুধ জ্বাল দিবার পাত্র প্রভৃতি অপরিষ্কার থাকিলে, সে দুধ মন্দগুণ যুক্ত হয়, আবার বাসিদুগ্ধ, ফুকা দেওয়া দুগ্ধ, পীড়িত গাভীর দুগ্ধ এ সকল বিষবৎ পরিত্যাজ্য, কেননা ঐ দুগ্ধ পান করিলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। আবার এমন অনেক প্রকার দুধ আছে, যাহা খাইলে কেবল স্বাস্থ্যহানি নহে ধর্ম্মহানিও হয়। এই সকল কারণে অনেকে গোয়ালার

দুধ বিশেষতঃ কলিকাতা প্রভৃতি সহরাঞ্চলের কেনা দুধ একেবারেই পান করেন না। দুগ্ধের সম্বন্ধে কতিপয় শাস্ত্রবাক্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কপিলাগোস্তু দুগ্ধায়া ধারোষ্ণং যৎপয়ঃ পিবেৎ।
এষ ব্যাসকৃতঃ কৃচ্ছ্রঃ শ্বপাকমপি শোধয়েৎ॥

অত্রি সংহিতা, ১৩০ শ্লোক।

দুহ্যমানা কপিলা গাভীর ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান ব্যসকৃত কৃচ্ছ্র, ইহা চণ্ডালকেও শুদ্ধ করে।

ত্রিন্‌হন্তি কপিলা পয়ঃ।

আয়ুর্ব্বেদ।

কপিলা গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষঘ্ন।

গোশ্চ ক্ষীরমনির্দ্দশায়াঃ সূতকে চাজামহিষ্যোশ্চ নিত্যমাবিক মপেয় মৌষ্ট্রমৈকশফঞ্চ সন্ধিন্যমুসন্ধিনীনাঞ্চ যাশ্চ ব্যপেতবৎসাঃ।

গৌতম সংহিতা, সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ—প্রসবের পর দশ দিন অতীত না হইলে গরুর দুগ্ধ পান করিবে না। অজা এবং মহিষীর প্রসবের পর দশ দিন অতীত না হইলে দুগ্ধ পান করিবে না। মেষের দুধ কখনই পান করিবে না। উষ্ট্র এবং এক শফ (অর্থাৎ যাহাদের খুরের মধ্যস্থলে চেরা নাই), এইরূপ জন্তুর দুগ্ধ পান করিবে না। সন্ধিনী অর্থাৎ গর্ভধারণ করিতে উৎসুক গরুর দুগ্ধ পান করিবে না এবং অনুসন্ধিনী অর্থাৎ যাহাদের গর্ভধারণ করিতে ভালরূপ প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের দুগ্ধও পান করিবে না। বৎসহীন গরুর দুগ্ধও পান করিবে না।

সন্ধিন্যনির্দ্দশাবৎস গোঃ পয়ঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সন্ধিনী (অর্থাৎ—যে বৃষ সংসৃষ্টা, অথবা অন্য বৎস দ্বারা স্তন্য পান

করাইয়া যাহাকে দোহন করিতে হয়), অনির্দ্দশা (যাহার প্রসবের পর দশ দিন অতিবাহিত হয় নাই), এবং বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধ পান করিবে না।

বিষ্ণু সংহিতার একপঞ্চাশ অধ্যায়ে গো, অজা, মহিষী ব্যতীত (অপর কোন পশুর) দুগ্ধ, অনির্দ্দশা গো, অজা ও মহিষীর (প্রসবের পর দশ দিনের) দুগ্ধ, স্যন্দিনী অর্থাৎ স্রবৎস্তনী (যাহার দুধ আপনি নিঃসৃত হয়) সন্ধিনী (বৃষ সংসৃষ্টা) ও বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধ, বিষ্ঠাদি ভোজী গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ পান করিলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে।

সিংহপ্রসূতা যাধেনুঃ সিংহ গর্ভধরাচ যা।
দধি বিষ্ঠা পয়োমূত্রং ঘৃতঞ্চ মদ্‌কাসমং॥ *

যে ধেনু সিংহে অর্থাৎ ভাদ্র মাসে প্রসব করে অথবা গর্ভধারণ করে, তাহার দধি বিষ্ঠাতুল্য, দুগ্ধ মূত্রবৎ এবং ঘৃত মদ্যসদৃশ অব্যবহার্য্য হয়।

গোবর্জ্জমামিষং ক্ষীরং ফলে জম্বীরমামিষম্।
আমিষং রক্তশাকঞ্চ সর্ব্বঞ্চ দগ্ধমামিষম্।

গো দুগ্ধ ভিন্ন দুগ্ধকে আমিষ বলা যায়, ফলের মধ্যে জম্বীর (নেবু) আমিষ, রক্ত শাকও আমিষের মধ্যে গণ্য হয় এবং দগ্ধ সমস্ত দ্রব্যই আমিষ হইয়া থাকে। এই কারণেই হবিষ্যান্নে মহিষের দুগ্ধ বা ঘৃত ব্যবহৃত হয় না।

তাম্র পাত্রে পয়ঃপানং উচ্ছিষ্টে ঘৃত ভোজনম্।
দুগ্ধে চ লবণ প্রাশঃ সদ্যো গোমাংস ভক্ষণম্।

তাম্রপাত্রে দুগ্ধ পান, উচ্ছিষ্টে ঘৃত ভক্ষণ এবং দুগ্ধে লবণ মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে গোমাংস তুল্য হয়।

* এই শ্লোকের মীমাংসা পরবর্ত্তী "গো-পালন" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পাঠক। দেখুন দুধের কি ব্যাপার। কত বিবেচনা, কত বিচার করিয়া দুধ খাইতে হইবে। শাস্ত্রকার ঋষিগণ যে এত বিধি, নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল আমাদের শরীর রক্ষণের জন্য, কারণ শরীর রক্ষাই ধর্ম্মকর্ম্ম সুখ স্বচ্ছন্দতা সকলের মূল।

ভারত কি ছিল, কি হইয়াছে! পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর রূপবান লোক দেখিতে পাওয়া যায় কি? আজিকার কালে অকাল বার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত অস্থি-চর্ম্মসার সৌন্দর্য্যবিহীন লোক সকলকে দেখিলে আমার মনে হয়—আহা, এই সকল নর নারী দুগ্ধ ঘৃত খাইতে পায় না! অবাধ গোহত্যা প্রচলনের ফলে দুগ্ধ ঘৃতাদির এত অভাব হইয়াছে। অনেক সময়ে খাঁটী দুগ্ধ এক টাকায় /২॥ আড়াই সের, কলিকাতায় /২ দুই সের, তাহাও সহজে মিলে না, লোকে দুধ খাইবে কি করিয়া? আজ ভারতবাসী গোরসের পরিবর্ত্তে সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশজাত "গবয়রস Condensed milk" খাইয়া দুধের সাধ মিটাইতেছে! আজ কত স্থানে বিলাতি দুধের কত রকম মনভুলান রং বেরংএর বিজ্ঞাপন দেখা যায়! সেদিন কলিকাতার লালবাজারে দেখিলাম—"বিলাতি দুধ, চারি আনা কৌটা" বলিয়া ফিরিওয়ালা চীৎকার করিতেছে।

একালে খাদ্যাখাদ্য নির্ণয়ে চিকিৎসকগণই ঋষির স্থান অধিকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে "এলোপথ ঋষির" মোহিনী শক্তি ও প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইঁহারা রোগীদিগকে নানারূপ অখাদ্য খাইবার ব্যবস্থা দিতে অভ্যস্ত, এই সকল জমাট দুগ্ধ প্রচলনে এলোপথগণই প্রধান সহায়। জমাট দুগ্ধ বিক্রয়কারিগণ বিশেষতঃ নেসেল্‌স মল্‌টেড্‌ মিল্ক (Nestles Malted milk) বিক্রেতাগণ ডাক্তারগণের নাম ধাম ছাপান তৎসঙ্গে ঐ দুগ্ধের বিজ্ঞাপন সম্বলিত কাগজের স্তূপ (Pad) এবং সুরঞ্জিত পঞ্জিকা (Calendar) উপহার দেন।

আমি একদিন স্বকর্ণে শুনিয়াছি—একজন বড় ডাক্তার (এলোপথ)

তাঁহার রোগীকে "হরলিক্‌স মিল্ক" খাইতে বলেন, কিন্তু রোগী তাহা খাইতে চাহেন না এবং তাঁহার সযত্ন পালিত সুস্থকায় গাভীর টাট্‌কা দুগ্ধ খাইতে অনুমতি চাহেন। ডাক্তার বাবু বলেন—"হরলিক্‌স মিল্ক খাইতেই হইবে, এদেশের গাভীর দুগ্ধ উহার সমকক্ষ হইতেই পারে না এবং আপনার পেটে তাহা হজম হইবে না। হরলিক্‌স মিল্ক অর্দ্ধেক হজম করা আছে, উহা পেটে যাইবামাত্র রক্ত হয়।" এরূপ আজগবী ব্যবস্থা দান করা, সেকালের বৃদ্ধ তাপস ঋষিগণের বিদ্যা বুদ্ধির অগোচর ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কি সুন্দর অনন্ত ব্যবস্থা! যেন গঙ্গাজল ফেলিয়া দিয়া "কলকা পানি" খাওয়া।

এই সকল দুগ্ধ কত দিনের তৈয়ারী তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। মধ্যে শুনা গিয়াছিল—জমাট দুগ্ধ অনেক দিন ভাল থাকে বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল ভাল থাকে না। অধিক দিনের হইলেই অনুপকারী হয়, সে জন্য বড় বড় চিকিৎসকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অতঃপর কৌটা বা বোতলের উপর সন তারিখ যাহাতে লিখিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই, কোনও কালে হইবে বলিয়াও মনে হয় না; কারণ উহা গো-হত্যা নিবারণের আইনের ন্যায় একশ্রেণীর লোকের নিশ্চয়ই আপত্তিজনক হইবে।

জমাট দুগ্ধ যে কি কি উপাদানে প্রস্তুত হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। প্রস্তুত প্রণালী যতদূর অবগত হইতে পারা গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়—খাঁটী ও ননীতোলা উভয় প্রকার দুগ্ধেই জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত হয়। পাঁচ সের দুধে আড়াই পোয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া (চিনি বিহীনেও হয়) যন্ত্র সাহায্যে অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ, পুনরায় বায়ুশূন্য পাত্রে রাখিয়া উত্তাপ প্রদান প্রভৃতি উপায়ে ৵৫ পাঁচ সের দুধে ৵২৸৵ দুই সের তের ছটাক জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত হয়। মল্‌টেড্‌ মিল্কের সহিত যব ও গোধূম চূর্ণ থাকে, তাঁহারাই বলেন। কিন্তু এই সকল দুগ্ধের সহিত মেষ,

অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতির দুগ্ধ বিশেষতঃ সন্ধিনী, অনুসন্ধিনী, অনির্দ্দেশা, সিংহ প্রসূতা ও বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধ যে নাই, ইহা কি কেহ বলিতে পারেন? কেহ কেহ বলেন—দুধের সৌরভযুক্ত এটা যে কি রকম দুধ, দুধ কিনা, তাহাও বলা যায় না। যদিও দুগ্ধ হয়, তবে ইহা যে গোদুগ্ধ নহে, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে গবয় দুগ্ধ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যাহা হউক—ঐ সকল বিলাতি দুধ যখন এদেশে আসিয়াছে এবং আমদানী ও প্রচলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তখন উহা এদেশে আসিতেই থাকিবে এবং অনেকেই খাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। খাদ্যের সঙ্গে শরীরের, মনের ও ধর্ম্মের যে নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, তাহা যাঁহারা জানেন না ও মানেন না, "আপ রুচি খানা" খান, "খালে পেলেই গালে" দেন, পাপ পুণ্যের ধার ধারেন না তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, বিধি নিষেধ তাঁহাদের জন্য নহে।

কলিকাতার ন্যায় সহরাঞ্চলের কোন দুধ প্রায়ই খাঁটী হয় না। উহার সহিত মহিষের দুধ, মেষের দুধ, মাঠাতোলা বাসি দুধ, শ্বেতসার বা পালো, জল প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে, ফুকা দেওয়া দুধও আছে। মহিষের দুগ্ধ স্বভাবতঃই গাঢ় এবং উহা গোদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রচুর জল মিশাইলেও খাঁটী গোদুগ্ধের ন্যায় দেখায়। মফঃস্বলের আনীত জল মিশান দুধের সহিত অনেক সময় কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড্ ফিবার প্রভৃতি অনেক প্রকার রোগের বীজাণু আসিয়া থাকে। নানাস্থান হইতে দুগ্ধ সংগৃহীত হইবার সময় দোহনপাত্র ও দোহনকারীর হস্ত অপরিষ্কার থাকিলেও দুগ্ধ অপবিত্র হইয়া যায়। দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা কাঁচান্ (অল্পদিন প্রসূতা), খেঁড়ো (দীর্ঘকাল প্রসূতা), রুগ্না প্রভৃতি সকল প্রকার ও বহু সংখ্যক গাভীর দুগ্ধ একত্র করিয়া ফেলে। কেনা দুধে এই প্রকার অশেষ দোষ ঘটে। কেবল বিক্রেতা ক্রেতার সম্মুখে গো-দোহন করিয়া দিলেই

খাঁটী বলিয়া বিশ্বাস হয়। যদিও দুধ জাল দিলে অনেক পরিমাণে দোষ নষ্ট হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ, খাঁটী, সুস্বাদু ও ইচ্ছামত অপরিমিত দুগ্ধ খাইতে হইলে ঘরে গরু না থাকিলে হয় না।

আম মাংসং মধু ঘৃতং ধানাঃ ক্ষীরং তথৈব চ।
গুড়ং তক্রং সমং গ্রাহ্যং নিবৃত্তেনাপি শূদ্রতঃ॥

আপস্তম্ব সংহিতা, অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অপক্ক মাংস, মধু, ঘৃত, ভৃষ্ট যব (ছাতু), দুধ, গুড় এবং তক্র এই সকল দ্রব্য শূদ্রগৃহকৃত হইলেও গ্রহণ করা যাইবে।

দুগ্ধ বিক্রয়।

বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ নন্দগোপ-গৃহে নীত হইয়া ধেনু চরাইয়াছেন, ননী চুরি করিয়া খাইয়াছেন, নন্দের "বাধা" মাথায় বহিয়াছেন, কিন্তু বাঁক স্কন্ধে করিয়া দধি, দুগ্ধ বিক্রয় করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না কেন? তিনি গোয়ালা নহেন বলিয়াই কি? কারণ দধি, দুগ্ধাদি বিক্রয় করা গোয়ালার নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়। আজ অন্যান্য জাতি গোয়ালার ব্যবসায় করিলেও ফুকা দেওয়া, জল মিশান প্রভৃতি "যত দোষ নন্দঘোষ" বা গোপজাতির উপর আরোপ করা হইয়া থাকে।

সত্য বটে, কালের বিচিত্র গতিতে এক্ষণে প্রায় সকল জাতিরই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে সকল বিষয় এখানে আলোচ্য নহে, কিন্তু বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পক্ষে দুগ্ধ বিক্রয় সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে, কারণ, কোন কোন ব্রাহ্মণ সন্তান দুগ্ধ বিক্রয় করেন। শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণের নিজ ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ

না হইলে, অন্য জাতির ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারা যায়, এরূপ ব্যবস্থা আছে; কিন্তু গোয়ালার ব্যবসায় অর্থাৎ দুগ্ধ বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের পক্ষে একেবারে জাতিধ্বংসকর ব্যাপার। নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্লোকেই তাহা প্রমাণিত হইবে।

পয়ো দধি চ মদ্যঞ্চ হীনবর্ণকরাণি চ।

বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য।

(ব্রাহ্মণ) দুগ্ধ, দধি এবং মদ্য বিক্রয় করিলে শূদ্রতুল্য হইবে।

ত্র্যহেন শূদ্রোভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীর বিক্রয়াৎ।

অত্রি সংহিতা ২১শ শ্লোক ও বশিষ্ট সংহিতা ২য় অঃ।

ব্রাহ্মণ দুগ্ধ বিক্রয় করিলে তিন দিনে শূদ্রবৎ হয়।

লাক্ষালবণসম্মিশ্র কুসুম্ভক্ষীর সর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্র শূদ্রউচ্যতে॥

অত্রি সংহিতা ৩৭০ শ্লোক।

যে লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ (স্বর্ণ), দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে, সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

দুগ্ধ পরীক্ষা।

একটি দীর্ঘ সংকীর্ণ স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে দুগ্ধ আস্তে আস্তে ঢালিবে। যদি দুধ কৃত্রিম না হয়, তাহা হইলে উহার ভিতর দিয়া দৃষ্টি চলিবে না, উহার বর্ণ শ্বেত দেখা যাইবে। উহাতে কোনপ্রকার অস্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ অনুভূত হইবে না এবং ঢালিবার পরে গ্লাসের তলায় কোন প্রকার তলানি পড়িবে না। যদি শ্বেতবর্ণের তলানি দেখা যায়, তাহা

হইলে মনে করিতে হইবে যে, দুধে চাখড়ি কিম্বা শ্বেতসার বা পালো মিশ্রিত করা হইয়াছে। পরে দুধ জাল দিলেও পূর্ব্বোক্ত গুণ গুলি বিদ্যমান থাকিবে। দুধ স্বভাবতঃ জল অপেক্ষা ভারী, অতএব দুধে জল মিশাইলে উহার আপেক্ষিক গুরুত্বের হ্রাস হয় এবং উহা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও নীলাভ হইয়া পড়ে। দুধ পরিমাপক বা ল্যাক্টোমিটর নামক এক প্রকার যন্ত্র আছে, তাহার দ্বারা দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব সহজে পরীক্ষা করা যায়। উহার মূল্য অন্যূন দেড় টাকা। কিন্তু দুধে খানকতক বাতাসা দিলে, আর সে দুধে ল্যাক্টোমিটর কিছু করিতে পারে না। গোয়ালারা তাহা জানে।

নিম্নলিখিত আর একটি সহজ উপায়ে দুধ পরীক্ষা করা যায়। একটা ছুঁচ দুধের মধ্যে ডুবাইয়া ঠিক্ সোজা করিয়া তুলিয়া লইলে যদি উহার অগ্রভাগে কিঞ্চিৎ দুধ লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা খাঁটী নতুবা নহে। খাঁটী দুগ্ধ যে কোন পাত্র হইতে ঢালিলে ঐ পাত্রের গায়ে সামান্য পরিমাণ দুগ্ধ লাগিয়া থাকিবেই।

দুগ্ধ ও ঘৃত টাট্‌কা রাখিবার উপায়।

দুগ্ধ পবিত্র ভাবে রাখিতে পারিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খারাপ হয় না। দুগ্ধ ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে সুদূর মফঃস্বল হইতে সহরাঞ্চলে দুগ্ধ আনিতে হইলে ইহা অপেক্ষাও অধিক সময় ভাল থাকিলে সুবিধাজনক হয়। দুগ্ধে যে চিনি থাকে তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত অম্লত্বে (Lactic Acidএ) পরিণত না হয়, ততক্ষণ দুগ্ধ বিকৃত হইতে পারে না, কিন্তু দুগ্ধ বেশীদিন থাকিবার সামগ্রী নহে। সেজন্য নিত্য দুইবেলা দুগ্ধ দোহনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে এক্ষণে প্রচুর দুগ্ধ উৎপন্ন হইতেছে,

তথায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধকে দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় রাখিয়া বিদেশে প্রেরণের জন্য কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু কৃত্রিম কখনই আসলের ন্যায় হইতে পারে না। এখন এদেশ দুগ্ধহীন, এখানে দুগ্ধ রক্ষার জন্য কারখানা স্থাপন করা অপেক্ষা যাহাতে দুগ্ধ উৎপন্নের কল অর্থাৎ গাভীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, ঘরে ঘরে সকলে গরু পুষিয়া টাট্‌কা দুগ্ধ খাইতে পান, তাহাই করা কর্ত্তব্য।

দুধ টাট্‌কা রাখিতে হইলে, সাড়ে তিন সের পরিমিত দুধে এক চামচ সালফেট্‌ সফ্‌ সোডা মিশ্রিত করিয়া রাখিলে উহা কয়েক দিবস পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে, আস্বাদনের বা রঙের কোন তারতম্য লক্ষিত হয় না। দুধে কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধপাত্র স্বল্প অগ্নিতে রাখিয়া দিলে, উহা শীঘ্র নষ্ট হয় না। কাঁচা দুধে গুটিকতক বিচালী বা খেজুর পাতা ডুবাইয়া রাখিলেও দুধ ভাল থাকে। গোয়ালারা এই সকল উপায়ে দুধ রক্ষা করে।

ঘৃত যত্নপূর্ব্বক রাখিলে বহুদিন বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা থাকে। ঘৃত প্রস্তুত হওয়ার পর প্রশস্ত মুখ বিশিষ্ট পরিষ্কৃত বোতলে ঢালিয়া ঠাণ্ডা হইলে বোতলের মুখে কর্ক আঁটিয়া রাখিতে হয়। যদি ঐ ঘৃত শীঘ্র খরচ না হয়, তবে কর্কের উপর মোম কিম্বা গালা দ্বারা উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া না রাখিলে ক্ষুদি পিঁপড়া কর্কে ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে।

ঘৃত অনাবৃত অবস্থায় অযত্নে রাখিলে এবং অধিক দিনের হইলে কটু বা দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া যায়। তখন উহাতে গোটা কতক নেবুপাতা ও লবঙ্গ এবং কিঞ্চিৎ দুগ্ধ কিম্বা দধি অথবা ঘোল দিয়া (কেহ কেহ একটু লবণ দিতে বলেন) জ্বাল দিয়া ছাঁকিয়া লইলে ঐ ঘৃত বিশুদ্ধ ও কতক পরিমাণে সুস্বাদু হয়।

দুগ্ধের ও দুগ্ধজাত খাদ্যের গুণাগুণ।

যে দুগ্ধ দ্বারা আমাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা হয়, সে দুগ্ধ যে নির্ব্বিবাদে শ্রেষ্ঠ ও প্রধান খাদ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থে দুগ্ধের বিস্তর গুণের বিষয় উল্লেখ আছে। প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগেই বলরক্ষার জন্য দুগ্ধ প্রধান পথ্য। *

দুগ্ধে যে শরীর পোষণোপযোগী দ্রব্য যথেষ্ট আছে, তাহা সকল ইংরাজ চিকিৎসকই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ইংরাজি মতে—দুগ্ধ বলকারক, পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধকারক ইত্যাদি গুণযুক্ত। ইহাতে জল, কেজিন, ননী, চিনি, এল্‌বুমিন্ ও লবণ প্রভৃতি উপাদান আছে।

ইংরাজী মতে—পুরাতন অতিসার, গুল্মবায়ু (হিষ্টিরিয়া), বাত ইত্যাদি রোগে, দুধে আহার ঔষধ দুইয়েরই কার্য্য করে। রুষদেশের বিখ্যাত ডাক্তার ফিলিপ্ ঐ সকল রোগে ননীতোলা দুধ এক হইতে তিন ছটাক মাত্রায় রোগের অবস্থা বিশেষে প্রত্যহ ৩।৪ বার খাইতে দিতে বলেন। স্কট্ ডন্‌কিন্ সাহেব বলেন যে, তিনি একটি মধুমেহগ্রস্ত রোগীকে কেবল দুধ খাওয়াইয়া চিকিৎসা করায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঐ রোগীর /৭ সের প্রস্রাব ও ১৯৩ গ্রেণ চিনি কমিয়াছিল।

কবিরাজেরা শোথ রোগে "দুগ্ধ বটিকা বা দুধে বড়ী" খাওয়ান এবং জলের পরিবর্ত্তে কেবল দুগ্ধ খাইবার ব্যবস্থা করেন।

কাল, লাল, সাদা, হরিদ্রা প্রভৃতি বহুবর্ণের গাভী দেখা যায়, সকল প্রকারই আমাদের দরকার। পঞ্চগব্য সংগ্রহ প্রকরণে লিখিত আছে,—

---

* ঐ সকল বিস্তারিত জানিতে হইলে ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "খাদ্যবিচার" পাঠ করুন।

গোমূত্রং কৃষ্ণবর্ণায়াঃ শ্বেতায়া গোময়ং হরেৎ।
পয়শ্চ তাম্রবর্ণায়া রক্তায়া দধি চোচ্যতে।
কপিলায়া ঘৃতং গ্রাহ্যং সর্ব্বং কপিলমেব বা

পরাশর সংহিতা, একাদশোঽধ্যায়ঃ।

কৃষ্ণবর্ণা গাভীর গোমুত্র ও শ্বেতবর্ণা গাভীর গোময় গ্রহণ করিবে, তাম্রবর্ণা গাভীর দুগ্ধ লইবে এবং রক্তবর্ণা গাভীর দধি লইতে হইবে ও কপিলা গাভীর ঘৃত গ্রহণ করিবে। তবে যদি এই পাঁচ বর্ণের গাভী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কপিলা হইতেই সমস্ত সংগ্রহ করিবে।

ভাব প্রকাশ ও সুশ্রুতাদি মতে গাভীর বর্ণভেদে দুধের গুণের ইতর বিশেষের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধ বায়ুনাশক, পীতবর্ণার দুগ্ধ বাতপিত্ত নাশক, শ্বেতবর্ণার দুগ্ধ গুরুপাক ও শ্লেষ্মাকর এবং রক্তবর্ণা গাভীর দুগ্ধ বায়ুনাশক। অন্যত্র কথিত হইয়াছে, শ্বেতবর্ণার দুগ্ধ বাতঘ্ন, কৃষ্ণবর্ণার দুগ্ধ পিত্তনাশক, রক্তবর্ণার দুগ্ধ শ্লেষ্মানাশক এবং কপিলার দুগ্ধ ত্রিদোষঘ্ন।

যে গরুর কাণের ভিতর ও খুরের মধ্যস্থলে উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহার দুগ্ধ অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং সেই দুগ্ধে অধিক মাখন পাওয়া যায়। লোম উজ্জ্বল থাকিলে সেই গরুর বেশী দুধ হয়। লাল গরুর দুধ অধিক মিষ্ট হইয়া থাকে।

দুধেরও বর্ণভেদে গুণাগুণ কথিত হইয়াছে। সাদা দুধ ঘন হয় এবং উহাতে ছানা অধিক জন্মে ও দধি উৎকৃষ্ট হয়। নীলাভ দুধ পাতলা হয়, উহাতে জলীয়ভাগ অধিক থাকে। উহা তাদৃশ পুষ্টিকর নহে, কিন্তু শিশু ও রোগীর পক্ষে সুপথ্য, উহাতে ছানা ও মাখন কম হয়, দধিও ভাল হয় না। দুধে জল মিশাইলেও দুধ নীলাভ হয়। হরিদ্রাভ দুগ্ধ গুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহা পুষ্টিকর এবং উহাতে প্রচুর মাখন পাওয়া যায়।

সে সকল গো নিম্নভূমিতে বাস করে ও জলাভূমির ঘাস খায়, তাহাদের দুগ্ধ অপেক্ষা যে সকল গো উচ্চভূমিতে বাস করে ও উচ্চস্থানের ঘাস খায়, তাহাদের দুধে জলীয়ভাগ অল্প থাকে ও দুধ ঘন হয়। ঐরূপ বর্ষাকালের দুধ অপেক্ষা শীতকালের দুধ ঘন ও সুমিষ্ট হয় এবং তাহাতে অধিক মাখন পাওয়া যায়। কাঁচান গরু অপেক্ষা খেঁড়ো গরুর দুধ অল্প ও ঘন হয়, কিন্তু তাহাতে মাখনের ভাগ অধিক থাকে।

যৌবনপ্রাপ্ত নবগাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষনাশক, তৃপ্তিকর এবং বলকর। গাভী ও বৎস একবর্ণের হইলে, তাহার দুগ্ধ বিশেষ গুণান্বিত হইয়া থাকে।

গাভীর আহারের তারতম্যানুসারে দুগ্ধের গুণভেদ হয়। সে মতে অল্লাম্লভোজী গো দুগ্ধ গুরুপাক, কফবর্দ্ধক, বর্ণকারক, পুষ্টিকারক, স্বাস্থ্যকারক গুণযুক্ত এবং যাহারা বহুবিধ তৃণ, বীজ প্রভৃতি ভক্ষণ করে, তাহাদের দুগ্ধ গুণযুক্ত ও হিতকর। ব্যায়ামহীন গরুর দুগ্ধ তাদৃশ স্বাস্থ্যকর নহে।

অল্প গরম দুগ্ধ মন্থন করিয়া ঘৃতের ভাগ তুলিয়া ফেলিলে, ঐ দুগ্ধ লঘুপাক, পুষ্টিকারক, জ্বর এবং বায়ুপিত্ত ও কফ রোগ নাশক হয়। ইহা অন্ন ইত্যাদি দ্রব্যের সহিত খাওয়া ভাল। এই প্রকার দুগ্ধ জার্ম্মানী দেশে বালকের আহারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কাঁচা দুগ্ধ ভার ও স্নিগ্ধ গুণান্বিত এবং চক্ষু রোগকারক। জ্বাল দেওয়া দুধ (এক বলকের) লঘুপাক। উহা গরম গরম খাইলে কফ ও বায়ুনাশক এবং ঠাণ্ডা হইয়া গেলে পিত্তনাশক হয়। ধারোষ্ণ দুগ্ধ (দোহনের পর যতক্ষণ গরম থাকে) অধিক গুণকারী হয়। ঘন দুধ গুরুপাক। প্রাতঃকালের দুগ্ধ ভারী ও শীতল গুণযুক্ত হয় এবং অপরাহ্নের দুগ্ধ বায়ুর স্থৈর্য্যকর, শ্রান্তিনাশক এবং চক্ষুর দীপ্তিকর গুণযুক্ত। রাত্রে দুগ্ধ সেবনে চক্ষুর হিত হয়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন—গাভী প্রসব হওয়ার পর ২১ দিনের দুগ্ধ বালক ও রোগীদিগকে খাইতে দিতে নাই। কিন্তু আমাদের দেশে ৫ দিনের পরই গাঁজ্‌লা দুধ বালকেরা খাইয়া থাকে। নিতান্ত শিশুকে দেওয়া হয় না এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণও পান করেন না। ঐ দুগ্ধ অনেক সময় ছানা হইয়া যায়। তাহা গুড় বা চিনি সহযোগে বালকেরা আনন্দের সহিত খাইয়া থাকে, কিন্তু ঐ দুধ অনুপকারী বটে। সেজন্য হিন্দুশাস্ত্রে নবপ্রসূতা গো, মহিষ ও ছাগের দশ দিন অশৌচ গণ্য করা হইয়াছে। ইহার পর দুগ্ধ শুদ্ধ হয় এবং ১১ দিন হইতে সকলেই খাইতে পারেন। কোন কোন গাভীর দুগ্ধে গন্ধ থাকে বলিয়া এদেশেও ২১ দিন গত না হইলে অনেকে খান না।

পীড়িত গাভীর বিশেষতঃ এঁযে, বসন্তাদি রোগগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ পান বিপজ্জনক। দুগ্ধের সহিত জল অথবা অন্য কোন পদার্থ মিশ্রিত হইলে এবং দোহনকারীর হস্ত ও পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং দোহনপাত্র ও জালপাত্র অপরিষ্কার থাকিলে এবং যখন দুগ্ধে একরূপ গন্ধ হয় (যাহাকে রসুনে লাগা বলে), সেই দুগ্ধ মন্দগুণযুক্ত হইয়া থাকে। বাসি ও ফুকা দেওয়া দুধ এবং বৎসহীনা ও বৃষসংস্পৃষ্টা গাভীর দুগ্ধ খাইতে নাই।

মাংসের সহিত দুগ্ধের বিপরীত সম্বন্ধ (Inimical), সেজন্য মাংস আহারের পর দুগ্ধ খাইতে নাই, কিন্তু অনেক প্রকার ব্যঞ্জনে দুগ্ধ দেওয়া রীতি আছে।

মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন,—

পয়ো দধি চ মাসেন ষণ্মাসেন ঘৃতং তথা।
তৈলং সংবৎসরেণৈব কোষ্ঠে জীর্য্যতি বা ন বা॥

দুগ্ধ ও দধি এক মাসে, ঘৃত ছয় মাসে জীর্ণ হয়। তৈল এক বৎসরেও উদরে পরিপাক হয় কিনা সন্দেহ।

দধি।—স্নিগ্ধকর, বলকারক, অগ্নিকারক, পুষ্টিকারক, রুচিকারক এবং বায়ুনাশক। রাত্রে দধি ভোজন করিতে নাই। মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন,—

দিবা কপিত্থচ্ছায়ায়াং রাত্রৌ দধি শমীষু চ।
কার্পাসং দন্তকাষ্ঠঞ্চ বিষ্ণোরপি হরেচ্ছ্রিয়ম্॥

দিবসে কতবেল গাছের ছায়ায় অবস্থান, রাত্রিতে দধি ভোজন, সাঁই গাছের তলায় অবস্থান এবং কার্পাস বৃক্ষের শাখা দ্বারা দন্তধাবন করিলে বিষ্ণুও শ্রীভ্রষ্ট হন।

রাত্রে দধি খাইতে নাই, ইহা সকলেই জানেন। তথাপি অনেকে রাত্রে বিশেষতঃ নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া দধি খাইতে ছাড়েন না। তবে তাঁহারা একটু ওস্তাদি করেন,—দধির সহিত ঘৃত, চিনি ও জল, কেহ বা লবণ ও জল মিশাইয়া ভোজন করেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ অত্রি বোধ হয় রসায়ন-বিদ্যা (Chemistry) জানিতেন না।

শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুতে দধি কুপথ্য, এতদ্ব্যতীত অন্য সময়ে দধি ভোজন হিতকর। ছয় রাত্রের পর দধি অত্যন্ত অনুপকারী হয়, তাহা খাইতে নাই। মাংসাদি দধি-সংযোগে রন্ধন করিলে তাহা অতি সুখাদ্য হয়। মাংস আহারের পরও দধি ভোজন করিলে, সত্বর পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে। দধি শরীরস্থ অনেক প্রকার রোগের বীজাণু নষ্ট করে। চিঁড়া দইএর ফলাহার সন্দেশ সহযোগে আকণ্ঠ ভোজন করিবার খাদ্য। কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার সময় চিঁড়া দই খাওয়ানর রীতি আছে। দেবী পূজার বিজয়ার সময় দধি-যুক্ত চিপিটক নিবেদন করা হয়।

দধির উপরিভাগে নবনীতের ভাগ অধিক থাকে এবং ঘোলের শেষভাগে সারাংশ অধিক থাকে বলিয়া উহা খাইতে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু হয়। সেজন্য খাদ্যের উৎকৃষ্টতা নির্ণয় করিবার সময় লোকে কথায় বলে,—

"তরুণ ছাগল বৃদ্ধ মেষ,
দৈএর মাথা ঘোলের শেষ।"

ঘোল।—বায়ু পিত্ত নাশক প্রভৃতি গুণক।

জল না দিয়া সর সহিত দধি, সর বিহীন জল মিশ্রিত দধি, দধির সিকি পরিমাণ, অর্দ্ধেক পরিমাণ ও বহু পরিমাণ জল মিশ্রিত দধি, মন্থন করিয়া নবনীত উঠাইয়া লইলে অবশিষ্টাংশকে যথাক্রমে ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ এবং ছচ্ছিকা বলে। আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ বিভিন্ন প্রকার দধিজাত পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন গুণের বিষয় উল্লেখ আছে। ইহা নানা প্রকার রোগে সুপথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। দারুণ গ্রীষ্মে ঘোলের সরবৎ অতি মুখপ্রিয় ও স্নিগ্ধকারক।

"খেওনা তালে আর ঘোলে,
প্রত্যয় যেওনা ঢেমনের বোলে।"

ননী।—মধুর, কষায়, কিঞ্চিৎ অম্লাস্বাদ, শীতল, লঘু, অগ্নিকর, পুষ্টিকর, মলমূত্ররোধক ও বায়ুপিত্ত নাশক, তেজস্কর, এবং ক্ষয়কাশ, হাঁপকাশ, ব্রণ ও অর্শরোগের শান্তিকারক, কফ ও মেদের বর্দ্ধন কারক, বলকর এবং শোথ রোগ নাশক।

মাখন।—(অপক্ক দুগ্ধজাত নবনী) স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, চক্ষুর দীপ্তিকর, মলরোধক, রক্তপিত্ত ও চক্ষু রোগের বিশেষ হিতকর।

কাঁচা দুধ, জ্বাল দেওয়া দুধ, সর এবং দধি হইতে মাখন প্রস্তুত হয়। গোয়ালারা রাত্রের বিশেষতঃ শীতকালের রাত্রের দুধ হইতে প্রাতঃকালে উপরিভাগের সঞ্চিত মাখন উঠাইয়া লয় এবং উহা মন্থন করিয়া যে ননী হয়, তাহা গলাইয়া ঘি প্রস্তুত করে। এই ঘিকে "মাঠা তোলা ঘি" বলে। কাঁচা দুধ মন্থন করিয়াও মাখন পাওয়া যায়, কিন্তু এদেশে সেরূপ প্রথা প্রচলন নাই। জ্বাল দেওয়া দুধ ঠাণ্ডা করিয়া মন্থন

করিলে উহা হইতে নবনীত উৎপন্ন হয়। ২।৪ দিনের সর তুলিয়া রাখিয়া কোনও পাথরের পাত্রে হস্ত দ্বারা মন্থন করিয়া ননী উঠান হয়, উহাকে সরের মাখন্ বলে। এ প্রথা ভাল বলিয়া বোধ হয় না। বংশনির্ম্মিত মন্থনদণ্ড দ্বারা দধি মন্থন করিয়া যে ননী উৎপন্ন হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আজকাল বাজারে কয়েক প্রকার ননী তোলা যন্ত্র বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু বিনা পয়সায় বাঁশের ঘোলমৌনীর ন্যায় উহা কার্য্যকরী নহে। দুগ্ধে কি পরিমাণ মাখন আছে, তাহা নির্ণয় করিবারও একরূপ যন্ত্র আছে, তাহার নাম ল্যাক্টোস্ কোপ্ (Lactosecope)।

নারিকেল হইতেও মাখন প্রস্তুত হয়। কলিকাতার বাজারে যে মাখন বিক্রয় হয়, তাহা গলাইলেও ঘি হয়, ঘিএর সৌরভ থাকে, কিন্তু দুই একদিন পরে উহার আস্বাদ যেন কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় এবং তখন মনে হয়—কি ঘৃণিত পদার্থই খাইতেছি!

ননী অতীব লোভনীয় খাদ্য। শ্রীকৃষ্ণ ননী চুরি করিয়া খাইতেন, তাই তাঁহার অন্যতম নাম ননী চোরা।

পনীর।—কাঁচা দুগ্ধের একপ্রকার লবণাক্ত শক্ত ছানা। ইহা হিন্দুর অখাদ্য। গোবৎসের ৪র্থ পাকস্থলীর ঝিল্লি হইতে রেনেট্ (Renett) নামক একপ্রকার পদার্থ দম্বলরূপে ব্যবহৃত হইয়া বিলাতি পনীর (Cheese) প্রস্তুত হয়। এদেশেও কতিপয় ব্যক্তি ছাগের ও মেষের পাকাশয়ের ঝিল্লি হইতে রেনেট্ সংগ্রহ করিয়া পনীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহা "বাবু পনীর" নামে খ্যাত হইয়াছিল এবং তাহা সাহেবেরাই যাহা খাইয়াছিলেন। ব্যবসা চলে নাই, হিন্দুগণ তাহা স্পর্শ করেন নাই।

ঘৃত।—গব্যঘৃত পরিপাকে মধুর, শীতল, বায়ুপিত্ত নাশক, দৃষ্টির হিতকর, বলকর এবং অন্যান্য সকল জাতীয় ঘৃত অপেক্ষা অধিক গুণকারী।

গব্য ঘৃতের গুণ অনেক। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন। সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে গব্যঘৃত বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে সত্বর আরোগ্য সাধিত হয়। বাত-শ্লেষ্মাদি রোগে পুরাতন ঘৃতের মালিশ সর্ব্ববাদী সম্মত মহৌষধ। রক্তোৎকাশাদি ক্ষয় রোগে গব্যঘৃত ও গব্যঘৃতজাত খাদ্য সুপথ্য। উষ্ণঘৃত আয়ুষ্কর ও ব্রহ্মতেজবর্দ্ধক। দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে প্রত্যহ ঘৃত ভোজন করা কর্ত্তব্য। ঘৃত ভোজনে লাবণ্য বর্দ্ধিত হয় এবং দুর্ভাগ্য নাশ হইয়া থাকে। গব্যঘৃত মনুষ্য শরীরে ঠিক যেন লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র-মুখে ইস্পাৎ-সংযোগ। প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিনে ঘৃত ভোজন করিয়া থাকিতে হয়। গব্যঘৃত ব্যতীত হবিষ্যান্ন ভোজন হয় না। নীতিশাস্ত্র বলিয়াছেন—"ঘৃতহীন ভোজনস্তু বৃথা ভোজন মিষতে" অর্থাৎ ঘৃতহীন ভোজন বৃথা ভোজন।

কিন্তু ঘৃত কই? ঋণ করিয়াও যে ঘৃত কিনিতে পাওয়া যায় না! ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে ঘৃত এক টাকায় দেড় সের খরিদ করিতে পাওয়া যাইত, আজ তাহার দাম ছয় টাকা, তাহাও দুষ্প্রাপ্য। দেশে আর ঘৃত জন্মে না, দুধই পাওয়া যায় না! যে দেশে দেবতার হোমে অজস্র ধারায় ঘৃত আহুতি দেওয়া হইত, এখন সেই দেশে অনেক স্থলে কলিকাতার বাজারের মাখন গলান ঘৃত ব্যবহৃত হইতেছে।

মাহিষ ঘৃত।—স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও বায়ুর স্থৈর্য্যকর এবং শুক্র বর্দ্ধক প্রভৃতি গুণযুক্ত।

বাজারে আর খাঁটী মাহিষ ঘৃত পাওয়া যায় না। নানাবিধ জন্তুর চর্ব্বির সংমিশ্রণে এখন যে অপবিত্র ভঁইসা ঘি বিক্রিত হইতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

ছানা।—মলমূত্র রোধক, বায়ু বৃদ্ধিকর, রুক্ষ ও অতিশয় গুরুপাক, কিন্তু পুষ্টিকর ও মাংসপেশীর বলবর্দ্ধক।

আমাদের দেশে খাঁটী দুগ্ধ হইতে ছানা প্রস্তুত হয়, কাঁচা দুগ্ধের

মাখন উঠাইয়া সেই দুগ্ধ হইতেও ছানা প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু তাহা খাঁটী দুধের ছানার ন্যায় কোমল ও সুস্বাদু হয় না এবং পরিমাণেও অতি কম হয়। দুগ্ধ দোহনের পর অনেকক্ষণ জ্বাল দেওয়া না হইলে, ঐ দুগ্ধস্থিত চিনির অংশ অম্লত্বে পরিণত হইয়া দুগ্ধকে বিকৃত করে। উহা জ্বালে চড়াইলেই অনেক সময় স্বভাবতঃ ছানা হইয়া যায়, ঐ ছানা সুখাদ্য নহে। মাটীর হাঁড়িতে করিয়া দুগ্ধ উত্তমরূপে জ্বাল দিয়া ফুটন্ত অবস্থায় নামাইয়া, ক্রমশঃ অল্প অল্প ছানার জল দিয়া যে ছানা প্রস্তুত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যাহা হউক ছানা যে মানবের একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য, তাহাতে সংশয় নাই এবং এই ছানা হইতে যে, কতপ্রকার রসনা তৃপ্তিকর সুখাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা ভোগীমাত্রেই অবগত আছেন। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ রেঙ্গুন এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও বিহার প্রভৃতি দেশে ছানা বা ছানাজাত খাদ্য পাওয়া যাইত না। বাঙ্গালী মোদকেরা ঐ সকল দেশে ছানা প্রস্তুত করিয়া মিষ্টান্নাদি প্রচলন করিয়াছেন। বঙ্গাব্দ ১৩৩০ সালে ৮ই আষাঢ় নৈহাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত সুবিখ্যাত রসায়নবিদ্ ডাক্তার রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর ম্যাজিকলণ্ঠনের সাহায্যে আমাদের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে যে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহাতে—ছানা যে আমাদের অতি উপকারী ও পুষ্টিকর খাদ্য, তাহা তিনি বিশেষরূপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, স্কুল কলেজের ছেলেদের স্বাস্থ্যপরিদর্শকরূপে তিনি প্রত্যহ বালকদিগের জল খাবারের সময় ছানা খাইবার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের বিশেষ স্বাস্থ্যোন্নতি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তিনি সকলকে বিশেষতঃ বালকদিগকে জল খাবারের সময় কচুড়ি, নিম্‌কি প্রভৃতির পরিবর্ত্তে কিছু কিছু ছানা খাইবার পরামর্শ দেন। ছানা সমস্তটাই সারবান প্রটিড্ খাদ্য।

ক্ষীর।—ইহা গুরুপাক, বায়ুর শান্তিকর, পুরুষত্ববর্দ্ধক এবং নিদ্রাকারক।

দুগ্ধের সর।—বায়ু নাশক, বলকারক, তৃপ্তিকর, তেজস্কর ও রক্তপিত্তের শান্তিকর।

ঘৃতপক্ক খাদ্য।—লঘুপাক, বলকারক, শুক্রকারক, বায়ু পিত্ত বর্দ্ধক, বর্ণকারক এবং দৃষ্টির হিতকর।

ক্ষীরজাত খাদ্য।—বলকারক, পুষ্টিকারক, অগ্নিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, অদাহী, মুখপ্রিয় প্রভৃতি গুণযুক্ত।

ছানাজাত খাদ্য।—রুচিকারক, বলকারক, পুষ্টিকারক, এবং শুক্রবর্দ্ধক।

অপালন কাহিনী।

দেশের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে একটি ভাল ষাঁড় নাই, চারণ ক্ষেত্র নাই, উৎকৃষ্ট পানীয় জল নাই, স্বাস্থ্যকর গোশালা নাই, রোগের ঔষধ নাই, গরুর প্রতি যত্ন নাই, গরুর সুখ-সচ্ছন্দতা, স্বাস্থ্য ও রোগ শোকাদির প্রতি দৃষ্টি নাই, গোসেবার জন্য, গরুর চিকিৎসার জন্য গোবংশের উন্নতির জন্য কেহই অর্থব্যয় করিতে রাজী নহেন। কেবল ফাঁকা আন্দোলন, মৌখিক সহানুভূতি যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা রাজড়ার কথা এখন থাক্, কারণ তাঁহাদের গোসেবা কাগজে কলমে হয়, গো-খাদ্যের কতকাংশ কর্ম্মচারীরাও খায়। তাঁহাদের গরু পোষা কতকটা সখেরও বটে, যেহেতু তাঁহারা গরু না পুষিলেও প্রতিদিন তাঁহাদের আহারের সময় ক্ষীরের ডেলা, সরের বাটী অন্ততঃ এ জন্মে মিলিবেই। যত কিছু কথা হইতেছে—গরিব ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গরুর জন্য। কারণ এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে গরু না পুষিলে চলিবে না।

গরুর পরিশ্রমেই অনেকের জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া থাকে। গরুর সাহায্যেই দেশের লোকের খাদ্য শস্যাদি উৎপন্ন হয়। গরু না পুষিলে ইঁহাদের নিজেরও দশের দুধ, ঘি খাইতে পাইবার উপায় নাই, দানা মিলিবে না। এই বিশাল গোকুলের উন্নতি অবনতির উপরেই সমগ্র দেশের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। এখন একবার চাহিয়া দেখুন, এই সকল গরুর অবস্থা ও ব্যবস্থা কিরূপ ?

সকলে গরিব নহে, কিন্তু অনেকের গরু অনাহারে, অর্দ্ধাহারে থাকে। অযত্নই ইহার মূল কারণ। অনেকের গোয়াল ঘরে গরুর জাব খাইবার পাত্র (ডাবা) নাই। স্বতন্ত্র চালাঘর থাকা দূরের কথা, গোয়ালঘরের হয়ত খানিকটা দেয়াল আছে, অবশিষ্ট ফাঁক। আবার গোয়ালের স্থানে স্থানে হয়ত একহাঁটু গর্ত্ত। ঐ গর্ত্তের ভিতর গোবর ও চোণা সর্ব্বদাই জমিয়া থাকে, তাহা যথাসময়ে পরিষ্কৃত না হওয়ায় গরুর পায়ে ও গায়ের নানাস্থানে ঐ সকল গোবর ও চোণা লাগিয়া যায়, তাহাতে গরুর প্রফুল্লতা থাকে না ও পীড়া দায়ক হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টি হইবার সময় ও শীতকালের দীর্ঘরাত্রিতে ইহাদের যে কি কষ্ট হয়, তাহা গোস্বামীগণ দেখিয়াও দেখেন না। সমস্ত দিন গরুকে যেখানে সেখানে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া রাত্রে হয়ত গরুর সম্মুখে দুই আটি খড় এলাইয়া দেওয়া হয়। তাহাও যদি দুধ দেয় তবেই, নতুবা নহে। না আছে থাকিবার ব্যবস্থা, না আছে খাইবার ব্যবস্থা। সন্ধ্যার সময় গরুগুলিকে গোয়ালে রাখিয়া গৃহস্থ নিশ্চিন্ত হয়েন। রাত্রে মশার কামড়ে গরুগুলি ছট্ ফট্ করিতে থাকে। গোর শয্যা প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিই, মশা তাড়াইবার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গোগৃহে ধূম (সাঁজাল) দেওয়ার প্রথা আর প্রায় দেখা যায় না। এই সকল অযত্ন পালিত গোগণের মধ্যে অনেকে দিনের বেলায় ভাল থাকে, কিন্তু রাত্রে পীড়িত হয়। ঐ সকল গরু সারারাত্রি যে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে,

তাহা গৃহস্থ মোটেই জানিতে পারেন না। কোন কোন গরু ঘাসের লোভেই হউক আর পেটের দায়েই হউক অত্যন্ত দড়ী টানে, কিন্তু গৃহস্থ তাহাকে খাইতে দিবার ব্যবস্থা না করিয়া শিঙ্গে দড়ী অথবা শিঙ্গে দড়ীর সঙ্গে কাণেও বেড়ী দিয়া দেন, নচেৎ মুখসের ব্যবস্থা করেন। একালে শিংভাঙ্গা গাই ও লেজভাঙ্গা বলদ দেখিবার জন্য অধিক অনুসন্ধান করিতে হয় না।

পুষ্টিকর পর্য্যাপ্ত আহার, উত্তম বাসস্থান ও সুচিকিৎসার অভাবে দেশের গরুগুলি জীর্ণ শীর্ণ ও অস্থি চর্ম্মসার। প্লীহাদি যান্ত্রিক পীড়া, উদরাময় প্রভৃতি নানাবিধ রোগে নিত্যই পীড়িত। অপালনে দিন দিন দুগ্ধদানের শক্তি হ্রাস হইয়া যাইতেছে, দীর্ঘকাল অন্তর গর্ভিণী হয়, ১২।১৩টির স্থলে ৬।৭টির বেশী বৎস প্রসব করিতে পারে না। গোবৎসের মৃত্যু সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ঐ সকল স্বাস্থ্যহীন গাভীর দুগ্ধও স্বাস্থ্যকর নহে, বরং উহা সেবনেই অনেক সময় স্বাস্থ্যহানি ঘটে। তাই এখনকার চিকিৎসকগণ রোগীকে দুগ্ধ খাইতে দিতে চাহেন না। অপালনেই গরুর আকার প্রকার সকল বিষয়েই অবনতি ঘটিয়াছে।

হিন্দু রাজাদিগের সময়ে পশুপালনে অনবধানতা বা ত্রুটির জন্য অপরাধিকে দণ্ড প্রদান করা হইত। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তাঁহার রাজ্যের গবাদি পশুপালনের তত্ত্বাবধান জন্য রাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকার পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে অনেক গ্রামেই গো-চিকিৎসক ছিল এবং সকলেই যত্নসহকারে গো-পালন করিতেন, দেশের জল বায়ুও খুব ভাল ছিল, সুতরাং গরুর পীড়া এত অধিক হইত না। পীড়া হইলেও সে সময় গরুর অবস্থা ভাল থাকায় সহজেই আরোগ্য লাভ করিত। এখন অনেক গৃহস্থের উদরান্ন সংগ্রহ করাই কঠিন হইয়াছে, গরুকে পেট ভরিয়া খাইতে দিবার শক্তি সকলের নাই। যাঁহার শক্তি আছে, তাঁহার প্রবৃত্তি নাই।

অনাহারে অযত্নে গরুগুলি একরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় থাকে, তাহার উপর বসন্তাদি সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে, প্রবল বায়ুবেগ-সংলগ্ন জীর্ণ গৃহ পতনের ন্যায় গোকুল অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গোয়ালারা গাভীকে নানাবিধ খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে দেয়, কিন্তু তাহারা অতিদোহন করে। সে জন্য গোয়ালার বাড়ীর বাছুর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং অনের বাছুর মরিয়া যায়। অতিরিক্ত দুগ্ধ ক্ষরণ হেতু গাভিগণও সহজেই অনেক প্রকার রোগের অধীন হইয়া পড়ে।

নিতান্ত দরিদ্র লোকে ভাল গোয়ালঘর প্রস্তুত করিতে পারে না এবং তাহারা গরুকে খইল, খড়, ভাত প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য কিছুই খাইতে দিতে পারে না। ঘাসই তাহাদের প্রধান সম্বল। যে সময় ঘাস পাওয়া যায় না, সে সময়ে গরুগুলির অত্যন্ত কষ্ট হয়।

গরু পোষাণি দেওয়ার প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে, কিন্তু গরু পোষাণি গরিব লোকেই লইয়া থাকে। দামড়া গরুর যত্ন হয়, কারণ যে ব্যক্তি পোষাণি লয়, সে ঐ গরু বিক্রয় হওয়ার পর টাকার ভাগ পায়। আর বকনার এক বিয়ান হওয়ার পর অন্ততঃ ৫।৬ মাস গর্ভিণী হইলে গাভীটিকে ফিরাইয়া দিতে হয় বলিয়া, আর তাহার ভালরূপ সেবা করে না। তখন অনেক স্থলেই গাভীটির অত্যন্ত দুরবস্থা হয়।

সর্ব্বত্রই গরুর এইরূপ অপালন পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, দেশের "সর্ব্বাঙ্গে ঘা"। ইহার একমাত্র উপায় যদি দেশের লোকে গোরক্ষিণী সভা স্থাপন করিয়া গোধনের অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক বিহিত উপায় অবলম্বন করেন, তবেই গরুর উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

স্বাধীন জীবসমূহ স্বেচ্ছামত আহার বিহার করিতে পায়, কিন্তু বাকশক্তিহীন রজ্জুবদ্ধ গোসকলকে গৃহস্থ যেমন ভাবে রাখিবেন, তাহারা

তেমন ভাবে থাকিবে। ধনবান লোকের বাড়ীর গরু যে সুখী গরু এবং গরিব লোকের বাড়ীর গরু হইলেই যে দুঃখী গরু হইবে, এমন কথা নাই। তবে এটা ঠিক যে, যিনি গরুর সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখেন, গরুও তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করে।

যদ্‌গৃহে দুঃখিতা গাবঃ স যাতি নরকং নরঃ।

অগ্নি পুরাণ।

যাহার গৃহে গো সকল দুঃখ ভাবাপন্ন, সে নরকে গমন করে।

গো-পালন।

গবাং কণ্ডূয়নং শ্রেষ্ঠং তথা চ পরিপালনং।
তুল্য গো-শত-দানেন ভয়রোগাদি পালনে॥
তৃণোদকানি যো দদ্যাৎ ক্ষুধিতানাং গবাং সদা।
সোঽশ্বমেধফলং দিব্যং লভতে মানবোত্তমঃ॥

হস্তদ্বারা গোর অঙ্গ মার্জ্জন ও গোপালন করা উত্তম কার্য্য। গোকে ভয় হইতে রক্ষা করা, রোগমুক্ত করা এবং প্রতিপালন করা শত ধেনু দানের সমান পূণ্য জনক। যিনি ক্ষুধিত গরুকে ঘাস ও জল প্রদান করেন, সেই নর শ্রেষ্ঠ দিব্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন।

একটি গাভী পুষিলে সেবা ভাল হয়, কিন্তু বার মাস দুগ্ধ পাওয়া যায় না। দুইটি গাভীর সেবা করা কিছু কষ্টকর হয়, কিন্তু যদি বাড়ীতে লোক সংখ্যা বেশী থাকে, কিম্বা চাকর কি চাকরাণী থাকে, তবে দুইটি গাভী পুষিতেই হইবে। কারণ দুইটি গাভী থাকিলে দুধের অভাব প্রায়ই হয় না। একটি বৃষ অথবা তিনটি গাভী পুষিতে নাই।

একোবৃষঃ ত্রয়োগাবঃ সপ্তাশ্বাঃ নবদন্তিনঃ।
সিংহ প্রসূতা যা ধেনুঃ নিয়তং স্বামিঘাতিনী॥

একটি মাত্র বৃষ পোষণ, তিনটি গাভী পোষণ, সাতটি অশ্ব পালন এবং নয়টি হস্তী পোষণ আর সিংহ প্রসূতা ধেনু (অর্থাৎ ভাদ্র মাসে প্রসূতা গাভী) ইহারা স্বামী নাশকারী হয়।

সিংহ প্রসূতা গাভীর সম্বন্ধে এই পুস্তকের ১৬৮ পৃষ্ঠায় এবং উপরোক্ত শ্লোকে যাহা লিখিত হইল, উহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সাধারণেও ঐ প্রকার অবগত আছেন। নির্ণয় সিন্ধুধৃতাদ্ভুত সাগর গ্রন্থীয় বচনজাত মীমাংসানুসারে ঐ গাভী ব্রাহ্মণকে দান ও হোমাদি শান্তিকার্য্য করিবার ব্যবস্থার কথা জানিতে পারা যায়। এ বিষয়ে হুগলী জেলার জনাই গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ১৩১৯ সালের ১২ই আশ্বিনের বসুমতিতে লিখিয়াছিলেন,—তাঁহার একটি গাভী ভাদ্র মাসে প্রথম বৎস প্রসব করে, স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ গাভীটিকে চিরদিনের জন্ম পরিত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ ও অন্যান্য স্থানের স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপকগণ ব্যবস্থা দেন,—"গাভীটিকে পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক নাই। তবে তাহার দুগ্ধ দৈব ও পৈত্র কার্য্যে ব্যবহার করা বিধেয় নহে। ভবিষ্যতে ঐ গাভী যখন ভাদ্র মাস ভিন্ন অন্য মাসে প্রসব করিবে, তখন তাহার দুধ সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।"

যদি গোয়ালঘরের সুবন্দোবস্ত, গরুর দড়ী ও গোখাদ্য সঞ্চিত থাকে, তবে গোপালন করা কষ্টকর হয় না। গোগৃহ পরিষ্কার করিয়া যথাসময়ে খাইতে দেওয়া এবং ঘাস খাইবার জন্য বাহিরে বাঁধিয়া দেওয়া বা চারণ ক্ষেত্রে পাঠান এবং গরুর গাত্র পরিষ্কার রাখা, মধ্যে মধ্যে স্নান করান, সন্ধ্যার সময় গোয়ালে সাঁজাল দেওয়া, পীড়া হইলে ঔষধ প্রদান ও সেবা শুশ্রূষা করা ইহাই গো-পালন।

পিতুরন্তঃপুরং দদ্যাৎ মাতুর্দ্দদ্যাৎ মহানসং।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥

মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব, ৩৮ অঃ।

পিতা অন্তঃপুরের এবং মাতা রন্ধনশালার ব্যবস্থা করিবেন, আপনার সমান ব্যক্তিকে গো-পালনে নিযুক্ত করিবে এবং কৃষি কার্য্যে স্বয়ং গমন করিবে।

অন্য লোক বা দাস দাসীর দ্বারা গরুর পরিচর্য্যাদি করার নাম গো-পালন এবং স্বয়ং গোগৃহ মার্জ্জন ও খাদ্যাদি প্রদান করাকে গো-সেবা বলে।

গো-খাদ্য।

মানুষের অগ্রাহ্য ও পরিত্যজ্য লতা ঘাসাদি গরুর প্রধান খাদ্য। প্রচুর ঘাস খাইতে পাইলে অন্য খাদ্যের আবশ্যক হয় না। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র গোষ্ঠ বা গো-চারণ ক্ষেত্র ছিল। তাহাতে সকলের গরু চরিয়া ঘাস খাইত এবং প্রত্যহ উন্মুক্ত বায়ুতে বিচরণ ও অঙ্গ চালনা হওয়ায় গরুর স্বাস্থ্য ভাল থাকিত। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রত্যেক গ্রামে কতটা পরিমাণ ভূমি গো-চারণ জন্য রাখিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন—"গ্রামের চতুর্দ্দিকে শত ধনু অর্থাৎ চারি শত হস্ত এবং নগরের তিন গুণ পরিমিত স্থান গো-চারণ জন্য রাখিতে হইবে। ঐ গো-চারণ ভূমির নিকটস্থ ভূমিতে কেহ শস্য বপন করিলে অতি উচ্চ ও ঘন ছিদ্র বিশিষ্ট এরূপ বেড়া দিতে হইবে যে বেড়ার উপর দিয়া উষ্ট্রও শস্য দেখিতে না পায় এবং কুকুর শূকর প্রভৃতি

যেন ঐ বেড়ার ভিতরে মুখ প্রবেশ করিতে না পারে। ভূস্বামী গোষ্ঠের নিকটস্থ শস্য ক্ষেত্রে বেড়া না দিলে, যদি গোগণ শস্য ভক্ষণ করে, তবে গোরক্ষক কোন প্রকারে দণ্ডনীয় হইবে না। (মনুসংহিতা ৮ম অঃ)” যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—“গ্রামস্থ লোকের আগ্রহে ভূমির অল্পাধিক্য এবং রাজার ইচ্ছানুসারে গো-প্রচার করিবে (অর্থাৎ গো-চারণার্থ খানিকটা ভূভাগ অকৃষ্ট অবস্থায় রাখিবে)। গ্রাম এবং ক্ষেত্রের মধ্যে চারিদিকে শত ধনু, বহু কণ্টকাকীর্ণ গ্রাম ও ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বিশত ধনু, নগর ও ক্ষেত্রের মধ্যে চতুঃশত ধনু পরিমিত স্থান ব্যবধান রাখিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ২য় অঃ ১৬৯ ও ১৭০ শ্লোক)।” এক্ষণে বাঙ্গলার গোষ্ঠ জমিদারেরা নষ্ট করিয়াছেন। গোয়ালঘরের সম্মুখস্থ উঠানে অথবা রাস্তার পার্শ্বে গরু বাহির করা ভিন্ন অন্য গতি নাই।

একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিবার কথা এই আছে যে, মুসলমান ব্যতীত এখনও কোন হিন্দু নিতান্ত গরিব হইলেও কুত্রাপি খোঁয়াড় রক্ষকের কার্য্য করেন না। কিন্তু স্থানে স্থানে এমন এক শ্রেণীর অসৎ প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু জমিদারের আবির্ভাব হইয়াছে যে, কেহ তাঁহাদের নিকটে গরু বাছুর ধরিয়া দিলেই গোরক্ষকের নিকট হইতে খোঁয়াড় রক্ষকের ন্যায় দণ্ড স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করেন। এই অন্যায় কার্য্যে কেহ প্রতিবাদ করেন না, প্রতিকারও কিছু হয় না। এইরূপ নানা কারণে গরু বাছুরকে গোয়ালের বাহির করা দায় হইয়াছে।

কিছুদিন হইতে ভারতের সর্ব্বত্র গো-চারণ ক্ষেত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। এ দেশের অনেক গণ্য মান্য শিক্ষিত ব্যক্তি ও কতিপয় রাজা মহারাজা এবং হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সার জন উড্রফ্ প্রমুখ ইংরাজ এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। যদি তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয়, তবে ভারতে প্রকৃত একটি লুপ্ত মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের অভ্যুদয় হইবে।

যদি না হয়, তবে আত্মনির্ভর করা ভিন্ন উপায় কি আছে? নিজের চেষ্টা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। যাঁহারা গরিব, তাঁহারা নিজের গরুর জন্য সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়া ঘাস খাওয়াইবেন। যাঁহারা গরিব নহেন অথচ গো-পালনে অনাস্থা বশতঃ প্রকৃতপক্ষে গো-সেবায় গরিবের চেয়েও অক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের গরুর দুঃখ সহজে ঘুচিবে না। যাঁহারা অর্থব্যয়ে কাতর নহেন এবং ভক্তিমান গৃহস্থ, তাঁহারা যেন প্রত্যেক গরুর জন্য অন্ততঃ এক বিঘা জমি চারণক্ষেত্র স্বরূপ রক্ষা করেন।

ঘাসের আবাদও করিতে পারেন। দূর্ব্বা ও শ্যামা ঘাস গরুর খুব মুখপ্রিয়। এক বিঘা জমিতে ঘাসের আবাদ করিতে হইলে, গোবর সার দুইশত ঝুড়ী বা আট গাড়ী ও খইল দশ মণ এবং দশ বারটি চাষ দিয়া আবাদ করিতে হয়। যেন কোন স্থানে জল দাঁড়াইয়া না থাকে। জমি উর্ব্বরা হইলে ঐরূপ অতিরিক্ত সার খইল বা চাষ না দিলেও চলে। এই কারণে আলু ও ইক্ষুক্ষেত্রে সহজেই অতি উৎকৃষ্ট ঘাস জন্মে। এই জমিতে গরু চরিতে দেওয়া হইবে না, ঘাস কাটিয়া আনিতে হইবে। কেবল উহার মধ্য হইতে অপকৃষ্ট ঘাস (যাহা গরুতে খায় না) ও আগাছা প্রভৃতি নিড়াইয়া দিতে হয়। ভাল জমিতে ভিন্ন শ্যামা জন্মে না। "শ্যামা ঘাসের মামা"! উর্ব্বরা ক্ষেত্রে আপনিও শ্যামা ঘাস উৎপন্ন হয়। উহার বীচিও অল্প চেষ্টাতেই পাওয়া যাইতে পারে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসই ঘাস বপন করিবার সময়। শ্যামার বীচি হইলেই মরিয়া যায়। দূর্ব্বা ঘাস ২।৩ ইঞ্চি করিয়া কাটিয়া আবাদ করিতে পারিলে বহুদিন ঘাস পাওয়া যাইতে পারে। ঘাসের ক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা থাকিলে কখনই ঘাসের অভাব হয় না।

লুসার্ণ, টিমোথি, ক্লোভার, গিনি, রিয়ানা, মেডিক, আল্‌ফা আল্‌ফা, সেইন্‌ফার্‌ন্‌ কেট্‌কারুস্ত্রা প্রভৃতি বিলাতি ঘাসের আবাদ করিতে হইবে

বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্টের কতিপয় কৃষি ক্ষেত্র ব্যতীত ভারতের অন্য কোন স্থানে কেহ এই সকল ঘাসের আবাদ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই, অথচ—সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রচারিত হইয়াছে যে লুসার্ণ, টিমোথি, ক্লোভার প্রভৃতি কয়েক প্রকার শীতপ্রধান দেশের বিলাতি ঘাস, উষ্ণ প্রধান ভারতের ধেনুর পক্ষে উপযোগী নহে। ঐ সকল ঘাস খাইলে এ দেশের গরুর গরম হয়, অকাল-পক্কতা আনয়ন করে, দুগ্ধবতী ধেনুর দুগ্ধ হ্রাস হয় ইত্যাদি। তবে আর গুণ প্রকাশের বাকী রহিল কি ?

কয়েক বৎসর হইতে এদেশে স্থানে স্থানে নেপিয়ার ও গামা (গিনি ?) নামক এক প্রকার ইক্ষুর ন্যায় পত্র বিশিষ্ট ঘাসের আবাদ হইতেছে। ঐ ঘাস ৪।৫ হাত লম্বা হয় এবং প্রচুর পরিমাণে জন্মে। উহা একবার কাটিয়া লইলে সেই স্থানে আবার নূতন ঘাসের উদ্ভব হয় এবং এইরূপে ৩।৪ বার কাটিয়া খাওয়ান চলে। কিন্তু গামা ঘাসের এক মহৎ দোষ আছে, উহার কচি অবস্থায় গরু বাছুরে খাইলে তাহারা পেট ফুলিয়া মরিয়া যায়। সেজন্য ঐ ঘাসের জমি খুব ভাল করিয়া ঘিরিতে হয় এবং যতদিন ঘাস কচি থাকে, ততদিন ঐ মাঠে গরু যাহাতে না যায়, সেইজন্য সকলকে বিশেষ সাবধান হইতে হয়।

শস্য শ্যামলা ভারতে কিন্তু ঘাসের অভাবও নাই, কেবল দেশের লোকের চেষ্টার অভাব। দামোদর, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি বড় বড় নদ নদীর চরে খালিয়া, চালিয়া, কাজা প্রভৃতি গো-খাদ্য ঘাস, জলায় পুষ্করিণীতে নাড়, উড়ি, ঝরা প্রভৃতি কত রকম জলজ ঘাস, পাহাড়ে কত পার্ব্বত্য ঘাস, বন জঙ্গলে কত লতা পাতা, প্রকৃতি-দেবী সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

অনেক দেশে পুরাতন পুষ্করিণীতে নাড় নামক যে এক প্রকার জলজ ঘাস জন্মে, ঐ ঘাস প্রায় বার মাস পাওয়া যাইতে পারে। উহা কাটিয়া

আনিয়া গরুকে খাওয়াইতে পারিলে সকল দিকেই খুব উপকার হয়। হুগলী জেলার প্রায় সকল গ্রামেই এই ঘাস আছে। কিন্তু বর্ষাকালে জল বেশী হয় এবং জোঁক ধরে বলিয়া জলে নামিয়া কেহ কাটিতে পারে না। রাজসাহী জেলায় তিন চারি টাকা মূল্যে মাটীর নির্ম্মিত চাড়ি নামক যে গোলাকার জলযান কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা এ দেশে আনিতে পারিলে, উহাতে নির্ভয়ে বসিয়া প্রচুর ঘাস অনায়াসে কাটিয়া আনিতে পারা যায়।

বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জেলায় "বাথান" আছে। যে সময়ে গ্রামে ঘাস পাওয়া যায় না, সেই সময় বাথানে গরু পাঠান হয়। তথায় গরুগুলি চরিয়া খাইবার সুবিধা পায়, কিন্তু রাত্রে অনাবৃত স্থানে থাকে। বিশেষতঃ শীতকালে ঠাণ্ডা লাগিয়া যে ক্ষতি হয়, তাহা অতি সাংঘাতিক এবং অধিক গরু একত্রে থাকায় নানা প্রকার কঠিন রোগ "মড়ক" আকারে প্রকাশ পায়, তাহাতে এক সময়ে বহু সংখ্যক গরুর মৃত্যু হয়। এই সকল বাথানে সুস্থ ও পীড়িত গরুর থাকিবার স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ধর্ম্মপ্রাণ ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ মহা পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন।

বর্ষার প্রারম্ভ হইতে কয়েক মাস যেমন অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস জন্মে, শিশির পতনের সঙ্গে সঙ্গে তেমনই সমস্ত মরিয়া যায়। অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসকাল অনেক দেশে ঘাস একেবারেই পাওয়া যায় না। ঐ সময়ের জন্য নিম্নলিখিত দুই প্রকার উপায়ে শুষ্ক অথবা টাট্‌কা অবস্থায় ঘাস সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারে।

১। বর্ষার শেষে অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিন মাসে প্রচুর ঘাস পাওয়া যায়। ঐ সময়ে আবশ্যক মত ঘাস সংগ্রহ করিয়া উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে ঘরের মধ্যে গাদা দিয়া রাখিতে হয়। জল পাইলে পচিয়া

যায়। এই শুষ্ক ঘাস ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া খইল ভিজান জল ছিটা দিয়া খাইতে দিতে হয়।

২। নানাবিধ ঘাস, পুঁই পাতা, লাউপাতা, সীমপাতা, কপিপাতা, মূলাপাতা, ভুট্টার পাতা প্রভৃতি গরুতে যে যে লতা পাতা খায়, সেই সকল দ্রব্য ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া একটি উচ্চ জায়গায় গর্ত্ত খুঁড়িয়া খুব ঠাসিয়া পুঁতিয়া রাখিতে হয়, বায়ু ও জল প্রবেশ করিতে না পারে। উত্তমরূপে মাড়াইয়া উপরিভাগে লবণ মিশ্রিত খানিকটা জল ছিটাইয়া দিতে হয়। তাহার উপর তক্তা পাতিয়া ইট পাথর প্রভৃতি চাপাইয়া উপরে ঢালু করিয়া দুই হাত উচ্চ মাটী দিয়া চাপা দিতে হয়। ঐ স্থানে চাল করিয়া দিলে ভালই হয়। গর্ত্তটি গোলাকার হওয়া দরকার এবং ঘাস বাহির করিবার জন্য পার্শ্বে এরূপ ভাবে একটি গর্ত্ত রাখিতে হয়, যেস্থান দিয়া ঘাস বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে, অথচ বায়ু বা জল তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। গর্ত্তটি পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারিলে অধিক ঘাস নষ্ট হয় না। ইন্দারার ন্যায় মাটীর ভিতরে গর্ত্ত করিতে হইলে ভূমধ্যে যতটা নিম্নে জল থাকে, তাহার অন্ততঃ দুই ফিট উপর পর্য্যন্ত গর্ত্ত করা যায়। ইট ও সিমেণ্ট দিয়া মাটীর ভিতর কিম্বা মাটীর উপরেও উচ্চ করিয়া গাঁথিয়া দিতে পারা যায়। পাটনা, গয়া প্রভৃতি বিহার প্রদেশের নানাস্থানে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাবে বহুকাল হইতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ঘাস সংরক্ষণ করা হয়। বাঙ্গলার যে যে প্রদেশে ঘাসের অত্যন্ত অভাব হয়, তথাকার লোকে ঐ প্রকারে টাট্‌কা ঘাস সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন। এই উপায়ে সংগৃহীত তৃণাদি গরুর বিশেষ উপকারী ও মুখপ্রিয় হয় এবং বহুকাল টাট্‌কা থাকে।

৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রথায় ঘাস রক্ষণ প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহারা এই গর্ত্তের নাম সাইলো

(Silo) এবং ঘাসের নাম সাইলেজ্ (Silage) রাখিয়াছেন। এখন ইউরোপের সর্ব্বত্র সাইলোর প্রচলন হইয়াছে।

খুব কচি এবং খুব পাকা ঘাস সাইলোর উপযোগী নহে। সাইলোর চতুর্দ্দিকের ঘাস কতকটা নষ্ট হয়ই। সাইলোর আকার ১০ ফিট ব্যাস এবং ১৬ ফিট গভীর হইবে। উহার অভ্যন্তরে ১০টি হইতে ৫০টি গরুর উপযোগী খাদ্য সঞ্চিত করা যায়। গরুর সংখ্যানুসারে সাইলোর আকার ইচ্ছামত ছোট বড় করিয়া নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ১০টির কম গরুর জন্য সাইলো সুবিধা জনক নহে। এদেশে গোয়ালা ব্যতীত ২।৩টির বেশী গরু প্রায়ই কাহারও ঘরে নাই। তাঁহারা ২।৩ জনে মিলিয়া ঐরূপে ঘাস সঞ্চয় করিতে পারেন।

ঘাসের ন্যায় খড়ও গরুর অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। যে সময়ে ঘাস পাওয়া যায় না এবং যে সকল গরুর ঘাস খাইবার উপায় নাই বা যাহারা বাহিরে কিছু খাইতে পায় না, সেই সকল গরুর পক্ষে খড় অত্যাবশ্যকীয় ও প্রধান খাদ্য। পেট ভরিয়া খড় খাইতে দিতে পারিলে ঘাসের তত আবশ্যক করে না, এখানে ওখানে দুই একবার বাঁধিয়া দিলেই চলে। সম্বৎসরের যাহা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ খড় মজুত থাকিলে গো-সেবা ভালরূপেই হইতে পারে।

খড় দুই প্রকার, আটি খড় ও পোল খড়। বাঙ্গলার যে অঞ্চলে আটি খড় জন্মে, সেই সেই স্থানে এত অধিক খড় উৎপন্ন হয় যে, তথায় গরুর খাদ্য বাদে সে দেশের সমস্ত মেটে ঘর ধানের খড়েই ছাওয়া হয়। এক ছাওনীতে ৮।১০ বৎসর যায়, আবার সেই পরিমাণ নূতন খড়ে নূতন করিয়া ঘর ছাইতে হয়, আর প্রতি বৎসর কিছু কিছু খড় গোঁজা দিতে হয়। সেখানে উলুখড় নাই। সমগ্র দেশের ঘর ছাইতে কম খড়টা লাগে না। ঐ দেশে উলু খড়ের আবাদ ও উলু খড়ে ঘর ছাওয়া প্রচলন হইলে অনেক খড় গো-খাদ্য রূপে অন্য দেশে নীত হইতে পারে।

কোন কোন দেশে বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে বর্ষাকালে অনেক জল হয়, প্রতি বৎসরই অল্পাধিক পরিমাণে বন্যা আসে। সে দেশের ধান গাছ বড় বড় হয় এবং কাটিবার সময় খানিকটা খড় সহ শীষ কাটিয়া আনা হয় এবং গরুর দ্বারা মাড়িয়া লওয়া হয়। সে খড়ে ঘর ছাওয়া ত হয়ই না, উহাতে কেবল কয়েক মাসের গরুর খাদ্য সংগ্রহ হয় মাত্র। এই জন্য হুগলী ও শ্রীহট্ট জেলার গরুর মধ্যে এত তফাৎ।

কত প্রকার যে ঘাস, লতা পাতা, গুল্ম, ফল, মূল প্রভৃতি গরুতে খায়, তাহার সংখ্যা নাই। তন্মধ্যে ঘাস খড় ছাড়া—কপি, টার্নিপ্, গাজর, মূলা জৈ, ভুট্টা, জোয়ার, দেধান প্রভৃতি এবং যব, গম, মটর, ছোলা, মসুরী, খেসারি, মুগ, অড়হর ইত্যাদির পাতা ও ফলের ভূষী, চাউলের কুঁড়া, চিঁড়ার কুঁড়া এবং গুলঞ্চ, বাব্লা ফল, তালের মোচ, তালের মোকা, পাকা তাল, রম্ভা, আম কাঁটালের খোসা, আনাজের (কচু, মান, ওল বাদে) খোসা, নানা প্রকার খইল, ভাত, ফেণ ইত্যাদি গরুর কত রকম খাদ্যই না আছে। কেবল আমাদের যত্ন চেষ্টার অভাবেই গরুর দুরবস্থা দূর হইতেছে না। এত খাদ্য থাকিতে আমরা গোমাতাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতে পারি না।

খাদ্যাখাদ্য বিচার।

যাঁহাদের লাভ লোকসান খতাইয়া দেখা দরকার, তাঁহাদের পক্ষে জমা খরচের হিসাব রাখিতে হইবে। গরু কোন্ তারিখে গর্ভিণী হইল, কোন্ তারিখে প্রসব হইল, কি রংএর কি বাছুর হইল, প্রত্যহ কত দুধ হইতেছে, কাহার কোন্ দিন কি পীড়া হয়, চিকিৎসার বিবরণ, ফলাফল,

মৃত্যুর তারিখ, প্রত্যহ কত আয় কত ব্যয় অর্থাৎ লাভালাভ, এ সকলের একটা খাতা করা ভাল। যে সময়ে ভারতে গোধনের সমাদর হইয়াছিল, সেই সময়ে দেশের লোকে এইরূপ হিসাব রাখিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্টমী তিথিতে যে ষাঁড় জন্মিয়াছে, সেই ষাঁড় বৃষোৎসর্গের জন্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে, শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে (১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "ব্রাহ্মণের গরু অল্প খায়, বেশী নাদে" এ কথাটাও ঐ ভাবেরই পরিচায়ক। ফলকথা—এইরূপ একটা হিসাব রাখা মন্দ নহে, উহাতে আনন্দও আছে।

মাছ, মাংস বা কীট পতঙ্গাদি কোন প্রাণী অথবা ডিম গরুতে ভক্ষণ করে না। ঐ সকল সংস্পৃষ্ট কোন খাদ্য খাইলে গরুর পীড়া হয়।

গরুড় পুরাণে কথিত হইয়াছে,—শালি ধান্য ও মসূর একত্রে ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইলে গো মহিষাদির সবিশেষ পুষ্টি ও দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

অগ্নি পুরাণে লিখিত আছে,—মাসকলাই, তিল, গোধূম, ছাগ-দুগ্ধ ও ঘৃত, এই সকলের পিণ্ড করিয়া লবণ সংযোগে খাওয়াইলে বৎসগণের পুষ্টিকারক হয়।

কেহ কেহ বলেন,—ধানের খড়ে ঘাসের ন্যায় পুষ্টিকর পদার্থ নাই। কিন্তু ঘাসের অভাবে খড় ভিন্ন গতিও নাই। খড় বারমাস পাওয়া যায়। ঘাস খাইলে গরুর দুধ পাতলা ও বেশী হয়, সময় সময় দুধে গন্ধও হয়। খড়ে দুধ ঘন হয় বলিয়া কিছু কম হয়, কিন্তু যে গাভী খইল খড় খায়, তাহার দুগ্ধ অতি সুমিষ্ট হয়।

ঘাসের একটা প্রধান গুণ এই যে, প্রচুর ঘাস খাইতে পাইলে গোগণের অন্য খাদ্য কিছুই আবশ্যক করে না। আর খড় খাইতে দিলে অপরাপর খাদ্য খাইতে দিতে হয়। ধানের খড় অপেক্ষা যব ও গমের খড় সমধিক পুষ্টিকর। আউশ ও বোরো ধানের খড়, জলা ভূমির

নল মোটা খড়, নূতন খড়, পচা খড় প্রভৃতি দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়াইতে নাই। পোল খড় কাটিয়া দিতে হয় না, কেবল গাদা হইতে ফাড়িয়া ডাবায় দিলেই হয়। যে দেশে আটি খড় নাই, সেদেশে কাহারও ঘরে কাস্তে বঁটিও নাই। উহাতে খইল ভিজান ছিটাইয়া দিলেই কিম্বা অল্প জল সহ খইল দিলেই গরুতে তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করে। পোলখড়ের সঙ্গে বেশী জল না দিয়া পৃথক পাত্রে জল খাওয়ানই ভাল। আটি খড় ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া খইল ও জল সহ খাইতে দেওয়াই ঠিক।

মসূরী, খেসারী, মুগ, মাসকলাই, মটর, জৈ, জোয়ার, মক্কা প্রভৃতি শস্যের কাঁচা গাছ এবং আম জাম ইত্যাদি অনেক প্রকার বড় বড় গাছের নূতন কচি কচি পাতা, কপি পাতা, মূলা পাতা, পালম্ পাতা, ভূট্টার পাতা, আকের পাতা, ডুমুর পাতা, বাঁশ পাতা, সকল গরুতেই খাইতে ভালবাসে।

মাসকলাই, মটর, যব, জৈ প্রভৃতি শস্য জাঁতায় ভাঙ্গিয়া ১০।১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া কিম্বা সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিতে হয়। বুট খাওয়াইলে গাভীর দুধ কমে কিন্তু চেহারা ভাল থাকে, বলদের বল বাড়ে। শস্যের মধ্যে মাসকলাই ও খেসারির ডাইল দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য।

কলাই মাত্রেরই ভূষী গরুতে খায় এবং ইহা অত্যন্ত উপকারী। ভূষী শুকনা খাওয়ান ভাল নহে। উহা জাব জলের সঙ্গে অথবা খইল, ভাত ও ভূষী একত্রে মিশাইয়া খাওয়ান ভাল। যব ও গমের ভূষীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কচুর ডাঁটা সিদ্ধ খাওয়াইলে, দুধ লাল ও পাতলা হয়। মানকচু ও ওল সিদ্ধ ভাল না হইলে দুধ পাতলা হয় এবং গরুর মুখ ধরে। নিমের শুলঞ্চে দুধে গন্ধ হয়। গমের খোসায় দুধ কমিয়া যাইতেও পারে। বাব্লার কলে দুধে গন্ধ হয়। কলার থোড়ে দুধ নিতান্ত জলীয় হয়, কিন্তু খইল ও বিচালীর সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ভাল। কল্মীতে উপকার নাই। ম্যাণ্ড সিদ্ধ দিলে পানীয় জল কম দিতে হয়। মদের ভাটীর ছিব্ড়ে

(পরিত্যক্ত অংশ) অল্প পরিমাণে খাওয়াইলে দুধ বাড়ে, বেশী খাওয়াইলে নেশা হইতে পারে। নাড় ঘাসে দুধ খুব বাড়ে। কাঁটানটে সিদ্ধ খাওয়াইলে দুধ সুমিষ্ট হয়। লাউ বা কাঁটানটে, চাউল অথবা খুদের সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া দিতে হয়।

খইল মাত্রেই গরুর পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা মাংসপেশীর বলবর্দ্ধক, শারীরিক গঠনের পূর্ণতা সাধনে বিশেষ সহায়তাকারী, রক্ত পরিষ্কারক, উত্তেজক, লাবণ্য বৃদ্ধিকর, দুগ্ধ বর্দ্ধক এবং রুচিকর রসায়ন।

প্রত্যেকবার জাবের সঙ্গে খইল দিতে হইবে। গোয়ালারা গাভীকে তিলের খইল খাওয়ায়। তিলের খইলে দুধে মাখন বৃদ্ধি হয়, ছানা বেশী হয়। এই সকল কারণে উহারা গাভীকে তিলের খইল খাইতে দেয়। তিলের খইল সহ জাব বেশীক্ষণ থাকিলে উহাতে একরূপ গন্ধ হয়, তাহা অনেক গরুতে খায় না। বেশী দিনের হইলে খারাপ হইয়া যায়, সর্ব্বত্র তিলের খইল পাওয়াও যায় না। এই সকল কারণে সরিষার খইলের প্রচলনই এদেশে অধিক। সরিষার খইল মন্দ নহে, সরিষার খইলে দুধ ঘন হয় বলিয়া দুধ কিছু কম হয়। কিন্তু সরিষার খইলের ঝাঁজ বেশী, উহাতে গরু জাব খায় ভাল। সরিষার খইল তেজস্কর, উহাতে গরুকে সবল রাখে। আর একটি বিশেষ কথা এই যে, যে গরু বরাবর সরিষার খইল খায়, তাহার পীড়া অতি কম হয়। রেড়ী, বা টেঁড়ির খইল অপকারক, উহা জমির পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। তিসির খইলে দুগ্ধের মাখন বৃদ্ধি হয়। তিসির ও নারিকেলের খইল গরুতে সহজে খায় না। বিলাতি গরুর পক্ষে সরিষার খইল বিশেষতঃ সর্ষপে রাই মিশান খইল ভয়ঙ্কর গরম এমন কি বিষতুল্য হয়। নারিকেল, মহুয়া এবং কাপাসের খইল কোন কোন স্থানে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহাতে উপকার তত নাই। কাপাস খইল দুই প্রকার—খোসা সহ ও খোসা হীন। অল্পদিনের টাট্‌কা খইলই ভাল। বেশীদিনের

শুক্না থইলে উপকার নাই, পোকা হয়, গরুতেও তাহা ভালরূপে খায় না।

পাকা তালের মাড়ি গরুর খুব মুখপ্রিয় ও পুষ্টিকর। তাল পাকিলে প্রত্যেকবার জাব দিবার সময় এক কলসী পরিমাণ জলে ২।৩টি তাল গুলিয়া খড়ের সহিত খাইতে দিলে সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ করিয়া পাত্র চাটিয়া খায়, চেহারা ভাল হয়, দুগ্ধ বাড়ে। তাল দিলে আর খইল দিলেও চলে, না দিলেও চলে। তালের আঁশ খাইতে দিতে নাই। আম, কাঁঠাল, রম্ভা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। উহার খোসাগুলিও গো-গণের অতি প্রিয় ও সুখাদ্য। কচুর ডাঁটা, নিমের গুলঞ্চ (নিম গাছে যে গুলঞ্চ জড়াইয়া উঠে) ও বাব্‌লা ফল ব্যবহার না করাই ভাল। অনেক প্রকার ফলের বীচি ইহারা হজম করিতে পারে না। এই কারণে সার গাদায় বেগুণ চারা, বাবলা চারা, কুমড়া চারা প্রভৃতি অনেক রকম চারা আপনি জন্মে। কোন কোন ফলের আঁঠি বিশেষতঃ আমের আঁঠি গরুর গলায় আটকাইয়া বিপদ ঘটিতে পারে।

গৃহস্থ ঘরে প্রত্যহ ভাত রাঁধিয়া দেওয়া ঘটে না। অনেক গৃহস্থের গাভী প্রসব হইলে দিন কতক চাউল বা খুদ রাঁধিয়া দিবার ঝোঁক ধরে বটে, কিন্তু সে ঝোঁক বেশীদিন থাকে না। যাঁহারা দুই একটি গাভী পুষিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি প্রতিদিন গরুর জন্য অন্ততঃ পাঁচ ছটাক চাউল নিজেদের রাঁধিবার সময় ভাতের হাঁড়ীতে বেশী লয়েন, তাহা হইলে প্রত্যহই ভাত ফেণ কিছু কিছু খাইতে পায়। কোন কোন গো সেবা পরায়ণ গৃহস্থ ও গোয়ালা প্রত্যহই গরুকে একসের পাঁচ পোয়া চাউলের বা খুদের ভাত রাঁধিয়া দিয়া থাকেন। তাঁহাদের গরুর ভাতের জন্য হাঁড়ী, উনান প্রভৃতি স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকে। খইল, ভূষী ও ভাত প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে দুগ্ধবতী গাভীকে খাইতে দিলে, দুগ্ধ প্রদান শক্তি অক্ষুন্ন থাকে, তাহার দুধ সহজে কমে না এবং অনেকদিন দুধ দেয় ও

স্বাস্থ্য ভাল থাকে। বলদকে খাওয়াইলে কাজ বেশী করে। ভূষী দিতে না পারিলেও খইল ভাত দিতেই হইবে।

সকল জীবের পক্ষেই পানীয় জল উৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। জলই জীবন। গরুর পিপাসা অত্যন্ত অধিক। কাঁচা ঘাসের সঙ্গে জল বা খইল কিছু দিতে হয় না। ছোট ছোট কাঁচা ঘাস আদত দিলেও চলে কিন্তু শুষ্ক ঘাস বা খড় দিতে হইলে খইল জল চাই।

পল্লীগ্রামে অধিকাংশ স্থানে গ্রীষ্মকালে জলের যেরূপ অভাব হয়, তাহাতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা অনেকের পক্ষে নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। এই সকল অপরিস্কৃত ও দূষিত জল পান করিয়া প্রতি বৎসর যে কত গরু অকালে মারা যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। যেখানে উপায় নাই, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যে সকল গৃহস্থ উপায় থাকিতেও বিবেচনা শূন্য হইয়া বাড়ীর নিকটস্থ ক্ষুদ্র ডোবা প্রভৃতির অপরিস্কৃত জল খাইতে দেন, তাঁহাদের গরু সহজেই পীড়িত হইয়া থাকে। আজ কাল টিউবওয়েলের প্রচলন হওয়ায় জলকষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়াছে।

আধসের সিদ্ধ মাসকলাই, আধসের ভাতের মাড়, এক পোয়া গুড়, একতোলা পিঁপুলের গুঁড়া, আর এক ছটাক লবণ এক সঙ্গে মিশাইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দিন কতক খাওয়াইলে, গরুর দুধ খুব বেশী হয়।

আকের (ইক্ষুর) শিকড় চূর্ণ এক ছটাক, আধসের কাঁজীর সঙ্গে গুলিয়া খাওয়াইলে গরুর দুধ অধিক হয়। খড়ের সঙ্গেও ঐ কাঁজী দেওয়া যাইতে পারে। এখন আর কাঁজীর ব্যবহার কোন স্থানে নাই।

বাঁশের পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই জল খাইতে দিলেও গরুর বেশী দুধ হইতে দেখা যায়। ঐ জলের মধ্যে যোয়ান আধ ছটাক এবং আকের গুড় কিছু মিশাইয়া দিলে আরও ভাল হয়।

রেড়ীর কচি কচি দুই চারিটা ডগা, জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল

খাওয়াইয়া দিলে, গরুর দুধ খুব বেশী হয়। সিদ্ধ পাতা দুই চারিটা পালানের উপর রাখিয়া কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে এবং কিছুক্ষণ পরে খুলিয়া দুধ দুহিতে আরম্ভ করিলে, অধিক দুধ পাওয়া যায়। পাতা অধিক গরম থাকা ভাল নহে।

তেঁতুল গাছের আঠা এক আনা পরিমাণে দিন কতক খাওয়াইলে অধিক দুধ হইতে দেখা যায়।

প্রত্যেক বার জাবের সঙ্গে একটু করিয়া মাত গুড় বা চিনির গাদ খাওয়াইলে দুধ বাড়ে ও সুমিষ্ট হয়।

খেসারির ডাইলের সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। কেহ বলেন খেসারির ডাইলে খুব দুধ বাড়ে, আবার কেহ বলেন অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। রাজসাহী, পাবনা প্রভৃতি জেলার লোকে খেসারির ডাইল প্রত্যহ তৃপ্তিপূর্ব্বক খাইয়া থাকেন, কিন্তু মাসকলাইয়ের ডাইল বৎসরের মধ্যে একদিন খান কিনা সন্দেহ। তদ্রূপ বৰ্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলায় প্রত্যহ মাসকলাইয়ের ডাইল খাইতে লোকে অভ্যস্ত, কিন্তু খেসারির ডাইল একেবারে খান না বলিলেই হয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে মীমাংসা ঐরূপ অর্থাৎ যে দেশের লোকে খেসারির ডাইল খান, সে দেশের গরুর পক্ষেও খেসারি উপকারী এবং যে দেশের লোকে মাসকলাইয়ের সমাদর করেন, সে দেশের গরুর পক্ষে মাসকলায়ই উৎকৃষ্ট।

পাশ্চাত্য গো-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, "লবণ ও গন্ধক গরুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য" এবং তাঁহাদের দেশের গরুকে প্রতিদিন লবণ খাইতে দেওয়া হয়। খাদ্য বস্তু জলে সিদ্ধ করা ইত্যাদি কারণে লবণের পরিমাণ কমিয়া যায়, ইহাতে সে ক্ষতিপূরণ করে। ভিজা ঘাস, জলজ ও আর্দ্রভূমির ঘাস খাওয়ার মন্দ ফল সংশোধন করে, লবণ খাওয়াইলে গরু শীঘ্র পুষ্ট হয়। লবণে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে। লবণ খাওয়াইলে পেটের দোষ যায়, দুধ বাড়ে, গরুর পায়ের ঘা (এঁষে ঘা ?)

হয় না। গন্ধকের গুণও ঐ প্রকার এবং লবণের ন্যায় প্রতিদিন গরুকে গন্ধক খাইতে দিতে হয়।

"নুণ খাইলে গুণ গাহিতে হয়" ইহা সকলেই বলেন। ঋষিগণও লবণ ও গন্ধকের আবশ্যকতা বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু ঐ দুইটি বিষয়েই গোলযোগ ঘটিয়াছে। এদেশে কোন কোন খাদ্যে কিছু কিছু লবণ দেওয়া হইলেও নিত্য নিয়মিত ভাবে গরুকে লবণ খাইতে দিতে কেহই পারেন না। গন্ধক অনেক প্রকার পীড়ায় অত্যাবশ্যকীয় মহৌষধ। কিন্তু গন্ধক এদেশে এখন আর যেখানে সেখানে সহজে পাইবার উপায় নাই। গন্ধক যাহা হয় হউক, কিন্তু কোন প্রকারে দুগ্ধবতী গাভীকে অন্যান্য খাদ্যের সহিত প্রতিদিন অন্ততঃ এক ছটাক পরিমাণে লবণ খাওয়াইতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। লবণ মিশ্রণে খাদ্যও সুস্বাদু হয়।

ঘাস, খড়, খইল, ভাত, ফেণ, আমানী (কাঁজী), ভূষী, কুঁড়া, লতা পাতাপ্রভৃতি গরুকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতে পারিলেই গরু-পোষা সার্থক হয়। নচেৎ অল্পাহারে, অর্দ্ধাহারে, অযত্নে গরু পোষা আর গো-হত্যা করা দুইই সমান।

শুক্না ভূষী, ধান ও কলাই প্রভৃতি শস্য এবং ভাত, ফেণ প্রভৃতি খাদ্য অতিরিক্ত পরিমাণে খাইয়া পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিয়া অনেক গরু বাছুর মারা পড়ে।

অপরিষ্কার কিম্বা দুর্গন্ধযুক্ত কোন প্রকার খাদ্য গরুকে দিতে নাই। খাদ্যের সহিত গোময়াদি সংস্পৃষ্ট হইলে অথবা পচা খাদ্য গরুতে খায় না। যে খাদ্য খাইতে বিমুখ হয়, তাহা জোর করিয়া খাওয়ান যায় না।

দুর্ব্বাঘাস ও বাঁশ পাতা গরুর অতি প্রিয় খাদ্য। গরু ধরা না দিলে, উহা হাতে করিয়া ডাকিলে কাছে আসে।

স্নান।

স্নান দুই প্রকার—জলে নামিয়া স্নান ও গাছে বাঁধিয়া স্নান। জলে নামিয়াই ভাল, কিন্তু যে জলে নামিতে চাহে না, তাহাকে জোর করিয়া নামান ভাল নহে। শীতকালে জলে নামান কিম্বা ঠাণ্ডা জলে স্নান করান অনুচিত।

আবদ্ধ জীব যেখানে থাকে, সেইখানেই মল মূত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। গরুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার রাখিবার জন্য সদা সর্ব্বদা যেমন গোয়ালঘর পরিষ্কার রাখিতে হইবে, তেমনই গরুর গায়ে কোন স্থানে হঠাৎ মলমূত্র লাগিলে তৎক্ষণাৎ তাহা ধোওয়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ উহা শুকাইয়া গরুর গা চড়্ চড়্ করে। ঐ স্থান জিহ্বা দ্বারা চাটিতেও পারে না, ভীষণ অশান্তি ভোগ করিতে থাকে। যদি পাছায় মলমূত্র লাগিয়া শুকাইয়া যায়, তবে হয়ত গোয়ালের যেখানে মলমূত্র আছে, সেইখানে ইচ্ছাপূর্ব্বক শোয়, কারণ আর্দ্র থাকিলে চড়্ চড়্ করে না, কিন্তু তাহাতে আরও বেশী পরিমাণে ময়লা লাগে। সময়ে খাইতে না পাওয়া অপেক্ষা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপরিষ্কার থাকায় অধিক কষ্ট হয় ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে। স্নান করাইলে গায়ের সকল ময়লা দূর হয়, লোমগুলি চিক্কণ, ত্বক স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্লিত হয়, সহজে পীড়া হইতে পারে না, ধাত ঠাণ্ডা থাকে। স্নান করাইবার সময় খড়ের নুটী করিয়া গা রগড়াইয়া দিলে, সকল ময়লা সহজে পরিষ্কার হয়। জলে নামাইয়া বা জল তুলিয়া যাহাতে সুবিধা হয়, সেইরূপেই স্নান করান যাইতে পারে। অগ্রে মস্তকে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। স্নানের পূর্ব্বে শৃঙ্গে সর্ষপ তৈল ও হরিদ্রা মাখাইয়া দেওয়ায় অনেক উপকার হয়।

শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে স্নানের আবশ্যকতা অধিক। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে স্নান করানই ভাল। সময় ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঘন ঘন কিম্বা

বেশী দিন অন্তর স্নান করাইতে হয়। শীতকালে খুব রৌদ্রের সময় অল্প গরম জলে এবং ১০।১৫ দিন অন্তর স্নান করান ভাল, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ২।৩ দিন কি ৪।৫ দিন অন্তর শীতল জলে স্নান করান হিতকর। দুর্ব্বল বা পীড়িত অবস্থায় স্নান করান ভাল নহে। যে গরুর গা পরিষ্কার থাকে, সে শুইবার জন্য ভাল স্থানই নির্ব্বাচন করিয়া লয়। শরীরের ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় ধোওয়ান যায়। স্নানান্তে 'গাভীর ললাটে সিন্দুর দিলে পুণ্যলাভ হয় এবং অতি সুন্দর দেখায়।

খাদ্য প্রদান।

প্রাতে ৫টা হইতে ৬টার মধ্যে গোয়াল হইতে গরু বাছুরকে উঠানের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাঁধিয়া আগে গোয়ালঘর পরিষ্কার করিতে হইবে। যে সকল গরু বাহিরে চরিতে বা ঘাস খাইতে পায় না, তাহাদিগকে ৪ বার খাদ্য দিতে হইবে। প্রাতে ৬টা হইতে ৭টা, ১০টা হইতে ১১টা, ৪টা হইতে ৫টা এবং রাত্রে ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে খাইতে দিতে হইবে। প্রত্যেক বার জাবে এক কলসী জল, এক পোয়া খইল ও এক ঝুড়ী খড় দিতে হয়। খইল, ভূষী ও ভাত একত্রে রাত্রি ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে অথবা প্রাতে ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে গো দোহনের পূর্ব্বে খাওয়ান কর্ত্তব্য। খইল এক পোয়া, ভূষী আড়াই পোয়া, ভাত অন্যূন পাঁচ ছটাক চাউলের ও দুই বেলার সঞ্চিত ফেণ এবং একটু লবণ এই সময় খাইতে দিতে হইবে। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে ঐ সকল খাদ্য দেওয়া চাই। খাদ্য প্রদানের ইহাই সাধারণ নিয়ম। ইহা ব্যতীত অন্যান্য সময়ে অন্যান্য খাদ্যাদি যিনি যে প্রকার খাওয়াইতে পারেন, খাইতে দিবেন।

একবারের জাব খাইতে এক ঘণ্টা লাগে। যদি ঘাস খাইবার সুবিধা থাকে, তবে তিনবার জাব দিলেই যথেষ্ট হয়। সকালে গো দোহনের পর ঘাস খাইবার জন্য বাহিরে বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ১২টার সময় (সকালে দুইবার জাব খাওয়াইয়া) অথবা ২টার পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাহিরে বাঁধিয়া বা চরিতে দিলে, সন্ধ্যার পর আর একটা জাব দিলেই হয়। মেলামাঠের সময় (যখন মাঠে শস্য থাকে না) প্রাতে জাব খাওয়াইয়া গো দোহনের পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চরিতে দিলে, রাত্রে আর একটা মাত্র জাব দিলেই হয়, কিন্তু ঐরূপ দীর্ঘকাল চরাইলে অনেক গাভী দুধ দিবার সময় নড়ে।

বলদের পক্ষে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিবার অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বা শেষ রাত্রে প্রথম জাব দিতে হয়, চষিয়া আসার পর ২য় জাব এবং রাত্রে একটা জাব, এই তিনবার নিয়মিত ভাবে খাইতে দেওয়া এবং বাহিরে বাঁধিয়া দিয়া বা চরাইয়া ঘাস খাওয়ান আবশ্যক।

বাঙ্গলা দেশের গরুকে পেট ভরিয়া ঘাস, খড় আর কিছু কিছু খইল, ভূষী, ভাত, ফেণ, কাঁজী, চাউল ধোওয়া জল, আনাজের খোসা এবং আম কাঁঠালের খোসা প্রভৃতি সাময়িক খাদ্য এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল দিতে পারিলেই গো-সেবা ভালরূপ হইয়া থাকে। তাহার উপর যদি যব, গম, কলাই প্রভৃতি শস্য (ভিজান বা সিদ্ধ করা) দিতে পারা যায়, আর খাইবার ও থাকিবার স্থানটি ভাল হয়, তাহা হইলে গো-সেবার ক্রটি কিছুই থাকে না, কিন্তু অধিক দুগ্ধবতী পশ্চিমা বড় গাভীকে ঐ সকল খাদ্য দ্বিগুণ পরিমাণে দিতে হয়, নানাবিধ খাদ্য ও শাক সব্জী, লতা পাতা প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইতে হয়, তবে বেশী দুধ দেয়। ইহারা যে দেশে জন্মে সেখানে ঐ সকল খাদ্য অতি সুলভ এবং সেই দেশই ধন্য।

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, "কলিকালে ক্ষীর প্রদানের তারতম্যানুসারে গাভীগণের আদর ও আহারের ইতর বিশেষ হইবে" এক্ষণে হইতেছেও

তাহাই। এদেশের কেহ কেহ সেইরূপ মত প্রচারও করিতেছেন। কোন গাভী অধিক দুগ্ধ দেয় না বলিয়া খাদ্য কমাইয়া দেওয়া অথবা দাম খতাইয়া অপকৃষ্ট ও অপুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করা কখনই মঙ্গল জনক হইতে পারে না।

আপনার বাড়ীতে যে গাভী আছে, যদি তাহা অধিক দুগ্ধবতী না হয়, অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক দুগ্ধ পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনার দেশে কিম্বা নিকটবর্ত্তী অন্য জেলায় যেখানে ভাল গাভী পাওয়া যায়, সেইখান হইতে গাভী ক্রয় করিবেন এবং বাড়ীর গরুগুলিকে এমন লোককে দান অথবা বিক্রয় করিতে পারেন, যেখানে খাইতে পায় ও অপেক্ষাকৃত সুখে থাকে। এইরূপ একবার লোকসান স্বীকার করিয়াও উৎকৃষ্ট গাভী সংগ্রহ পূর্ব্বক ভালরূপে সেবা করিলে, পরিণাম সুখকর হইবে, কখনই দুধ ঘিএর অভাব হইবে না, গোমাতা গৃহে মুর্ত্তিমতী থাকিয়া প্রচুর দুগ্ধ দানে পরিতৃপ্ত করিবেন, গো-সেবা লাভজনক হইবে।

ব্যাধি ও ঔষধ।

স্বভাবের বিকৃতিই রোগ। জীব মাত্রেই রোগের অধীন। শরীর ব্যাধি-মন্দির বা রোগের আবাসস্থান। ব্যাধিই শরীরকে নাশ করে, তাই 'রোগের সমান রিপু নাই'। কোন কারণে দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা বা ভাবান্তর প্রকাশ পাইলেই রোগের অস্তিত্ব বুঝা যায়। গৃহ দাহ, সর্পাঘাত প্রভৃতি কতিপয় আকস্মিক দুর্ঘটনা ব্যতীত সকল জীবেরই মৃত্যু রোগ কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে। রোগের হাত পা নাই, কেবল লক্ষণ দ্বারাই স্বরূপ প্রকাশ পায়। রোগ এক প্রকার নহে, "উনকোটী

চৌষট্টি রোগ"। পূর্ব্বে এদেশে ছিল না, এমন রোগও এক্ষণে অনেক হইয়াছে। একই রোগের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নাম আছে, তন্মধ্যে শাস্ত্রোক্ত নামই সর্ব্বত্র সহজে সকলে বুঝিতে পারে।

জীব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে এবং রোগ দমনের জন্য আবহমান কাল চেষ্টা চলিতেছে। শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি দৈবকার্য্য, মন্ত্র তন্ত্র বা ঝাড়ফুঁক, ধাতব, জান্তব ও লতা গুল্মাদি ঔষধ প্রয়োগ প্রভৃতি নানা উপায়ে পীড়ার শান্তি করিতে চেষ্টা করা হয়। রোগও যেমন অনেক ঔষধও তেমনই অসংখ্য।

যিনি যে দ্রব্য দ্বারা রোগের উপশম হইতে দেখিয়াছেন, তাহাই ঔষধ নামে অভিহিত হইয়াছে। লোক পরম্পরায় এইরূপে ঔষধের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। যাহা বহু পরীক্ষিত ও আশুফলপ্রদ এবং বহু লোকের অনুমোদিত, তাহাই রোগ বিশেষে খাওয়ান হইয়া থাকে।

কতিপয় পুরাণ ও সংহিতাদি গ্রন্থে এবং সুশ্রুতের চিকিৎসা-গ্রন্থে গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির চিকিৎসা লিখিত আছে। কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপ ও অপ্রচুর এবং দুজ্ঞের্য়। ভারতে এক সময়ে "বৃষায়ুর্ব্বেদ" নামক ঋষি প্রণীত গ্রন্থ ছিল, ইহা অনেকে বলেন। সামগায়ন ঋষির পুত্র পালকাপ্য হস্তী চিকিৎসায় নিপুণ ছিলেন। অঙ্গদেশের হস্তীপ্রিয় রাজা লোমপাদের নিকটে তিনি হস্তীর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার ঐ শাস্ত্রের নাম "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" বা "পালকাপ্য"। উহা গদ্য ও পদ্য সম্বলিত প্রাচীন সূত্রের আকারে লেখা। মহারাজ ঋতুপর্ণ, নল, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা নকুল ও সহদেব প্রভৃতি গো অশ্বাদির চিকিৎসা করিতেন, ইহা মহাভারত পাঠে জানা যায়। কিন্তু তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ কুত্রাপি নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশ্মীর নেপাল প্রভৃতি দেশে অনুসন্ধান করিলে অনেক গ্রন্থ মিলিতে পারে। প্রাচীনকালে অনেকেই গবাদির চিকিৎসা জানিতেন, কিন্তু কেহই সেই সকল ঔষধ

লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। অথবা ভারতের রাষ্ট্রবিপ্লবাদি নানা কারণে ঐ সকল গ্রন্থ দেশান্তরে নীত কিম্বা অগ্নিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এ দেশের লোকেও যিনি ঔষধাদি জানেন তিনি সহজে কাহাকেও তাহা শিখাইতে সম্মত হয়েন না। তাঁহার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল ঔষধগুলিও লুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপে বিশিষ্ট ঔষধের অভাবে ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে গো-চিকিৎসা পদ্ধতি অনাদৃত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত কারণে পীড়া জন্মে,—

১। বাসস্থানের অব্যবস্থা ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস,

২। গোগৃহে পরিষ্কৃত বায়ু গমনাগমন ও সূর্য্য কিরণ প্রবেশ না করা,

৩। গোয়ালের মেজে অসমান এবং নিয়ত সেঁৎসেঁতে বা অপরিষ্কৃত থাকা,

৪। গোয়ালের অনতিদূরে গোবর গাদা করা,

৫। গোরুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গোময়াদি ময়লা লাগিয়া থাকা,

৬। অত্যন্ত রৌদ্র বা ঠাণ্ডা লাগা অথবা বৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ কিম্বা অধিকক্ষণ ভিজা,

৭। পীড়িত গরুর সঙ্গে বাস বা বিচরণ,

৮। নিয়ত এক স্থানে বাঁধিয়া রাখা,

৯। অপরিষ্কৃত ও দূষিত জলপান,

১০। পুষ্টিকর খাদ্যাভাব, অনাহার কিম্বা অর্দ্ধাহার,

১১। অসময়ে ও অনিয়মে আহার অথবা অতি ভোজন,

১২। শুষ্ক ও শক্ত ঘাস এবং পচা বা অপরিষ্কৃত খাদ্য আহার,

১৩। প্রসবের পর ফুল (Placenta) ভক্ষণ করা,

১৪। বিষ, বিষাক্ত গাছ কিম্বা বিষাক্ত ফল খাওয়া অথবা কোন প্রকার বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত হওয়া,

১৫। অতিরিক্ত খাটান,

১৬। অসময়ে গো-দোহন কিম্বা অতিদোহন,

১৭। ভয় প্রদর্শন ও প্রহার করা,

১৮। মশকাদি দংশন,

১৯। বৎসের মৃত্যুজনিত শোক,

২০। আকস্মিক দুর্ঘটনা।

সচরাচর এই সকল কারণেই গরুর পীড়া হয়। অনেক সময় রোগের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "যেদিনে কুপথ্য যোগ, সেদিনে কি ঘটে রোগ?"

ঔষধ ও সুপথ্য প্রদান এবং যথোচিত সেবা শুশ্রূষা, এই তিনের একত্র সমাবেশ হইলে, অতি সত্বর পীড়া আরোগ্য হয়। মানুষের যে সকল ব্যধি হয়, গরুর সেই প্রকার রোগ হইলে, যে ঔষধে মানুষের রোগ সারে, সেই ঔষধেই গরুর রোগ ভাল হয়। বিশেষতঃ এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসায় কুকুরাদি নিকৃষ্ট জীবের শরীরে ঔষধ পরীক্ষা করিয়া মানুষের ঔষধ নিরূপিত হইয়া থাকে, সুতরাং জীব শ্রেষ্ঠ মানুষের সেই ঔষধে গবাদির রোগ যে আরাম হইতে পারে, তাহাতে সংশয় নাই; ইহা বহু পরীক্ষায় জানা গিয়াছে।

গো-দাগা বা গো-বৈদ্য।

বিগত ১৩১৮ সালের ২২শে ভাদ্রের হিতবাদি পত্রিকায় শ্রীহ— গোয়াবাগান, কলিকাতা স্বাক্ষরিত "অদ্ভুত জুয়াচুরি বা গো-দাগাদিগের চালাকী" শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, উহাতে গো-দাগাদিগের

প্রকৃতি ও কার্য্য প্রণালী অতি সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে। নিম্নে উহার সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইল।

"বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জেলার পল্লীতে পল্লীতে বহুকালাবধি অনেক নিরক্ষর ব্যক্তি গো-চিকিৎসার ভাণ করিয়া অযথারূপে গো-মহিষ প্রভৃতিকে পীড়ন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করে। উহারা সাধারণতঃ "গো-দাগা" বা "গো-বৈদ্য" নামে অভিহিত। ইহারা শরৎকালের প্রারম্ভ হইতে বসন্তের শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে গমন করিয়া, এই নিষ্ঠুর ব্যবসায় পরিচালনা করে। সরল গৃহস্বামিগণ ইহাদের চতুরতার বিন্দুমাত্রও অবগত হইতে না পারিয়া অনর্থক অর্থব্যয়ে তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর গো মহিষাদির কষ্টোৎপাদন করেন। এই গো-দাগাগণ প্রতি বৎসর একদিন মাত্র গৃহস্বামীর বাটীতে যাইয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই সমস্ত রোগের প্রতিকার করিয়া, গো-স্বামীর চক্ষে ধূলী নিক্ষেপ পূর্ব্বক অর্থাপহরণ করতঃ প্রস্থান করে।

উক্ত গো-দাগাগণ চিকিৎসা-তত্ত্ব কিছুই অবগত নহে। প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ের (ভাদ্র হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত) মধ্যে ইহারা কোন একটি গ্রামে কোন এক ব্যক্তির বাটীতে আশ্রয় লইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীস্থ প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয় এবং অস্বাভাবিক চীৎকারে গৃহস্থগণকে আপনাদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করে। ইহারা ৪।৫ জন একত্রে অবস্থান করে ও কোন স্থানে ৫।৬ দিনের অধিককাল থাকে না। সমগ্র বঙ্গদেশে ইহাদের সংখ্যা চারি পাঁচ সহস্রেরও অধিক হইবে।

চাষের উৎকট পরিশ্রমে বা বর্ষাপ্লাবিত ময়দানে প্রচুর আহার্য্য না পাইয়া, গরুগুলি অপেক্ষাকৃত হীনতেজ ও শীর্ণকায় হইয়া পড়ে। গৃহস্বামী মনে করেন, হয়ত তাঁহার গরুর কোন ব্যাধি হইয়াছে। তাই এই শ্রেণীভুক্ত দুরাত্মাদিগকে ডাকিয়া গবাদির পীড়ার শান্তি করাইবার চেষ্টা

করেন। এই পাষণ্ডগণ গরুর একটা না একটা রোগের ব্যাখা করিয়া গোস্বামীকে মুগ্ধ করে।

গোদাগাগণ গোস্বামীদিগকে বাক্‌চাতুর্য্যে প্রতারিত করিবার জন্য, কতকগুলি কল্পিত ব্যাধির নাম আবিস্কার করিয়াছে। আমরাও উহাদিগের প্রতারণায় বহুকালাবধি প্রবঞ্চিত হইয়া, অবশেষে উহাদিগের কতকগুলি চাতুরী অবগত হইয়াছি। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে সেই কল্পিত ব্যাধিগুলির নাম লিপিবদ্ধ করিলাম।

(১) স্বরযো বা শোষ। (২) পঁচা স্থনো বা জিহ্বার ক্ষত। (৩) চোরা সিমলা। (৪) ব্যান্ধ বা ফোলা। (৫) রসড়া বা বাত। (৬) মুটি লাগা বা ঘাস লাগা। (৭) মস্তিষ্ক পঁচন। (৮) আঁইস। (৯) দাঁত নড়া। (১০) প্লীহা। (১১) গোদানা বা গোভূত। (১২) গল ফাঁস। (১৩) মগজ ঢোণা। (১৪) চৌরাঙ্গি বাত। (১৫) শুক্‌নো ছড়ি। (১৬) জোঁকা মারা। (১৭) আড়াই গাঁজুরে ঢোলা। (১৮) সাজন্ দাগা ইত্যাদি। (আমি আর একটি নাম শুনিয়াছি, সে নামটি—"ঢ্যাণা কলা")। এই ব্যাধিগুলি উক্ত পাষণ্ডগণের কল্পনাকৃত ও সম্পূর্ণ অলীক। এগুলি কোনও শাস্ত্রোক্ত ব্যাধি নহে, উহাদিগের নিষ্ঠুর হস্তের কৌশল মাত্র।

এই দুবৃত্তগণের ব্যবহৃত অস্ত্রগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর। এই ভীষণ অস্ত্রগুলি দ্বারা ইহারা নিরীহ, বাক্‌শক্তিহীন পশুগণকে অকারণে দগ্ধ ও বিদ্ধ করত অসহ্য কষ্ট প্রদান করে।"

ঐ প্রবন্ধে আরও জানিতে পারা যায় যে, লেখক মহাশয়ের চেষ্টায় ও ২৭৬ নং বহুবাজারস্থ "পশু ক্লেশ নিবারিণী সভার" সহায়তায় হাওড়ার আদালতে কয়েকজন গো-দাগার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করা হয় এবং তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ায় ১৮৬৯ সালের ১ আইনের ২ ধারা মতে তাহারা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

এখন কথা হইতেছে যে, শ্রীহ———মহাশয়ের বর্ণনা অসত্য নহে এবং তাঁহার চেষ্টা ও অনুসন্ধান প্রশংসার্হ তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল গোদাগাদিগকে দণ্ডিত করা বা চিকিৎসা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য কি না?

"গঠন ভাঙ্গিতে পারে আছে নানা ছল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল।"

ঐ সকল গোদাগা যাহাতে ভালরূপে চিকিৎসা-তত্ত্ব অবগত হইতে পারে, তাহাদের দ্বারা যাহাতে দেশের গরু বাছুরগুলি প্রকৃতই নীরোগ হয়, তাহার উপায় বিধান করিতে চেষ্টা করা ভাল নহে কি? কেননা বর্ত্তমান সময়ে দেশে গো-চিকিৎসকের সম্পূর্ণ অভাব। অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে গোকুলকে রক্ষা করিতে হইলে, গো-চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে।

শ্রীহ———মহাশয় বলিয়াছেন, "সমগ্র বঙ্গ দেশে গোদাগার সংখ্যা চারি পাঁচ সহস্রেরও অধিক হইবে।" সুতরাং এতগুলি লোক কখনই উপেক্ষনীয় নহে। এই লোকগুলিকে প্রকৃত চিকিৎসক পদে স্থাপিত করিতে পারিলে দেশের কতই না উপকার হয়। আর ইহাদিগকে দণ্ডিত করিলে দেশের লাভত নাইই, বরং সমূহ ক্ষতি আছে। ইহাদের ষোল আনাই যে মিথ্যা, তাহাও বলা যায় না। অনেক প্রকার রোগ ইহারা আরাম করে ও অতি অল্প মুল্যে কাজ করে। গৃহস্থের গরুর সংখ্যানুসারে চারি আনা, ছয় আনা, বড় জোর এক টাকায় "গোয়াল ফুরণ" করিয়া লয় এবং প্রতি বৎসর একবার চিকিৎসা করিয়া যায়, ইহা কম সুবিধার কথা নহে। ভেটারিনারী কলেজে পড়িয়া কেহ ইহাদের ন্যায় সুলভে কার্য্য করিতে পারিবেন না।

রোগের কতকগুলি অশাস্ত্রীয় নাম কল্পিত হইলেও তাহাতে বিশেষ

কোন ক্ষতি নাই, যেহেতু সেই সেই কল্পিত নাম তাহাদিগকে রোগ নির্ণয়ে সহয়তা করে। যেমন—পশ্চিম বঙ্গে বেংয়া বা আওয়া, সিমলা বা পশ্চিমা প্রভৃতি এবং রাজসাহী, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় হাপা মিনা, ট্যাপামিনা, দাঁড়ামিনা, শুক্‌নামিনা, চৌষট্টি ডাক্‌রামিনা প্রভৃতি নানা দেশে গরুর রোগের নামারূপ উদ্ভট নাম কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়?

ঐ সকল গোদাগা যদি এমন একখানি চিকিৎসা-পুস্তক পায়, যাহা পাঠ করিয়া অনায়াসে রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হয়, যদি ঔষধের সাহায্যে রোগ আরোগ্য করিতে পারে, তাহা হইলে দাগুনি প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র তাহাদের হস্ত হইতে আপনিই খসিয়া পড়িবে।

যদি গ্রামের মধ্যে অন্ততঃ একজন লোক ঐরূপ চিকিৎসা পুস্তক পাঠে চিকিৎসা করেন, তবে আর গোদাগার আবশ্যকতাও থাকে না।

চিকিৎসা বিভ্রাট।

যত গোলযোগ চিকিৎসা ব্যাপার লইয়া। এদেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা গরুর চিকিৎসার জন্য অর্থব্যয় করিতে অনভ্যস্ত, কেবল গাছগাছড়ার ভক্ত। এটা ভাবেন না যে, একটা গরু মরিয়া গেলে কত লোকসান হয়। আর কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত, কিন্তু প্রকৃত চিকিৎসক অথবা ঔষধ প্রাপ্ত হয়েন না।

এদেশে এক্ষণে যত প্রকার চিকিৎসা-প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কবিরাজি, এলোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি এই তিনটিরই প্রচলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

গাছগাছড়া, টোট্‌কা বা মুষ্টিযোগ ঔষধ কবিরাজিরই অন্তর্গত। কবিরাজি ঔষধ সংগ্রহ করা অনেক সময়ে অনেকের পক্ষে কঠিন হয়। কোন কোন স্থানে গাছগাছড়া বিনামূল্যে পাওয়া গেলেও, সকল সময় সকল প্রকার গাছ পাওয়া যায় না। কতকগুলি মশলার দাম অত্যন্ত অধিক এবং দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু এই মতের অতি অকিঞ্চিৎকর ঔষধেরও ক্রিয়া কোন কোন স্থলে আশুফলপ্রদ হইতে দেখা যায়। কবিরাজি আমাদের আদরের, কেননা উহা আমাদের নিজস্ব ধন।

এলোপ্যাথিরও হাঙ্গামা কম নহে। কিন্তু এখন এলোপ্যাথিরই ভক্ত অধিক, ইহা রাজার অনুমোদিত চিকিৎসা। ব্যয় বাহুল্য ও আনুসঙ্গিক সেবা শুশ্রূষার আধিক্যের কথা নাই বলিলাম, ইহার চিকিৎসা ব্যাপার যাগ যজ্ঞের ন্যায় আড়ম্বর বিশিষ্ট। প্রথমতঃ রোগ নির্ণয়ার্থে রক্ত, কফ, নিষ্ঠিবন, মল, মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করা চাই। দুঃখের বিষয় প্রায়ই দেখা যায়, এ সকল পরীক্ষার পরও রোগ ধরা পড়ে না। সুতরাং যথাযোগ্য ঔষধ ও পথ্য অভাবে অকালে প্রাণ হারাইতে হয়। ইহা অতি নির্ম্মম ও আসুরিক চিকিৎসা। আধুনিক প্রথা ইন্‌জেক্‌সন, একরূপ সর্প দংশনের ন্যায় ব্যাপার। বাহিরের জিনিষ রক্তের সঙ্গে মিশাইলে, তাহার ভাবীফল মন্দ হইবারই সম্ভাবনা অধিক। আরও দেখা যায় যে, এলোপ্যাথি চিকিৎসায় রোগ যাপ্য থাকে এবং প্রায়ই পুনরাক্রমণ হয়। তথাপি এলোপ্যাথির এমন মোহিনী শক্তি আছে যে, দেশের অধিকাংশ লোক উহার রূপে মুগ্ধ।

এলোপ্যাথির ন্যায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও আমরা বিদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই চিকিৎসা অন্যান্য চিকিৎসার ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল চিকিৎসা নহে। ঔষধ সংগ্রহ করিতে অথবা সেবন করাইতে কোন কষ্ট নাই। হোমিওপ্যাথির রোগারোগ্যকারিণী শক্তি এমন অদ্ভুত ও বিস্ময়কর যে, প্রকৃতই হোমিওপ্যাথি "ভেল্কী লাগায়"। হোমিওপ্যাথিই

প্রকৃত সাত্বিক চিকিৎসা। যখন কাহাকেও অন্যান্য মতের ঔষধ খাওয়াইতে পারা যায় না, তখন হোমিওপ্যাথিই একমাত্র বন্ধু।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে গবাদির চিকিৎসার্থ গাছ গাছড়াদি ব্যতীত এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ ব্যবহৃত হয় নাই এবং বাঙ্গলা ভাষায় গো-চিকিৎসার একখানা পুস্তকও ছিল না। এক্ষণে এই ত্রিবিধ চিকিৎসাই প্রচলিত হইয়াছে ও ঐ সকল মতের বহু পরীক্ষিত আশু-ফলপ্রদ ঔষধ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে এবং ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত অচিকিৎসকের লেখা বাঙ্গলা ভাষায় গো-চিকিৎসার গ্রন্থই অধিক প্রকাশিত হইয়াছে। চিকিৎসা বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে, গ্রন্থকারের চিকিৎসা বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। অচিকিৎসক গ্রন্থকার কেবল গ্রন্থ বিশেষের নকল প্রকাশ করেন মাত্র।

যাহা হউক, দেশের অবস্থা বিবেচনায় এক্ষণে সকল প্রকার চিকিৎসারই ঔষধ প্রচার করিতে হইবে। যিনি যে প্রকার চিকিৎসা পছন্দ করেন, তিনি সেইরূপে চিকিৎসা করিবেন।

যে সকল মতের চিকিৎসায় দগ্ধ করা, মদ, আফিং, ধূতুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য খাওয়ান, টীকা দেওয়া, অস্ত্রাঘাত, জোলাপ দেওয়া এবং তন্নিমিত্ত ডুস, সিরিঞ্জ প্রভৃতি গুহ্যদ্বারে প্রবিষ্ট করণ, যে দ্রব্য সে বা তাহার বংশে কেহ কখনও খায় নাই, সেইরূপ দ্রব্য খাইতে দেওয়া প্রভৃতি অস্বাভাবিক ব্যবস্থা আছে, যাহাতে রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা চিকিৎসার যন্ত্রণা অধিক হয়, এক রোগ আরাম করিতে আর এক রোগের সৃষ্টি করে, সেই উৎকট ও স্থূল শক্তি সম্পন্ন প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি আমি পরিত্যাগ করিলেও সমগ্র দেশের লোক তাহা ত্যাগ করিবেন না, সুতরাং যাহা পূর্ব্বে "গো-জীবন ১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে এবং মাদক, অস্ত্রাঘাত, রক্ত-মোক্ষণ, জোলাপ,

দাগুনি ও অখাদ্য বিরহিত সুখসেব্য ও তত্ত্বশক্তিসম্পন্ন হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা, যাহা "গো-জীবন ৪র্থ ভাগ বা হোমিওপ্যাথি মতে পশুচিকিৎসা" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎসমস্ত এবং আমার সুদীর্ঘ কালের অনুসন্ধানের ফল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া প্রাচীন চিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা নামে পৃথক পৃথক ভাবে এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইবে।

"পাপ আর পুণ্য দুই পথ বর্ত্তমান।
যে পথে গমন ইচ্ছা, করহ প্রয়ান।"

রক্ষাকর্ত্তা ভগবান।

উচ্চ নীচ স্পৃশ্যাস্পৃশ্য প্রভৃতি ভেদজ্ঞান বিরহিত ও সর্ব্ব জীবে সমজ্ঞান করিয়া জীবের জীবন-রক্ষাব্রত বা চিকিৎসা কার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। সাহসী, বুদ্ধিমান, স্থিরমতি, ধর্ম্মনিষ্ঠ, চরিত্রবান, ব্যক্তিই চিকিৎসা কার্য্যে জয়লাভ করেন। যিনি আত্মবৎ অনুভব করতঃ আর্ত্তের রোগ সত্বর আরোগ্য করিয়া কষ্ট দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন, তিনিই সুচিকিৎসক।

চিকিৎসা কার্য্যের ন্যায় গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য্য বোধ হয় আর কিছু নাই, যাহার একদিকে জীবন অন্য দিকে মৃত্যু। পুস্তকাদি অনুশীলন করিয়া যথোচিত যত্নপূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদানে সিদ্ধিলাভ না হইলে কোন দোষ নাই। আরাম করেন ভগবান, চিকিৎসক উপলক্ষ্যমাত্র। তাই ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ বলেন,—

"আগে আল্লা,
পিছু হেল্লা।"

সুস্থতার লক্ষণ।

উজ্জ্বল মুখশ্রী, চক্ষুদ্বয় দীপ্তিযুক্ত, লোম মসৃণ এবং আগ্রহপূর্ব্বক আহার গ্রহণ, যথারীতি রোমন্থন ও মল মূত্র ত্যাগ করিতে দেখা যাইলে, তাহা সুস্থতাজ্ঞাপক। পিঠে হাত দিলে যদি গা চোমরায় অর্থাৎ সেইস্থানের ত্বক নাড়া দেয়, তবে তাহাও সুস্থতা প্রকাশক। গরুর নাসিকায় যেন এইমাত্র জল দেওয়া হইয়াছে, এরূপ আদ্র থাকিলে তাহা সুস্থতার বিশেষ লক্ষণ।

রোগ লক্ষণ।

রোগ লক্ষণ বা রোগ-নির্ণয় সম্বন্ধে সকল মতের চিকিৎসকই একমত, কারণ রোগের অনুরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে। ঔষধ চিকিৎসকের ইচ্ছানুরূপ হইতে পারে, কিন্তু রোগ লক্ষণ চিকিৎসকের ইচ্ছানুরূপ হইতে পারে না। লক্ষণ দ্বারাই রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন করা যায়।

ঔষধ প্রয়োগ।

কতবার ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা চিকিৎসকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ প্রাচীন চিকিৎসায় খাদ্যের ন্যায় পেট ভরা অথবা উগ্রবীর্য্য ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। রোগের অবস্থা, ঔষধের আকৃতি প্রকৃতি, পরিমাণ ইত্যাদি বুঝিয়া, যে ঔষধ যতবার প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। আবশ্যকের অতিরিক্ত বার কিম্বা পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন

ঔষধ (একবার এটা একবার ওটা) প্রয়োগ করা হইলে, তাহা ঔষধ সঙ্কট বা ওভার মেডিকেটেড্ (Over medicated) হইয়া থাকে।

ঔষধের মাত্রা।

গরুর বয়স, সবল কি দুর্ব্বল, রোগের অবস্থা, কতদিনের পীড়া, এই সকল বিশেষ বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রা বা পরিমাণ নিরূপণ করিতে হয়। ছয় মাস বয়স পর্য্যন্ত বাছুরকে পূরা মাত্রার ৬ ভাগের ১ ভাগ, অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক গরুর এক মাত্রায় বাছুরের ৬ বার হয়। এক বৎসর পর্য্যন্ত সিকি মাত্রা। ৩ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধমাত্রা। তদুর্দ্ধে পুরা মাত্রা দেওয়া যায়। পুস্তকে লিখিত ঔষধের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঔষধ ব্যবহৃত হইলে তাহা প্রাণনাশক হইতে পারে। ৬ মাসের কম বয়সের বাছুরকে আফিং দিতে নাই। সচরাচর অশ্ব ও মহিষের মাত্রা গরুর সমান। হস্তীর পক্ষে গরুর দ্বিগুণ, মেষ ছাগ কুকুর প্রভৃতির জন্য অর্দ্ধমাত্রা ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে।

ঔষধ খাওয়াইবার উপায়।

গাছ গাছড়াদি ঔষধ বাটিয়া কচি কলাপাতা জড়াইয়া গরুর মুখের ভিতর দিলে অনেক সময় খায়। উহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, জল বা ফেণ সহযোগে পাতলা করিয়া সরু গলা বিশিষ্ট বোতলের কিম্বা বাঁশের চোঙ্গার সাহায্যে ঔষধ খাওয়ান যায়। একজন লোক এক হাতে গরুর শিং ও অপর হাতে গরুর চোয়ালের নীচে ধরিয়া মুখ উর্দ্ধদিকে তুলিয়া ধরিবে এবং অপর এক ব্যক্তি বাম হস্তে গরুর মুখ হাঁ করিয়া দক্ষিণ

হস্তে ঔষধ খাওয়াইবে। খুব বলবান গরু হইলে কিম্বা বোতল অথবা চোঙ্গা করিয়া ঔষধ খাওয়াইতে হইলে, দুইজনে গরুর মুখ হাঁ করিয়া তুলিয়া ধরিবে এবং অপর এক ব্যক্তি ঔষধ খাওয়াইবে। বাঁশের চোঙ্গার একদিকে (যেদিকে ঔষধ ঢালিতে হইবে) কলমের ন্যায় টের্‌চা করিয়া কাটিয়া লইতে হয়। বাঁশের চোঙ্গা বা বোতলে করিয়া ঔষধ খাওয়াইতে অনেক সময়ে বিপদ ঘটিতেও পারে, কিন্তু একটি কলার পেটো (ঠোলা) গরুর মুখের ভিতর দিয়া তাহার উপর ঔষধ ঢালিয়া খাওয়াইলে অতি সহজে ঔষধ গরুর টাক্‌রায় যাইয়া পড়ে এবং কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।

ঔষধ সংগ্রহ

গরুর পীড়া হওয়ার পর ঔষধ সংগ্রহে চেষ্টা করিলে হয়ত ঔষধ মিলে না, অথবা অযথা বিলম্ব হয়। সেজন্য যতদূর সম্ভব দুষ্প্রাপ্য মশলাদি ঔষধ গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত। গৃহস্থের পক্ষে সামান্য সামান্য এবং চিকিৎসকের পক্ষে অধিক পরিমাণে সকল প্রকার ঔষধই সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। চিকিৎসকগণ কতকগুলি মশলা চূর্ণ করিয়া অথবা বটিকাকারে প্রস্তুত করিয়া শিশিতে রাখিতে পারেন। বটিকার কৌটায় কিম্বা শিশির গাত্রে কোন্ রোগের কি ঔষধ, তাহা লিখিয়া রাখিলেই ভাল হয়। নিমপাতা, কাঁচা হলুদ, গুড় ইত্যাদি সহজলভ্য টাট্‌কা অনুপানগুলি এবং মদ, আফিম প্রভৃতি দ্রব্য সকল চিকিৎসাকালে গোস্বামীকে সংগ্রহ করিবার ভার দিতে পারা যায়। ঔষধের মূল্য অধিক লইতে হইলে, গৃহস্থকে সকল ঔষধ সংগ্রহের ভার না দিয়া, চিকিৎসক স্বয়ং কতক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

পথ্য।

পীড়িত গরুকে কে আর বেদানা, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্ দিবে, প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু রোগ বিশেষে জলসাগু, জলবালি, ছানার জল বিশেষ উপকার করে। এতদ্ব্যতীত সচরাচর কচি ঘাস, বাঁশপাতা, ডুমুরপাতা, ফেণ, কলাই সিদ্ধ, জলসহ ভূষীর ভাব অথবা ভূষী সিদ্ধ ইত্যাদি পথ্য দেওয়া যায়।

কতকগুলি শস্যের মণ্ড বা মাড় (Gruel) পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যব, গম, বুট, মসুর, তিসী প্রভৃতির মণ্ড রোগ বিশেষে সুপথ্য। ঐ সকল শস্য জাঁতায় ভাঙ্গিয়া লইতে হয় এবং দুই এক সের পরিমাণ যে কোন শস্য ৪।৫ সের জলের সহিত মৃদু অগ্নিতে ভালরূপে সুসিদ্ধ করিয়া লইলে, সেই শস্যের মণ্ড বা মাড় প্রস্তুত হয়। উহার সহিত খানিকটা লবণ মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। গমের পরিবর্ত্তে ময়দার মণ্ড এবং বার্লির পরিবর্ত্তে যবের মণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। বার্লির ন্যায় ময়দা ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া জ্বাল দিতে হয়, নচেৎ জমাট বাঁধিয়া যায়। ভাতের মাড় অতি প্রয়োজনীয় পথ্য। উহা পথ্যরূপে এবং ঔষধ খাওয়াইতে প্রয়োজন হইয়া থাকে। পুরাতন চাউল গুঁড়া করিয়া লইতে হয় এবং অন্যান্য শস্যের মাড়ের ন্যায় /১ এক সের চাউলের গুঁড়া ৪।৫ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া লইলে ভাতের মাড় প্রস্তুত হয়। অনেকে ফেণ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহা ভাতের মাড়ের ন্যায় উপকারী হয় না।

সংক্রামক পীড়ায় সাবধানতা।

বসন্ত, গলাফুলা প্রভৃতি সংক্রামক পীড়া হইলে "ব্যাসিলি" নামক এক প্রকার সংক্রামক অণু নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। গোয়ালের

বাতাসে, ডাবার জলে, গোয়ালের বেড়ায় বা দেয়ালে, মটকায়, বিচালীতে, গোবরে, অপর গরুর রোমে, গোপালকের কাপড়ে ইত্যাদি অনেক স্থানে সংক্রামক অণু (Bacilli) সঞ্চারিত হইতে পারে। তজ্জন্য পীড়িত গরুকে অন্য গরু হইতে দূরে স্বতন্ত্র স্থানে (অন্ততঃ ভিন্ন ঘরে) রাখিতে হইবে। মেচ্‌লা এবং মেজে ও দেয়াল প্রভৃতি যদি পাকা হয়, তবে প্রত্যহ ঐ সকল খুব গরম জল দিয়া মার্জ্জনা করা চাই। গোয়াল হইতে প্রত্যহ গোবর সরাইবে এবং গোয়ালের কোন স্থানে কোনরূপ অপরিষ্কার রাখিবে না। গরুর মলমূত্র গোয়ালের অন্ততঃ ৮০ হাত দূরে পুঁতিয়া ফেলিবে। ৬ ফিট গর্ত্ত করিয়া তাহাতে মলমূত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক উপরিভাগে গুঁড়া চূণ ছড়াইয়া তাহার উপরে শুষ্ক মৃত্তিকা দিয়া গর্ত্ত পরিপূর্ণ করিতে হয়। গোয়ালের মেজে মাটীর হইলে উহার উপরাংশের কতক মাটী কোদাল দিয়া চাঁচিয়া ঐ গর্ত্তে পুঁতিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। নিম্নলিখিত সংশোধক দ্রব্য গুলির মধ্যে যতদূর পারা যায় ব্যবহার করিতে হইবে।

১। কার্ব্বলিক এসিডে অথবা কার্ব্বলিক তৈলে নেকড়া ভিজাইয়া গোয়ালের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শুকাইতে দিবে এবং ঐ এসিড বা তৈল দেয়ালে ও মেজেতে ছড়াইয়া দিবে। কার্ব্বলিক এসিড হাতে লাগিলে ফোস্কা হয়। ঐ ভিজান নেকড়া যেন কোন গরুতে না খায়।

২। গোয়ালের নর্দ্দমায় ও গোবর গাদায় হীরাকষের গুঁড়া ছড়াইয়া দিতে হইবে।

৩। দেয়ালে ও মেজেতে চূণ ছড়াইয়া দিবে।

৪। ফিনাইল কিম্বা কার্ব্বলিক এসিড্ ১০ ভাগ জল সহ মিশ্রিত করিলে লোশন প্রস্তুত হয়। ঐ লোশন মেজে, নর্দ্দমা প্রভৃতি গোয়ালের সর্ব্বত্র ছড়াইতে হইবে।

৫। গোয়ালে গন্ধক পোড়াইবে। গোয়াল ঘরের দ্বার জনালা

কতক বন্ধ করিয়া দিয়া মেজের মধ্যস্থলে আগুনের উপর লোহার হাতা করিয়া কিঞ্চিৎ গন্ধক স্থাপন করিবে। আধ ঘণ্টা কিম্বা যে পর্য্যন্ত গরু বাছুর অল্প অল্প না কাশে, সে পর্য্যন্ত গন্ধক পোড়াইতে হইবে। গন্ধকের ধুঁয়ার সহিত বিশুদ্ধ বায়ু থাকারও ব্যবস্থা করা উচিত। জানালাদি একেবারে বন্ধ করিলে, কেবল গন্ধকের ধুঁয়া টানিয়া লইয়া অনেক স্থলে গরু মারা যায়। অধিক পরিমাণে গন্ধকের ধূম মনুষ্য শরীরেও প্রবেশ করিলে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। গোয়াল ঘরে ধুনা বা লবানের ধূম দেওয়াও ভাল।

৬। যে ব্যক্তি গরুর সেবা করিবে, তাহার পরিধেয় বস্ত্র কলাপাতা দ্বারা আবৃত থাকা আবশ্যক এবং কিঞ্চিৎ গন্ধকের ধুঁয়া লওয়া, হাতে পায়ে কার্ব্বলিক সাবান মাখা এবং বস্ত্রাচ্ছাদনের কলাপাতা পোড়াইয়া কিম্বা পুঁতিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। পীড়িত গরুর সেবা করার পর পরিধেয় বস্ত্রখানি ত্যাগ করিয়া উহা রৌদ্রে দিলে কোন দোষ থাকে না।

সংক্রামক পীড়ায় গরুর মৃত্যু হইলে, ঐ গরুকে অন্ততঃ ৪ ফিট মাটীর নিম্নে পুঁতিয়া ফেলা উচিত।

মোটামোটী ব্যবস্থা—গুঁড়া চুণ ও ঘুঁটের ছাই, কয়লা ও শুষ্ক মৃত্তিকা মেজেতে অধিক পরিমাণে ছড়াইয়া দিলে এবং পাকাঘর হইলে গো-গৃহের কপাট, জানালা, দেয়াল প্রভৃতি উষ্ণজল দ্বারা ধুইয়া পরে চুণ গোলা দ্বারা ধৌত করিলে, সংক্রামক পীড়ার হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের প্রত্যহ গোয়ালঘর ছাই দ্বারা পরিষ্কার করার প্রথাটি অতি উত্তম।

প্রাচীন চিকিৎসা।

(গাছগাছড়া, মুষ্টিযোগ, অবধৌতিক, পৌরাণিক, কবিরাজি, এলোপ্যাথি প্রভৃতি।)

যে সকল চিকিৎসা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহাই প্রাচীন চিকিৎসা। প্রাচীন চিকিৎসার রীতি ও ঔষধের প্রকৃতি প্রায় একরূপ এবং গবাদি পশুদের চিকিৎসায় এতদিন এই সকল মতের ঔষধই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত হোমিওপ্যাথি, বাইওকেমিক, হাইড্রোপ্যাথি প্রভৃতি যে সকল আধুনিক চিকিৎসা আমদানী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অপর কোন চিকিৎসায় পশু চিকিৎসার সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা অতুলনীয়। হোমিওপ্যাথি মতে পশু চিকিৎসা এই গ্রন্থের অন্যত্র স্বতন্ত্রভাবে ও বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে। উপরোক্ত চিরাচরিত প্রাচীন চিকিৎসার রীতি নীতি, দোষ গুণ, সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতি এবং ঐ মতের যে সকল ঔষধ যে যে রোগে বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া জানা গিয়াছে, রোগ-লক্ষণাদি সহ সেই সকল বিষয় সর্ব্বাগ্রে কথিত হইবে।

নাড়ী, গাত্র তাপ ও শ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা

সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে নাড়ী পরীক্ষাদি জানিবার তত প্রয়োজন না থাকিলেও চিকিৎসকের পক্ষে জানা অতি আবশ্যক। সকল মতের

চিকিৎসাতেই রোগ নির্ণয়, ঔষধ নির্ব্বাচন, রোগের অবস্থা, ভাবীফল প্রভৃতি অবগত হইবার পক্ষে এইগুলি অনেক সহায়তা করে। নিম্নে স্থূল স্থূল কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইল।

নাড়ী।—যৌবন প্রাপ্ত সুস্থকায় গরুর (তিন হইতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) নাড়ীর গতি বা স্পন্দন (পাল্‌স) প্রতি মিনিটে ৫০ বার, বৎসের ১০০বার, বৃদ্ধের ৪০ বার হয়। বয়স্কদিগের নাড়ী ১০০ বারের অধিক হইলে মৃত্যু সম্ভাবনা অধিক। ক্ষীণ ও সূত্রবৎ নাড়ী জীবনী শক্তির হীনতা জ্ঞাপন করে। ছুটাছুটি করার পর, প্রসব সময়ে এবং প্লুরো নিউমোনিয়া প্রভৃতি কতিপয় রোগে, স্বভাবতঃই ১০০ বারের অধিক নাড়ী স্পন্দিত হয়। নাড়ীর সমগতি সুলক্ষণ। "দুর্ব্বলে সবলা নাড়ী সা নাড়ীঃ প্রাণঘাতিকা"। বিলুপ্ত নাড়ী পতনাবস্থাজ্ঞাপক। মানুষের ন্যায় গরুরও মণিবন্ধে বা বাহুমূলে নাড়ী পাওয়া যায় এবং চোয়ালীর নিম্নে ও কর্ণের নিকটে এবং প্রথম পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থলে ও লেজের গোড়ায় ধমনীতে হস্তার্পণ করিলে স্পন্দন অনুভূত হয়। চিকিৎসকের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একদিকে এবং অন্যদিকে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ধমনী সমান চাপে টিপিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। হৃদ্‌পিণ্ডের আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা নাড়ী স্পন্দিত হয়। নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফের অবস্থা নিরূপিত হইয়া থাকে। চিকিৎসক হইতে হইলে "হাত দেখা" শিক্ষা করা চাই।

গাত্র তাপ।—মানুষের উত্তাপ পরীক্ষার তাপমান যন্ত্র বা থার্ম্মোমিটার দ্বারাই গো-শরীরের উত্তাপ বা টেম্পারেচার পরীক্ষা করা যায়। ঐরূপ মানুষে ব্যবহৃত বক্ষঃ পরীক্ষার যন্ত্র বা ষ্টেথিস্‌কোপ দ্বারাই গরুর বক্ষঃ পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। গরুর স্বাভাবিক উত্তাপ ১০১॥, ইহার বেশী হইলেই জ্বর বুঝিতে হইবে এবং ১০৬ এর অধিক হইলে শঙ্কাজ্ঞাপক হয়। ১০০ বা তাহার অধিক নিম্নে পতনাবস্থা বা

কোল্যাপস্ ষ্টেজ্ বলা যায়। পতনাবস্থায় গায়ে হাত দিলে অত্যন্ত শীতল অনুভব হয়। গবাদির গাত্র তাপ জানিতে হইলে গুহ্যদ্বারে অথবা যোনি মধ্যে থার্ম্মোমিটার দিতে হয়, বগলে বা মুখে হয় না।

শ্বাস প্রশ্বাস।—সুস্থ গরুর শ্বাস প্রশ্বাস বা রেস্পিরেশন প্রতি মিনিটে ১২।১৩ বার হইয়া থাকে। প্রত্যেকবার শ্বাস প্রশ্বাসে নাড়ীর স্পন্দন ৪ বার হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ধীর গতিতে হইলে, তাহা শুভ লক্ষণ এবং ঘন ঘন হইলেই দুর্লক্ষণ জানিবে। অতি ঘন ঘন ও শীতল শ্বাস প্রশ্বাস মৃত্যুর লক্ষণ।

জ্বর।

জ্বরই জীবের প্রধান পীড়া। জ্বর সারাজীবনে কতবার আক্রমণ করে, তাহা বলা যায় না। ইহা পুনঃ পুনঃ হয়। সুবিধা পাইলে জ্বর তাহার অনেক সঙ্গীকেও ডাকিয়া আনে এবং সকলে মিলিয়া জীবন দীপ নির্ব্বাণ করিয়া দেয়।

জ্বরের প্রকৃতি একরূপ নহে। দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলেই তাহাকে জ্বর বলে। কবিরাজিতে উক্ত আছে যে, রোগ মাত্রেই কোন না কোন প্রকার বিষ হইতে উৎপন্ন হয় এবং ঐ বিষ রক্তস্থ হইয়া বায়ু, পিত্ত, কফকে প্রকুপিত করে, তাহাতে স্বভাবতঃই দেহস্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া বিষকে পরিপাক করিতে চেষ্টা করে, উহাতেই শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং তাহাকেই আমরা জ্বর বলিয়া থাকি। কোন কোন দেশে গরুর জ্বর হইলে, তাহাকে "ব্যাংয়া" অথবা "আওয়া" হইয়াছে বলে।

লক্ষণ।—শীত, তাপ, ঘর্ম্ম, নাড়ী দ্রুত, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস,

পিপাসা, রোমাঞ্চ, কম্প, হাই উঠা, অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রস্রাব রক্তবর্ণ হয়। কাণ ঝুলিয়া পড়ে ও ঠাণ্ডা হয়, জিহ্বা ও কাণের রক্তবাহী শিরা সকল পুষ্ট ও কাল দেখায়। কাণের ভিতর ও চোকের পাতা আরক্ত হয়, জাওর কাটে না, দুধ কমিয়া যায় ইত্যাদি।

স্থিতিকাল।—রোগের প্রকৃতি অনুসারে অল্প বা অধিক কাল ভোগ করে।

চিকিৎসা।—প্রথমাবস্থায় ডুমুর পাতা খাওয়াইলে এবং জিহ্বায় ডুমুর পাতা ঘষিয়া দিলে আরোগ্য হয়।

রক্ত মোক্ষণ।

যদি না সারে, তবে রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে। একটি কাঁটা কিম্বা সূঁচ দ্বারা জিহ্বার ও কাণের কাল কাল শিরার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম শিরা বিঁধিয়া দিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিতে হইবে ও জিহ্বায় সরিষা বাটা মাখাইয়া দিবে এবং নিম্নলিখিত তিন প্রকার জ্বর নাশক ঔষধের যেটি ইচ্ছা প্রত্যহ ২।৩ বার খাওয়াইতে হইবে।

(১) জ্বরনাশক ঔষধ।

কাঁচা হলুদ ... এক ছটাক।
গুড় ... আধ পোয়া।

হলুদ বাটিয়া পরে গুড় মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়।

(২) জ্বরনাশক ঔষধ।

আপাংএর শিকড় ... এক তোলা।
মুক্তাবরিষার শিকড় ... এক তোলা।
গোল মরিচ ... এক তোলা।

শিলে বাটিয়া আধ সের আন্দাজ ভাতের মাড়ের সহিত মিশ্রিত

করিয়া খাওয়াইতে হয়। যদি জর বেশী হয়, তবে গোলমরিচ দুই তোলা দিতে হইবে। গোলমরিচের পরিবর্ত্তে যোয়ান দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) জ্বরনাশক ঔষধ।

চিরতা	...	এক ছটাক।
শুঁঠ	...	ঐ
যোয়ান	...	ঐ
গোলমরিচ	...	ঐ
লবণ	...	ঐ

ঐ সকল চূর্ণ করিয়া আধসের পরিমিত ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াইতে হয়।

যদি মাথা নীচু করিয়া থাকে, অর্থাৎ মাথা ভারী হয়, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত নস্য ব্যবহার করিতে হইবে।

নস্য।

মালকাঁকড়ী ঘাসের রস (থেঁতো করিলে বাহির হয়)	...	আধ ছটাক।
আদার রস	...	ঐ
গোলমরিচের গুঁড়া	...	এক তোলা।

ঐ তিনটি দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া তরল নস্য প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহাই একটু একটু (নাকে সর্ষপ তৈল দেওয়ার ন্যায়) গরুর নাকের ভিতরে মাখাইয়া দিতে হইবে।

প্রলেপ।

ধুতুরার শিকড়	...	দুই তোলা।
গোলমরিচ	...	চারি তোলা।

বাসি হুঁকার জলে বাটিয়া গরুর ব্রহ্মতালুতে প্রলেপ দিতে হয়।

মালিশ।

ঘলঘসে পাতার রস এক ছটাক ও একটু কলিচুণ (পান দিয়া খাইবার চুণ) একত্রে মিশ্রিত করিয়া গরুর শিরদাঁড়ায় মাখাইতে হয়।

কাণের ও জিহ্বার রক্তমোক্ষণ করার পর ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে জল খাইতে একেবারে না দেওয়া অথবা গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া অল্প পরিমাণে খাইতে দেওয়া যায়।

ইহাই সামান্য জ্বরের প্রাথমিক দেশীয় চিকিৎসা।

যদি মধ্যে মধ্যে এইরূপ জর হয় ও অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যায়, অল্প অল্প খায়, জাওর কাটে কিন্তু খাদ্য হজম হয় না, পাতলা ভেদ হয়, তাহা হইলে পুরাতন জ্বর বলা যায়। উহাকেই কোন কোন দেশে "যোগান ব্যাংয়া" বলে।

দাগুনি।

এইবার দাগুনি চাই। নাকের দুই পাশে অথবা ব্রহ্মতালুর ৪।৫ অঙ্গুলী বাদে স্কন্ধদেশে লোহা পোড়াইয়া দাগ দিতে হইবে এবং নিম্ন-লিখিত পুরাতন জ্বরের ঔষধ সেবন করাইতে হইবে।

পুরাতন জ্বরের ঔষধ।

কুক্‌শিমের শিকড়	...	তিন তোলা।
নিম পাতা	...	এক কাঁচ্চা।
কাঁচা হলুদ	...	তিন ছটাক।

শিলে বাটিয়া তিন ভাগ করিয়া ১২ ঘণ্টা অন্তর তিনবারে খাওয়ান যায়। আবশ্যক হইলে আরও দুই এক দিন ঐ পরিমাণে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খাওয়ান যাইতে পারে।

দুর্নামের গোড়া।

দাগুনির পরিবর্ত্তে আর একটা ব্যবস্থা আছে। তেকাঁটা মনসার আঠা গরুর গলা বেড়িয়া লাগাইয়া দিলে, তাহা দাগুনির স্থায় কাজ করে। ঐ আঠা একটু বেশী পরিমাণে লাগাইলে এমন দাগ হয় যে, তাহা দগ্ধ করা অপেক্ষাও অধিক ক্রিয়া করে, অর্থাৎ চর্ম্ম ভেদ করিয়া মাংস বাহির হইয়া পড়ে এবং দগ্‌দগে ঘা হয়। এই ঘা এক মাসেও সারে কি না সন্দেহ। যদি ছোট বাছুরের গলায় ঐ আঠার দাগ দেওয়া যায় এবং পরক্ষণে বাছুরকে মায়ের দুধ খাইতে দেওয়া হয়, তবে গাভী ঐ স্থান চাটিয়া দেয় এবং তাহাতে ঐ আঠা লাগিয়া গাভীর জিহ্বায় ও কণ্ঠনালী প্রভৃতি স্থানে ঘা হইতেও পারে। এইরূপে জ্বর ভাল করিতে গিয়া অন্যায়রূপে কঠোর যন্ত্রণা প্রদান ও ক্ষতের সৃষ্টি করা প্রকৃতই অবিবেচকের কার্য্য। সর্ব্বাপেক্ষা এই দাগুনি প্রথাই গো-চিকিৎসকের দুর্নামের গোড়া।

জ্বরের চিকিৎসায় নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা ও ঔষধগুলি পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের অনুমোদিত এবং সুফলপ্রদ।

যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত দুই প্রকার সামান্য রেচক ঔষধের যেটি ইচ্ছা খাওয়াইয়া জোলাপ দেওয়া যাইতে পারে।

(১) সামান্য রেচক ঔষধ (জোলাপ)।

জয়পালের বীচি চূর্ণ	...	দুই আনা।
এপ্‌সম্ সল্‌ট্ বা লবণ	...	তিন ছটাক।
ভাতের মাড়	...	আধ সের।

(২) সামান্য রেচক ঔষধ (জোলাপ)।

এপ্‌সম্ সল্‌ট্ বা লবণ	...	দেড় ছটাক।
মুসব্বর	...	সওয়া তোলা।

গন্ধকের গুঁড়া	...	এক ছটাক।
শুঁঠের গুঁড়া	...	আধ ছটাক।
গুড়	...	আধ পোয়া।
গরম জল	...	এক সের।

ঐগুলি একত্রে মিশাইয়া একবারে খাওয়াইতে হয়। কখন কখন একবার মাত্র জোলাপ দিলে ফল হয় না। যদি না হয়, তবে ১২ ঘণ্টা পর ঐ ঔষধের অর্দ্ধমাত্রায় পুনরায় জোলাপ দেওয়া যাইতে পারে।

দাস্ত খোলসা হওয়ার পর নিম্ন লিখিত তিন প্রকার জ্বরঘ্ন ঔষধের যে কোনটি খাওয়াইলে জ্বর ত্যাগ হয়। অধিক জ্বর থাকিলে ১২ ঘণ্টা অন্তর একমাত্রা করিয়া ঔষধ দেওয়া যায়।

(১) জ্বরঘ্ন ঔষধ।

শোরা	...	সওয়া তোলা।
লবণ	...	আধ ছটাক।
চিরতার গুঁড়া	...	আধ ছটাক।
গুড়	...	দেড় ছটাক।
জল	...	আধ সের।

(২) জ্বরঘ্ন ঔষধ।

কর্পূর	...	পৌনে এক তোলা।
শোরা	...	এক তোলা।
দেশী মদ	...	আধ ছটাক।
জল	...	এক সের।

অগ্রে মদে কর্পূর গলাইয়া পরে শোরা ও জল মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়।

(৩) জ্বরঘ্ন ঔষধ।

কর্পূর	...	পৌনে এক তোলা।
শোরা	...	ঐ
ধুতুরার বীচি চূর্ণ	...	ছয় আনা।
দেশী মদ	...	আধ ছটাক।
ভাতের মাড়	...	আধ সের।

প্রথমে মদের সহিত কর্পূর গলাইয়া লইতে হয়।

জ্বর ভাল হওয়ার পর আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত দুই প্রকার বলকারক ঔষধের যে কোনটি প্রত্যহ একবার করিয়া কিছুদিন খাওয়াইলে "রোগের শেষ" আর থাকে না।

(১) বলকারক ঔষধ (টনিক)।

হীরাকষের গুঁড়া	...	ছয় আনা।
চিরতার গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
অল্প গরম ভাতের মাড়	...	আধ সের।

(২) বলকারক ঔষধ (Tonic)

শুঁটের গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
চিরতার গুঁড়া	...	ঐ
গোল মরিচের গুঁড়া	...	ঐ
যোয়ানের গুঁড়া	...	ঐ
গুড়	...	ঐ
অল্প গরম ভাতের মাড়	...	ঐ

পথ্য—কচি ঘাস, বাঁশ পাতা, সৈন্ধব লবণ সহযোগে ভাতের মাড় অথবা মসূরীর ডাইল সিদ্ধ।

উদরাময়।

তীব্র গাছগাছড়া কিম্বা দূষিত জল ও পচা খাদ্যাদি খাইলে সচরাচর উদরাময় বা পেটের পীড়া জন্মিয়া থাকে। জলযুক্ত জমির ঘাস খাইয়াও এই রোগ উৎপন্ন হয়। অধিক পরিমাণে রেচক ঔষধ খাওয়াইলে ও অতিরিক্ত আহার করিলে এবং অতিশয় হিম অথবা উত্তাপ ভোগ করিলে এই পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

পাঞ্জাব প্রদেশে এই রোগকে ভুক্‌ণী বলে। সেখানে এই পীড়া প্রায় সাংঘাতিকরূপে জন্মে। কারণ যে যে খাদ্য খাইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়, পীড়িত অবস্থাতেও অন্য খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হেতু সেই খাদ্যই খাইতে দেওয়া হয়।

লক্ষণ—বারম্বার বায়ুসহ জলবৎ তরল ভেদ হয়। কিন্তু প্রথমে বেগ বা বেদনা হয় না। সচরাচর উত্তম ক্ষুধা থাকে। জাওর কাটার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয়। দুধ কমিয়া যায়। কিন্তু ইহাতে গরুর সাধারণ স্বাস্থ্যের কেবল যৎকিঞ্চিৎ ভাবান্তর হয় মাত্র। দীর্ঘকাল পাতলা ভেদ হইতে থাকিলে, নাদিবার সময় বেগ দেয় ও পিঠ কুঁয়া হয়। ন্যূনাধিক বেদনা প্রকাশ পায় ও ক্রমে শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং শুইয়া শুইয়াই মলত্যাগ করে।

চিকিৎসা—প্রথমতঃ চরাণি স্থান এবং খাদ্য ও জল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

সামান্যরূপ লক্ষণে বাঁশপাতা, পাকা বেল কিম্বা কাঁচা বেল পোড়া, চিঁড়ার কুঁড়া, চাঁপাকলা, ছানার জল, এই সকল খাওয়াইলে ভাল হয়।

যদি উহাতে ভাল না হয়, তবে যাহাতে বাহ্যে বন্ধ হয় এমন ধারক ঔষধ খাওয়াইতে হইবে। নিম্নে দুই প্রকার ঔষধ লিখিত হইল।

(১) ধারক ও অম্লনাশক ঔষধ।

চাখড়ির গুঁড়া	...	পৌনে চারি তোলা।
পালাশ গঁদ	...	পৌনে এক তোলা।
আফিম	...	ছয় আনা।
চিরতার গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
দেশী মদ	...	এক ছটাক।
ভাতের মাড়	...	এক সের।

পেটে বেদনা হইলে বা নাদিবার সময় বেগ দিলে ঐ ঔষধের সঙ্গে ছয় আনার স্থলে এক কি পৌনে এক তোলা পরিমাণে আফিম দিবার ব্যবস্থা আছে!

ঐ ঔষধ খাওয়ানর পরও পেট নামিতে থাকিলে, নিম্নের ঔষধ ব্যবস্থেয়।

(২) ধারক ও অম্লনাশক ঔষধ।

চাখড়ির গুঁড়া	...	এক ছটাক।
খয়েরের গুঁড়া	...	আড়াই তোলা।
শুঁঠের গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
আফিম	...	ছয় আনা।
মদ	...	এক ছটাক।
জল	...	দেড় পোয়া।

গরু অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কৃশ হইলে কিছুদিন নিম্নলিখিত বলকারক ঔষধ প্রত্যহ একবার কি দুইবার করিয়া খাওয়াইতে হয়।

বলকারক ঔষধ (টনিক)।

শুঁঠের গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
চিরতার গুঁড়া	...	ঐ

গোলমরিচের গুঁড়া	...	ঐ
যোয়ানের গুঁড়া	...	ঐ
লবণ	...	এক ছটাক।
গুড়	...	আধ ছটাক।
অল্প গরম ভাতের মাড়	...	আধ সের।

পথ্য—রোগ কঠিন হইলে খাইবার জন্য কেবল ভাতের মাড় অথবা ভূষীর জাব দিতে হইবে। পেট নামা বন্ধ হইলে পর দিন কতক জল না দিয়া, ভাতের ও তিসীর ও ময়দার মাড় একত্রে ভাল করিয়া মিশাইয়া খাইতে দেওয়া হিতকর।

রক্তামাশয়।

আমাশয় রোগ দুই প্রকার, সাদা আমাশয় ও রক্ত আমাশয়। পুনঃ পুনঃ আম অথবা রক্ত কিম্বা মল অথবা আমের সহিত রক্ত ভেদ হয় এবং অল্পাধিক জ্বর ভোগ হইয়া থাকে। অক্ষুধা, উদর বেদনা, কুন্থন এবং বারম্বার মলত্যাগ প্রবৃত্তি হয়। পীড়া যতই উৎকট হয়, ততই মলে অতিশয় দুর্গন্ধ জন্মে। মুখমণ্ডল ব্যাকুলিত, নাড়ী ক্ষীণ, অসাড়ে আম, রক্ত অথবা পুঁজ স্রাব হয়। শুইয়া শুইয়াই স্রাব হইতে থাকে। উঠিলে পা কাঁপে। শীত ও উত্তাপের আকস্মিক পরিবর্ত্তন, রাত্রে ঠাণ্ডা ও দিবসে রৌদ্র ভোগ, দূষিত জল পান, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, আর্দ্র স্থানে শয়ন, অনাহার, অতি ভোজন, অধিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত উগ্র জোলাপ প্রদান প্রভৃতি কারণে রক্তামাশয় জন্মে। রক্তামাশয়ের মল হইতে উৎপন্ন বাষ্প নিশ্বাসের সহিত প্রবেশ করিয়া সংক্রামক রোগরূপে এক

সময়ে অনেক গরুকে আক্রমণ করে। কেবল আম ও রক্ত ভেদ হইতে থাকিলে, অর্থাৎ কিছুমাত্র মল মিশ্রিত না থাকিলে সরলান্ত্র আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। উদরাময় আরোগ্য না হইলে এবং বসন্তাদি কোন কোন রোগে রক্তামাশয় অতি ভয়ঙ্কররূপে দেখা দেয়। ক্রমে শক্তিহীন হইয়া মারা যায়।

চিকিৎসা—সকালে খালিপেটে তিনটি তেঁতুল পাতা ও তিনটি সরিষা কিঞ্চিৎ জলসহ তিন দিন খাওয়াইলে সাদা আমাশয় সারে। তেঁতুল পাতা সিদ্ধ জল খাওয়াইলেও উপকার হয়।

যেমন কঠিন রক্তামাশয় হউক, নিম্নে একটি অব্যর্থ মুষ্টিযোগ লিখিত হইল।

রক্তামাশয়ের মুষ্টিযোগ

কুড়চির ছাল	...	তিন তোলা।
ডালিমের খোসা		
(অভাবে গাছের ছাল)	...	তিন তোলা।
বিট লবণ	...	তিন তোলা।

ঐগুলি ছাগ দুগ্ধে বাটিয়া গোলাকার পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে এবং একটি কাঁচা বেল দুই খণ্ড করিয়া, উভয় খণ্ডের মধ্যস্থলে ছুরী দ্বারা এমন ভাবে গর্ত্ত করিতে হইবে, যাহার ভিতরে ঐ পিণ্ডটি রাখিয়া দুই খণ্ড বেল একত্র করা যাইতে পারে। পরে ঐ বেলকে পাট দ্বারা উত্তমরূপে জড়াইয়া তাহার উপরে গোময় লেপন (গোবরের ঠুলী) করিতে হইবে এবং ঐ বেলের চতুর্দ্দিকে ঘুঁটের পোড় সাজাইয়া পোড়াইয়া লইতে হইবে। বেল পোড়ান হইলে দুই খণ্ড পৃথক করিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ ঔষধ ও ঔষধের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কতকটা বেল পোড়া লইয়া একত্রে মিশাইয়া ৬ ছয়টি বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং ঐ বড়ী

প্রত্যহ দুইবার করিয়া তিন দিন খাওয়াইতে হইবে। ঐ বড়ী (কুলের আঁঠির মত আকারের) মানুষের রক্তামাশয়েও খাইলে মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কাজ করে।

অন্যরূপও শুনুন। পেটে লোহা পোড়াইয়া (দাগুনির) দাগ দেওয়া, কোমরে একগাছা দড়ী দিয়া কসিয়া বাঁধা, খুব গরম (১০৩ ডিগ্রি উত্তাপ বিশিষ্ট) জলে ফ্লানেল বা কম্বল ভিজাইয়া পেটে সেঁক দেওয়া (ফোমেণ্টেশন Fomentation), সরিষার তৈল আর তাপিন তৈল একত্রে মিশ্রিত করিয়া পেটে মালিশ করা, অন্ত্রের দূষিত মল বাহির করিবার জন্য গ্লিসারিণ ও বোরাসিক এসিড্ চূর্ণ মিশ্রিত গরম জল দ্বারা মলদ্বারে পিচকারী দেওয়া, এমিটিন ইন্‌জেক্‌শন প্রভৃতি ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

খাওয়াইবার জন্য—উদরাময়ের ন্যায় ধারক ঔষধ খাওয়াইয়া ভেদ বন্ধ করা এবং দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য বলকারক ঔষধ সেবন করান, ইহাই এ রোগের চিকিৎসা। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ফলপ্রদ।

রক্ত-আমাশয়ের ধারক ঔষধ।

চাখড়ির গুঁড়া	...	এক ছটাক।
আফিম	...	তিন আনা।
আতপ তণ্ডুল চূর্ণ	...	আধ ছটাক।

ঐ পরিমাণে প্রত্যহ দুইবার খাওয়াইতে হইবে।

গরু অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইলে, আরোগ্য হওয়ার পরেও কিছু দিন প্রত্যহ একবার করিয়া নিম্নলিখিত বলকারক ঔষধ খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

বলকারক ঔষধ।

শুঁঠের গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
চিরতার গুঁড়া	...	ঐ

গোলমরিচ চূর্ণ	...	ঐ
যোয়ানের গুঁড়া	...	ঐ
বিট লবণ	...	এক ছটাক।
গুড়	...	আধ ছটাক।
অল্প গরম ভাতের মাড়	...	আধ সের।

উহাই এক মাত্রা।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ।

(Condition Powder or Tonic)

শুঁঠের গুঁড়া	...	আধ পোয়া।
চিরতার গুঁড়া	...	ঐ
যোয়ানের গুঁড়া	...	ঐ
সরিষার গুঁড়া	...	ঐ
মেথি চূর্ণ	...	ঐ
হলুদের গুঁড়া	...	ঐ
গন্ধকের গুঁড়া	...	ঐ
বিট লবণ চূর্ণ	...	ঐ
কর্পূর	...	এক ছটাক।

ঐ গুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া উহারই সিকি ছটাক হইতে আধ ছটাক পর্য্যন্ত একবারে খাইতে দেওয়া যায়।

৬ মাসের কম বয়সের বাছুরকে আফিম ঘটিত ঔষধ খাওয়ান ভাল নহে। নিম্নলিখিত ঔষধে বাছুরের রক্তামাশয় ভাল হয়।

১। চাখড়ির গুঁড়া আধ ছটাক, এক পোয়া দুধের সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ দুইবার করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

২। চূণের জল এক ছটাক ও ছানার জল এক পোয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার সেবন করাইতে হয়।

৩। কেহ কেহ বলেন—ঘুঁটের ছাই ভাতে মাখিয়া সেই ভাত খাওয়াইলে, বাছুরের রক্তামাশয় ভাল হয়।

পথ্য—সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত শক্ত কি শুষ্ক ঘাস কিম্বা অন্য কোন প্রকার আঁশাল দ্রব্য অথবা খইল প্রভৃতি তেজস্কর গুরুপাক খাদ্য দিতে নাই। রক্তামাশয় রোগে জল বার্লি বা যবের মণ্ড এবং ছানার জল সুপথ্য। ভাতের মাড়, তিসীর মাড়, বেলপোড়া, বেল সিদ্ধ এবং অল্প পরিমাণে কচি টাট্‌কা ঘাস দেওয়া যাইতে পারে।

পেটফুলা

ইহা পাকস্থলীর পীড়া। গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, হরিণ প্রভৃতি যাহাদের খুর দ্বিখণ্ডিত বা যাহারা জাওর কাটে, তাহাদের চারিটি পাকস্থলী থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় পাকস্থলীতেই গোলযোগের সৃষ্টি হয়। প্রথম পাকস্থলীতে অতিরিক্ত খাদ্যের চাপ অথবা বায়ু (Gas) জন্মিয়া পেট ফুলে এবং তৃতীয় পাকস্থলীতে মল সঞ্চয় হইয়া পেট ফুলে, আর অন্যান্য পাকস্থলীর প্রদাহ হয় মাত্র, ইহাই প্রভেদ।

এই রোগের দেশীয় নাম সিমলা (দুধ সিমলা, চোরা সিমলা প্রভৃতি) বা পশ্চিমা। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এই রোগের অবস্থানুসারে "প্রথম পাকস্থলীতে অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চয় বা গ্রেণ-সিক্ (Grain Sick)," "প্রথম পাকস্থলীতে বায়ু সঞ্চয় বা হোভন্ (Hoven), কিম্বা

ব্লোন্ (Blown)" এবং "তৃতীয় পাকস্থলীতে মল সঞ্চয় বা ফার্ডেল্ বাউণ্ড (Fardel Bound)" প্রভৃতি নাম দিয়াছেন।

দুধ সিমলা রোগ ছোট ছোট বাছুরের (৪।৫ দিনের বাছুরের) হইয়া থাকে। অতিরিক্ত দুধ খাওয়া ইহার সম্ভাবিত কারণ। এই রোগ হইলে বাছুর ছুটাছুটি করে না, একবার একবার দুধ খায় ও কেবল শুইয়া থাকে। প্রথমে পাতলা বাহ্যে হয়, তারপর রক্ত ভেদ হইতে থাকে। নাভীর চতুর্দ্দিকে অনেকটা স্থান ফুলিয়া শক্ত হয়, ৩।৪ দিনের মধ্যে অতিশয় শীর্ণ হইয়া যায়। ক্রমে আর দুধ খাইতে বা উঠিতে পারে না। অবশেষে দাঁত নড়ে। দাঁতগুলি নড়িলে আর বাঁচে না। এই রোগে অধিকাংশ বাছুর মরিয়া যায়। গোবৈদ্যরা নাভীর চতুর্দ্দিকে ও চোয়াল বেষ্টন করিয়া মুখমণ্ডলে দাগিয়া দেয়।

"পেট ফুলা" বলিলেই একরূপ রোগ-পরিচয় হয়। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহার নামকরণ, শ্রেণী বিভাগ ও চিকিৎসা প্রকরণ ভিন্ন ভিন্ন আছে, অথচ রোগোৎপত্তির কারণ ও চিকিৎসার রীতি প্রায় একরূপ।

শক্ত, মোটা, কর্কশ ও গুরুপাক খাদ্যদ্রব্য প্রথম পাকস্থলীতে সঞ্চিত হইয়া পেট ফুলিয়া উঠে। অনেক দিন অনাহারের পর অধিক পরিমাণে খাইতে পাইলে এবং যে সকল খাদ্য সহজে হজম হয় না যেমন— পাকা উলুখড়, শরপাতা, লম্বা লম্বা ঘাস এবং ধান, কলাই প্রভৃতি শস্য, অসিদ্ধ ও গোটা অবস্থায় একেবারে অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিলে, পাকস্থলী পরিপূর্ণ হইয়া এই পীড়া জন্মে। কখন কখন প্রচুর পরিমাণে জল খাইতে না পাইয়াও এই রোগ হইয়া থাকে। অতিরিক্ত খাদ্যের চাপে প্রথম পাকস্থলী বিস্তৃত ও অসাড় বা ক্রিয়াহীন হইয়া যায় এবং তথাকার মাংসপেশী নিষ্ক্রিয় হয়। ইহাই প্রথম পাকস্থলীতে খাদ্য সঞ্চয় হইয়া পেটফুলা বা গ্রেণ্ সিক্ (Grain Sick)।

অনিয়মিত আহার এবং পূর্ব্বে যে দ্রব্য খাইত না, এমন খাদ্য

খাওয়া, কিছুদিন অনাহার বা অল্লাহারের পর অতিরিক্ত আহার, বর্ষার প্রারম্ভে প্রথম বৃষ্টির পর কচি ঘাস ও নূতন পাতা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে খাওয়া, জলাভূমি বা আর্দ্র স্থানের ঘাস, পচা ঘাস, পচা খাদ্য, শুষ্ক শস্য, শুষ্ক ভূষী প্রভৃতি অধিক পরিমাণে ভক্ষণ, এই সকল কারণে খাদ্য পরিপাক না হওয়াতে পাকস্থলীতে পচিয়া বায়ু বা গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রথম পাকস্থলীতে বায়ু সঞ্চয় হইয়া পেটফুলা বা হোভন্ (Hoven)।

তৃতীয় পাকস্থলীতে কঠিন ও শুষ্ক খাদ্য দ্রব্য পরিপাক না হইয়া ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং তাহা এরূপ কঠিন জমাট বাঁধিয়া যায় যে, তদ্বারা অল্প বা অধিক পরিমাণে পাকস্থলীর কার্য্য স্থগিত হয়, কি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে প্রচুর পরিমাণে ভাল ঘাস ও বিশুদ্ধ জল খাইতে না পাওয়ায়, অনেক সময় নানা প্রকার গাছের পাতা ও অপরিষ্কার জল প্রভৃতি খায় বলিয়া গ্রীষ্মকালেই এই রোগ অধিক হয় এবং ইহাকেই তৃতীয় পাকস্থলীতে মল সঞ্চয় বা ফার্ডেল্ বাউণ্ড্ (Fardel Bound) বলে।

লক্ষণ—উপরোক্ত যে কোন প্রকারে পেট ফুলিলে গরু জাওর কাটে না, কিছু খায় না, মুখ কাণ ও শিং ঠাণ্ডা হয়, পেটের বাঁ দিক ফুলিয়া উঠে, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, মাথা সোজা করিয়া থাকিতে চেষ্টা করে অর্থাৎ সহজে নিশ্বাস লইবার জন্য নাক বাড়াইয়া রাখে, নড়িতে পারে না, আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, "গোঁ "গো" শব্দ করে, শুইলে শ্বাস প্রশ্বাসে আরও কষ্ট হয় বলিয়া শীঘ্র উঠিয়া দাঁড়ায়, শুইবার সময় ডাইন পাশে ভর দিয়া শোয়, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া মাঝে মাঝে কট্ কট্ শব্দ করে, নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও সূত্রবৎ হয়, প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

গ্রেণ্-সিক্ রোগে পেটের ফুলা স্থানে অঙ্গুলীর আঘাত বা

পার্কাশন্ (Percussion) করিলে ফাঁপা শব্দ হয় না, উহা খাদ্যে পূর্ণ থাকাতে শক্ত বা নিরেট বোধ হয় এবং নরম মাটীতে আঙ্গুল দিয়া টিপিলে যেরূপ দাগ বসে, এই রোগে পেট টিপিলে সেইরূপ দাগ হয়। হোভন্ রোগে পেটে অঙ্গুলীর আঘাত করিলে ঢাকের ন্যায় ফাঁপা শব্দ অনুভূত হয়, কারণ উহাতে বায়ু পরিপূর্ণ থাকে। হোভন্ রোগের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা সংক্রামক বা মড়ক আকারে এক সময়ে অনেক গরুকে আক্রমণ করে। ফার্ডেল্ বাউণ্ড্ রোগে চর্ব্বিত খাদ্য পেষণ বা পরিপাক করিতে অক্ষম হওয়ায় ক্রমশঃ তৃতীয় পাকস্থলীতে অজীর্ণ খাদ্য সঞ্চিত হইয়া জমাট বাঁধিতে থাকে। ইহার পেট ফুলা গ্রেণ্সিকের ন্যায় শক্ত, ফাঁপা নহে। গ্রেণ্সিক্ রোগে তরল রস ও অজীর্ণ খাদ্য গরুর নাক মুখ দিয়া সময় সময় বাহির হয়। হোভন্ রোগে দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠে। আর ফার্ডেল্ বাউণ্ড্ রোগে প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, কিন্তু পরে কাল রংএর জমাট বাঁধা খাদ্য দ্রব্য সহ অল্প অল্প পরিমাণে পাতলা ভেদ হয়, উহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা এক রোগ অন্য রোগ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিতে পারা যায়।

হোভন্ রোগের লক্ষণ অতি শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহা বিষ খাওয়ানর লক্ষণ বলিয়া ভ্রম হয়। ফার্ডেল্ বাউণ্ড্ রোগের শেষাবস্থায় গোঁ গোঁ শব্দের পরিবর্ত্তে যখন মৃদু কাতরাণি শব্দ করিতে থাকে, তখন ৪র্থ পাকস্থলীর প্রদাহ হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

রোগের স্থায়িত্বকাল—গ্রেণ্সিক্ রোগে ১ দিন হইতে ৩ দিন, হোভন্ রোগে অবস্থানুসারে ১ হইতে ৩ ঘণ্টা অথবা ৮ হইতে ১২ ঘণ্টা এবং ফার্ডেল্ বাউণ্ড্ রোগে ৫ হইতে ১৫ দিন মধ্যে ভাল হয় অথবা শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু বা সাফোকেশন্ ডেথ্ (Suffocation death) হয়।

ভাবী ফল—(Prognosis) বড় ভীষণ। ১ম পাকস্থলীর সঞ্চিত

বায়ু যত সত্বর হয় বাহির করিয়া দিতে না পারিলে অথবা সঞ্চিত খাদ্য শীঘ্র পরিপাক না হইলে কিম্বা অন্ত্র পাকস্থলীর সঞ্চিত মল বহির্গত না হইলে মৃত্যু নিশ্চয়।

চিকিৎসা—কাঁচা হলুদ বাটা এক ছটাক ও গুড় আধ পোয়া, অথবা কদম পাতার রস আধ পোয়া ও গুড় আধ পোয়া খাওয়াইলে বাহ্যে প্রস্রাব হইয়া পেট কমিয়া যায়। এ রোগের আর একটি ফলজনক গাছগাছড়া ঔষধ নিম্নে লিখিত হইল।

পেটফুলা নিবারক গাছগাছড়া ঔষধ।

কুলের শিকড়	...	দুই তোলা।
অশ্বত্থের শিকড়	...	দুই তোলা।
ছোট পেঁয়াজ	...	এক ছটাক।
তেলাপোকা (আরসুলা)	...	একটা।

একত্রে বাটিয়া খাওয়াইতে হয়।

খোঁড়াইলে দেখিতে হইবে কেন খোঁড়াইতেছে, বেদনা কোথায়। বেদনার স্থানে নিম্নলিখিত ঔষধের জল দিয়া ডলিয়া দিতে হইবে।

খোঁড়া পা ডলিবার ঔষধের জল।

বিধবড়কের কচি পাতা		...	৪।৫ টা।
আকন্দের কচি পাতা		...	৪।৫টা।
গোবর		...	এক ছটাক।
কাঁকড়ার মাটী	...	...	ঐ
জল	...	...	দুই সের

গরম করিয়া সেই জল অল্প গরম থাকিতে পায়ের বেদনা যুক্ত স্থানে লাগাইয়া ডলিয়া দিতে হইবে।

তার্পিণ তৈল ও কর্পূর দিয়া পায়ে মালিশ করিলে উপকার হয়।

পা বাঁধা।

কেহ কেহ ব্যবস্থা করেন,—যে পায়ে বেদনা হয়, সেই পায়ের বিপরীত দিকের পায়ের হাঁটুর উপর দড়ী দিয়া বাঁধিয়া বেদনা উৎপন্ন করিয়া দিলে পীড়িত পাটি স্বভাবতঃই ভাল হইয়া যায়।

মাথা ভারীর ভাপ্‌রা

মাথা ভারী থাকিলে, একটি নূতন হাঁড়ীতে কাপাসের বীচি, পুরাতন ঝিঙ্গের খোলা, ছাঁচি কুমড়ার শুকনা লতা, সরিষার শুষ্ক গাছ ও রাঁড়া তাল গাছের শুকনা মোচ রাখিয়া গরুর মুখের নিকট ঘুঁটের আগুন করিয়া তাহার উপর ঐ হাঁড়ী চাপাইয়া দিলে খুব ধূঁয়া হইতে থাকিবে। ঐ ধূঁয়া লাগিয়া গরুর নাক, মুখ ও চোক দিয়া জল বাহির হইয়া মাথা খোলসা হইয়া যায়। ধূঁয়া হইতে হইতে ঐ গুলি জ্বলিয়া উঠিলে তুঁষ দিয়া নিবাইয়া দিতে হয়।

দেশীয় চিকিৎসা এইরূপ। কিন্তু উহা যথেষ্ট মনে হয় না। যে পর্য্যন্ত হোভন্ রোগে প্রথম পাকস্থলীর বায়ু বহির্গত না হয়, গ্রেণ্‌সিক্ রোগে প্রথম পাকস্থলীর সঞ্চিত খাদ্য বাহির না হয়, কিম্বা ফারডেল্ বাউণ্ড্ রোগে তৃতীয় পাকস্থলীর সঞ্চিত শক্ত মল বর্হির্গত হইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত জীবনের আশা নাই, সে জন্য জোলাপ দেওয়া ও বলকারক ঔষধাদি সেবন করান আবশ্যক।

হোভন্ রোগের চিকিৎসা।

হোভন্ রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, প্রথমে পেটফুলা নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত বায়ুনাশক ঔষধ খাওয়াইতে হইবে।

বায়ুনাশক ঔষধ।

শুঁঠের গুঁড়া ... এক ছটাক।
গোলমরিচের গুঁড়া সওয়া তোলা।

মদ	...	আধ পোয়া।
গরম জল	...	আধ সের।

ঐ ঔষধের গুণ ধরিলে অল্প কালের মধ্যেই ঢেকুর তুলিতে আরম্ভ করিবে। যত উদ্গার উঠিবে, পেটফুলা ও শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট ততই কমিয়া যাইবে। উহাতেও উপকার না হইলে নিম্নলিখিত বিরেচক ঔষধ খাওয়াইয়া জোলাপ দিতে হইবে।

বিরেচক ঔষধ।

এপসম্ সল্ট বা লবণ	...	আধ পোয়া।
গন্ধকের গুঁড়া	...	দেড় ছটাক।
শুঁঠের গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
গুড়	...	দেড় ছটাক।
অল্প গরম জল	...	দুই সের।

এনিমা প্রয়োগ (পিচকারী)

১০৩° ডিগ্রি উত্তাপ বিশিষ্ট ।/২ সের গরম জলের সহিত ৪ আউন্স গ্লিসারিণ অথবা ঐরূপ গরম জলে খানিক সাবান গুলিয়া এবং উহাতে ৪ আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল মিশাইয়া এনিমা দ্বারা গরুর গুহ্যদ্বারে পিচকারী দিলেও বাহ্যে হইয়া পীড়ার উপশম হয়।

সেঁক ও মালিশ এবং পেটে হাত বুলান।

গরম জলে ফ্লানেল অথবা কম্বল ভিজাইয়া পেটে সেক দিবে এবং সরিষার তৈল ও তার্পিণ তৈল একত্রে মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিলে অনেক উপকার হয়। পেটে হাত বুলাইলে গরুর যন্ত্রণা অনেক উপশম হইয়া থাকে।

যদি কোন ঔষধে ফল না হইয়া গরুর শ্বাস রোধের লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে ভেটারিনারী সার্জ্জন অথবা সুদক্ষ লোকে নিম্নলিখিত

দুই প্রকার উপায়ে পাকস্থলীর বায়ু নির্গত করিয়া অনেক স্থলে গরুকে বাঁচাইতে পারেন।

(১) পাকস্থলীতে রবারের নল প্রবিষ্ট করণ।

একজন কিম্বা দুইজন লোক গরুর মুখ ফাঁক করিয়া ধরিবে এবং আর এক ব্যক্তি চারি হাত একটি রবারের নল গরুর মুখ দিয়া পাকস্থলী পর্য্যন্ত সাবধানে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতে নলের ভিতর দিয়া সঞ্চিত বায়ু বাহির হইয়া যায়।

(২) অস্ত্র করণ।

গরুর বাঁদিকের উপরাংশের সর্ব্বশেষের পাঁজরা ও উরুর হাড়ের অগ্রভাগ (Midway between the last rib and the haunch bone) এই দুইটির ঠিক মধ্যস্থলে খুব ধারাল ছুরী দ্বারা চামড়া ভেদ করিয়া পাকস্থলীতে ছিদ্র করিতে হয় এবং তৎক্ষণাৎ ঐ ছিদ্রের অভ্যন্তরে ৬ ইঞ্চি লম্বা ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর ন্যায় মোটা একটি যন্ত্র (ফাঁপা বাঁশের নল হইলেও হয়) প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। ঐ নলের সাহায্যে সঞ্চিত বায়ু শীঘ্র নির্গত হইয়া যায়। ঐ যন্ত্র বা নল, যে পর্য্যন্ত ফুলার সমস্ত লক্ষণ দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত বাহির করা হইবে না, কিন্তু যতদূর সম্ভব সত্বর ঐ কর্ত্তিত স্থান সেলাই করিয়া দিতে হইবে। ঐ বাঁশের নল গরুর পেটের মধ্যে হঠাৎ একেবারে প্রবেশ হইয়া না যায়, তজ্জন্য ৪।৫ অঙ্গুলী লম্বা একটি কঞ্চী, ঐ নলের যে অংশ বাহিরে থাকে, তাহার অগ্রভাগের এক ইঞ্চি দূরে আড়ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

এইবার অস্ত্র ক্রিয়ায় যাহা ক্ষত হইল, উহাতে মলম লাগাইতে হইবে।

অস্ত্র-ক্ষতের মলম।

ফট্‌কিরী চূর্ণ	...	আড়াই তোলা।
মসীনার তৈল	...	দেড় ছটাক।
মোম	...	দেড় ছটাক।
তার্পিণ তৈল	..	এক কাঁচ্চা।

মোম ও মসীনার তৈল আগুনে গলাইয়া পরে তার্পিণ তৈল ও ফট্‌কিরী দিয়া ঠাণ্ডা না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ নাড়িয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলেই মলম প্রস্তুত হয়।

অস্ত্র করার পর জোলাপ দেওয়ার আবশ্যকতা আছে। অস্ত্র করণের পূর্ব্বে যদি একবার দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে ২।১ দিন পরে দিলেও হয়। আর বল রক্ষার জন্য কিছুদিন ২৪০ পৃষ্টার লিখিত বলকারক ঔষধ (Condition Powder) প্রত্যহ খাওয়াইতে হইবে।

পথ্য—যতদিন সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়, ততদিন ভাতের ঘন মাড় ও একটু বেশী করিয়া লবণ এবং অল্প পরিমাণে কচি কচি নরম ঘাস খাইতে দিতে হইবে। বাড়ীর একটি গরুর এই রোগ হইলে অন্যান্য সুস্থ গরুকে কম করিয়া খাদ্য দেওয়া উচিত।

গ্রেণ্ সিক্ রোগের চিকিৎসা।

এ রোগে প্রথমেই শক্ত বিরেচক ঔষধ বা জোলাপ দিতে হইবে।

শক্ত রেচক ঔষধ।

এপ্‌সম সল্ট কিংবা লবণ	...	দেড় পোয়া।
মুসব্বর	...	এক কাঁচ্চা।
ক্যাষ্টর অয়েল অথবা		
মসীনার তৈল	...	আধ পোয়া।

শুঁঠের গুঁড়া	...	এক কাঁচ্চা।
মদ	...	এক ছটাক।
অল্প গরম জল	...	দুই সের।

১২ কি ১৫ ঘণ্টার মধ্যে দাস্ত না হইলে, ঐ ঔষধের অর্দ্ধ মাত্রায় খাওয়াইয়া পুনরায় জোলাপ দিতে হইবে। দাস্ত হইতে আরম্ভ হইলেই পীড়ার অবস্থা ভাল হইতে থাকে।

এতদ্ব্যতীত গুহ্যদ্বারে গ্লিসারিণের পিচকারী, পেটে হাত বুলান, গরম জলে কম্বল ভিজান সেক, সরিসার তৈল সহ তার্পিণ তৈলের মালিশ করিয়া দেওয়া প্রভৃতি হোভন্ রোগের ন্যায় ইহাতেও সেই সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

যদি গরু অত্যন্ত দুর্ব্বল, অবসন্ন ও অচৈতন্য হইবার মত হয়, তবে নিম্নের উত্তেজক ঔষধ প্রয়োজন হইলেই খাওয়াইতে হইবে। ইহা মৃগনাভি ও মকরধ্বজের ন্যায় কার্য্য করে।

উত্তেজক ঔষধ।

শুঁঠের গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
গোল মরিচের গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
মদ	...	আধ পোয়া।
মাত গুড়	...	দেড় ছটাক।
মসীনার তৈল	...	আধ ছটাক।
গরম জল	...	এক সের।

পথ্য—গরম জল কিম্বা মসীনা সিদ্ধ জল অধিক পরিমাণে খাইতে দিতে হইবে। পীড়া আরাম হওয়ার পরও মসীনা কিম্বা ভাতের মাড়ের সহিত এক ছটাক লবণ মিশাইয়া প্রত্যহ খাইতে দিতে হয়। রোগের

সমস্ত লক্ষণ ও পাকস্থলীর ফুলা আরোগ্য হইলে কিছুদিন পর্য্যন্ত কেবল কচি কচি টাট্‌কা ঘাস খাওয়াইতে হইবে। অধিক খাইতে দিলে পুনরায় ঐ পীড়া হইতে পারে।

যদি কোন ঔষধে দাস্ত না হয়, তাহা হইলে পীড়ার লক্ষণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া যায় ও পাকস্থলীর প্রদাহ জন্মে। পাকস্থলীর উপর টিপিলে যদি গরু অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, তাহা হইলেই উহার প্রদাহ হইয়াছে জানিতে পারা যায়। নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত ঘন ঘন বহিতে থাকে। এরূপ চরম অবস্থায় অস্ত্রক্রিয়ার দ্বারা পাকস্থলী কাটিয়া ভুক্তদ্রব্য বাহির করা ভিন্ন অন্য উপায় কিছু নাই।

অস্ত্র করণ।

পাঁজরা এবং উরুর হাড়ের অগ্রভাগের মধ্যে (Between the last rib and the point of the hip bone) পাঁজরের হাড় হইতে তিন আঙ্গুল পরিমাণ দূরে উপর হইতে কাটিতে আরম্ভ করিয়া ৮।১০ আঙ্গুল লম্বা স্থান (পেটের সমস্ত অংশ) ও পাকস্থলী কাটিয়া, পাকস্থলী হইতে সমস্ত সঞ্চিত খাদ্য দ্রব্য হাত দিয়া বাহির করিয়া আধ পোয়া কি তিন ছটাক এনোজ্‌ ফ্রুট্‌ সল্ট্‌ এক সের গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিম্বা অন্য কোন পাতলা দাস্তকারক বিরেচক ঔষধ পাকস্থলীতে নিক্ষেপ করিয়া পাকস্থলীর ও পার্শ্বের ছিদ্র সেলাই করিয়া দিতে হইবে। সেলাই করিবার পূর্ব্বে এই সুদীর্ঘ কর্ত্তিত স্থানের সকল অংশ এক ভাগ ফিনাইল ও দশ ভাগ জল দ্বারা ধৌত করিতে হয়। অথবা ক্ষত স্থানে আইডোফরম দিয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হয়। অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত অস্ত্র ক্ষতের মলম দেওয়া যাইতে পারে। এখন দেখিতে হইবে—যাহাতে ক্ষত স্থানে পচন বা গ্যাংগ্রিণ (Gangrene) না হইতে পারে।

ফারডেল্ বাউণ্ডের চিকিৎসা।

৩য় পাকস্থলীতে যে সকল ভুক্ত দ্রব্য জমাট বাঁধিয়া আছে, তাহা নির্গত হইলেই গরু বাঁচিয়া যায়। ইহার চিকিৎসা ঠিক গ্রেণ্ সিকের চিকিৎসার ন্যায় কঠিন জোলাপ দেওয়া এবং পেটে হাত বুলান, সেক দেওয়া, মালিশ করা ইত্যাদি।

মসীনার কিম্বা ভাতের পাতলা মাড় গরম গরম অধিক পরিমাণে খাওয়াইলে পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ শক্ত গুট্‌লে খুব নরম হয়। ঐ সকল কঠিন গুট্‌লে বাহির হইতে প্রায়ই অধিক দিন সময় লাগে, এজন্য সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত ভাতের অথবা মসীনার মাড় খাওয়ান আবশ্যক। কিছুদিন শক্ত বা শুষ্ক ও আঁশাল দ্রব্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

শূলরোগ বা পেটকামড়ানি।

ইহার ইংরাজী নাম কলিক (Colic)। এই রোগে গরুর অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। খানিক খানিক ভাল থাকে আবার যাতনা বাড়ে। যন্ত্রণাতে পা ছুঁড়িতে থাকে। শুইলে পেটে ভর দিয়া ঠাসিয়া শোয়, পেটে লাথি মারিতে চেষ্টা করে, চারি পা একত্র করিয়া পেট ফুলাইতে প্রয়াস পায়, পেট ফাঁপে, দাস্ত ভালরূপ হয় না, কোন কোন স্থলে নাদ ও প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। চক্ষে জল পড়ে, বায়ু সরিবার সময় গুহ্যদ্বার যেরূপ প্রসারিত হয়, হয়ত কিছুক্ষণ সেইরূপ থাকিয়া যায়।

চক্ষে আমরুল পাতার রস দিলে ভাল হয়। রস দিবার পূর্ব্বে পাতাগুলি বেশ করিয়া ধুইতে হইবে।

কদম পাতার রস	...	...	আধ পোয়া।
গুড়	...	...	এক ছটাক।

একত্রে খাওয়াইলে পেট কামড়ানি ভাল হইয়া থাকে।

যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ডাবের জল /২ দুইসের গরম করিয়া খাওয়াইতে হইবে। দুই একবার নাদিলে নিম্নলিখিত ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

পেটকামড়ানি নিবারক ঔষধ।

বৈঁচির শিকড়ের ছাল	...	...	চারি তোলা।
সোমরাজ	...	...	তিন তোলা।
ইন্দ্রযব	...	...	ঐ

একত্রে বাটিয়া খাওয়াইবে। আবশ্যক হইলে ২।৩ বারও খাওয়াইতে পারা যায়।

পেট ফাঁপিলে পেটে খুব ঠাণ্ডা জলের ছিটা দিলে উপকার হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত জোলাপ দিতে হইবে, অথবা অন্য সামান্য জোলাপ দেওয়া যাইতে পারে।

সামান্য বিরেচক ও যাতনানাশক ঔষধ।

এপসম্ সল্ট	...	আধ পোয়া
টিংচার ওপিয়াই	...	এক ছটাক।
এরোমেটিক স্পিরিট অব এমোনিয়া	...	আধ ছটাক।
অল্প গরম জল	...	আধ সের।

কোষ্ঠবদ্ধ না থাকিলে জোলাপ দিতে হইবে না। যন্ত্রণার সময় তিসী অথবা ভাতের মাড় গরম গরম আধ সের এবং আফিম আড়াই আনা খাওয়াইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। আবশ্যক হইলে ২।৩ ঘণ্টা পরে পুনরায় আর এক মাত্রা খাওয়ান যায়।

পীড়া প্রাচীন হইলে এবং যন্ত্রণা কমিয়া গেলে কিছুদিন নিম্নলিখিত দুই প্রকার ঔষধের যে কোনটি প্রত্যহ দুইবার করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

(১) শূল সংহারক ঔষধ।

হিং	...	...	এক তোলা।
সিদ্ধি	...	...	দুই তোলা।
জিরা	...	...	এক ছটাক।

একত্রে ভাল করিয়া বাটিয়া আধসের গরম জলের সহিত খাওয়াইতে হয়।

(২) শূলান্তক ঔষধ।

হিং	...	...	আধ তোলা।
লঙ্কা	...	...	আধ তোলা।
আফিম	...	...	আড়াই আনা।

বাটিয়া গরম জল সহ খাওয়াইতে হইবে।

বসন্ত।

কবিরাজি মতে মসূরিকা, বাঙ্গালা মতে বসন্ত, এবং ইংরাজি মতে স্মল পক্স (Small pox) বলিলেই একরূপ রোগ পরিচয় হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে রিণ্ডার পেষ্ট (Rinder pest) বলেন, কিন্তু রিণ্ডার পেষ্ট শব্দের অর্থ গো-মড়ক, উহা কেবল বসন্ত নহে। ভারতে বসন্ত রোগের অনেক নাম আছে, নিম্নে কতকগুলি নাম লিখিত হইল।

কোন্ দেশে		কি নাম।
বঙ্গদেশে	...	বসন্ত, গুটী, দক্ষিণা, ফেশেরা, গুগ্‌লানী, মাতা, মারা, বড় পীড়া, শীতলা, ঙ্গোরাণ, ঢেরসী, পাপ-রোগ, মায়ের দয়া।
বিহার	...	চিচক, ডাকনা, মাতাকা নিকসার, জগদম্বা।
উড়িষ্যা	...	ঠাকুরাণী।
আসাম	...	জাহানি, মইয়ের, মুড়া, মুরাই, মৌর, মৌয়ার, পীড়ঙ্গ।
তিব্বত	...	চুনিয়া।
ভুটান	...	ফোকো।
সিকিম ও নেপাল	...	ইয়োর।
মধ্য প্রদেশ	...	মারাই, পেটকণা, ছাই, লাহোসা।
	...	অন্দরকা মাতা, দাবা, মোঘা, বড়ি, পীড়, বাহ, বাইর, মাস্থন, মা, মৌয়াহু, শিররক, মররী, মেওয়াবী, শ্যাল, বাবা, মোথ, জাহুমত।
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	...	বেদন, ভবানী, বড় দুঃখ, বড় রোগ, চের, মহামারী, মাইন্ধ, শির, দেবী, গোথৈন্, শীতলা, মান, পেট চালনা, ওয়াহ, চিরনুয়া, পোকতা, দেবীকি রুরিয়া, গাবৌনা, হিজা, ব্যাধ, গোবসন্ত, পাঁজাসোটা, ইশাল, পোকনল কি বেমারি, মোথ।
বোম্বাই	...	মাই, মুখপোসঙ্গা, মাতারোগ, ফোড়া, ভুল, ভলকান্দিয়া, হাবালি, হাওলিয়া, সেরপান, চেণ্ডিয়া, চেন্দুর্গা, মহারোগ, দেবী, মুসলিয়া, হেরিবেরি, হিরেইব্যানি, মোবিনব্যানি, মোহনীব্যানি, মুরদ পেয়া, পেয়া, পটকী, রুমদো, শীলা, উনচালিয়া, শিওর, শীত্র, ওয়ারিয়াচা রোগ।

মাদ্রাজ ... ভাও, বড্ডা ভাও, বড্ডা আজার, বড় আজার, দদ্দারোগ, কাদলাও, পেরিয়ানবু, পৈটচিনৌ, সারাকু, ঠকাম, উম্মাই, বাম্বুরী, বেককাই, পেদ্দামুসা রোগম্।

বাঙ্গলার প্রায় সর্ব্বত্রই বসন্ত রোগ হইলে "মায়ের দয়া" বা "মায়ের অনুগ্রহ" হইয়াছে বলে। এই "মা" বসন্ত রোগেরই নামান্তর এবং মা কর্ত্তৃক নিগ্রহ হওয়া সম্ভব হইতে পারেনা বলিয়াই মা নামের মর্য্যাদা রক্ষার্থে দয়া বা অনুগ্রহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন—দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠির সুযোধন বলিয়া ডাকিতেন, অথবা সংহারক শিবকে শঙ্কর বলা হইয়া থাকে।

ছোঁয়াচি রোগ যত জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে এইটির ছোঁয়াচি গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই রোগ সহজেই সঞ্চার হয় ও ইহা অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। শতকরা ৫০ হইতে ৯০ পর্য্যন্ত মরে। এক প্রকার বিষ হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়। স্পর্শদোষ হইলে পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইতে সচরাচর দুই কি তিন দিন লাগে, কোন কোন স্থলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। এই রোগ ২ দিন অবধি বড় জোর ১৫ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

লক্ষণ—সাধারণ লোকেরা যে যে লক্ষণ দেখিতে পায়, তাহা তিন অবস্থায় ভাগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম অবস্থা—আলস্য, কম্প, গা শিহরিয়া উঠে, মুখ গরম হয়, মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে রক্ত সংস্থান হয়, খুস্ খুস্ করিয়া কাশে, কাণ লুটিয়া পড়ে, পেট প্রায় আঁটিয়া যায়, নাদ যেন শ্লেষ্মাতে লেপা দেখায়, ক্ষুধা কমিয়া যায় এবং অনেক সময়ে অধিক পিপাসা হয়। নানা অঙ্গের বিশেষতঃ পিঠের ও কাঁধের কিম্বা দাবনার মাংসপেশী খেঁচিয়া ধরে, পিঠ কুঁজা হইয়া যায়, চারিটি পা জড় হয়, পিঠের দাঁড়ায় হাত সহে না, আস্তে

আস্তে ও অনিয়ম মতে জাওর কাটে, দাঁত কড়্মড়্ করে ও হাই তুলিতে থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থা—মুখ, কাণ, শিং, পা এবং শরীরের অন্য অঙ্গ সকলের শীত কি উষ্ণতার স্থিরতা থাকে না, কখন গরম ও কখন শীতল হয়, ঘন ঘন শ্বাস ফেলে, ক্ষুধা অল্প হয়, জাওর কাটে না, চক্ষুতে অল্প অল্প পিচুটি পড়ে, পিঠের শির দাঁড়ায় বেদনা বাড়ে, কোঁকে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে, জ্বর প্রবল, পিপাসা অধিক, ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়, মাংসপেশীর খেঁচুনী অধিক টের পাওয়া যায়, নড়িতে চড়িতে কষ্ট হয়, মাড়ি ও গালের ঝিল্লী ও ফুড়কুণি অতিশয় রাঙ্গা হয়, জিহ্বা কাঁটা কাঁটা হয়, পেট আঁটিয়া যায়, নাদের গুট্লিতে শ্লেষ্ম ও রক্ত মিশ্রিত থাকে, মল-মূত্র-দ্বারের ঝিল্লী অত্যন্ত রাঙ্গা ও শুষ্ক হয়, নাদিতে গেলে বেগ দেয়, মল মূত্র-দ্বার কখন কখন ঝুলিয়া পড়ে।

তৃতীয় অবস্থা—মুখ, চোক ও নাকের ছিদ্র দিয়া অনর্গল আঠার ন্যায় শ্লেষ্মা বাহির হয়, প্রশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, মাড়ি ও কস এবং গালের ভিতরকার ফুড়কুণি ও টাকরা ও মুখের ভিতরের নিম্ন ভাগ ও জিহ্বা ও কখন কখন নাকের ছিদ্র ও চক্ষুর পাতার ভিতরের ছাল উঠিয়া যায় এবং ঐ সকল স্থানে ন্যূনাধিকরূপে হরিদ্রাবর্ণের ফুস্কুড়ী বাহির হয় ও সম্মুখের দাঁত নড়ে। এই সময়ে ভেদ হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে নাদেতে ছোট ছোট শক্ত গুট্লি থাকে, সেই গুট্লি রক্ত ও শ্লেষ্মাতে ও জলবৎ মলে লেপা; পরে শ্লেষ্মা ও রক্ত ও ফুড়কুণি রসসংযুক্ত গুট্লির সহিত কেবল জলবৎ অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ভেদ হইয়া থাকে। কোন স্থলে চর্ম্মের নীচে ফুপা থাকে, টিপিলে বসিয়া যায়। গরু অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। পিপাসা থাকে, কিন্তু ঢোক গিলিতে পূর্ব্বাপেক্ষা কষ্ট হয়, গিলিলে কাশে। চর্ম্ম, শিং, কাণ, পা ও মুখ হিম হইয়া উঠে। গর্ভিণী থাকিলে অনেক গাভীর গর্ভপাত হয়। সর্ব্বদা শুইয়া থাকে, উঠিয়া দাঁড়াইবার

শক্তি থাকে না। গোঁ গোঁ করে, কষ্টে শ্বাস ফেলে ও কোঁতায়। আপনিই রক্তময় তরল ভেদ হয়। ২ দিন হইতে ৬ দিনের মধ্যে মরিয়া যায়।

কোন কোন স্থলে গলকম্বলের, পালানের, কুঁচকীর, কাঁধের ও পাঁজরার চামড়ায় ফুস্কুড়ী দেখা যায়; কিন্তু উহা রোগের নিত্য লক্ষণের মধ্যে ধরা যাইতে পারে না। গ্রীষ্মকালে যে পশুদের রোগ হয়, প্রায় তাহাদেরই ঐরূপ হইয়া থাকে এবং তাহা সুলক্ষণ বলিয়া বোধ হয়, কারণ অধিক ফুস্কুড়ী বাহির হইলে রক্তামাশয়ের তাদৃশ লক্ষণ হয় না ও অনেক সময়ে গরু আরাম হয়। চর্ম্মে ফুস্কুড়ী না হইলে ও রক্তামাশয়ের শক্ত লক্ষণ থাকিলে গরু প্রায় মরিয়া যায়। এ দেশীয় যে ব্যক্তিরা গো-মেষাদি পালন করে, তাহারা এই রোগকে এক প্রকারের বসন্ত বলিয়া জানে; তাহা অনুচিত বলা যায় না। চর্ম্মে ফুস্কুড়ী স্পষ্ট দেখা গেলে তাহাকে পঞ্জাবে "মা" বা "মাতা" বলে এবং পাকস্থলার ও পেটের ঝিল্লীর রোগ হইয়া রক্ত শ্লেষ্মা ও পূঁজ পড়িলে তাহা "অন্দর-কা-মাতা" নামে অভিহিত হয়। স্থলবিশেষে এবং রোগ ত্বরায় প্রবল হইলে গরু অত্যন্ত অস্থির হইয়া বিকারের লক্ষণ দেখায় ও ছট্‌ফট্‌ করে এবং পরে সংজ্ঞাহীন হইয়া মারা যায়।

প্রসিদ্ধ লক্ষণ—চোক ও নাকের ছিদ্র ও মুখের ছাল উঠিয়া গিয়া পূঁজ পড়ে, মাড়িতে ও মুখের ভিতরের অন্যান্য স্থানে ফুস্কুড়ী হয় ও রক্তামাশয়ের মত মল নির্গত হইতে থাকে। এই লক্ষণ প্রকাশ হইলে গায়ে ফুস্কুড়ী বাহির হয়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল লক্ষণ সর্ব্বদা প্রকাশ হয় না, অন্ততঃ কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ হইবে।

গায়ে ফুস্কুড়ী অধিক বাহির হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সুলক্ষণ। যত অধিক ফুস্কুড়ী বাহির হয়, ততই শীঘ্র আরোগ্য হইবার আশা থাকে, রোগটির এই নিয়ম। গায়ে ফুস্কুড়ী প্রচুর পরিমাণে দেখা না দিলে ও রক্তামাশয়ের

মত মল বারম্বার নির্গত না হইলে অত্যন্ত কুলক্ষণ। অতএব জোলাপ দিয়া শরীর হইতে গরলময় দ্রব্য বাহির করিতে চেষ্টা করা ও ভালমতে যত্ন এবং শুশ্রূষা করিয়া ও সুপথ্য দিয়া গরুকে সবল রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

চিকিৎসা—প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ হইবার যে লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে, পেট নরম না হওয়া পর্য্যন্ত দিনে এক কি দুইবার করিয়া ৩ কাঁচ্চা হইতে ৬ কাঁচ্চা পর্য্যন্ত লবণ কি এপ্‌সম্‌ সল্ট্‌ প্রভৃতি লবণাক্ত রেচক ঔষধ দিয়া মল পাতলা রাখিতে হইবে।

গরু নেতাইয়া পড়িতে পারে, সেজন্য শক্ত জোলাপ দেওয়া হইবে না। পেট নরম হইলে বিষ সহজে নির্গত হয় বটে, কিন্তু জলবৎ ও রক্তবৎ মল অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে নিশ্চয়ই নেতাইয়া পড়িবে, তাহা যাহাতে না হয়, সেজন্য ধেড়ানি নিবারণ করিতে চেষ্টা করা উচিত।

রক্ত ও শ্লেষ্মা ২৪ ঘণ্টার অধিককাল বাহির হইতে থাকিলে, পেট ধরাইয়া দিবার জন্য নিম্নলিখিত ধারক ঔষধ খাওয়াইতে হইবে।

ধারক ও অম্লনাশক ঔষধ।

চা খড়ির গুঁড়া	...	...	পৌণে চারি তোলা।
পলাশ গঁদ	...	...	পৌণে এক তোলা।
আফিম	...	...	ছয় আনা।
চিরতার গুঁড়া	...	...	সওয়া তোলা।
মদ	...	...	এক ছটাক।
ভাতের মাড়	...	...	এক সের।

ইং ১৮৭০ সালে মান্দ্রাজে মিঃ থ্যাকার নামক একজন ইংরাজ গো-চিকিৎসক ছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত ধারক ঔষধটি বিশেষ ফলজনক বলিয়াছেন।

ধারক ঔষধ।

কর্পূর	...	...	পৌণে এক তোলা।
সোরা	...	...	পৌণে এক তোলা।
ধুতুরার বীচি	...	...	সিকি কাঁচ্চা।
চিরতা	...	...	পৌণে এক তোলা।
মদ	...	...	দুই ছটাক।

রোগের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। থ্যাকার সাহেব বলেন, রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় যদি ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল তরল ভেদ হইতে থাকে, তবে পৌণে এক তোলা মাজুফল সূক্ষ্মরূপে ফাঁকি (গুঁড়া) করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ঔষধের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। যতক্ষণ ধেড়া'ন বন্ধ না হয়, ততক্ষণ ১২ ঘণ্টা অন্তর ঐ ধারক ঔষধ দিতে হইবে।

রেচন বন্ধ হইলে আর ঔষধ দিতে হইবে না, কেবল সাবধানে শুশ্রূষা করিতে হইবে। গরুর বসন্ত রোগ একবার হইলে, প্রায় আর কখন হয় না।

পথ্য—কেবল চাউল ও যব কিম্বা গমের মাড় অথবা জলবালি উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার ঘন মাড় এবং একটু ভাল অবস্থায় আসিলে উহার সহিত অল্প পরিমাণে কচি টাট্‌কা ঘাস দেওয়া যাইতে পারে। মাড়ের সঙ্গে অল্প করিয়া লবণ দিতে হইবে। রোগের উপশম হইলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত শক্ত বা শুষ্ক আঁশাল দ্রব্য কোনমতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ ঐ সকল দ্রব্য ভালমতে পরিপাক হয় না, সুতরাং অজীর্ণ অথবা পাকস্থলীর ও পেটের নাড়ীর অন্য গোলযোগ হইতে পারে, অথবা উক্ত পীড়াও পুনর্ব্বার হইতে পারে।

রোগের প্রথম অবস্থায় যতক্ষণ না নাদে, ততক্ষণ জল দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু পেট নরম হইলে অতি অল্প করিয়া জল দেওয়া কিম্বা

একেবারে না দেওয়া উচিত। রেচন আরম্ভ হইলে পর আর জল দিতে হইবে না। আবশ্যক হইলে অতি অল্প পরিমাণে এক একবার দিতে হইবে। কখন কখন রেচন হইতে হইতে অত্যন্ত পিপাসা হইয়া গরু অধিক জল খাইতে ব্যগ্র হয়, কিন্তু জল দিলে অধিক রেচন হইয়া গরু আরও দুর্ব্বল হয় ও শীঘ্র মরিয়া যায়। বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা জল দিতে হইবে। মুখ ধোওয়াইতে অল্প গরম জল ভাল।

জ্বরের উত্তাপে ও শ্বাস প্রশ্বাসে মুখের ভিতর শুকাইয়া যায় এবং মুখের মধ্যে যে সকল ঘা হয়, তাহা আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পাকা কলা ও ঘৃত একত্রে চট্‌কাইয়া মুখের ভিতর ও জিহ্বায় ভাল করিয়া মাখাইয়া দেওয়ায় উপকার হয়।

পীড়িত গরুকে স্বতন্ত্র ঘরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় সুবাতাস পূর্ণ গৃহে রাখিতে এবং সংক্রামক পীড়ার সাবধানতা অবলম্বন করিতে (২২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) হইবে।

পীড়িত গাভীর দুগ্ধ পান করিলে তাহার বাছুরেরও ঐ রোগ হয়। উহা কাহারও পান করা উচিত নহে। দোহন না করিলে পালান ফুলিয়া যায় ও তাহার প্রদাহ হয়। ঐ দুগ্ধ যতটা পারা যায় দোহন করিতে হইবে এবং তাহা মল মূত্রাদির সহিত মাটীতে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে। দোহনকারীর হস্তে ক্ষতাদি থাকিলে, তাহার দ্বারা গোদোহন করা উচিত নহে। পীড়িত গরুর মল মূত্রাদি আবর্জ্জনা স্থানান্তরিত করিবার সময়, ঝুড়ীতে কলাপাতা পাতিয়া তাহার উপর কোদাল ও ঝাঁটার সাহায্যে (হস্ত স্পর্শ না করিয়া) মল মূত্রাদি উঠাইতে হয় এবং কলাপাতা সহ ঐ সকল আবর্জ্জনা গর্ত্তে ফেলিয়া মাটী চাপা দিতে হয়।

গরুর বসন্ত রোগের দেশীয় মতে কুমীরের ডিম, গাধার দুধ ও নানা রকম গাছগাছড়া ঔষধ আছে। তন্মধ্যে একটি সহজ লভ্য ও

সুফলপ্রদ ঔষধ "শিমুলের বীচি"। বসন্তের গুটিকা পাকিবার পূর্ব্বে খাওয়াইতে পারিলে প্রায়ই আরাম হয়। পাকিয়া যাওয়ার পর খাওয়াইলে উপকার হয় না।

বলবান গাভী বা বলদকে প্রথম দিন প্রথম বারে ২৫টি, দ্বিতীয় বারে ১৮টি এবং তৃতীয় বারে ১০টি বীচি সেবন করাইতে হয়। দ্বিতীয় দিন প্রথম বারে ১৫টি, দ্বিতীয় বারে ১০টি এবং তৃতীয় দিন প্রাতে একবার মাত্র ১০টি বীচি খাওয়াইতে হয়।

মধ্য বয়স্ক গাভী ও বলদকে এবং ছাগ, মেষ, কুকুর প্রভৃতিকে প্রথম দিন প্রথম বারে ১৫টি, দ্বিতীয় বারে ৭টি এবং তৃতীয় বারে ৫টি, দ্বিতীয় দিন প্রথম বারে ৭টি, দ্বিতীয় বারে ৫টি এবং তৃতীয় দিন একবারে ৫টি বীচি খাওয়াইতে হয়।

অল্প বয়স্ক বাছুরকে প্রথম দিন প্রথম বারে ৭টি, দ্বিতীয় বারে ৩টি, তৃতীয় বারে ২টি। দ্বিতীয় দিন প্রথম বারে ৫টি, দ্বিতীয় বারে ২টি, তৃতীয় দিন ২টি মাত্র খাওয়াইতে হয়।

গরুর নির্দ্দিষ্ট মাত্রার দেড়গুণ ঔষধ (বীচি) মহিষ ও অশ্বকে দেওয়া যায়। দুই চারিটা বীচি কম বেশী খাওয়াইলে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না, কারণ উহা বিষাক্ত নহে।

বীচিগুলি উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া ইক্ষু গুড়ের সহিত মিশাইয়া উপরোক্ত নিয়মে তিন দিন খাওয়াইতে হয়।

কাঁচা হলুদ বাটা এক ছটাক এবং উচ্ছে পাতার রস তিন ছটাক খাওয়াইলে বসন্তের উগ্রতা হ্রাস হয় এবং শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

বাসক ছাল, নিমছাল, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী সম পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া রোগের যে কোন অবস্থায় উহার কাথ পান করাইলে বসন্ত রোগ নিবারিত হয়।

জয়ন্তী পত্র রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উহার চূর্ণ গরুর গাত্রে ছড়াইয়া দিলে এবং উহার পত্র সহিত কাঁচা পল্লব দ্বারা গরুর সর্ব্বাঙ্গ ঝাড়িয়া দিলে, বসন্তের বিষ নষ্ট হয়।

এই রোগ সংক্রামক (Infectious) ও স্পর্শাক্রামক (Contegious) দুইই।

এঁষে ঘা।

ইংরাজী নাম ফুট্ এণ্ড মাউথ্ ডিজিজ্ (Foot and mouth disease) এবং থ্রাস্ (Thrush)। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই রোগের অনেক নাম আছে। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা লিখিত হইল।

দেশের নাম		রোগের নাম
বঙ্গদেশ.	...	এঁষে, বাতান, বাঁতা, বাদলা, বাঘের, বাদল খুর, চমৎস্থা. চপচপ্যা, চপচুপ্যা, চোয়া মসিয়া, ধক্কা, কুটচ, কঞ্জালা, খুর, খুরা, খোরালা, খুরামিনা, খোরাটি, খুরেন্ট, খুরপীড়া, খুরাই।
আসাম	...	চপকা, খুরিকাটা, খুর পাকা, সেবাকার, সেবাকার বিস্তোর।
উড়িষ্যা	...	ফাটুয়া।
মধ্য প্রদেশ	...	বেকরা, ভোরা, গোরফুটা, ঠেগা।
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	...	বিকরা, চপকা, কাঙ্গ, খুর পাকা, থাঙ্গ, গুরখুর, কমখুর, কঙ্গওয়া, খুরতা, খুর ভাটা, খুসিটা, পাকা, অকড়বাই।

পঞ্জাব	...	বচকা, কুরগ মুরগ, লাড়, মোখুর, মুঁখী, পাইরা, রোরা, সেধ।
বোম্বাই	...	খুরওয়া, খুরখুট, খুরচুন, মোয়াসা, খুরমন্দ, মৌয়াসা, খুরওয়ালো, মোম্মারু, মাহারা, লাল, লাগ, লাগারোগা।
মান্দ্রাজ	...	বায়িজারা, কালাজারা, মুপা।
সিকিম	...	খুরচা।

এঁষে ঘা ছোঁয়াচি বা স্পর্শাক্রামক রোগ। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মুখে, পায়ে ও পালানে ফুস্কুড়ী বাহির হয়। অনেক স্থলে ছুঁইলেই এই রোগ হইয়া থাকে, আবার আপনিও হইতে পারে। গরুকে অপরিষ্কৃত স্থানে রাখাই এ রোগের সম্ভাবিত কারণ। গবাদির দেহে ঐ রোগের বীজ ২৪ ঘণ্টা হইতে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত গুপ্তভাবে থাকে, কিন্তু প্রায়ই ৩৬ ঘণ্টা থাকিয়া প্রকাশ হয়। এই রোগ গরুর অনেকবার হইতে পারে।

লক্ষণ—প্রথম লক্ষণ কম্প দিয়া জ্বর হয়, মুখ ও শিং ও চারি পা গরম হইয়া উঠে ও মুখ চক্ চক্ করে ও লাল পড়ে। পরে মুখে ও পায়ে ফুস্কুড়ী বাহির হয়। গাভীর হইলে পালানে ও বাঁটে হইয়া থাকে। ঐ ফুস্কুড়ী সীমের বীচির ন্যায় হয়। কখন কখন ঐ ফুস্কুড়ী নাকের ঝিল্লিতেও দেখা যায়। ১৮ কি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফাটিয়া গিয়া লালবর্ণ ঘা হয়, তাহা শীঘ্র ভাল হইয়া যায় কিম্বা নালী হয়।

মুখের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা প্রায় জিহ্বাতে ফুস্কুড়ী অধিক হয়, কিন্তু কখন কখন দাঁতের গোড়ায় এবং টাক্‌রায় ও গালের ভিতরে হয়। পায়ে ফুস্কুড়ী হইলে খুরের সঙ্গে যেস্থানে চর্ম্মের যোগ থাকে, সেই স্থানে ও খুরের যোড়ের মধ্যে হয়। মুখের টাটানি ও জ্বর থাকাতে খাইতে পারে না ও যে পায়ে ঘা থাকে, সেই পাটি ঘা আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত খোঁড়া হইয়া যায়।

এই রোগাক্রান্ত বলদকে খাটাইলে ঐ লক্ষণ আরও কঠিন হইয়া উঠে, পা ফুলিয়া যায়, অনেকবার খুরও খসিয়া পড়ে, কখন কখন পায়ে ফোড়া হয় এবং জ্বর বেশী হয়। বাছুর ঐ রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ চুষিয়া খাইলে তাহারও সেই রোগ হইবে। সেই গরুর দুগ্ধ খাইয়া মানুষেরও মুখ প্রভৃতিতে পুঁজযুক্ত ফুস্কুড়ী বাহির হইয়াছে, ইহাও কোন কোন স্থানে দেখা যায়। দুগ্ধবতী গাভীর ঐ রোগ হইলে বাঁটে হাত লাগাতে তাহা অধিক টাটায়, না দুহিলে পালান ফুলিয়া যায় ও তাহার প্রদাহ হয়।

দুগ্ধ দোহন করিবার পর উত্তমরূপে হাত না ধুইয়া অন্য সুস্থ গাভীকে দোহন করিলে, তাহারও এই পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

উদরভঙ্গ ও রক্তামাশয় ব্যতীত এই রোগে বসন্ত রোগের ন্যায় অনেক লক্ষণ দেখা যায়। বসন্ত রোগে পায়ে ঘা হয় না।

রুগ্ন গরুকে ঘরের মধ্যে রাখা উচিত। ঘরের মেজে পরিষ্কার ও যাহাতে বাতাস খেলিতে পারে, তাহা করিবে। প্রতিদিন ২।৩ বার গরম জল দিয়া মুখ ধোওয়াইয়া দেওয়ার পর নিম্নলিখিত ঔষধের জল দিয়া মুখ ধুইয়া দিতে হইবে।

ক্ষত শুষ্ক করিবার ঔষধের জল।

ফট্‌কিরি	...	সওয়া তোলা।
জল	...	আধ সের।

একত্রে গুলিয়া দিবে।

দিনে দুইবার নিমপাতা দিয়া জল গরম করিয়া পা ধোওয়াইয়া, সকল ময়লা বিশেষতঃ খুরের যোড়ের মাঝখানের ময়লা সাবধানে বাহির করিয়া উপরোক্ত ঔষধের জল দিয়া ধোওয়ার পর সেঁক দিতে হইবে এবং ঘা সকল নিম্নলিখিত তৈলের পটী দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

পায়ের ঘায়ের তৈল।

কর্পূর	...	এক তোলা।
তাপিণ তৈল	...	সিকি তোলা।
মসীনার তৈল	...	চারি তোলা।

এই সকল ভাল করিয়া মিশাইয়া ঘায়ে লাগাইয়া দিবে, মাংস বৃদ্ধি হইলে উহার সহিত একটু তুঁতের গুঁড়া দিতে হইবে।

মুখ, পালান, বাঁট প্রভৃতি যে যে স্থানে ঘা হয়, তাহা পরিষ্কার রাখা ও বারম্বার ঐ তৈলের পটী দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে ঘায়ে মাছি বসিয়া পোকা পাড়িতে পারিবে না। বাঁটে বা মুখে মাছি বসিলে প্রত্যহ একবার কিম্বা দুইবার করিয়া কর্পূর মিশান ঐ তৈল দিয়া ধোওয়াইয়া দিবে। নিম্নে আর দুই প্রকার পায়ের ঘায়ের মলম লিখিত হইল, উহা মুখের ঘায়ে দেওয়া হইবে না।

(১) পায়ের ঘায়ের মলম।

তুঁতিয়ার সূক্ষ্ম চূর্ণ	...	এক ছটাক।
গুঁড়া চূণ	...	আধ পোয়া।
তামাকের পাতা	...	আধ পোয়া।
সরিসার তৈল	...	আবশ্যক মত।

তামাকের পাতার গুঁড়া অল্প জলে গুলিয়া তুঁতিয়া চূর্ণ ও চূণ মিশাইয়া পরে পরিমাণ মত তৈল দিয়া লইবে।

কেহ কেহ বলেন, তুঁতে কাঁচা না দিয়া পোড়াইয়া গুঁড়া করিয়া লওয়াই ভাল।

(২) পায়ের ঘায়ের মলম।

জাঙ্গাল	...	এক ছটাক।
গন্ধবিরজা	...	এক ছটাক।

নারিকেল তৈল ... তিন ছটাক।
মোম ... তিন ছটাক।

একত্রে অগ্নিতে জ্বাল দিলেই ঔষধ প্রস্তুত হইল। ক্ষত স্থান বেশ করিয়া ধুইয়া দিনে দুইবার করিয়া দিতে হইবে।

অধিক জ্বর থাকিলে নিম্নলিখিত দুই প্রকার জ্বরের ঔষধের যেটি ইচ্ছা, ১২ ঘণ্টা অন্তর এক একবার সেবনীয়।

(১) জ্বরের ঔষধ।

কর্পূর ... পৌনে এক তোলা।
শোরা ... একতোলা।
শরাব (দেশী মদ) আধ ছটাক।

শরাবে কর্পূর গলাইয়া পরে তাহাতে শোরা দিয়া /১ সের ঠাণ্ডা জল দিয়া খাওয়াইতে হইবে।

(২) জ্বরের ঔষধ।

শোরা ... সওয়া তোলা।
লবণ ... আড়াই তোলা
চিরতার গুঁড়া ... আড়াই তোলা
গুড় ... দেড় ছটাক।

একত্রে আধ সের ঠাণ্ডা জল দিয়া খাওয়াইতে হইবে।

ইন্‌জেক্‌সন।

এই রোগে রিণ্ডারপেষ্ট ইন্‌জেক্‌শন্ অতি সুফলপ্রদ, ইহা অনেক ভেটারিনারী সার্জ্জন বলিয়া থাকেন।

পথ্য—দুর্ব্বা ঘাস কি মটরের কোমল গাছ প্রভৃতি নরম নরম টাট্‌কা ঘাস এবং অল্প লবণ ও এক ছটাক পরিমাণ মাত গুড় সহ ভাতের পাতলা মাড় খাওয়ান যাইতে পারে।

অনেকে রুগ্ন গরুর পায়ের গোচ পর্য্যন্ত জলে বা কাদায় ডুবিয়া থাকিবার নিমিত্ত জলে বান্ধিয়া রাখিবার যে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা পোকা হওয়া নিবারণের পক্ষে উত্তম, কিন্তু কখন কখন লোমের ও খুরের মাঝখানে বালি ও কাদা ঢুকিয়া যাওয়াতে খুর খসিয়া যাইতে পারে।

গলা ফুলা

গলাফুলা অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। শতকরা ৮৫টির মৃত্যু হয়। ইহা বসন্তের ন্যায় সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক। সেইজন্য ইহাকে প্লেগ বলা হইয়া থাকে। এই রোগ অতি শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ক্রমেই পীড়ার প্রকোপ অধিক হইতে থাকে, অবশেষে শ্বাস রোধ হইয়া বা দম্ আটকাইয়া মারা যায়। ইহাতে দুই এক ঘণ্টা হইতে দুই তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে, কিন্তু প্রায়ই ৩০ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়।

বাঙ্গলা নাম গলক্ষত বা গলাফুলা বলিলেই একরূপ রোগের স্থান ও প্রকৃতি নির্ণয় হয়। ইংরাজিতে সোর থ্রোট (Sore-throat), টনসিলাইটিস্ (Tonsilitis), ডিপ্থিরিয়া (Diphtheria) প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং শ্রেণী বিভাগ আছে। কিন্তু ঐ সকল রোগের লক্ষণ, ভোগকাল, ভাবীফল, চিকিৎসা প্রায় একরূপ।

লক্ষণ—গলার সমস্ত গ্ল্যাণ্ড বা বীচিগুলি ফুলিয়া উঠে, মুখ হইতে নিয়ত লালা ঝরিতে থাকে, কখন কখন কাশে, কোন কোন সময় চক্ষু দিয়া জল পড়ে, এবং চক্ষু ও নাকের ছিদ্রের মধ্যে ঈষৎ লালবর্ণ বোধ হয়, নাক দিয়া শ্লেষ্মা ঝরে, মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, কিছু খাইতে পারে

না, মুখের ভিতরে ঘা হয়, জিহ্বা কাল, স্ফীত এবং ক্ষতযুক্ত হয়, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতে থাকে, ইত্যাদি।

চিকিৎসা—এই পীড়ায় গলার ফুলা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া শ্বাসনালীর উপরের অংশ যাহাতে রুদ্ধ হইয়া না যায়, তাহার উপায় সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। দেশীয় চিকিৎসার প্রধান উপায়,—দাগুনি।

দগ্ধ করা।

খুব লাল করিয়া লোহা (দাগুনি) পোড়াইয়া গলার চারিদিকে এবং শ্বাসনালীর উপরাংশের ২।৩ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে অতি সত্বর ৩।৪টি রেখা করিয়া দাগ দিতে হইবে। চোয়ালের নীচে ও দুই চোয়ালের মধ্যে রেখা করিয়া ২।৩টি ও অন্যান্য ফুলাস্থানে এক একটি এবং এক কর্ণমূল হইতে অপর কর্ণমূল পর্য্যন্ত সমস্ত গলা বেষ্টন করিয়া একটি দাগ দিতে হয়। তাহার পর ঐ দাগের উপর তুলী দ্বারা নিম্নলিখিত ফোস্কাকারক ঔষধ লাগাইতে হইবে।

ফোস্কাকারক ঔষধ।

ক্যান্থারাইডিজ	...	এক ভাগ
মসীনার তৈল বা		
লিন্‌সীড্ অয়েল	...	ছয় ভাগ
মোম বা ওয়াক্স	...	ছয় ভাগ

প্রথমে মোম গলাইয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পরে ক্যান্থারাইডিজ দিতে হয়।

এই ঔষধে ফোস্কা হইলে এবং গরুর যন্ত্রণা বোধ হইলে তাহা সুলক্ষণ। ইহার পর নিম্নলিখিত দুই প্রকার রেচক ঔষধের যেটি ইচ্ছা খাওয়াইয়া জোলাপ দিতে হইবে।

(১) রেচক ঔষধ।

শুঁঠ চূর্ণ	...	আধ ছটাক।
গন্ধক চূর্ণ	..	দুই ছটাক।
ভাতের কিম্বা মসীনার গরম মাড়	...	আধসের।

(২) রেচক ঔষধ।

এপ্‌সম্‌সল্‌ট্ বা লবণ	...	আধ পোয়া।
গন্ধকের গুঁড়া	...	দেড় ছটাক।
শুঁঠের গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
গুড়	...	দেড় ছটাক।
গরম জল	...	দুই সের।

মুখ ধোওয়ান।

আধসের ঈষদুষ্ণ জলে সওয়া তোলা ফটকিরী মিশ্রিত করিয়া ঐ জল দ্বারা কিম্বা কার্ব্বলিক লোশন (এক ভাগ কার্ব্বলিক এসিড সহ দশ ভাগ জল) দ্বারা মধ্যে মধ্যে গরুর মুখ ধোওয়াইয়া দিতে হইবে।

ভাপ্‌রা বা গ্যাস প্রদান।

কাপাসের বীচি, পুরাতন ঝিঙ্গার খোলা, ছাঁচি কুমড়ার শুক্‌না লতা সরিষার শুষ্ক গাছ এবং রাঁড়া তালগাছের শুক্‌না মোচ, ছোট ছোট করিয়া ভাঙ্গিয়া নূতন হাঁড়ার ভিতর রাখিতে হইবে। পরে ঐ হাঁড়ী গরুর নাকের নিকট ঘুঁটের আগুনের উপরে রাখিয়া দিলে যে ধূঁয়া হয়, ঐ ভাপ্‌রা বা দহন বাষ্প (Gas) প্রয়োগ করিলে অথবা গন্ধকের ধূঁয়া দিলে, উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

অস্ত্র করণ।

গলার চতুর্দ্দিকে ফুলা আরোগ্য না হইয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, কিম্বা পাকিয়া গেলে ফুলার নিম্নভাগে অস্ত্র করিয়া নিম্নলিখিত ঔষধ ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে।

ক্ষতের ঔষধ।

কর্পূর	...	এক তোলা।
তার্পিণ তৈল	...	সিকি তোলা।
মসিনার তৈল	...	চারি তোলা

এই সকল দ্রব্য করিয়া মিশাইয়া লাগাইতে হইবে এবং আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত নিমপাতা দিয়া গরম করা জল দ্বারা ধৌত করিতে হইবে।

গরু ক্রমশঃ সংজ্ঞাহীন বা অচৈতন্যের মত হইয়া পড়িলে, নিম্নলিখিত উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইয়া চৈতন্য বৃদ্ধি রাখিতে হইবে।

উত্তেজক ঔষধ বা ষ্টিমুলেন্ট (Stimulant)

কর্পূর	...	পৌণে এক তোলা।
মদ	...	আধ ছটাক।
ধূতুরার বীচি চূর্ণ	...	ছয় আনা।
ভাতের মাড়	...	এক সের।

অগ্রে কর্পূর মদের সহিত মিশ্রিত করিয়া পরে ধূতুরার বীচি চূর্ণ ও ভাতের মাড়ের সহিত মিশাইয়া লইতে হয়। আবশ্যক হইলে এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে খাওয়াইতে হইবে।

শ্বাসনালীতে ছিদ্রকরণ।

যদি কোন ঔষধে উপকার না হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত্যু হইবার উপক্রম হয়, তবে সুযোগ্য চিকিৎসকগণ গলার মধ্যস্থলে

শ্বাসনালীতে (Windpipe এ) ছিদ্র করিয়া দিয়া কোন কোন গরুর জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন।

পথ্য—ভাতের অথবা মসীনার মাড়। উদরাময় থাকিলে মসীনার মাড় না দিয়া যবের মণ্ড অথবা জল বার্লি। যদি অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকে, তবে ঐ মণ্ডের সহিত এক গ্লাস ব্রাণ্ডি দিতে হইবে। খাইতে পারিলে কচি টাট্‌কা ঘাস দেওয়া যায়।

সাবধানতা—এই পীড়ায় সেবা শুশ্রূষা করিতে কিম্বা ঔষধ খাওয়াইতে এমন লোক নিযুক্ত করিতে হইবে, যাহার হাতে কোনরূপ ক্ষত নাই, কারণ এই রোগের বিষ রক্তের সহিত যোগ হইলে মানুষেরও এই পীড়া হইতে পারে। পীড়িত গরুকে স্বতন্ত্র গৃহে রাখা উচিত। গরুর ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য, মল, মূত্র প্রভৃতি বিষাক্ত হয়, সে কারণে ঐ সকল পুঁতিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

কণ্ঠনালী রোধ।

আক, খড় প্রভৃতি কঠিন এবং বড় বড় খাদ্যবস্তু গলার পশ্চাদ্ভাগে কিম্বা কণ্ঠনালীতে (Esaphagus বা gullet অর্থাৎ যে নালী দ্বারা খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে যায়) আবদ্ধ হইতে পারে, কখন কখন খাদ্যদ্রব্যের সহিত চামড়া, লৌহখণ্ড প্রভৃতি কঠিন বস্তু থাকিলে, উহা কণ্ঠনালীর কোন স্থানে আবদ্ধ হইয়া যায়, ইহাতে গরু কোন বস্তু গিলিতে কষ্টবোধ করে অথবা গিলিতে পারে না; ঐ সকল বস্তু শক্ত ও ধারাল হইলে, কণ্ঠনালী ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়।

মুখের কি গলার পশ্চাদ্ভাগে কোন বস্তু বিদ্ধ হইলে, গরু কাশিতে থাকে এবং মুখ দিয়া জল ও লাল পড়িতে থাকে, জল খাইলে নাক দিয়া

সেই জল বহির্গত হয়। কণ্ঠনালীর কোন স্থানে বদ্ধ হইলে, ২।৩ বার ঢোঁক গিলিবার পর এবং যে স্থানে বদ্ধ হইয়াছে, সেই স্থান পর্য্যন্ত জলে পূর্ণ হওয়ার পর নাক মুখ দিয়া জল বাহির হইয়া যায়, গলার মাংসপেশী সকল থাকিয়া থাকিয়া সঙ্কুচিত হয়, আবদ্ধ বস্তুকে পাকস্থলীতে নামাইবার জন্য অথবা মুখ দিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করায় ঐ সকল মাংসপেশী বারম্বার সঙ্কুচিত হয় ও টানিয়া ধরে। সিমলা রোগের কতক লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকে এবং ত্বরায় প্রতিকার না করিলে পেটের বাঁ দিকে অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে। গলার কোন স্থানে বদ্ধ হইলে মুখের ভিতরে হাত দিলে জানা যায়, মুখের পশ্চাদ্ভাগ কি কণ্ঠনালীর কোনস্থান ফুলিলে, গলার বাহিরে হাত দিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায়, যেস্থানে বদ্ধ হয়, সেই স্থান কিছু ফুলিয়া উঠে। বুকের মধ্যে কণ্ঠনালীর যে অংশ থাকে, যদি তাহার কোন স্থানে বদ্ধ হয়, তাহা হইলে মুখের পশ্চাদ্ভাগ কি গলা দেখিয়া ঠিক করিতে পারা যাইবে না; জলপান করিলেও তাহার ভিতরে যাইতে কোন বাধা হয় না, কিন্তু ২।৩ বার জল গিলিবার পর গলার ভিতরের কণ্ঠনালী জলে পরিপূর্ণ হয় ও জল বমন করিয়া ফেলে।

এরূপ অবস্থায় মসীনার তৈল ও শরাবই উৎকৃষ্ট ঔষধ। আধপোয়া মসীনার তৈল গরম করিয়া তাহাতে এক ছটাক শরাব (মদ) মিশাইয়া খুব সাবধানে ধীরে ধীরে গলায় ঢালিয়া দিতে হইবে, যে দ্রব্য আটকাইয়াছে, ইহা দ্বারা তাহা সরল হয় এবং ইহা কণ্ঠনালীতে সঙ্কুচিত করিয়া আবদ্ধ বস্তুকে সরাইয়া ফেলে। এই ঔষধ ২।৩ বার খাওয়াইলেও ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু যত্নপূর্ব্বক ঐ ঔষধ পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প খাওয়ান চাই। যদি গলার পশ্চাদ্ভাগে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ আবদ্ধ বস্তু হাত দিয়া বাহির করিতে হইবে। যদি গলার ভিতরে কণ্ঠনালীতে বদ্ধ হয়, ঐ ঔষধ খাওয়ানর পর বাহিরের ফুলা আস্তে আস্তে টিপিলে আবদ্ধ বস্তু একটু

সরিয়া যাইবে, আবার ঐ ঔষধ খাওয়াইয়া একটু বেশী টিপিতে হইবে। কিছুক্ষণ এইরূপ করিলে আবদ্ধ বস্তু নামিয়া যাইতে পারে।

যদি বুকের মধ্যে কণ্ঠনালীর কোন অংশ আবদ্ধ হয়, এরূপ বুঝিতে পারা যায় এবং ঐ ঔষধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহারেও আবদ্ধ বস্তু সরিয়া না যায়, তাহা হইলে একটি লম্বা ফাঁপা রবারের নল মুখের ভিতর দিয়া কণ্ঠনালীর যে স্থান আবদ্ধ হইয়াছে, সেই স্থান পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া নলের ভিতর দিয়া অল্প অল্প জল ঢালিবে ও নলটি নাড়িতে থাকিবে, এরূপ করিলে আবদ্ধ বস্তু পাকস্থলীতে নামিয়া যাইতে পারে। রবারের নলের অভাবে একটি লম্বা বেতের একদিকের অগ্রভাগে তুলা কিম্বা পাট কি শোণের ফেঁসো নেকড়া দিয়া উত্তমরূপে গোল করিয়া বাঁধিয়া উহা উপরোক্ত তৈলে ভিজাইয়া কণ্ঠনালীর ভিতর আবদ্ধ স্থান পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইয়া আস্তে আস্তে ঠেলিয়া আবদ্ধ বস্তুকে পাকস্থলীতে নামাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এ সকল কার্য্য বড়ই কঠিন, সুদক্ষ লোক ও সাবধান না হইলে, হিতে বিপরীত ঘটে। ঐ সকল উপায়েও আবদ্ধ বস্তু স্থানান্তরিত না হইলে, সুযোগ্য পশু চিকিৎসকেরা সেই স্থানে অস্ত্র দ্বারা ছিদ্র করিয়া তাহা বাহির করেন।

আবদ্ধ বস্তু স্থানান্তরিত হইলেও ৩।৪ দিন কেবল ভাতের মাড় খাইতে দিতে হইবে। তাহার পরেও কিছুদিন অর্থাৎ সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল অল্প পরিমাণে টাটকা কচি ঘাস খাইতে দেওয়া উচিত।

বিস্ফোটক।

ইহাকে পঞ্জাব প্রদেশে গুলি ও সুথ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গুথ্‌রিয়ান্‌, বোম্বাইয়ে উদ্রো এবং মাদ্রাজে থালোরিণাক্‌ বলে। ইহার ইংরাজি নাম এন্‌থ্রাক্স (Anthrax)।

এই রোগ ২ ঘণ্টা হইতে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু ২ ঘণ্টা হইতে ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে।

এই পীড়া রক্তের দোষে হয়। ভারতবর্ষে ইহা ছোঁয়াচে রোগ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে; শীতপ্রধান দেশে ইহা ছোঁয়াচের ন্যায় প্রকাশ পায় না। এই রোগে শরীরের কোন কোন স্থানের চামড়ার নীচে ফুলিয়া উঠে। সচরাচর মলদ্বারে, সম্মুখ ভাগে কিম্বা পশ্চাদ্ভাগে অথবা গলায় এবং কখন কখন জিহ্বায় ফুলিতেই দেখা যায়। শরীরাভ্যন্তরেরও যে কোন স্থান ফুলিতে পারে। পূর্ণবয়স্ক গরু অপেক্ষা বাছুরদিগেরই এই পীড়া অধিক হইবার সম্ভাবনা; কারণ অধিক বয়সের গরু অপেক্ষা বাছুরের রক্ত অতি শীঘ্র প্রস্তুত হয়। রক্ত যে কেবল হঠাৎ বেশী হয়, তাহা নহে; রক্ত সহজেই দূষিত হয় এবং শিরা হইতে শরীরের নরম স্থানে ঐ রক্ত সঞ্চিত হয়। বাড়ন্ত গরুদিগের অর্থাৎ যে সকল গরু অতি শীঘ্র বড় হয় কিম্বা যে সকল কৃশ গরু অল্পদিন মধ্যে অপেক্ষাকৃত মোটা হয়, তাহাদের এই পীড়া হইবার অধিক সম্ভাবনা। পালের মধ্যে একটি গরুর এই পীড়া হইলে, অপরগুলিরও যে এই পীড়া হইবে, তাহা প্রায় নিশ্চয়। ইহা যে কেবল ছোঁয়াচে বীজ হইতে জন্মে, তাহা নহে, খাওয়াইবার ও রাখিবার দোষেও জন্মিয়া থাকে। বহুদিনের পর কচি ঘাস অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইলে অথবা জলায় চরিতে দিলে কিম্বা গরুদিগকে দিবারাত্র অনাবৃত স্থানে রাখিলে বা অত্যধিক গরম কি হিম লাগাইলে এই রোগ জন্মিতে পারে।

এই পীড়া হইলে দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই গরু অসাড় হইয়া পড়ে, নড়িতে চড়িতে বড় কষ্টবোধ করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরের স্থানে স্থানে চামড়ার নীচে ফুলিতে আরম্ভ হয়, ইহাই এই রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ।

যখন চামড়ার নীচের যে কোন স্থানের ফুলা পরীক্ষা করা যায়, তখন উহা আঙ্গুল দিয়া টিপিলে একপ্রকার ফট্ ফট্ শব্দ হইতে থাকে এবং ঐ স্থান যেন বাতাসে পরিপূর্ণ আছে বলিয়া বোধ হয়। রক্ত শীঘ্র পচিয়া একপ্রকার গ্যাস উৎপন্ন হয়, সেই জন্যই শরীরের ফুলাস্থান টিপিলে ঐ প্রকার শব্দ হয়। যদি গলায় এবং ফুস্ফুসে পীড়া হয়, তাহা হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। যদি মাথার মধ্যে এই পীড়া হয়, তাহা হইলে মূর্চ্ছার লক্ষণ উপস্থিত হয়। যখন পেটের মধ্যে প্লীহার বা অন্য কোন স্থানে রক্তাধিক্য হয়, তখন তলপেটে বেদনার লক্ষণ অনুভব হয়। পায়ে পীড়া হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই গরু ঐ পা তুলিতে বা ফেলিতে না পারিয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। এই পীড়া অতি শীঘ্র বৃদ্ধি হয় ও সঙ্গে সঙ্গেই ফুলিতে আরম্ভ হয়। রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় গরু নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন ফেলিতে থাকে ও গোঁ গোঁ শব্দ করে, নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।

ফুলা বৃহদাকারের হইলে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট দেখিয়া ফুস্ফুসে বা গলায় অধিক রক্ত জমিয়াছে বলিয়া বোধ হইলে, চিকিৎসা করা প্রায় বিফল হয়। এ অবস্থায় কেহ কেহ অস্ত্র প্রয়োগে রক্ত নির্গত করিয়া দিতে পরামর্শ দেন। রোগের প্রথম অবস্থায় রক্ত বাহির করা যাইতে পারে, উহাতে উপকার হইবারও বিশেষ সম্ভাবনা; কিন্তু অতি শীঘ্র রক্ত দূষিত হইয়া এরূপ ঘন আলকাতরার ন্যায় হয় যে, শিরা কাটিলেও আর রক্ত পড়ে না।

চিকিৎসা—যদি ফুলা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে অথবা কেবল ফুলিতে আরম্ভ হইয়াছে এরূপ সময়ে চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত জোলাপ দিতে হইবে।

বিরেচক ঔষধ (জোলাপ)।

লবণ (এপ্‌সম্ সল্ট্)	...	পাঁচ তোলা।
মুসব্বর	...	সওয়া তোলা।
গন্ধকের গুঁড়া	...	পাঁচ তোলা।
শুঁঠের গুঁড়া	...	আড়াই তোলা।
গুড়	...	আধ পোয়া।
গরম জল	...	এক সের।

রোগ প্রকাশের পর চিকিৎসা করিতে হইলে নিম্নলিখিত শক্ত বিরেচক ঔষধ তৎক্ষণাৎ খাওয়াইতে হইবে।

শক্ত বিরেচক ঔষধ (তীব্র জোলাপ)।

রেড়ির অথবা মসীনার তৈল	...	এক পোয়া।
গন্ধকের গুঁড়া	...	আধ পোয়া।
শুঁঠের গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
অল্প গরম ভাতের মাড়	...	আধ সের।

৮।১০ ঘণ্টার মধ্যে দাস্ত না হইলে, পুনরায় অর্দ্ধ মাত্রায় ঐ ঔষধ খাওয়ান যাইতে পারে।

এক ছটাক মদ ও দশ আনা পরিমাণে কর্পূর উত্তমরূপে মিশাইয়া এক পোয়া ভাতের মাড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর খাওয়াইতে হইবে।

পীড়িত গরুকে ঘরের ভিতরে রাখিতে হইবে। অন্যান্য সুস্থ গরুর খাদ্য কমাইয়া দেওয়া এবং যাহাতে একটু পরিশ্রম হয় বা অধিক চলা ফেরা

করে, এরূপ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। তাহাদের দাস্ত খোলসা রাখার জন্য নিম্নলিখিত বিরেচক ঔষধ এক মাত্রা করিয়া সকল গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে।

সুস্থ গরুর জন্য বিরেচক ঔষধ।

লবণ	...	আধ পোয়া।
গন্ধকের গুঁড়া	...	দেড় ছটাক।
শুঁঠের গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
গুড়	...	দেড় ছটাক
গরম জল	...	দুই সের।

ফুলাস্থানে গরম জলে ফ্লানেল বা কম্বল ভিজাইয়া তাহার সেক দেওয়া ভাল।

পথ্য—লবণ সহযোগে ভাতের কিম্বা যবের মাড় খাইতে দিতে পারা যায়।

ক্ষেপা শিয়াল ও কুকুরে কামড়ান

ক্ষেপা শিয়াল বা কুকুরে কামড়াইলে জলাতঙ্ক বা হাইড্রোফোবিয়া (Hydrophobia) নামক সাংঘাতিক পীড়া হয়। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকায়, অত্যন্ত চঞ্চল হয়, জল দেখিয়া ভয় পায় ও প্রায়ই মারা যায়। রোগের যে কোন অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ খাওয়াইলে উপকার হইতে পারে।

ফট্‌কিরী	...	দুই তোলা।
ঘলঘসের শিকড়	...	আধ ছটাক।
গরম জল	...	এক পোয়া।

অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা যাইলে, ৩।৪ দিন কিম্বা সপ্তাহ অন্তর পুনরায় এক মাত্রা খাওয়ান যায়।

দংশনের পরক্ষণেই দষ্টস্থান সমপরিমাণে ভিনিগার ও জল দিয়া ধুইয়া কয়েক ফোঁটা মিউরিয়েটিক এসিড্ ক্ষতস্থানে দিতে পারিলে, বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

সর্পাঘাত

গরুকে সাপে কামড়াইলে বিষাক্ত হওয়ার লক্ষণ সকল প্রকাশ হয়। শ্বাস প্রশ্বাস শীতল হয়, পায়ের গিরা (Joint) ফুলিয়া উঠে ও লোমের গোড়া আল্‌গা হয় অর্থাৎ গায়ে হাত দিলে অনেক লোম উঠিয়া যায় এবং অল্পক্ষণ বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হওয়ায় মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

যদি পায়ে কামড়ায় ও তৎক্ষণাৎ জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে দংশনের অব্যবহিত পরেই দষ্টস্থানের কিছু উপরে শক্ত দড়ী দিয়া বাঁধিয়া ধারাল ছুরী দ্বারা চিরিয়া নিম্নাংশের সমস্ত রক্ত বাহির করিয়া দিতে পারিলে অনেক স্থলে জীবন রক্ষা হয়।

ডাঃ ফেবার বলিয়াছেন,—"বিষধর সর্পে দংশন করিবামাত্র দষ্টস্থানের দুই তিন ইঞ্চি উপরে রজ্জু দ্বারা তাগা বন্ধন করিবে এবং এক খণ্ড সরু কাষ্ঠ অথবা বংশদণ্ড দ্বারা মোচড়াইয়া ঐ বন্ধন যতদূর পারা যায় সুদৃঢ় করিয়া দিবে। প্রথম বন্ধনের ৪।৬ ইঞ্চি অন্তর সম্ভব হইলে এইরূপে আরও দুই তিনটি তাগা বাঁধিয়া দিবে। তাহার পর ক্ষত স্থানের আড়াআড়ি ভাবে সিকি ইঞ্চি গভীর করিয়া ছুরী দ্বারা চিরিয়া দিয়া রক্ত

মোক্ষণ করিবে। ক্ষত স্থানের থানিকটা মাংস কাটিয়া তুলিয়া ফেলিলেও হয়। যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষত স্থান উত্তপ্ত লৌহ, জলন্ত অঙ্গার, অথবা কার্ব্বলিক এসিড্ কিম্বা নাইট্রিক এসিড্ দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে এবং তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধ ড্রাম (৩০ ফোঁটা) লাইকর এমোনিয়া দুই আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। দুই আউন্স মাত্রায় ব্রাণ্ডি বা রম নামক মদ্য সমপরিমাণ উষ্ণ জল সহ ১৫ মিনিট অন্তর ৩.৪ মাত্রা সেবন করাইতে হইবে। তাগা বাঁধিবার পর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্র ক্রিয়াদি সমাধা করিয়া বন্ধন শিথিল করিয়া দিতে হইবে, নচেৎ বন্ধন স্থান পচিয়া যায়। বিষাক্ততার লক্ষণ থাকিলে বন্ধন স্থান শীতল ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। আরোগ্যোন্মুখ না হওয়া পর্য্যন্ত বন্ধন শিথিল করা হইবে না। অবসন্ন, মূর্চ্ছিত বা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলে, লাইকর এমোনিয়ায় বস্ত্র খণ্ড সিক্ত করিয়া উদরে ও হৃৎপিণ্ডের উপরে দিতে হইবে।"

একটি কলমী শাকের ডাঁটা গরুর লেজের অগ্রভাগ হইতে মুখ পর্য্যন্ত মাপিয়া থাওয়াইলে অথবা আমড়ার ছাল ৪।৫ তোলা খাওয়াইলে ও ঘলঘসে (দ্রোণ পুষ্প বা দঁড়পা) পাতার রস নাকে ঢালিয়া দিলে বিষ নষ্ট হয়।

দুঃখের বিষয় সর্প দংশনের চিকিৎসা প্রায়ই বিফল হইয়া থাকে, অনেক সময় সাপে কামড়ান জানিতেই পারা যায় না। অদৃষ্টবাদীরা বলেন—"সাপের লেখা, বাঘের দেখা।" তথাপি সাপের ছোট বড় নাই, বিষধরের বাচ্চার কামড় আরও ভীষণ; তাই নিধু বাবু গাহিয়াছেন—

"যেমন ভুজঙ্গ-শিশু মন্ত্রৌষধি মানে না।"

সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে আছে'—

"ওঝায় কি করিতে পারে কামড়ালে সাপে,
সত্যপীর রুষিলে রাখিবে কার বাপে ?"

বিষ ভক্ষণ।

ভারতবর্ষের নানা স্থানের মুচীরা চামড়া লইবার জন্য গবাদিকে বিষ খাওয়াইয়া থাকে। চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য সেঁকো বিষের অবাধ প্রচলন আছে। সচরাচর উহারা সেঁকো বিষই খাওয়ায়। কখন কখন ধুতুরা, কাঠবিষ, মাদার ও কুঁচিলা প্রভৃতি গাছড়া বিষ দিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ভেরেণ্ডার গাছ ও বীজ খাইয়া ও বৃষ্টির অভাবে ঘাস পাওয়া দুষ্কর হইলে কটু গাছগাছড়া ও তৃণাদি খাইয়া বিষ খাওয়ার ফল হয়।

লক্ষণ—অধিক পরিমাণে বিষ খাইলে কিম্বা খাওয়াইলে, হঠাৎ পীড়িত হয়। কাঁপিতে থাকে ও তলপেটে অত্যন্ত বেদনা হয়, তাহাতে শিং ও পিছনের পা দিয়া পেটে গুঁতা মারে, পুনঃ পুনঃ পাঁজরের দিকে তাকায়, মুখ দিয়া ফেণা নির্গত হয়, অত্যন্ত পিপাসা থাকে, ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় খেঁচুনী হয়, পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে তরল ভেদ হয়, তাহার সহিত কম বেশী রক্তও নির্গত হয়। বিষের পরিমাণ ও প্রকার বিশেষে শীঘ্র অথবা বিলম্বে মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা—অধিক পরিমাণে বিষ উদরস্থ হইলে চিকিৎসা করা প্রায়ই বিফল হয়। ইহাতে রেচক ঔষধই প্রধান সহায়। নিম্নে দুই প্রকার ঔষধ লিখিত হইল, উহার যেটি ইচ্ছা খাওয়াইতে হইবে।

(১) বিরেচক ঔষধ।

মসীনার তৈল	...	আধ পোয়া।
গন্ধকের গুঁড়া	...	এক ছটাক।
ভাতের গরম মাড়	...	আধ সের।

(২) শক্ত বিরেচক ঔষধ।

মসীনার তৈল	...	এক পোয়া।
গন্ধকের গুঁড়া	...	আধ পোয়া।
শুঁঠের গুঁড়া	...	সওয়াতোলা।
ভাতের গরম মাড়	...	আধসের।

যতক্ষণ বেদনা নিবারণ ও ভেদ হওয়া বন্ধ না হয়, ততক্ষণ খাদ্য ও জল দেওয়া হইবে না। জলের পরিবর্ত্তে তিসীর পাতলা মাড় দেওয়া যাইতে পারে। উহা নিম্নলিখিতরূপে প্রস্তুত করিতে হয়।

তিসির পাতলা মাড় প্রস্তুত প্রণালী।

তিসী	...	দেড় পোয়া।
জল	...	চারি সের।

ধীরে ধীরে জাল দিতে হইবে ও ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। দেড় কি দুই ঘণ্টা সিদ্ধ হওয়ার পর কাপড়ে ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা হইলে অল্প লবণ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হয়।

কিছু সুস্থ হইলে কলাই সিদ্ধ করিয়া, উহার সহিত অল্প পরিমাণে ভূষীর জাব দিতে পারা যায়। সুস্থ হওয়ার পর খাইতে ব্যগ্র হইলে দুই এক দিন কেবল কচি কচি টাট্‌কা ঘাস খাইতে দিতে হইবে।

বিষ ভক্ষণের দেশীয় ঔষধ **সর্ব্বজয়ার শিকড়।** এক ছটাক পরিমাণ শিকড় ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া থেঁতো করিয়া লইতে হয় এবং তাহা ভাতের মাড় প্রস্তুত করিবার সময় একত্রে সিদ্ধ করিয়া অল্প গরম থাকিতে সেই ভাতের মাড় খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়।

আঘাত লাগা।

সামান্য আঘাতে, জলে টাট্‌কা গোবর গুলিয়া গরম করিয়া লাগাইলে বেদনা নিবারণ হয়।

সম পরিমাণে নিশাদল ও শোরা জলে গুলিয়া আঘাত ও মচ্‌কান স্থলে কয়েক দিন জলপটী দিলে বেদনা সারিয়া যায়।

কোন স্থান মচ্‌কিয়া হাড় সরিয়া গেলে যথা স্থানে হাড় বসাইয়া দিতে হইবে এবং সেইখানে চূণ, হলুদ ও রশুন বাটিয়া প্রলেপ দিয়া তাহার পর আকন্দ পাতা আগুনে ঝলসাইয়া সেই পাতা দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

রক্তপাত।

যদি গরুর কোন স্থান কাটিয়া বা আঘাত লাগিয়া অত্যন্ত রক্ত পড়িতে থাকে, তবে নিম্নলিখিত ঔষধগুলির সাহায্য লইলে রক্ত বন্ধ হয়।

১। শীতল জল প্রয়োগ, জলপটি বাঁধা, টিপিয়া ধরা প্রভৃতি উপায়ে অনেকস্থলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

২। তামাকের গুল খুব সূক্ষ্ম করিয়া গুঁড়াইয়া ক্ষতস্থানে দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

৩। কতকগুলি কচি ও সতেজ দূর্ব্বাঘাস চিবাইয়া বা থেঁতো করিয়া ক্ষতের উপর দিলে রক্ত রোধ হয়।

৪। কতকগুলি গাঁদাফুলের পাতা থেঁতো করিয়া কিম্বা হাতে রগড়াইয়া ক্ষত স্থানে বসাইয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

৫। কর্ত্তিত স্থানে বাবলা আঠা লাগাইয়া তাহার উপর জলের পটী দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

৬। কেরোসিন তৈলের রক্ত বন্ধ করিবার ক্ষমতা আছে।

৭। টিংচার ষ্টীল নামক ডাক্তারি ঔষধে একটু নেকড়া ভিজাইয়া কর্ত্তিত স্থানের উপর দিয়া টিপিয়া ধরিলে বা তাহার উপর শক্ত করিয়া নেকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। অবস্থা বিবেচনায় ৪।৫ ঘণ্টাও বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায়। যদি প্রবলবেগে রক্ত পড়িতে থাকে, তবে ঐ টিংচার ষ্টীলে ভিজান নেকড়া বদলাইয়া পুনরায় নূতন করিয়া আর এক টুক্‌রা নেকড়া পূর্ব্বের ন্যায় ঘা-মুখে টিপিয়া ধরিতে হয়। রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা জলে ফট্‌কিরী গুলিয়া সেই জলের পটী লাগান বিশেষ ফলপ্রদ।

ক্ষত।

ক্ষত বা ঘা নানাপ্রকার এবং নানা অঙ্গে, এমন কি সর্ব্বাঙ্গে হইতে পারে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ক্ষতের স্থান বিশেষে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কতকগুলি ঔষধেরও স্থান বিশেষে প্রয়োগ প্রণালী ও ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন, যেমন—কোন প্রকার পায়ের ঘায়ের ঔষধ, হয়ত মুখের ঘায়ে দিতে নাই, কারণ তাহাতে অনিষ্ট হয়।

ক্ষত স্থানে ঔষধ দিয়া তাহার উপর নেকড়া (ব্যাণ্ডেজ) বাঁধিয়া না রাখিলে, বাতাস লাগিয়া ঘায়ের অনিষ্ট হয়। খোলা থাকিলে মাছিতে পোকা পাড়ে ও কাকে ঠোক্‌রায়।

প্রায় সকল প্রকার ক্ষতেই রশুন তৈল একটি অন্যতম মহৌষধ। উহা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিতে হয়।

রশুন তৈল।

আধ পোয়া আন্দাজ নারিকেল তৈলের সহিত ২।৩টি রশুন মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিয়া (চোঁয়াইয়া) কাপড় দিয়া ছেঁকিয়া লইতে হয় এবং ঘা ধোয়াইয়া অল্প গরম গরম ঐ তৈল তুলী করিয়া ঘায়ে দিতে হয়। একবার ঘায়ে দিতে যে পরিমাণ তৈল লাগিবে, তাহা স্বতন্ত্র পাত্রে লইতে হইবে, কারণ একবারের ঘায়ে দেওয়া তুলী দ্বিতীয় বার পাত্রের অবশিষ্ট তৈলে ব্যবহৃত হইবে না। তৈল ঠাণ্ডা হইলে পুনরায় গরম করিয়া লইতে হইবে।

অনেক প্রকার ক্ষতে ফিনাইল (Phenyle) প্রয়োগ করিলে অতি সত্বর সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার সময় কচি কলাপাতা, কচুপাতা, মানপাতা অথবা বিধবড়কের পাতা (ক্ষতের আকারানুযায়ী) কাঁচী দিয়া কাটিয়া লইতে হয়। ঘা ধোয়াইতে নিমপাতা দিয়া গরম করা জল খুব উৎকৃষ্ট এবং সকল প্রকার ঘা উহাতে ধোয়ান যায়। পিচ্‌কারী ব্যবহার না করিয়া ধীরে ধীরে গরম জলের ছিটা দিয়া এবং গরম জলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া তাহার সাহায্যে যত্ন পূর্ব্বক হস্ত দ্বারা ধৌত করাই ভাল।

আগুনে পোড়া ঘা।

কোন স্থান পুড়িয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ সম পরিমাণে নারিকেল তৈল ও চুণের জল ভাল করিয়া ফেনাইয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া দগ্ধ স্থানে লাগাইতে হইবে এবং ক্ষতের আকারানুযায়ী কচি কলাপাতা কিম্বা কচু পাতা অথবা মানপাতা ঐ তুলার উপর রাখিয়া কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

পোড়া ঘায়ে গোলআলু বাটিয়া দেওয়াও ভাল।

কলা গাছের পচা এঁটে (গোড়া) ইহার আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পুড়িবামাত্রই যদি উহা থেঁতো করিয়া দগ্ধ স্থানে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয় এবং ফোস্কা হইবার আশঙ্কা থাকে না।

জিহ্বার ক্ষত।

প্যাপিলি (Papillæ) অর্থাৎ জিহ্বার ত্বকের উপরি ভাগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঁটার ন্যায় উচ্চ ও শক্ত হয়। জিহ্বায় ঘা হয়। ওষ্ঠ, জিহ্বা ও গাল বেদনা যুক্ত হয়। খাইতে পারে না। কয়েক দিনের মধ্যেই মুখমণ্ডল হরিদ্রাভাযুক্ত ও কুঞ্চিত হয় এবং প্রশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ জন্মে। দুগ্ধবতী গাভীর দুধ কমিয়া যায় এবং যথোচিত যত্ন না করিলে খাইতে না পারিয়া শীর্ণ হয় ও ক্রমে মারা যায়। ইহাদিগকে ভাতের, ময়দার কিম্বা গমের মাড়ের সহিত লবণ মিশাইয়া প্রত্যহ ৩।৪ বার খাইতে দিতে হইবে। যদি খাইতে না পারে, তাহা হইলে বাঁশের চোঙ্গা কিম্বা কলার পেটোর সাহায্যে খাওয়াইতে হইবে। জল গরম করিয়া (ঈষদুষ্ণ জল) খাইতে দিতে হইবে। শীতকালেই এই রোগের বৃদ্ধি হয়।

প্রত্যহ ৩।৪ বার খাইতে দিবার পূর্ব্বে আধসের জলে এক কাঁচ্চা ফট্‌কিরী মিশ্রিত করিয়া, সেই জল দ্বারা মুখ ধোয়াইয়া দিতে হইবে।

প্রত্যহ দুইবার গরম জল দিয়া জিহ্বা ধুইয়া সরিষার তৈলের সহিত কাঁচা হলুদ বাটা লাগাইয়া ২।১ ঘণ্টা গরুর মুখ বাঁধিয়া রাখিলে অল্প দিনে সারিয়া যায়।

চিতল মৎস্যের আঁইস পোড়াইয়া তাহার ছাই ক্ষত স্থানে দিয়া খানিকক্ষণ মুখ বাঁধিয়া রাখিলে ও ২।৩ দিন ব্যবহারে আরোগ্য হয়।

পাকস্থলীর গোলযোগে এই রোগের উৎপত্তি হয় বলিয়া কেহ কেহ জোলাপ দিতে বলেন।

পীনাস ঘা।

পীনাস ঘা গরুর নাকে হয়। এই পীড়ার আর একটি নাম সোমড়া। ইংরাজিতে ইহাকে ওজিনা বলে। প্রথম অবস্থায় নিশ্বাস প্রশ্বাস জোরে বহিতে থাকে, কিছুদিন পরে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ও চরিবার অথবা খাইবার সময় নাকের ভিতর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয় ও অধিক দিনের পীড়া হইলে সময় সময় নাক দিয়া পুঁজ, রক্ত বাহির হয়। এই রোগে ভাল ভাল গরু অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

নিম্নলিখিত ঔষধটিতে ভাল হয়, কিন্তু কোন কোন স্থানে আবার কিছুদিন পর ঘা হইতে দেখা যায়।

ঘোড়ার মূত্র ... এক ছটাক।
কেশুরের রস ... এক ছটাক।
মেটে সিন্দূর ... সিকি তোলা।

একত্রে একটি শিশিতে রাখিয়া বেশ করিয়া কর্ক আঁটিয়া দিতে হইবে; দুইদিন পরে উহা অল্প পরিমাণে ঘায়ে দিলে ঘা ভাল হয়। ঐ ঔষধ নাকে ঢালিয়া দিয়া কিছুক্ষণ গরুর মুখ উঁচু করিয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে।

ছানী

ইহা চক্ষু রোগ। ইহার অপর নাম ফুলী। ইংরাজি নাম ক্যাটারাক্ট্ (Cataract)।

ছানী হইলে ঢোলাপাতার রস অতি চমৎকার ঔষধ। একটি এক বছরের বাছুরের চোকে এমন ছানী পড়ে যে, চোকটি আরাম হইবার কিছুমাত্র আশা ছিল না, অনবরত জল পড়িত এবং চোকের ভিতরে প্রায় এক আঙ্গুল পুরু সাদা ক্লেদ জমিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কালক্ষেত্র কিছুমাত্র দেখা যাইত না। কতকগুলি ঢোলাপাতা ধুইয়া হাতে রগড়াইয়া উহার ঘন রস ২।৩ দিন চক্ষে দেওয়াতেই সমস্ত ক্লেদ দূর হইয়া ঠিক পুর্ব্ববৎ চক্ষু নির্ম্মল হইয়া গিয়াছিল। ইহা বহুপরীক্ষিত মহৌষধ।

অনেক সময় ধূলা কুটা পড়িয়া চোক দিয়া জল পড়িতে থাকে। ঠাণ্ডা জল দিয়া ধোওয়াইয়া দিলে ভাল হইয়া যায়। কিছুতে জল পড়া বন্ধ না হইলে গোয়ালের গর্ত্তে যে চোণা জমিয়া থাকে, সেই স্থানের চোণা মিশ্রিত কাদা লইয়া চোকের উপরে ভ্রূর নিকটে ২।৩ দিন প্রলেপ দিলে ভাল হইয়া থাকে। এই ঔষধের নাম "গোয়ালে ভরণ।"

কাউর ঘা।

গরুর কাঁধে কাউর ঘা হইয়া থাকে। ঐ ঘা কাকে ঠোকরাইয়া বৃদ্ধি করিয়া ফেলে। কখন কখন গরু নিজেই খুঁটিতে কিম্বা গাছে ঘর্ষণ করায় ঘা বৃদ্ধি হয়। মাছিতে পোকা পাড়ে। নিম্নে দুই প্রকার মলম ঔষধ লিখিত হইল।

১। মতিহার তামাকের পাতা এক ছটাক, পরিমাণ মত জলে

খানিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া ক্বাথ বাহির করিতে হইবে ও পরে উহা সিদ্ধ করিয়া মোমের মত হইলে, উহার সহিত কিঞ্চিৎ সরিষার তৈল মিশাইয়া ঘায়ে দিতে হয়।

২। আধ তোলা মুদ্রাশঙ্খ ও এক ছটাক মতিহার তামাকের গুঁড়া কিঞ্চিৎ সরিষার তৈল সহ মিশ্রিত করিয়া মলম প্রস্তুত করিতে হইবে। এই মলম ৫।৬ দিন ঘায়ে দিলে আরোগ্য হয়। তামাকের গুঁড়া পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে ভাল হয়।

বাঁটের ঘা

দুগ্ধবতী গাভীদের বাঁট ফাটে। এই সময় দুহিলে আরও ফাটে ও টাটায়, না দুহিলে পালান ফুলিয়া যায় ও তাহার প্রদাহ হয়।

অল্প ফাটিলে, জল দিয়া ধুইয়া কেবল একটু একটু মাখন লাগাইয়া দিলে ভাল হয়। বেশী ফাটিলে ও তাহাতে ঘা হইয়া পুঁজ বাহির হইতে থাকিলে, নিমপাতা দিয়া জল গরম করিয়া সামান্য গরম থাকিতে ঐ জল দিয়া রোজ দুই চারিবার ধোওয়াইতে হইবে। ধুইবার পর বেশ করিয়া মুছিয়া নিম্নলিখিত ঔষধ দিতে হইবে।

মলম।

মোম	...	আধ ছটাক।
ঘৃত	...	এক ছটাক।
সফেদা	...	এক আনা।
ফট্‌কিরী	...	দুই আনা।

মোম ও ঘি পৃথক পৃথক পাত্রে গলাইয়া মিশ্রিত করিয়া, পরে উহার

সহিত সফেদা ও ফট্‌কিরী মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করিয়া বাঁটে দিতে হইবে। তৈয়ারী মলম ধাতুপাত্রে না রাখিয়া, কাচের, মাটীর অথবা পাথরের পাত্রে রাখিলে খারাপ হয় না।

তৈল।

কর্পূর	...	এক তোলা।
তার্পিণ তৈল	...	সিকি তোলা।
মসীনার তৈল	...	চারি তোলা।

ভাল করিয়া মিশাইয়া এই তৈল বাঁটে মাখাইলে সত্বর আরোগ্য হয়।

শিং ভাঙ্গা।

পড়িয়া যাওয়া, আঘাত লাগা এবং অন্য গরুর সহিত লড়াই করা, এই সকল কারণে গরুর শিং ভাঙ্গে। শিংয়ে দড়ী দিলে সে শিং সহজে ভাঙ্গিয়া যায়।

শিংএর ভিতরে শিংএর আকৃতি বিশিষ্ট অস্থি থাকে। যদি উপরের শিংটি খুলিয়া যায় এবং ভিতরের ঐটিতে আঘাত না লাগে, তবে ঐ অস্থি আবার শিংএর ন্যায় আকার বিশিষ্ট ও কার্য্যকারী হয়। ঐ অস্থিতে আঘাত লাগিলেই বিপদের কথা।

শিং আংশিক ভাবে ভাঙ্গিয়াছে কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয় নাই ও ক্ষত হয় নাই, সেরূপ স্থলে শিংটিকে স্থির ভাবে রাখিবার জন্য বাঁশের চটা (splint) দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। ফিনাইল লোশন (একভাগ ফিনাইল ও ১০ ভাগ জল) দিয়া ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা ভাল।

শিং ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে ও অস্থি আবরণ-মুক্ত হইয়াছে এবং রক্ত

পড়িতেছে, অস্থির অগ্রভাগ (মণি) একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেস্থলে ফিনাইল লোশন দিয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

শিং এবং শিংএর অস্থি উভয়ই ভাঙ্গিয়া বৃহৎ ক্ষত ও অত্যন্ত রক্তপাত হইলে, মস্তিষ্কের প্রদাহ হয়, চোয়াল ধরিয়া যায় অর্থাৎ দাঁত কপাটী লাগে এবং ক্ষত স্থানে পচন আরম্ভ হয় ও অবশেষে মৃত্যু ঘটে।

ঐ শিংএর গোড়া বা অবশিষ্টাংশ অতি সত্বর ঘায়ের সমান বা সমতল করিয়া কাটিয়া ফেলিতে কেহ কেহ পরামর্শ দেন। রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা জলে ফটকিরী গুলিয়া সেই জলের পটী লাগাইতে হইবে ও পরে ক্ষত স্থানে আইডোফরম প্রয়োগ করিয়া ঘা বাঁধিয়া দিতে হইবে।

শিং ভাঙ্গিলে তৎক্ষণাৎ ঘুঁটের ছাই গুঁড়া করিয়া দিলে শীঘ্র রক্ত বন্ধ হয় এবং ঘা শুকাইয়া যায়।

কেহ কেহ এক টুকরা কাপড়ের উপর আলকাতরা মাখাইয়া অথবা চূণ ও ছেঁড়া চুল বাঁধিয়া দেয়।

ঘায়ে পোকা হওয়া।

গরুড় পুরাণে লিখিত আছে,—"গো মহিষের কণ্ঠে কুকুরের অস্থি বন্ধন করিয়া দিলে, তাহাদিগের দেহের সমস্ত ক্রিমি (পোকা) পতিত হয়।" পরীক্ষায় ইহা দ্বারা সর্ব্বত্র সুফল পাওয়া গিয়াছে। উক্ত পুরাণে আরও দুইটি ঔষধের উল্লেখ আছে, তাহাও নিম্নে লিখিত হইল।

১। "কুঁচের মূল ভক্ষণ করাইলে গো মহিষাদির শরীরস্থ গো-জঙ্গল নামক কীট পাত হয়।

২। বরুণ ফলের রস হস্তে মর্দ্দন করিয়া প্রয়োগ করিলে চতুষ্পদ দ্বিপদ সমস্ত প্রাণীর শরীরস্থ ক্রিমি বিনষ্ট হয়।”

এদেশে পোকা বাহির করিবার এক রকম নিয়ম আছে। উহাকে ঘায়ের “কেয়ারি” করা বলে। প্রত্যুষে উঠিয়া জল না ছুঁইয়া ও বাসি মুখে এক টানে ঔষধের শিকড় তুলিয়া গরুর গলায় বাঁধিয়া দিতে হয়। সচরাচর আপাং অথবা হুড়্‌হুড়ে গাছেরই শিকড় ব্যবহৃত হয়। উহাতে সমস্ত পোকা বাহির হইয়া যায়।

বাঁশের কোঁড় অথবা পাটের বীচি বাটিয়া ঘায়ে দিলে পোকা মরে। কচি আতা পাতা বাটা দুই ভাগ ও টাট্‌কা কলিচূণ একভাগ মিশ্রিত করিয়া ঘায়ে দিলে পোকা মরে এবং ঘা ভাল হয়।

কেরোসিন তৈল ও আলকাতরায় পোকা মরে।

নিমপাতা দিয়া জল গরম করিয়া ঘা ধোওয়াইয়া কার্ব্বলিক অয়েল তুলা দ্বারা লাগাইলে ঘায়ের পোকা মরিয়া যায় এবং ঘায়ে আর মাছি বসে না। উহাতে ঘাও সারে।

পোকা নাশ করিতে ফিনাইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। ইহাতেও ঘা সত্বর আরোগ্য হয়।

কৃমি।

পেটে অন্ত্রের ভিতরে অসংখ্য কৃমি জন্মিয়া থাকে। সূতা কৃমি, ফিতা কৃমি, কেঁচো কৃমি প্রভৃতি মানুষের ন্যায় সবই হয়।

গরু ক্রমশঃ কৃশ হইতে থাকে। গায়ে হাত দিয়া টিপিলে চামড়ার ভিতরে এক প্রকার বুজ্‌ বুজ্‌ শব্দ হয় ও চামড়া ধূসর বর্ণের হইয়া যায়। লোমের গোড়া অত্যন্ত আল্‌গা হয়, গায়ে হাত দিলে সর্পাঘাতের

গরুর মত অনেক লোম উঠিয়া যায়। থোপনা বা থুতির নীচে ফুলিয়া উঠে। চক্ষু নিস্তেজ ও দীপ্তিহীন হয়, পিঠ বসিয়া যায়, অত্যন্ত পিপাসা হয়, কাশে। নিয়ত ব্যস্ততার সহিত খাইতে চায় ও অনেক খায়, কিন্তু পরিপাক হয় না, তরল ভেদ হইতে থাকে। পেট মোটা দেখায়। মলের সঙ্গে কখন কখন কৃমি বাহির হয়। কিছুদিন পরে উদরাময় হইয়া মারা যায়। কৃমি থাকিলে অনেক প্রকার কঠিন রোগ জন্মে।

আনারসের পাতার রস এক ছটাক পরিমাণে দিন কতক খাওয়াইলে কৃমি বিনষ্ট হয়।

কতকগুলি পাতিলেবুর পাতা হুঁকার জল দিয়া বাটিয়া পুনরায় একটি পাথর বাটিতে একটু বেশী পরিমাণ হুঁকার জল দিয়া গুলিয়া তাহাতে এক ছটাক লবণ মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই ঔষধ খাওয়াইলেও কৃমি নাশ হয়।

হীরাকষের গুঁড়া দুই আনা এবং লবণ এক তোলা প্রত্যহ খাওয়াইলে কৃমি থাকে না।

জোঁক ধরা।

চরিবার সময় গরুর নাকে ও মুখের কোণে এবং পায়ে জোঁক ধরে। কখন কখন মলদ্বারে ও প্রস্রাব দ্বারে ধরিয়া থাকে। প্রথমে লবণ মিশ্রিত জল প্রয়োগ করিলে জোঁক নড়িতে আরম্ভ করে, তখন চিমটা দ্বারা টানিয়া জোক ছাড়াইতে হয় এবং ক্ষতস্থানে লবণ চূর্ণ দিলে রক্ত বন্ধ হয়। তামাকের পাতা চূর্ণ ও চুণ মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিলে, জোঁক ধরা জনিত রক্তস্রাব ও কষ্ট নিবারিত হয়।

এঁটুলি, উকুণ, মশা।

গরুর বাসস্থান ভাল হইলে এবং গরুর গা পরিষ্কার থাকিলে ঐ সকলের অত্যাচার প্রায় হয় না। যাঁহারা প্রত্যহ গরুর গায়ে হাত বুলাইয়া দেন কিম্বা গরুর গা ব্রাস দ্বারা আঁচড়াইয়া দেন তাঁহাদের গরুর গায়ে এঁটুলি বা উকুণ থাকিতে পায় না।

২০ ভাগ জল সহ ১ ভাগ ফিনাইল মিশ্রিত করিয়া সেই জল দ্বারা গরুর সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া ব্রাস দ্বারা আঁচড়াইয়া দিতে হইবে। গাত্র শুষ্ক হওয়ার পর নিম্নলিখিত দুই প্রকার ঔষধের তৈলের যে কোনটি মাথাইলে, এঁটুলি ও উকুন মরিয়া যায় এবং উহার গন্ধে তাহারা সেস্থান পরিত্যাগ করে।

(২)

সরিষার তৈল	...	এক সের
গন্ধকের গুঁড়া	...	দেড় ছটাক।
তারের তৈল (ক্রিয়জোট)	...	আধ ছটাক।
তার্পিণ তৈল	...	সিকি ছটাক।

(২)

সরিষার তৈল	...	এক সের।
তার্পিণ তৈল	...	আধ সের।
কর্পূর	...	এক পোয়া।
গন্ধক	...	আধ সের।
ফিনাইল	...	আধ পোয়া।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া গরুর গাত্রে মাথাইতে হয়। চোকে না লাগে।

মশা কামড়াইলে ঘুম হয় না, মশা অনেক প্রকার রোগের বিশেষতঃ

ম্যালেরিয়ার বাহন। শীতকাল ব্যতীত প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গোয়ালঘরে ধূঁয়া দেওয়া, মশা তাড়াইবার একমাত্র উপায়।

কাঁধ ফুলা।

অতিরিক্ত লাঙ্গল অথবা গাড়ী টানিয়া গরুর কাঁধ ফুলিলে শামুকের জল গরম করিয়া সেই স্থানে মাখাইলে ভাল হয়। মেদি পাতা বাটিয়া গরম করিয়া দিলেও ফুলা ও বেদনা কমে, কিন্তু উহাতে সেই স্থানে এমন একটা বিশ্রী দাগ লাগে যে, তাহা কিছুদিন পর্য্যন্ত দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং গরুটির কাঁধে কাউর ঘা আছে বলিয়া সহজেই মনে হয়। ফুলা স্থানে মদের মালিশ করিলে অতি সত্বর ফুলা ও বেদনা কমে।

পালানের প্রদাহ বা ঠুণ্‌কো।

ঠাণ্ডা লাগা, অসময়ে ও অসমান টানে গো দোহন, অথবা দুর্ব্বল বাছুর সমস্ত দুগ্ধ নিঃশেষ করিয়া খাইতে না পারায় পালানে সঞ্চিত দুগ্ধ রহিয়া যাওয়া, আঘাত লাগা প্রভৃতি কারণে পালান প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত হয়। কখন কখন পাকিয়া যায়।

পালান ফুলিয়াছে দেখিলেই নিমপাতা দিয়া এক কড়া বা এক হাঁড়ী জল খুব গরম করিয়া ঐ জলপাত্রটি পালানের নীচে বসাইয়া দিতে হয়, উদ্দেশ্য—উহার উদ্গত বাষ্প স্ফীত স্থানে লাগান। অথবা ঐ উষ্ণ (১০৩ ডিগ্রী) জলে কম্বল ভিজাইয়া সেঁক দিতে হইবে।

ফুলা স্থানে বেলেডোনা লিনিমেণ্ট তুলী (Camel's hair brush) দ্বারা লাগাইতে হয়।

বেলেডোনা লিনিমেণ্ট প্রস্তুত প্রণালী।

টিংচার আইওডিন	...	এক আউন্স।
স্পিরিট ক্যাম্ফর	...	এক আউন্স।
এক্সট্রাক্ট বেলেডোনা	...	এক আউন্স।
গ্লিসারিণ	...	আধ আউন্স।
এল্‌কোহল	...	দেড় আউন্স।

উত্তমরূপে মিশাইলে প্রস্তুত হয়।

অবস্থা বুঝিয়া এক পাঁইট হইতে এক কোয়ার্ট পরিমাণে ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াইয়া জোলাপ দেওয়া যাইতে পারে।

পাকিয়া গেলে ছুরী (Lancet) দ্বারা অস্ত্র করিয়া পূঁজ বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়। কিন্তু যাহাতে সেটি আপনি ফাটিয়া যায়, সে জন্য যতদূর সম্ভব অপেক্ষা ও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমাবস্থায় "চূণে হলুদ" অর্থাৎ চূণ ও হলুদ বাটা একত্রে গরম করিয়া লাগাইলে উপকার হয়। মেদি পাতা বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইলেও ভাল হইয়া থাকে। সরিষার তৈলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া মালিশ করিলেও ভাল হয়। যেরূপে হউক সকালে ও সন্ধ্যায় ভাল ও সাহসী দোহনকারী দ্বারায় সমস্ত দুগ্ধ দোহন করা উচিত।

পথ্য—কেবল ভাতের মাড় ও কচি ঘাস এবং খাদ্যের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিতে হয়। ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া উচিত।

দন্তরোগ।

দাঁতের গোড়া বা মাড়ি ফোলে, ঘা হয় অথবা দাঁত নড়ে। ইহাতে ভালরূপে খাইতে ও চর্ব্বণ করিতে পারে না। জল খাইতে কষ্ট হয় ও খায় না। বিমর্ষভাবে দাঁতে চাপ দিয়া এক প্রকার কট্ কট্ শব্দ করে।

গো-বৈদ্যেরা দাঁতের গোড়ায় স্ফীত স্থানে দাগুনি দ্বারা পোড়াইয়া দিয়া থাকে ও সরিষার তৈলে তুলা ভিজাইয়া দাঁতের গোড়ায় লাগাইয়া দেয় এবং উত্তপ্ত দাগুনি দ্বারা "মণ্ডা খা" "মণ্ডা খা" বলিয়া আস্তে আস্তে আঘাত করে, তাহারা বলে উহাতে দন্তমূল দৃঢ় হয়।

নড়া দাঁতের গোড়ায় হরিদ্রার গুঁড়া দিয়া কিম্বা মতিহার তামাকের পাতা চূণের সহিত মর্দ্দন করিয়া দাঁতের গোড়ায় দিয়া সরিষার তৈলে তুলা ভিজাইয়া সেই স্থানে লাগাইতে হইবে এবং ১॥ কি ২ ঘণ্টা গরুর মুখ বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। উহাতে দাঁতের গোড়া পূর্ব্ববৎ শক্ত হয় ও মাড়ির ফুলা কমিয়া যায়।

মাড়িতে পূঁজ হইলে সেই স্থানে অস্ত্র করিয়া পূঁজ নির্গত করা এবং দন্তমূল নিতান্ত শিথিল ও যন্ত্রণাদায়ক হইলে সেই দন্ত উৎপাটন করা, চিকিৎসার চরম ব্যবস্থা।

লুটী লাগা।

চিবান ঘাস বা বিচালী দৈবাৎ গরুর নাকে গোলাকার হইয়া আটকাইয়া যায়। উহাতে পুনঃ পুনঃ নাক ঝাড়ে হাঁচি হয় ও কাশে। ইহাকে লুটী লাগা বলে।

গরুর মাথায় দুই শিংয়ের মাঝখানে যে গর্ত্ত আছে, সেই স্থানে (ব্রহ্মরন্ধ্রে) প্রত্যহ কিছুদিন সরিষার তৈল দিলে ভাল হয়। কেহ কেহ বলেন, প্রদীপের পোড়া তৈল দিলে অধিক উপকার হয়। মধ্যে মধ্যে ঐ স্থানে সরিষার তৈল দিলে গরু সুস্থ থাকে।

গো-দাগারা গরুর নাকের ভিতরে আঙ্গুল দিয়া লুটী বাহির করিয়া দেয়।

ঘুঁটি।

ইহা একপ্রকার চর্ম্মরোগ। ইংরাজিতে ইহাকে ম্যানজ্ (Mange) বলা হয়। চর্ম্মরোগ একপ্রকার নহে, বিভিন্ন প্রকার পোকা (বীজাণু) দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হয়। কতকগুলি চর্ম্মরোগ স্পর্শাক্রামক আছে, পীড়িত গবাদির সংস্পর্শে অন্য গরুতে তাহা সংক্রামিত হয়। গরুর গাত্রের স্থানে স্থানে রোম উঠিয়া গেলে, তাহাকে ঘুঁটি হওয়া বলে।

এই রোগ বাছুরেরই অধিক হয়। যে যে স্থানের রোম উঠিয়া যায়, সেই সেই স্থানের চামড়া সাদা, পুরু ও শক্ত হয়। ইহা প্রথমে মুখমণ্ডলে হয়, পরে সর্ব্বাঙ্গে হইয়া থাকে। অপরিচ্ছন্নতাই এই রোগের প্রধান কারণ।

প্রত্যূষে বাসি মুখে (মুখ ধুইবার পূর্ব্বে) ঐ সকল স্থানে ঘুঁটের ছাই অথবা ঘর নিকান বাসি নেতা ঘষিয়া দিলে ভাল হইয়া যায়।

লোমবিহীন স্থান যদি পুরু ও শক্ত না হইয়া কোমল হয় এবং ঐ স্থানের চর্ম্ম সাদা না হইয়া প্রথমে লাল হয় ও ক্রমশঃ কাল হইয়া যায়, অথবা ঐ স্থান ফাটিয়া গিয়া রক্ত পড়ে কিম্বা ঘা হয়, তাহা হইলে

কেলিকদম্ব গাছের ছাল ও কাঁচা হলুদ সম পরিমাণে লইয়া বাসি হুঁকার জল দিয়া বাটিয়া কয়েকদিন প্রত্যহ দুই বার করিয়া মালিশ করিলে ভাল হইয়া থাকে।

যদি উপরোক্ত দেশীয় চিকিৎসায় আরোগ্য না হয়, তবে বিদেশী চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ইংরাজ চিকিৎসকগণ চর্ম্ম-রোগের যে প্রকার দুষ্প্রাপ্য ও অপবিত্র এবং অত্যধিক পরিমাণ ঔষধের বর্ণন করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত হইতে হয়। উহা এইরূপ—

১৫ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে এক পোয়া লবণ ও এক পোয়া গন্ধক (অবশ্য ইহা পুরা মাত্রা, বাছুর, ছাগল ও ভেড়ার মাত্রা কম হইবে) খাওয়াইতে হইবে। তৎপরে গন্ধক বন্ধ করিয়া কিছুদিন আধ পোয়া করিয়া লবণ খাইতে দিতে হইবে। পীড়াক্রান্ত স্থান সকল ঈষদুষ্ণ জলে সাবান গুলিয়া ধোওয়াইতে হইবে এবং ধোওয়ানর পর কাপড় দিয়া মুছাইয়া নিম্নলিখিত দুই প্রকার ঔষধের যে কোনটি লাগাইতে হইবে।

(১) প্রলেপ বা লিনিমেণ্ট।

নারিকেল তৈল	...	এক পোয়া।
তার্পিণ তৈল	...	এক পোয়া।
কর্পূর	...	আধ পোয়া।
গন্ধক	...	এক পোয়া।
ফিনাইল	...	এম ছটাক।

(২) প্রলেপ।

গন্ধক	...	দুই ড্রাম।
শূকরের চর্ব্বি (Lard)	...	চারি আউন্স।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

বাত।

ইহার ইংরাজি নাম রিউমেটিজম্। মানুষের ন্যায় গরুকেও বাতে ধরে। শুইলে উঠিতে কি উঠিলে শুইতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। পায়ের এক বা একাধিক গ্রন্থি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়। অধিক দিনের পীড়া হইলে জ্বর হয়। মোটামোটি ইহাই বাতের লক্ষণ।

ফুলা স্থানে জয়পালের তৈল এক কাঁচ্চা, অভাবে জয়পালের বীচি বাটা আধ ছটাক এবং সরিষার তৈল আধ পোয়া একত্রে মিশাইয়া মালিশ করিতে হইবে। মাষকলায়ের পুঁটলীর সেক অথবা বালির পুঁটলীর সেক দিলে বেদনা কমে। গো-দাগারা দাগিয়া দেয়।

পুরাতন বাতে আক্রান্ত সন্ধি স্থানে ফ্লানেল জড়াইয়া এবং গায়ে কম্বল বাঁধিয়া দিতে হইবে। পীড়িত গরুকে গরম ঘরে ও শুষ্ক খট্‌খটে স্থানে রাখিতে হইবে। জ্বর বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত জ্বরঘ্ন ঔষধ সেবন করাইতে হইবে।

জ্বরঘ্ন ঔষধ।

সোরা	...	সওয়া তোলা।
লবণ	...	আড়াই তোলা।
চিরতার গুঁড়া	...	আড়াই তোলা।
গুড়	...	দেড় ছটাক।
জল	...	আধ সের।

আর প্রত্যহ বৈকালে পটাশ আইওডাইড্ ৫ গ্রেণ—অভাবে আফিম সিকি ভরি খাওয়াইতে হইবে। কেহ কেহ জোলাপ দিতেও বলেন। জ্বর আরোগ্য হইলে জ্বরঘ্ন ঔষধ আর খাওয়াইতে হইবে না, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেও প্রত্যহ একবার করিয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত পটাশ আইওডাইড্ অথবা আফিম খাওয়াইতেই হইবে। পায়ের সন্ধির ফুলা

না কমিলে নিম্নলিখিত ফোস্কাকারক ঔষধ স্ফীত স্থানে তুলী দ্বারা লাগাইতে হয়। ফোস্কা হইলে আর দিবার আবশ্যক নাই।

ফোস্কাকারক ঔষধ।

ক্যান্থারাইডিজ	...	এক ভাগ।
মসীনার তৈল	...	ছয় ভাগ।
মোম	...	ছয় ভাগ।

প্রথমে মোম গলাইয়া মসীনার তৈলের সহিত মিশ্রিত করার পর ক্যান্থারাইডিজ দিতে হয়।

পথ্য— গম কিম্বা ছোলার মণ্ড এবং কচি দূর্ব্বা ঘাস উপকারী।

প্রমেহ।

ইহার ইংরাজী নাম গণোরিয়া। ইহা বলক্ষয়কারী রোগ। সাধারণতঃ অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হেতু দুর্ব্বলতা হইতেই এই পীড়া জন্মে। গাভীরও হয়, কিন্তু তাহা ষাঁড়ের ন্যায় কষ্ট দায়ক হয় না।

প্রমেহ হইলে ষাঁড়ের প্রস্রাব করিবার সময় অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, বারম্বার লেজ নাড়ে ও পুনঃ পুনঃ পিছনের পা ছুড়িতে থাকে। পীড়া কঠিন হইলে প্রস্রাব করিবার সময় দাঁতে দাঁতে ঘসিয়া এক প্রকার শব্দ করে, কখন বা যন্ত্রণাসূচক গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া থাকে।

গাভীর হইলে তাহার প্রস্রাব দ্বারে সাদা বা ধূসর বর্ণের এক প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা প্রস্রাব দ্বারে বাহির হইয়া ঝুলিতে থাকে এবং লেজ ইত্যাদিতে লাগিয়া যায়। অধিক দিনের পীড়া হইলে ঐ নিঃসৃত আঠাবৎ পদার্থের রং হরিদ্রার ন্যায় হয়, কখন কখন সবুজ

হইয়া থাকে। উহার গন্ধ অতি কদর্য্য। এই পীড়া হইলে গাভীর সঙ্গমেচ্ছা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু গর্ভধারণের শক্তি থাকে না, হইলেও গর্ভস্রাব হয়।

যাহাতে দুর্ব্বলতা নষ্ট হয় এবং পীড়ার স্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, প্রথমে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। গাভীর প্রস্রাবদ্বার গরম জল দিয়া ধুইয়া সহজেই পরিষ্কার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ষাঁড়ের পক্ষে ইহা বড় কঠিন, এমন কি অসম্ভব। এই পীড়া হইলে গাভীর সহিত সেই ষাঁড়ের সহবাস করিতে দেওয়া কখনই উচিত নহে।

মাড়ের বীচি বাটিয়া কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে অথবা মতিহার তামাকের পাতা ও পানার শিকড় সম পরিমাণে ভিজাইয়া রাখিয়া এক দিবস অন্তর ছাঁকিয়া উহার ক্বাথ দুই ছটাক পরিমাণে কিছুদিন খাওয়াইলে প্রমেহ পীড়ার শান্তি হয়।

নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটিও ফলপ্রদ।

(১)

শোরা	...	আধ তোলা।
ট্যারাক্সএকাম	...	এক কাঁচ্চা।
চিরতা ভিজান জল	...	এক পোয়া।

(২)

শোরা	...	আধ তোলা।
কাবাব চিনি	...	সিকি তোলা।

চূর্ণ করিয়া আধ সের ভাতের মাড়ের সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করাইলে, প্রমেহ ভাল হয়।

প্রমেহ রোগে মসীনার মাড় খাওয়াইলে, আহার ঔষধ দুইএরই কার্য্য করে।

রক্তমূত্র।

খাদ্য দ্রব্য ভালরূপে পরিপাক না হইলে রক্ত প্রস্তুত হইবার দোষ ঘটে। তাহাতে রক্ত পাতলা ও শরীর নিস্তেজ হইয়া এই রোগ জন্মিয়া থাকে। এই পীড়ার সঙ্গে ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা জন্মে। ক্রমে অস্থিচর্ম্ম সার হয়।

লক্ষণ—রুগ্ন হইতে থাকে, দুধ কমিয়া যায়, গা শিহরিয়া উঠে, চর্ম্ম শুষ্ক ও হরিদ্রা বর্ণ হয়, পিঠ কুঁজা হইয়া যায়। প্রথমে ২।৩ দিন তরল ভেদ হয়, কিন্তু তাহার পর কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে। কোষ্ঠবদ্ধ হওয়ার পর হইতেই প্রস্রাব রক্তবর্ণ হয়। এইরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলেই বিপদ, কারণ ৪ দিনের পর হইতে কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং রক্তপ্রস্রাব অথবা কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্রাব হইতে থাকে। ঐ প্রস্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, গরু দুর্ব্বল হয়, চক্ষু বসিয়া যায় এবং মুখ, কাণ ও পা ঠাণ্ডা হয়, নিশ্বাস ঘন হয়, প্রায়ই শুইয়া থাকে, ক্রমে উঠিবার শক্তি হীন হইয়া মরিয়া যায়। এই রোগ ৫।৬ দিন হইতে ২৫ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

চিকিৎসা—শতমূলীর শিকড় এক ছটাক বাটিয়া খাওয়াইতে হইবে এবং উহার রস এক ভাগ, হিমসাগর হলুদ বাটা এক ভাগ ও তিলের তৈল দুই ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া মস্তক হইতে লেজ পর্য্যন্ত গরুর শিরদাঁড়ায় মাখাইতে হইবে।

রক্ত কম্বলের গেঁড়ো (রাঙ্গা নালফুল গাছের মূল) খাওয়াইলে রক্তমূত্র ভাল হয়।

ইংরাজি মতে রেচক, বলকারক ও ধারক এই ত্রিবিধ ঔষধের প্রয়োজন। রোগের প্রথম হইতে যাহাতে কোষ্ঠ কাঠিন্য না হয় ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি থাকে, তাহার প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে রেচক ঔষধ খাওয়াইয়া পেট নরম রাখা এবং বলকারক ঔষধে

গরুর ক্ষুধা, পরিপাক শক্তি ও বল অক্ষুণ্ণ রাখাই ইহার চিকিৎসা। যদি অতিরিক্ত তরল ভেদ হইতে থাকে, তাহা হইলেই ধারক ঔষধের প্রয়োজন হয়, কারণ অধিক বার তরল ভেদ হইলে গরু আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কিন্তু ধারক ঔষধ দিতে হইলে খুব বিবেচনা করিয়া দিতে হইবে, কারণ এই রোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ভয়ের কথা।

রেচক ঔষধ।

লবণ	...	দেড় ছটাক।
মুসব্বর	...	সওয়া তোলা।
গন্ধকের গুঁড়া	...	পাঁচ তোলা।
শুঁঠের গুঁড়া	...	আড়াই তোলা।
গুড়	...	আধ পোয়া।
গরম জল	..	এক সের।

বলকারক ঔষধ।

শুঁঠের গুঁড়া	...	সওয়া তোলা
চিরতার গুঁড়া	...	ঐ
গোলমরিচের গুঁড়া	...	ঐ
যোয়ানের গুঁড়া	...	ঐ
গুড়	...	আধ পোয়া।
অল্প গরম ভাতের মাড়	...	আধ সের।

অন্য প্রকার বলকারক ঔষধ।

হীরাকষের গুঁড়া	...	ছয় আনা।
চিরতার গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
অল্প গরম ভাতের মাড়	...	আধ সের।

ধারক ঔষধ।

চাখড়ির গুঁড়া	...	এক ছটাক।
খয়েরের গুঁড়া	...	আধ ছটাক।
শুঁঠের গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
আফিম	...	ছয় আনা।
মদ	...	এক ছটাক।
জল	...	দেড় পোয়া।

পথ্য—তিসীর অথবা ভাতের মাড় এবং কাঁচা নরম ঘাস। ঐ মাড়ের সঙ্গে প্রতিবারে দেড় ছটাক গুড় ও এক ছটাক মদ মিশাইয়া প্রত্যহ ২।৩ বার খাওয়াইতে পারিলে খুব ভাল হয়।

গর্ভস্রাব।

গর্ভবতী গাভীকে গুরুতর ও তেজস্কর খাদ্য খাইতে দিলে গর্ভ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে বিলাতের প্রসিদ্ধ পশু-চিকিৎসক আরমাটেজ তাঁহার প্রণীত পশু-চিকিৎসা গ্রন্থে এক স্থানে লিখিয়াছেন—

'The constitution of the food may be such as to induce abortion when rich in nutritive elements too rich, we may say, as secured by an indulgence in food of a highly stimulating nature."

ইহার ভাবার্থ এই যে, অত্যন্ত তেজস্কর খাদ্য দ্বারা রক্তের পুষ্টিকারক পদার্থের সাতিশয় বৃদ্ধি হইলে গর্ভস্রাব হইতে পারে। এই নিমিত্ত

গর্ভের প্রথম ও শেষ অবস্থায় থইল, ভূষী প্রভৃতি অত্যন্ত তেজস্কর খাদ্য অধিক পরিমাণে দেওয়া উচিত নহে। এ অবস্থায় ঘাস, খড় খাইতে দেওয়াই ভাল।

অনেক স্থলে গর্ভিণী গরুর পেটে গুরুতর আঘাত লাগিয়া গর্ভপাত হইয়া থাকে, সেজন্য গর্ভিণী গরুকে সদাই সাবধানে রাখিতে হয়। গর্ভাবস্থায় ভয় পাওয়া, দ্রুত বেগে দৌড়ান, উল্লম্ফন, পতন, উৎকট সংক্রামক রোগের আক্রমণ, উগ্রবীর্য্য ও বিরেচক ঔষধ সেবন, অতিরিক্ত আহার, বিষাক্ত দ্রব্য ভোজন, দূষিত জলপান প্রভৃতি কারণে গর্ভস্রাব হওয়ার সম্ভাবনা।

গর্ভপাতের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়,—

গরু কিছু নিস্তেজ এবং উদাস উদাস বা উৎসাহশূন্য ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। মাঠে চরিবার সময় গরুর পাল হইতে একটু দূরে সরিয়া যায়। প্রস্রাবের দ্বার দিয়া হরিদ্রাবর্ণ চক্‌চকে আঠার ন্যায় এক রকম বস্তু গড়াইয়া পড়িতে থাকে। ক্রমে এই তরল বস্তু ঘন এবং কাল হইয়া আসিতে থাকে। এই সময় গরুর নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে আরম্ভ করে এবং পাঁজরায় হাত রাখিলে জানা যায়, খুব শীঘ্র পাঁজরার হাড় উঠিতেছে এবং নামিতেছে। গর্ভপাতের অল্পক্ষণ পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ অবস্থা থাকে না। তখন নিশ্বাস প্রশ্বাস ধীরে ধীরে বহিতে থাকে এবং নাড়ীর বা রক্তের গতিও মৃদু হইয়া আইসে। এরূপ ঘটিলে তাহার পরক্ষণে নিশ্চয়ই গর্ভপাত হইবে বুঝিতে হইবে। গর্ভপাত হইলে কোন কোন গরুর রক্তস্রাব হইতে আরম্ভ হয়। সে রক্ত থামান বড়ই কঠিন। অনেক গরু এই রক্তস্রাবেই মারা যায়।

এক পালে একটা গরুর গর্ভপাত হইলে অন্যান্য গরুর যদি গর্ভ থাকে, তবে সেগুলির গর্ভপাতের আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। মানুষের বমন দেখিলে যেমন কাহারও কাহারও বমন হয়, তেমনি গরুর গর্ভপাত

হইতে দেখিলে অন্য গরুরও গর্ভপাতের জন্য যেন কেমন এক উদ্বেগ উপস্থিত হয়। এইজন্য পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া গরুর গর্ভপাতের সম্ভাবনা আছে, এরূপ জানিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে পাল হইতে স্থানান্তরিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বেদনা উপস্থিত হইলে, গরুকে হাঁটাইলে বা পরিশ্রম করাইলে গর্ভপাতের আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি হইতে পারে। এজন্য সুবিধা হইলে গরুটিকে সেইখানেই রাখিয়া পালের অন্যান্য গরুকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে ভাল হয়। মাঠে গরুর অসময়ে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, ঐ গরু পাল হইতে সরিয়া যায়, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে: পালের অন্য গরুর অনিষ্ট না ঘটে, বোধ হয় এইজন্য স্বভাবতঃই ইহাদের তখন ঐরূপ বুদ্ধি হয়।

একটা গাড়ুতে করিয়া শীতল জল লইয়া সাবধানে গরুর লেজ তুলিয়া ধীরে ধীরে মলদ্বারে ঢালিয়া দিলে, হয় ত গর্ভত্যাগে ইচ্ছা অনেক স্থলে নিবারণ হইতে পারে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন,—গরুর গর্ভপাতের চেষ্টা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিলে, তখন আর সময় নষ্ট না করিয়া মৃদু বিরেচক ঔষধ খাওয়াইয়া সামান্য জোলাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

মৃদু বিরেচক ঔষধ।

সৈন্ধব লবণ	...	দেড় পোয়া।
শোরা চূর্ণ	...	আধ ছটাক।
শুঁঠের গুঁড়া	...	দুই তোলা।
গন্ধকের গুঁড়া	...	চারি আনা।
গোল মরিচের গুঁড়া	...	এক তোলা।
গুড়	...	আধ পোয়া।
অল্প গরম ভাতের মাড়	...	আধ সের।

কিন্তু গর্ভাবস্থায় জোলাপ দিলে গর্ভপাত নিবারিত না হইয়া গর্ভস্রাব হওয়ারই সহায়তা করে।

মৃতবৎস প্রসবকরণের উপায়।

প্রসবের সময় বাছুরের অবস্থিতির গোলযোগ, উপযুক্ত প্রসববেদনার অভাব প্রভৃতি কারণে প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে বাছুর হাঁপাইয়া মারা যাইতে পারে। কোন কোন কঠিন পীড়ায় এবং গাভীর পেটে গুরুতর আঘাতাদি লাগিলে গর্ভস্থ বৎস নষ্ট হয়।

গাভীর প্রসব বেদনা হইয়া যদি বৎস বাহির না হয় এবং যদি ১০।১৫ দিন বা এক মাস অন্তর ঐ গাভী বারম্বার হাম্‌লায়, তাহা হইলে তাহাকে মসীনার মাড়, গুড় ও ভূসী ক্রমাগত খাওয়াইলে এবং মধ্যে মধ্যে এপ্‌সম সল্‌টের কিম্বা অন্য কোন সামান্য জোলাপ দিলে, মরা বাছুর পেট হইতে বাহির হইতে পারে। উহাতে ফল না হইলে হস্ত কৌশল অথবা অস্ত্র ক্রিয়া দ্বারা প্রসব করানই প্রশস্ত।

জরায়ুর স্থানচ্যুতি

অযত্নপালিত ও বহুবৎস প্রসবকারিণী গাভীর জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটে। প্রসব সময়ে অতিরিক্ত কুন্থন ও অজ্ঞ লোক দ্বারা প্রসব দ্বারে হস্ত প্রবেশ করাইয়া প্রসব করণ প্রভৃতি কারণে অনেক সময় জরায়ু বাহির হইয়া পড়ে। ইংরাজিতে ইহাকে স্লিপিং ডাউন অব্ দি উম্ (Slipping down of the womb) বলে।

জরায়ু বাহির হইয়া পড়িলে, এদেশের লোকে উহার কিছু উপায় করিতে পারে না। কিছু দিন কষ্ট ভোগের পর গাভীটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জরায়ুকে পুনরায় স্বস্থানে স্থাপন করাই ইহার চিকিৎসা। দুই সের ঈষদুষ্ণ জলে আধ পোয়া ফট্‌কিরী ভিজাইয়া সেই জল দ্বারা জরায়ু উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পুনরায় দশ ভাগ ঠাণ্ডা জলের সহিত এক ভাগ ফট্‌কিরী গলাইয়া সেই জল দ্বারা আর একবার জরায়ু ধৌত করার পর অতি সাবধানে বল প্রয়োগ না করিয়া ক্রমে ক্রমে বহির্গত জরায়ু যথাস্থানে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হইবে এবং যাহাতে বাহির হইয়া না আইসে সেজন্য খানিকক্ষণ হস্ত দ্বারা ধরিয়া থাকিতে হইবে। তৎপরে ৬ ইঞ্চি চওড়া বস্ত্র দ্বারা প্রসব দ্বার দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখা আবশ্যক। জরায়ু বহির্গত হওয়ার পর যত সত্বর ঘটে এই কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, কারণ বিলম্ব হইলে জরায়ু ফুলিয়া যায়, তাহাতে পুনঃ স্থাপন করা সুকঠিন হয়।

তিন চারি দিন গাভীর বিশেষ শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব শুইতে বসিতে ও চলিতে দেওয়া হইবে না। গোয়াল ঘরে গাভীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাভীকে শান্ত ও স্থির ভাবে রাখিতে হইবে। প্রত্যহ তিনবার করিয়া কিছু কিছু কেবল অল্প গরম গমের কিম্বা ভাতের মাড় খাইতে দিতে হইবে। এক সপ্তাহ পরে বেশ সুস্থ হইলে অন্যান্য খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে।

সূতিকা জ্বর

ইংরাজি নাম পিউয়ার পারেল ফিবার (Puerperal fever)। প্রসবের দুই তিন দিন পর স্তনে অধিক দুগ্ধ সঞ্চারহেতু দুগ্ধ জ্বর (milk fever) হয়, উহা আপনি আরোগ্য হইয়া থাকে। প্রায়ই ঔষধের প্রয়োজন হয় না।

সচরাচর ভাল ভাল গাভীই সূতিকা জ্বরে আক্রান্ত হয়। প্রসবের পর ফুল বা প্ল্যাসেণ্টার কোন অংশ জরায়ুর অভ্যন্তরে আটকাইয়া থাকা, জরায়ুর শিরা-প্রদাহ প্রভৃতি হইতে যে উৎকট অবিরাম জ্বর জন্মে, তাহাকেই সূতিকা জ্বর বলে। ইহা সন্নিপাত জ্বরের অন্তর্গত। জরায়ু-স্থিত বিগলিত পদার্থ শোষিত হইয়া রক্ত বিষদুষ্ট হয়, সেই বিষাক্ত রক্ত হইতে এই রোগ জন্মে। প্রসবের পর ৫ দিনের মধ্যে এই ভয়াবহ জ্বরের উৎপত্তি হয়। শতকরা ২৫ টির বেশী আরোগ্য হয় না। ইহা স্পর্শাক্রামক রোগ, সে জন্য কোন গাভীর এই রোগ হইলে অন্যান্য নব প্রসূতা গাভীকে পৃথক ভাবে রাখা কর্ত্তব্য।

লক্ষণ—এই রোগের লক্ষণ সমূহকে তিন অবস্থায় ভাগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম অবস্থায় অরুচি, অক্ষুধা, একেবারে কিছুই খায় না, অথবা অল্প মাত্র খাদ্য খায়, ফুর্ত্তিহীন হয়, মাথা নীচু করিয়া থাকে এবং নাক ও শিং গরম হয়, নাকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা থাকে না অর্থাৎ শুষ্ক হয়, প্রস্রাব অল্প হয়, মল শুষ্ক, শক্ত ও গুটুলে বা ডেলামত হয়। নাড়ী মোটা ও ধীর গতি বিশিষ্ট হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন ও জোরে বহিতে থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায়—চক্ষু লাল হয় ও মিট্ মিট্ করে, গাভী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও বিষণ্ণ হয়, পশ্চাতের পা ফাক করিয়া দাঁড়ায়, ছট্‌ফট্ করে, জাওর কাটে না, দুধ কমিয়া যায়, বাছুরকে কাছে লয় না, বাঁট শক্ত ও স্ফীত হয়, দুগ্ধ দোহন করা কষ্টকর হয়। নাড়ী

ধীর গতি বিশিষ্ট হয় ও নিশ্বাস লইলে কষ্ট বোধ করে। তৃতীয় অবস্থায় গাভী চমকিয়া উঠিতে থাকে। শ্বাস কষ্ট হয় ও মুখ হাঁ করিয়া থাকে এবং মুখ দিয়া লালা নির্গত হয়। গাভী টলিতে থাকে ও পড়িয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গে শোথ বা ফুলা দৃষ্ট হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল হইয়া যায়, কাঁপে এবং শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে, যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করে এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চিকিৎসা—প্রথমাবস্থায় এক সের গরম জলের সহিত অর্দ্ধ বোতল বা এক পাইট এনোজ্‌ ফ্রুট সল্ট এবং এক পোয়া সাধারণ লবণ খাওয়াইয়া জোলাপ দিতে হইবে। যদি উহাতে ফল না হয়, তবে একঘণ্টা পরে অর্দ্ধ মাত্রায় পুনরায় খাওয়ান যাইতে পারে।

এ অবস্থায় মদ উৎকৃষ্ট ঔষধ। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন একবার করিয়া আধ পোয়া পরিমাণে মদ খাওয়াইতে হয়।

গরম জল দ্বারা প্রত্যহ ৩।৪ বার প্রসবদ্বার ধোওয়াইয়া দিতে হইবে। যদি দুর্গন্ধ স্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে গরম জলের সহিত কন্‌ডিস্ ফ্লুইড্‌ মিশ্রিত করিয়া প্রসব দ্বারে পিচকারী দিয়া ধোওয়াইতে হইবে।

গাভীকে শুষ্ক ও পরিষ্কৃত মেজের উপর বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ গৃহে রাখিতে হইবে। গা অত্যন্ত গরম বোধ হইলে সর্ব্বাঙ্গ কম্বল দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা উচিত। পীড়িত গাভীর দুধ তাহার বৎসকে পান করান হইবে না। কিন্তু প্রত্যহ ৩।৪ বার দুগ্ধ দোহন করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে।

পথ্য—আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত ঘাস কিম্বা অন্য খাদ্য না দিয়া কেবল গমের কিম্বা কলায়ের এবং ভাতের গরম মাড় প্রত্যহ ৩।৪ বার খাইতে দিতে হইবে। পানীয় জল গরম করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

রক্তবর্ণ দুগ্ধ।

কিঞ্চিৎ ক্যাষ্টর অয়েল কিম্বা তিসীর তৈল সহ হাঁসের বা মুরগীর ডিম একটি করিয়া ৩।৪ দিন খাওয়াইলে রক্তবর্ণ দুগ্ধ নিঃসৃত হওয়া ভাল হয়।

কাশি।

কাশি স্বয়ং কোন ব্যাধি নহে, অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র। গলরোগ, হৃদ্‌রোগ, হাঁপানি, শ্বাসনালী প্রদাহ বা ব্রণ্‌কাইটিস্, ফুসফুসের প্রদাহ বা নিউমোনিয়া, ফুস্‌ফুসের আবরণ ঝিল্লীর প্রদাহ বা প্লুরিসি, যক্ষ্মা বা থাইসিস প্রভৃতি রোগের সহিত কাশি বিদ্যমান থাকে।

গরুর সামান্যরূপ কাশি হইলে, কিঞ্চিৎ আদা ও সৈন্ধব লবণ একত্রে কয়েকদিন খাওয়াইবে, অথবা গোলমরিচ আধ ছটাক ও গুড় আধ পোয়া একত্রে জাল দিয়া খাওয়াইলে ভাল হয়।

· অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি কাশি হইলে, বুকে ও গলায় নিম্নলিখিত ঔষধ লাগাইতে হইবে।

মাষ্টার্ড	···	তিন কাচ্চা।
তার্পিণ তৈল	···	আধ কাঁচ্চা।
সরিষার তৈল (গরম)	···	আধ পোয়া।

উত্তমরূপে মিশাইয়া লাগাইতে হয় এবং বাসক পাতা অগ্ন্যুত্তাপে ঝলসাইয়া তাহার রস এক পোয়া ও মধু তিন তোলা পরিমাণে প্রত্যহ দুইবার খাওয়াইতে হয়। ইহা কাশির উত্তম ঔষধ।

সামান্য গলার বেদনা ও সর্দ্দি কাশির প্রতিকার না করিলে, ক্রমে

কাশরোগ জন্মিতে পারে, ইহাতে শ্বাসনলী ও তাহার যে সকল শাখা প্রশাখা শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার প্রদাহ হয়।

বাছুরের শ্বাসনলীতে ছোট ছোট সুতার স্থায় কৃমি জন্মিয়া উহার প্রদাহ হওয়ায় কাশি হয়। ঘন ঘন কাশি ও কাশিবার সময় এক প্রকার ঘং ঘং শব্দ হয়, কাশিবার সুবিধার জন্য সন্মুখের পা ও হাঁটু এবং গলা ও মাথা কিঞ্চিৎ নীচু করিয়া বাড়াইয়া দেয় এবং এইরূপে কাশিয়া কৃমি তুলিবার চেষ্টা করে।

বড় গরুর কাশি শুষ্ক ও কঠিন থাকে এবং কাশিবার সময় এক প্রকার কর্কশ শব্দ হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে, গলার নিম্নভাগে ষ্টেথিস্কোপের সাহায্যে কাণ দিয়া শুনিলে শন্ শন্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, পরে শ্বাসনলীর ও তাহার শাখা প্রশাখার আবরণ হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হওয়ায় কাশি সরল হয় ও কাশিবার সময় ঘড় ঘড় শব্দ হইয়া থাকে। কাশিবার পর নাক মুখ দিয়া অল্প বা অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা বাহির হয়, গরু ক্রমে শীর্ণ হইয়া যায় ও অবশেষে মারা পড়ে।

ব্রণ্কিয়েল্ টিউব (শ্বাসনলী,) প্লুরা (ফুস্ফুস আবরক ঝিল্লী) এবং লাংসের (ফুসফুসের) পীড়ানিচয় হইতে কাশি উৎপন্ন হয়। পীড়ার স্থান ও লক্ষণ ভেদে ঐ সকল পীড়ার নাম ভিন্ন ভিন্ন। আবার একই স্থানের একই রোগ অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। যেমন—ব্রণ্কাইটিস্ বা শ্বাসনলীর প্রদাহ—একিউট্ ব্রণ্কাইটিস্, ক্রণিক্ ব্রণ্কাইটিস্, ক্যাপিলারি ব্রণ্কাইটিস্। হুপিং কফ্ বা আক্ষেপযুক্ত কাশি। এজ্মা বা হাঁপানি। প্লুরিসি বা ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ—নিউমোথোরাক্স বা প্লুরা গহ্বরে বায়ু সঞ্চয়। হাইড্রোথোরাক্স বা প্লুরা গহ্বরে জল সঞ্চয়, হিমোথোরাক্স বা প্লুরা গহ্বরে রক্ত সঞ্চয়। নিউমোনিয়া বা ফুসফুস প্রদাহ—লোবার নিউমোনিয়া, ব্রণ্কো নিউমোনিয়া, হাইপোষ্ট্যাটিক্ নিউমোনিয়া, প্লুরো নিউমোনিয়া, ক্রণিক্

নিউমোনিয়া, ফুসফুসের গ্যাংগ্রিণ বা পচন, ফুসফুসের এম্ফিজিমা বা ফুসফুস মধ্যে বাতাধিক্য, ফুসফুসের ইডিমা বা শোথ, ফুসফুসের কোল্যাপ্‌স্‌ বা ফুসফুসের অণুকোটর মধ্যে বায়ুহীনতা। থাইসিস বা ক্ষয় কাশি প্রভৃতি মানুষের ন্যায় গবাদিরও সকল প্রকার পীড়া হয়। কিন্তু প্রাচীন মতে বিরেচক, জ্বরঘ্ন, শ্লেষ্মানাশক, বলকারক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান এবং দগ্ধ করা, ফোস্কা করা, সেক তাপ, মালিশ প্রভৃতি চিকিৎসার ব্যবস্থা সকল প্রকার শ্লেষ্মাঘটিত রোগেই প্রায় একরূপ।

প্রাচীন মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ রোগ কঠিন হইলেই গরুর গলার নিম্ন ভাগে ও ঘাড়ের দুই নিম্ন পার্শ্বে দাগুনি বা লোহা পোড়াইয়া দগ্ধ করিতে এবং সেই দগ্ধস্থানে নিম্নলিখিত ফোস্কাকারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন।

ফোস্কাকারক ঔষধ।

ক্যান্থারাইডিস্‌	...	এক ভাগ।
মসীনার তৈল	...	ছয় ভাগ।
মোম	...	ছয় ভাগ।

প্রথমে মোম গলাইয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পরে ক্যান্থারাইডিস্‌ দিয়া লইতে হয়।

শ্লেষ্মানাশক ও বিরেচক ঔষধ।

তার্পিণ তৈল	...	এক ছটাক।
মসীনার তৈল	...	তিন ছটাক।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া একসের গরম ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াইতে হয়। দুই এক দিন অন্তর এই ঔষধ পুনরায় খাওয়ান যাইতে পারে। ইহাতে জোলাপেরও কাজ করে।

বাছুরদিগকে দাগ না দিয়া কেবল ঐ ঔষধ মাত্রা বিবেচনা করিয়া খাওয়াইতে হইবে এবং একটু করিয়া লবণ খাইতে দিতে হইবে।

পীড়া আরোগ্য হওয়ার পরও নিম্ন লিখিত বলকারক ঔষধ প্রত্যহ একবার করিয়া কিছু দিন খাওয়ান কর্ত্তব্য।

বলকারক ঔষধ।

হীরাকষের গুঁড়া	...	ছয় আনা।
চিরতার গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
অল্প গরম ভাতের মাড়	...	আধ সের।

যদি সত্বর পীড়ার উপশম না হয়, তাহা হইলে যেখানে ফোস্কাকারক ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর তার্পিণ তৈল ও মসীনার তৈল সমপরিমাণে লইয়া প্রতিদিন দুইবার করিয়া মালিশ করিবে।

কাশরোগে গরুকে বিশেষ সাবধানে রাখিতে হয়, যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে ও শুষ্ক মেঝের উপর শুইতে পায়, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রাত্রে গরুর গায়ে কম্বল বাঁধিয়া দেওয়া ভাল।

ফুস্‌ফুস্‌ আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ

ইংরাজিতে ইহাকে প্লুরিসি বা প্লুরো নিউমোনিয়া বলা হয়। এই পীড়া পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে কাপড়ি এবং বোম্বাই অঞ্চলে পাপ্‌সা ও ঝানুলজম্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যদি ইহার লক্ষণ অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায় ও সাংঘাতিকরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ৭ দিন হইতে ১০ দিন মধ্যে মারা যায়। আর যদি পীড়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে দুই তিন মাস, কি ছয় মাস পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। অধিকাংশ স্থলেই ধীরে ধীরে বাড়িয়া থাকে।

ইহা ফুসফুস এবং বুকের ভিতরের আবরণের পীড়া। ইহা সকল দেশে, সকল প্রকার স্থানে, সকল বয়সের গরুরই জন্মিতে পারে। এই পীড়া কখন কখন মড়ক আকারে প্রকাশ পায়। এটি ছোঁয়াচে রোগ। ইহা যে পালের প্রত্যেক গরুরই হইবে, তাহার কিছু স্থিরতা নাই; পীড়িত গরুর নিকটবর্ত্তী গরুর পীড়া না হইয়া দূরবর্ত্তী অন্য গরুরও এই রোগ হইতে পারে। অন্যান্য ছোঁয়াচে রোগ অপেক্ষা অত্যন্ত ধীরে ধীরে আক্রমণ করে। ভারতবর্ষে যদিও এই রোগ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেই জন্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তথাপি ইহাতে গরু আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা অতি কম, কারণ এই রোগ সম্পূর্ণরূপ কঠিন ও দুঃসাধ্য হওয়ার পূর্ব্বে সাধারণে এই পীড়া ঠিক করিতে পারে না।

প্রথম লক্ষণ এই যে, গরুকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল দেখায় অর্থাৎ হৃষ্ট পুষ্ট বোধ হয়। এইরূপ অবস্থা কিছুদিন পর্য্যন্ত থাকে, তাহার পর কাঁপিতে দেখা যায়, নাড়ী দ্রুত চলে, মুখ গরম হয়, ওষ্ঠ ও নাক শুষ্ক হয়, এক প্রকার খক্ খক্ শব্দ করিয়া কাশিতে থাকে, ক্ষুধা ভালরূপ থাকে না, দুগ্ধবতী গাভী হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক দুগ্ধ কমিয়া যায়, দুই এক দিনের মধ্যে জ্বরের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, গায়ের লোম খাড়া হয়, কৈশিক ঝিল্লীগুলিতে অধিক পরিমাণে রক্ত জমে, মুখ অত্যন্ত গরম হয়, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগামী ও মোটা হয় এবং প্রতি মিনিটে ৮০ হইতে ১০০ বার বহিতে থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ক্রমে ক্রমে কাশি অধিক হইয়া কষ্টদায়ক হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে এবং উহাতে কষ্ট বৃদ্ধি হয়, নাসারন্ধ্র অতিশয় বিস্তৃত হয় ও প্রতিবার নিশ্বাস ফেলিবার সময় এক রকম গোঁ গোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গো-পালক গরুর নাকে খোঁচা দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস সহজের

ন্যায় করিতে চেষ্টা করে, সেরূপ করা ভাল নয়। যখন গরু নিশ্বাস লইবার সময় বুক বিস্তৃত করিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে, তখন হাঁটু বাহির দিকে আসে। যখন শুইয়া থাকে তখন বুকের মধ্যস্থলে হাড়ের উপর ভর দিয়া শোয়। যদি বুকের এক দিকে পীড়া হয়, তাহা হইলে যে দিকে পীড়া হইয়াছে, সেই পাশে শুইয়া থাকে। এরূপ করিয়া শুইলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কিছু সুবিধা হয়। কখন কখন দম আটকাইবার লক্ষণ সকল দেখা যায়। সচরাচর নাক ও চোক দিয়া অল্প অল্প ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে। পা, শিং ও সমস্ত গা শীতল হয়, নিশ্বাসের দুর্গন্ধ বৃদ্ধি হয়। এই সময় অত্যন্ত ঘন ঘন কাশিতে থাকে, কিন্তু জোরের সহিত কাশিতে পারে না, কাশিতে কষ্ট হয় বলিয়া কাশি থামাইয়া রাখিবার চেষ্টা পায়। গায়ের চামড়া শুষ্ক হয়, চেহারা ক্রমে মন্দ হইয়া অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়ে। পাঁজরার মধ্যে আঙ্গুল দিয়া টিপিলে, গরু বেদনা বোধ করে এবং অতি কষ্টে গোঙাইতে থাকে, সকল স্থলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সর্ব্বদা জ্বর থাকে, জ্বর বিচ্ছেদ হওয়ার পর ক্ষুধা হয়, যতদিন পীড়া থাকে, জ্বর বিচ্ছেদে প্রায় উত্তমরূপেই খাইতে দেখা যায়। পীড়া যত অধিক বৃদ্ধি হইতে থাকে, ক্রমে ক্রমে ফুস্‌ফুসও সঙ্কুচিত হইয়া যায়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে অধিক কষ্ট হয়; এ সময়ে রক্তও উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হয় না, সুতরাং গরু ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইয়া যায়, অধিকাংশ স্থলে দুই পাশের ফুসফুসেই পীড়া জন্মে এবং পীড়া এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, শীঘ্র শীঘ্রই দম আটকাইয়া মারা যায়।

গরুর এই রোগ হইলে অন্য সুস্থ গরুকে পৃথক স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। শুষ্ক ঘাস কিম্বা খড় খাইতে না দিয়া নরম নরম কচি ঘাস ও যাহাতে পাতলা বাহ্যে হয় এরূপ খাদ্য,কাঁজি এবং পরিষ্কার জল অধিক পরিমাণে খাইতে দিতে হইবে।

জ্বর অধিক থাকিলে জ্বরঘ্ন ও উত্তেজক অর্থাৎ ষ্টিমুলেণ্ট ঔষধ খাওয়াইতে হইবে।

জ্বরনাশক ও উত্তেজক ঔষধ।

কর্পূর	...	পৌনে এক তোলা।
শোরা	...	ঐ
ধুতুরার বীচি চূর্ণ	...	ছয় আনা।
মদ	...	আধ ছটাক।
ভাতের মাড়	...	আধ সের।

প্রথমে মদে কর্পূর গলাইয়া পরে অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হয়।

যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে অগ্রে বিরেচক ঔষধ খাওয়ান আবশ্যক হয়।

বিরেচক ঔষধ।

লবণ	...	আধ পোয়া।
গন্ধকের গুঁড়া	...	দেড় ছটাক।
শুঁঠের গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।
গুড়	...	দেড় ছটাক।
গরম জল	...	দুই সের।

জ্বর ত্যাগ হইলে, নিম্নলিখিত বলকারক ঔষধ কিছুদিন খাওয়াইতে হইবে।

বলকারক ঔষধ।

হিরাকস চূর্ণ	...	ছয় আনা।
চিরতার গুঁড়া	...	সওয়া তোলা।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া আধ সের ভাতের মাড়ের সঙ্গে অবস্থা বিবেচনায় প্রতিদিন এক কিম্বা দুইবার খাওয়াইতে হয়।

যদি নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয়, তাহা হইলে বুকের দুই পার্শ্বে

খুব গরম জলে ভিজান একখণ্ড ফ্লানেল কিম্বা কম্বল নিংড়াইয়া ১৫ মিনিট কি আধঘণ্টা পর্য্যন্ত উত্তমরূপে সেক দিতে হইবে, তাহার পর শুষ্ক কাপড় দিয়া ভাল করিয়া মুছাইয়া সেই স্থানে সরিষার তৈল ২ ভাগ, তার্পিণ তৈল ১ ভাগ একত্র করিয়া মালিশ করিতে হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধ হইবার উপক্রম হইলে মসীনার মাড়ের সহিত এক ছটাক পরিমাণ মাত গুড় মিশাইয়া দিবসে দুইবার খাওয়াইতে হয়।

গরু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এক সের ভাতের মাড়ের সহিত এক ছটাক মদ মিশাইয়া দুইবার করিয়া প্রতিদিন খাওয়াইতে হইবে।

এই রোগের চিকিৎসায় প্রায় কিছুই ফল হয় না, যখন কেবল ফুস্‌ফুসের কিয়দংশে বা একপার্শ্বে পীড়া হয়, তখন চিকিৎসা করিলে গরু আরাম হইতে পারে। কিন্তু আরাম হইলেও তাহার চেহারা চিরদিনই খারাপ থাকিয়া যায়।

সামান্য সর্দ্দি কাশিকে উপেক্ষা করিলে, কালে এইরূপ কঠিন রোগ জন্মিতে পারে। সেজন্য লোকে বলিয়া থাকে যে, সাপের যেমন ছোট বড় নাই, রোগের তেমনই ছোট বড় নাই।

ঔষধের পরিচয় ও উপসংহার।

এ পর্য্যন্ত যতপ্রকার পীড়ার কথা বলা হইল, সচরাচর গরু বাছুরের ঐ সকল পীড়াই হইয়া থাকে। ঐগুলি আরাম করিবার উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ পীড়াগুলি আরাম করিতে যে সকল ঔষধের প্রয়োজন হয়, তাহা যাহাতে প্রয়োজন সময়ে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে। ঐ সকল ঔষধ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন স্থানে পাওয়া যায়।

১। বাড়ীর নিকটে বা বন জঙ্গলে।

২। বেণের দোকানে বা মশলা বিক্রেতার নিকটে।

৩। এলোপ্যাথিক ঔষধালয়ে।

পুস্তকে বর্ণিত কতিপয় গাছের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আপাং—এই গাছ হইতে আধ হাত তিন পোয়া লম্বা এক প্রকার শীষ বাহির হয় এবং ঐ শীষের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল জন্মে, কাপড়ে কিম্বা গায়ে লাগিলে ঐ ফল সকল কাপড়ে ও গায়ে লাগিয়া যায়। অপামার্গ বলিলে এই গাছকে বুঝায়। আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় ইহাকে উল্টিসার ও অপমার্গ বলে।

কুকসিম—পাতা কিঞ্চিৎ লম্বা, পাতার উপর দিক যেরূপ সবুজবর্ণ, তদপেক্ষা পাতার নিম্নভাগ কিছু সাদা। ডাঁটার ও পাতার উল্টা দিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুঁয়া হয়, পাতার উপর দিকেও শুঁয়া আছে কিন্তু তাহা সহজে অনুভব হয় না। গাভী প্রসব হইবামাত্র শীঘ্র ফুল পড়িবে বলিয়া প্রায় সকল দেশেই গাভীকে এই গাছ (শিকড় সহিত) ও ধান, খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে। মেদিনীপুর জেলায় ইহাকে “কোকসিমা” বলে।

ঢোলা—এই গাছ বড় হইলে একটু একটু লতাইয়া যায় ও গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। ডাঁটার ৪।৫ আঙ্গুল বাদে গিরা হয় ও প্রত্যেক গিরার নিকটে কিঞ্চিৎ বাঁকা হয়। পাতার ডগের দিক একটু ছুঁচাল। গিরার প্রায় এক আঙ্গুল উপর হইতে পাতা বাহির হয়, পাতা খস্‌খসে নহে। বালকেরা যে আম আঁঠির বাঁশী বাজায়, সেই আঁঠির ভিতরে এই গাছের পাতা দিয়া থাকে। মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল অঞ্চলে “কাণসিড়া” ও আসামের গোয়ালপাড়ায় “কালা সিমিলা” এবং রংপুরে “করেণ্ডা” বলে।

বিধ্বড়ক—অত্যন্ত লতাইয়া যায়, জঙ্গলে জন্মে, গাছের আশ্রয়

পাইলে গাছে উঠে, পাতা খুব বড় বড় হয় ও পাতার নীচের দিকে সাদা রঙের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুঁয়া থাকায় মখমলের মত কোমল হয়। ইহার ফুল প্রায় কলমী শাকের ফুলের ন্যায়। ইহার অপর নাম বিদ্যাধড়ক। মেদিনীপুর জেলার দূর পল্লীগ্রামের লোকেরা ইহাকে "বিষ তাড়ক" এবং মহিষাদলে "বিষ তেড়েঙ্গা" বলে।

মেদি—সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মহিলাগণ মেদি (মেহেদি) পাতা দ্বারা হস্ত পদের অঙ্গুলি রং করিয়া থাকেন। কোন কোন রেলওয়ে ষ্টেশনে ও বড় লোকের বাগানে এই গাছের বেড়া থাকে ও তাহা সময় সময় ছাঁটিয়া দেওয়া হয়।

মুক্তা বরিষা—পাতা গোল গোল, পাতার ডাঁটাটি কিছু লম্বা, এই ডাঁটার গোড়া হইতে তুলসীমঞ্জরীর মত এক প্রকার শীষ বাহির হয়। ইহাকে মুক্তঝুরিও বলে। আসামে বলে "চত বারিয়াল"।

সর্ব্বজয়া—দুই প্রকার গাছ আছে। লাল সর্ব্বজয়া অপেক্ষা হরিদ্রাবর্ণের সর্ব্বজয়ার গুণ কিছু অধিক। ইহার ফুলগুলি দেখিতে মন্দ নহে ও বারমাসই ফুটিয়া থাকে। কলিকাতার নর্শরীতে বীজ কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার নামান্তর জয়ন্তী নহে।

জয়ন্তী—জয়ন্তী পুষ্প শক্তি পূজায় আবশ্যক হয়। জয়ন্তী ফুলের নিম্নাংশের বড় দলটির বহির্ভাগ কাল, ঐ দলের ভিতর দিক হরিদ্রা, মধ্যের ধার অর্থাৎ দলের প্রান্তভাগ খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল বিন্দুযুক্ত। বোঁটার মুখের বেষ্টনী কাল। দুই পাশের দুই দলের বহিরাংশের নিম্ন ভাগ অর্থাৎ বোঁটার দিক হরিদ্রা, উপর দিক লাল। ঐ দুই দলের মধ্যাংশ, নিম্নস্থ বড় দলটীর মধ্যাংশের মত হরিদ্রাবর্ণ। উভয় পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র দল দুইটির মধ্যে আর একটি দল, ইহার বর্ণ কতকটা বেগুনি, ইহা পাখীর ঠোঁটের আকারে ফলের ক্ষুদ্র অংশটাকে পেটের মধ্যে করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে। জয়ন্তী প্রায় বারমাসই ফোটে।

হুড়হুড়ে—এই গাছের পাতাগুলি প্রায় গোল আলু গাছের পাতার মত, ফুল হরিদ্রাবর্ণের, ফল ৫।৬ আঙ্গুল লম্বা, সরিষা ফলের ন্যায়, কিন্তু কিছু বড়। মেদিনীপুর জেলায় ইহাকে ডাকশলিতা বলে। আসামের গোয়ালপাড়ায় "শূলন্তি" নামে খ্যাত।

মালকাঁকড়ী—ইহার অন্যান্য নাম—গাঁঠিয়া দূর্ব্বা, মালাগ্রন্থি ও মালাদূর্ব্বা।

ঘলঘসে—ইহারই নামান্তর দ্রোণ পুষ্প ও হলকসা। সরস্বতী পূজায় এই পুষ্পের আবশ্যক হয়। রাজসাহী জেলায় ইহাকে "দঁড়পা" এবং রংপুর জেলায় "কানশীষা" ফুলের গাছ বলে।

প্রাচীন মতে চিকিৎসার রীতিনীতি, ঔষধ সংগ্রহ, ঔষধের মূল্য ও ঔষধ সেবন প্রভৃতির দোষ গুণ ও সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে গ্রাহকগণ বিবেচনা করিবেন। আমি এই খানেই প্রাচীন চিকিৎসার উপসংহার করিলাম।

হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা।

[সহজ সরল পন্থা।]

আজ কাল হোমিওপ্যাথির প্রচার সর্ব্বত্র। বঙ্গের প্রায় প্রতি পল্লীতেই অনেক গৃহস্থ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ গৃহে রাখিয়া তাহার সাহায্যে পরিবারবর্গের ও প্রতিবাসিগণের অনেক পীড়া নিজেরাই আরাম করিয়া থাকেন। ঐ সঙ্গে সেই সকল হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ দ্বারা গৃহপালিত পশুগণের সকল প্রকার পীড়া আরোগ্য করিবার উপায় জানা থাকিলে, আরও যে কত সুবিধা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কেবল মানুষের চিকিৎসাতেই সীমাবদ্ধ নহে, এই ঐশী-শক্তি সম্পন্ন ঔষধ সকল জীবেরই সমভাবে উপকার করিতে সক্ষম, বরং কোন কোন পীড়ায় মানুষ অপেক্ষাও পশুকুলের চিকিৎসায় সমধিক সুফলপ্রদ হইতে দেখা যায়।

বঙ্গাব্দ৹ ১৩১৫ সালে আমি হোমিওপ্যাথি মতে "পশু-চিকিৎসা" পুস্তক সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছিলাম এবং কতিপয় মাসিক পত্রে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। এখন অনেক চিকিৎসক ও গৃহস্থের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং দেশের নানাস্থানে পশুদের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহৃত হইতেছে।

মানুষের ন্যায় পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবমাত্রেরই পীড়া হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধে অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্য ভাবে আরোগ্য হইয়া থাকে, ইহা বহু পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই চিকিৎসায় ঔষধ সংগ্রহের অসুবিধা নাই, খাওয়াইতে কোন কষ্ট নাই, সেক তাপ দগ্ধ করা প্রভৃতি কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। সুতরাং এই সুলভ ও সহজসাধ্য হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসার প্রচলন হওয়া, ভারতের পক্ষে একটি মঙ্গলময় অনুষ্ঠান।

এই পুস্তকখানি প্রধানতঃ গোজাতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইল, কিন্তু ইহার সাহায্যে গো, মহিষ, কুকুর, বিড়াল, ছাগ, মেষ, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, প্রভৃতি সকল জীবের চিকিৎসা করা যাইতে পারে। গৃহপালিত জীবকুলের মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা শুভ যোগ।

হোমিওপ্যাথি।

"বিষস্য বিষনৌষধম্", "সমঃ সমং শময়তি" ইত্যাদি মন্ত্র সকল আমরা বহুকাল পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম। এ মন্ত্র আমাদের ভারতের তপোবনেই সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইয়াছিল: কিন্তু এই সাধনায় সিদ্ধ সাধকের অভাবে এতদিন স্থূলশক্তি সম্পন্ন ঔষধের সাহায্যগ্রহণ ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর ছিল না। ভগবানের ইচ্ছায় ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা হানিমান পাশ্চাত্য দেশে হোমিওপ্যাথির মূলসূত্র ঐ মহামন্ত্র "Similia Similibus Curanter" "Like is to be cured by like." প্রচার করেন।

ইহার প্রায় ৭৫ বৎসর পরে মহানুভব ডাক্তার বেরিণী ভারতে আসিয়া ঐ মুক্তিমন্ত্র সঞ্জীবিত করেন। প্রথমে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত, পরে ডাঃ ৺মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ ভারতের কতিপয় কৃতবিদ্য চিকিৎসক হোমিওপ্যাথির প্রত্যক্ষ সুফল দর্শনে এলোপ্যাথি চিকিৎসার অতুল পশার অগ্রাহ্য করিয়া এই মহামন্ত্র গ্রহণ করেন। আজ ভারতের সর্ব্বত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অসংখ্য হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে। ৺বিহারীলাল সরকার প্রণীত "বিদ্যাসাগরের জীবনী"র ৪২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বেরিণী সাহেব কলিকাতায় আসেন এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।"

হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসায় রোগী প্রকৃত সুস্থতা লাভ করে, রোগের মূলচ্ছেদ হয়। ইহার ক্রিয়া তড়িৎগতির ন্যায়। প্রাচীন চিকিৎসার কঠোর উপায় অবলম্বন বা জোর জবরদস্তী করিয়া রোগের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যে সকল কৃত্রিম রোগ (ঔষধ-সৃষ্টব্যাধি) উৎপন্ন হয়, ইহাতে সেরূপ কিছু হয় না। বিশেষতঃ আশু প্রাণ নাশক তরুণ সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হোমিওপ্যাথির অসীম শক্তি প্রমাণিত হইয়াছে। বাধা, বিঘ্ন, বিদ্রূপ হোমিওপ্যাথির গতি রোধ করিতে পারে নাই। এখন হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের উপকারিতা আর কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। হোমিওপ্যাথির রোগারোগ্যকারিণী-শক্তিতেই জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে।

রোগ-নির্ণয়।

ইরাণীয় ধর্ম্মশাস্ত্র "জেন্দ্ অবস্থা" বলেন—পাপমতি অঙ্গ্রমৈন্যু ৯৯৯৯৯ প্রকার রোগ সৃষ্টি করিলেন এবং ইরাণীয়দিগের প্রধান দেবতা অহুরো মজ্দ্ তাহার প্রতিকারের জন্য অর্য্যমনের (সূর্য্যের) নিকটে দূত কর্ত্তৃক প্রার্থনা জানাইলেন——

"পরম কমনীয় অর্য্যমন্ সকল প্রকার রোগ ও মৃত্যু ও যাতু ও পৈরিক ও জৈনদিগের ধ্বংস করুন।"

জেন্দ্ অবস্থা, ২২ ফার্গার্দ।

জীবদেহই রোগের বাসগৃহ ও ক্রীড়াক্ষেত্র। সুস্থ অবস্থার ব্যতিক্রম হইলেই তাহা রোগ বা অসুস্থতা। যে সকল কষ্টদায়ক লক্ষণ অসুস্থতা আনয়ন করে, সেই লক্ষণ সমষ্টিই রোগ। ঐ সকল লক্ষণ দূরী হইলেই রোগও দূর হয়।

মানুষের চিকিৎসায় আমরা দুইপ্রকার উপায়ে লক্ষণ সংগ্রহ করিয়া থাকি।

১। রোগীর উপলব্ধিগত লক্ষণ (Subjective symptoms) অর্থাৎ রোগী যাহা বলিয়া থাকে।

২। চিকিৎসকের পরীক্ষাগত লক্ষণ (Objective symptoms) অর্থাৎ চিকিৎসক যাহা দেখিতে পান।

নানা স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বেদনা, মনের ভাব, মুখের স্বাদ প্রভৃতি লক্ষণ কেবল রোগীই অনুভব করিতে পারে, রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই সকল লক্ষণ পাওয়া যায়। ঐ সকল লক্ষণ কেবল মানুষের চিকিৎসাতেই জানিতে পারা যায়, বাক্‌শক্তিহীন পশুগণের চিকিৎসায় তাহা কিছুই জানিবার উপায় নাই। নিতান্ত শিশুগণ সেই সকল উপলব্ধিগত লক্ষণ (Subjective symptoms) প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়াই, শিশুগণের চিকিৎসা "গো-চিকিৎসা" নামে খ্যাত। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যেমন শিশুদিগের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হন, তদ্রূপ পশুগণ কথা কহিতে না পারিলেও তাহাদিগের মনোভাব কতকটা বুঝা যাইতে পারে। সেজন্য চিকিৎসা-শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

মানুষের চিকিৎসাতেও উপলব্ধিগত লক্ষণ সকল রোগীতে পাওয়া যায় না। অনেক প্রকার রোগে যখন রোগী অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় থাকে, তখন উপলব্ধিগত লক্ষণ একেবারেই পাইবার উপায় থাকে না, কিন্তু তাহাতে চিকিৎসার কোন অসুবিধা ঘটে না, তখন পরীক্ষাগত লক্ষণের সাহায্যেই চিকিৎসক সেই বাক্‌শক্তিহীন মৃতকল্প রোগীকে পুনর্ব্বার সুস্থতা প্রদানে সক্ষম হয়েন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, উপলব্ধিগত লক্ষণ না পাইলেও কেবলমাত্র পরীক্ষাগত লক্ষণের সাহায্যেও রোগী আরাম করিতে পারা যায়।

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে,—

"দর্শন-স্পর্শন-প্রশ্নৈ স্তং পরীক্ষেত রোগীণম্।"

অর্থাৎ—দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন করিয়া রোগ পরীক্ষা করিতে হয়।

যাহা হউক, পশুদিগের চিকিৎসায় পরীক্ষাগত লক্ষণই (Objective symptoms) প্রধান সহায়। মানুষের চিকিৎসাতেই হউক আর গরুর চিকিৎসাতেই হউক, বিশেষ মনোযোগের সহিত যিনি যত অস্বাভাবিক অবস্থা বা লক্ষণসমূহ সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তিনিই চিকিৎসা-কার্য্যে তত শীঘ্র সফলতা লাভ করিতে পারিবেন। এই সকল লক্ষণ সংগ্রহ করিতে পারিলেই রোগ নির্ণয় করা হয়। রোগের নাম লইয়া ব্যস্ত হওয়া একরূপ অনর্থক। রোগী দেখিতে পারিলে, রোগ দেখিবার পূর্ব্বেই রোগী আরাম হইয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় লক্ষণ-সংগ্রহই রোগ-নির্ণয়; কারণ, রোগ-লক্ষণই রোগের নিদান।

ঔষধ-নির্ব্বাচন

রোগীর লক্ষণ সকলের সমষ্টিই একটি রোগ। তাহার ঠিক সদৃশ একটি ঔষধ নিরূপণ করিতে হইবে, অর্থাৎ রোগীর লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণ ভাল করিয়া মিলাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঔষধের বাক্স দেখিয়া প্রেস্ক্রিপ্শন করিলে হইবে না, রোগী দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসায় রোগের চিকিৎসা করিতে হয় না, রোগীর চিকিৎসা করিতে হয়। রোগী যখন যেরূপ অবস্থায় থাকিবে, তাহার ঔষধও ঠিক সেই রকম পাওয়া যাইবে, খুঁজিয়া লইতে পারিলেই হয়।

মানুষের চিকিৎসায় আমরা দুইপ্রকার উপায়ে লক্ষণ সংগ্রহ করিয়া থাকি।

১। রোগীর উপলব্ধিগত লক্ষণ (Subjective symptoms) অর্থাৎ রোগী যাহা বলিয়া থাকে।

২। চিকিৎসকের পরীক্ষাগত লক্ষণ (Objective symptoms) অর্থাৎ চিকিৎসক যাহা দেখিতে পান।

নানা স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বেদনা, মনের ভাব, মুখের স্বাদ প্রভৃতি লক্ষণ কেবল রোগীই অনুভব করিতে পারে, রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই সকল লক্ষণ পাওয়া যায়। ঐ সকল লক্ষণ কেবল মানুষের চিকিৎসাতেই জানিতে পারা যায়, বাক্‌শক্তিহীন পশুগণের চিকিৎসায় তাহা কিছুই জানিবার উপায় নাই। নিতান্ত শিশুগণ সেই সকল উপলব্ধিগত লক্ষণ (Subjective symptoms) প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়াই, শিশুগণের চিকিৎসা "গো-চিকিৎসা" নামে খ্যাত। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যেমন শিশুদিগের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হন, তদ্রূপ পশুগণ কথা কহিতে না পারিলেও তাহাদিগের মনোভাব কতকটা বুঝা যাইতে পারে। সেজন্য চিকিৎসা-শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

মানুষের চিকিৎসাতেও উপলব্ধিগত লক্ষণ সকল রোগীতে পাওয়া যায় না। অনেক প্রকার রোগে যখন রোগী অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় থাকে, তখন উপলব্ধিগত লক্ষণ একেবারেই পাইবার উপায় থাকে না, কিন্তু তাহাতে চিকিৎসার কোন অসুবিধা ঘটে না, তখন পরীক্ষাগত লক্ষণের সাহায্যেই চিকিৎসক সেই বাক্‌শক্তিহীন মৃতকল্প রোগীকে পুনর্ব্বার সুস্থতা প্রদানে সক্ষম হয়েন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, উপলব্ধিগত লক্ষণ না পাইলেও কেবলমাত্র পরীক্ষাগত লক্ষণের সাহায্যেও রোগী আরাম করিতে পারা যায়।

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে,—

"দর্শন-স্পর্শন-প্রশ্নৈঃ স্বং পরীক্ষেত রোগীণম্।"

অর্থাৎ—দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন করিয়া রোগ পরীক্ষা করিতে হয়।

যাহা হউক, পশুদিগের চিকিৎসায় পরীক্ষাগত লক্ষণই (Objective symptoms) প্রধান সহায়। মানুষের চিকিৎসাতেই হউক আর গরুর চিকিৎসাতেই হউক, বিশেষ মনোযোগের সহিত যিনি যত অস্বাভাবিক অবস্থা বা লক্ষণসমূহ সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তিনিই চিকিৎসা-কার্য্যে তত শীঘ্র সফলতা লাভ করিতে পারিবেন। এই সকল লক্ষণ সংগ্রহ করিতে পারিলেই রোগ নির্ণয় করা হয়। রোগের নাম লইয়া ব্যস্ত হওয়া একরূপ অনর্থক। রোগ দেখিতে পারিলে, রোগ দেখিবার পূর্ব্বেই রোগী আরাম হইয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় লক্ষণ-সংগ্রহই রোগ-নির্ণয়; কারণ, রোগ-লক্ষণই রোগের নিদান।

ঔষধ-নির্ব্বাচন

রোগের লক্ষণ সকলের সমষ্টিই একটি রোগ। তাহার ঠিক সদৃশ একটি ঔষধ নিরূপণ করিতে হইবে, অর্থাৎ রোগীর লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণ ভাল করিয়া মিলাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঔষধের বাক্স দেখিয়া পৃক্কিপ্শন করিলে হইবে না, রোগী দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসায় রোগের চিকিৎসা করিতে হয় না, রোগীর চিকিৎসা করিতে হয়। রোগী যখন যেরূপ অবস্থায় থাকিবে, তাহার ঔষধও ঠিক সেই রকম পাওয়া যাইবে, খুঁজিয়া লইতে পারিলেই হয়।

লক্ষণানুরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে, রোগ যাহাই কেন হউক না, রোগী আরাম হইয়া যাইবে। রোগীর লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণ ঐক্য করাকেই ঔষধ-নির্ব্বাচন বলা যায়।

পীড়ার লক্ষণের সহিত পুস্তক দৃষ্টে ঔষধের লক্ষণ খুব ভালরূপে মিলাইয়া ঔষধ দিতে পারিলে, অতি অল্প ঔষধে, এমন কি, দুই এক মাত্রায় অতি আশ্চর্য্যভাবে রোগ আরাম হইয়া যায়। লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ দিতে না পারিলে অর্থাৎ রোগীর লক্ষণে ও ঔষধের লক্ষণে পরস্পর ঐক্য না থাকিলে, সে ঔষধে রোগীর রোগ আরোগ্য হয় না। প্রকৃত ঔষধ দিতে বিলম্ব হয়, তাহা বরং ভাল; তথাপি যা তা ঔষধ (চোক বুঝিয়া বা শুধু মন্ত্র জপ করিয়া) দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। যতক্ষণ ঔষধ ঠিক করিতে না পারা যাইবে, ততক্ষণ ঔষধ দেওয়া আবশ্যক হইলে, কেবল দুগ্ধ শর্করা (Sugar of milk) অথবা অনৌষধি বটিকা (Unmedicated globules) ব্যবহার করাই সুযুক্তি।

এই পুস্তকের স্থানে স্থানে ঔষধ নির্ব্বাচন-সঙ্কেত বিশদরূপে বর্ণন করা যাইবে।

ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম।

সুগার অফ্-মিল্ক, (দুগ্ধ শর্করা) ও গ্লোবিউল্সের (বটিকার) সহিত ঔষধ দেওয়াই ভাল। নূতন শিশিতে কতকগুলি গ্লোবিউল্স্ রাখিয়া যে কয় ফোঁটা ঔষধ দিলে তাহা উপযুক্তমত সিক্ত হইতে পারে, সেই পরিমাণ ঔষধ দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লইলেই সকল বড়ীগুলিতে ঔষধ লাগিয়া যায়। সচরাচর এক ড্রাম গ্লোবিউল্সের সহিত তিন ফোঁটা ঔষধ দিলেই ঠিক হয়। ঔষধ বেশী দেওয়া হইলে বড়ীগুলি গলিয়া যায়। পরিমাণ

মত সুগার অফ্ মিল্ক্ সাদা কাগজে ঢালিয়া তাহার উপর আবশ্যকমত কয়েক ফোঁটা ঔষধ দিয়া ভালরূপে মিশাইয়া লইয়া, তাহাই যে কয় মাত্রা দরকার, পৃথক কাগজে ভাগ করিয়া লইতে হয়। সুগার অফ্ মিল্কের অভাবে কেহ কেহ ময়দার উপর ঔষধ ঢালিয়া খাওয়াইয়া থাকেন। পরিস্কৃত জলপূর্ণ নূতন শিশিতে ঔষধ দেওয়া যায়, কিন্তু পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ জল পাওয়া সুকঠিন। এক ছটাক জলই একবারের ঔষধ দিবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সুগার অফ্ মিল্ক অথবা গ্লোবিউল্স্ ব্যবহার করাই সুবিধাজনক এবং সচরাচর চিকিৎসকগণ উহাই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করেন। বর্ষাকালের সজল বাতাসে বড়ী গলিয়া যায়, সে সময়ে সুগার অফ্ মিল্ক ব্যবহার করাই ভাল।

ঔষধ খাওয়াইতে প্রাচীন চিকিৎসার ন্যায় কলাপাতা, কলার পেটো, বাঁশের চোঙ্গা কি লম্বগ্রীব বোতলের আবশ্যক হয় না। ঔষধ খাওয়াই-বার পূর্ব্বে কেবল ঈষদুষ্ণ জলে গরুর মুখ ধোয়াইয়া দিতে হয় এবং সুগার অফ্ মিল্কের সহিত ঔষধ দিলে সেই কাগজে করিয়াই গরুর মুখে ঢালিয়া দেওয়া যায়, অথবা জল সহ ঔষধ দিলে কাচের গ্লাসে করিয়াই অল্প চেষ্টায় গরুর মুখ হাঁ করিয়া সহজেই খাওয়ান যায়। ঔষধ খাওয়াইবার অন্ততঃ আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে কোন খাদ্য খাইতে দিতে নাই।

ঔষধ দিবার জল, শিশি ও খাওয়াইবার কাচের গ্লাস বা পাথর বাটী, কাগজ, হাত প্রভৃতি অপরিষ্কার থাকিলে কিম্বা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ সংযোগে, ঔষধের গুণ নষ্ট হইয়া যায়। যে গৃহে কর্পূর অথবা এলোপ্যাথিক্ ঔষধ থাকে, সেই গৃহে হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ রাখিলে ঔষধের গুণ নষ্ট হইতে পারে। এক ঔষধের ছিপি অন্য ঔষধের শিশিতে দেওয়া হইবে না। ঔষধে রৌদ্র লাগাও দোষনীয়, সে জন্য ঔষধ দিবার সময় বা খাওয়াইবার সময় যাহাতে ঔষধে রৌদ্র না লাগিতে পারে, সেদিকে

লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ঔষধের বাক্স নূতন ও পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সযত্নে উত্তম স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। ঔষধের বাক্সে ঔষধগুলি অক্ষর (A. B. C. বা ক, খ, গ,) অনুসারে সাজাইয়া রাখিলে, আবশ্যক সময়ে শীঘ্র ঔষধ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মাত্রা-নিরূপণ।

যেরূপ অগ্নির প্রত্যেক কণিকারই দাহিকা-শক্তি আছে, তদ্রূপ শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের প্রত্যেক বিন্দুতেই রোগারোগ্যকারিণী শক্তি নিহিত আছে; কোনরূপে একটু শরীরস্থ হইলেও কার্য্যকারী হয়। রোগারোগ্য ঔষধের গুণ সাপেক্ষ—পরিমাণ সাপেক্ষ নহে এবং পরমাণু অবিভাজ্য, সুতরাং ঔষধের পরিমাণ অল্প হইলেও তাহাতে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ঔষধের মাত্রা যতই কেন কম হউক না, উহার নিকট রোগের ক্ষমতা নিশ্চয়ই পরাভূত হইবে।

যেমন পূর্ণবয়স্ক মানুষের পক্ষে গ্লোবিউলস্ ৬টি, বালকের ৪টি কি ২টি, আবার খুব ছোট শিশুর একটিও দেওয়া হয়, সেইরূপ পূর্ণবয়স্ক গো মহিষের পক্ষে গ্লোবিউলস্ ১২।১৪টি, তদপেক্ষা অল্প বয়সের পক্ষে ৬, ৪ বা ২টি গ্লোবিউলস্ দেওয়া যাইতে পারে। গবাদির তিন বৎসর বয়স হইলেই পূর্ণমাত্রা দেওয়া যায়। জলে ঔষধ দিতে হইলে মানুষের এক ফোঁটা পূর্ণমাত্রা, কিন্তু গো ও মহিষের পক্ষে প্রত্যেক মাত্রায় ৫ ফোঁটা, ঘোড়ার ৬ ফোঁটা, কুকুর ও ভেড়া ছাগল প্রভৃতির দুই হইতে চারি ফোঁটা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হয়। সুগার অফ্ মিল্কের সহিত মিশাইলে মানুষের এক ফোঁটা এবং গবাদির তিন চারি ফোঁটা ঔষধ দিতে হয়। মানুষের জন্য যতটা সুগার অফ্ মিল্ক দেওয়া

হয়, গো, মহিষাদির জন্য তাহার ৪।৫ গুণ অধিক প্রয়োজন হইয়া থাকে।

উহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কোন কোন চিকিৎসক উহা অপেক্ষাও কম ঔষধ দিয়া সুফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শিত হইবে।

পর্য্যায় প্রথা

কোন কোন পীড়ায় পর্য্যায়ক্রমে (alternately অল্‌টার-নেট্‌লি) ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অল্পবিশ্বাসী এলো-হোমিওপ্যাথ বা নূতন চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকেই কোন কোন রোগে দুই এক ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বহুদর্শী চিকিৎসকগণের মতে তাহা অত্যন্ত দোষনীয়। এরূপ প্রথায় যে আরোগ্যে বিলম্ব ঘটে, তাহাতে সংশয় নাই। লক্ষণ মিলাইয়া একটি ঔষধ দিতে না পারিলেই ২।৩টি ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতে হইলে এককালে ২।৩টি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া পরিশ্রমের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে যাওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

একোনাইটের সহিত বেলেডোনা, বেলেডোনা ও মার্কিউরিয়াস, ব্রাইওনিয়া ও ফস্‌ফরাস্, আর্সেনিক ও ভিরেট্রাম, নাক্স ও ইপিকাক প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধের পর্য্যায় ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ফল কথা, বয়োবৃদ্ধির সহিত যেমন শৈশবের চপলতা আপনা আপনি ত্যাগ পায়, তদ্রূপ হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বে সঠিক জ্ঞানলাভ হইলে, পর্য্যায় ব্যবহারের আবশ্যকতা আপনিই অন্তর্হিত হয়।

প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসক ব্যতীত পর্য্যায় প্রথা পরিহার

করা অপরের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়াই বিবেচনা হয়; বিশেষতঃ গৃহস্থের পক্ষে আরও অসম্ভব। সেজন্য এই পুস্তকের কতিপয় স্থানে কোন কোন ঔষধের পর্য্যায় ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইবে, কিন্তু পর্য্যায়ক্রমের অর্থ কেহ যেন ২।১ ঘণ্টা অন্তর বদলাইয়া দেওয়া মনে না করেন;—দুই একদিন অন্তর বুঝিতে হইবে।

শক্তি-মীমাংসা

মূল অরিষ্ট বা মাদার টিংচার হইতে ১২শ শক্তি পর্য্যন্ত নিম্নশক্তি (Lower potency লোয়ার পোটেন্সি), তদূর্দ্ধে উচ্চশক্তি (Higher potency হায়ার পোটেন্সি) নামে কথিত হয়। ঔষধ-নির্ব্বাচন বরং সহজ, শক্তি নির্ব্বাচন আরও কঠিন ব্যাপার। রোগের অস্বাভাবিক লক্ষণ সকল, যে ঔষধের লক্ষণের সহিত মিলিবে, সেই ঔষধের ব্যবস্থা করাই ঔষধ নির্ব্বাচন; আর রোগের অবস্থাটি নির্ব্বাচিত ঔষধের যে প্রকার শক্তির অন্তর্ভূত, সেইপ্রকার শক্তি নিরূপণ করাই শক্তি-মীমাংসা বা শক্তি-নির্ব্বাচন। শক্তি-নিরূপণ সম্বন্ধে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তরুণ রোগে বা একিউট্ ডিজিজ্ এ (Acute disease) নিম্নশক্তি এবং পুরাতন রোগে বা ক্রনিক ডিজিজ্-এ (Chronic disease) ঔষধের উচ্চশক্তি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার এরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। রোগের অবস্থা যিনি যে প্রকার বুঝিতে পারিবেন, শক্তি-নির্ণয়ে তিনি ততদূর ক্ষমতাবান হইবেন। এ বিষয়টি পীড়ার অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিজে ঠিক করিয়া লইতে হয়। যদি ঔষধ নির্ব্বাচনে সন্দেহ না থাকে, তবে শক্তি পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সচরাচর প্রথমে ৩০ শক্তি প্রয়োগে উপকার না হইলে ২০০ শত শক্তি

প্রয়োগ করা নিয়ম। যে যে পীড়ায় যে যে শক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তাহা সেই সেই চিকিৎসা-প্রকরণে উল্লেখ করা যাইবে। নিম্নশক্তি অধিক বার সেবন আবশ্যক হয়, উচ্চশক্তির দুই এক মাত্রাতেই ফল পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন, নিম্ন শ্রেণীর জীবসমূহে (Lower animals) নিম্ন শক্তির (Lower potency) ঔষধ সমধিক উপযোগী, এ কথার কোন মূল্য নাই।

ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ।

কতক্ষণ অন্তর ঔষধ দিতে হইবে, এ বিষয়টির সম্বন্ধে ইহা নিরূপণ করা যায় যে, উৎকট তরুণ রোগে অবস্থানুসারে ৫, ১০, ১৫, ২০, মিনিট, আধঘণ্টা, এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। সামান্য রোগে ও অল্প দিনের পীড়ায় ২, ৪, ৬, ৮, ঘণ্টা অন্তর একবার ও পুরাতন রোগে ২৪ ঘণ্টা অন্তর একবার অথবা তিন চারি দিন কি সপ্তাহ অন্তর একবার, ঔষধ দেওয়া যায়। প্রায় অধিকাংশ রোগেই দিন রাত্রে চারিমাত্রা ঔষধ সচরাচর দেওয়া হয়। পীড়া যত আরাম হইয়া আসিতে থাকে, ঔষধও বারে তত কম করিয়া দিতে হইবে। শেষকালে পীড়া আরোগ্য হইয়া গেলে যদি ঔষধ দিতে হয়, তবে কয়েকদিন হোমিওপ্যাথিক্ টনিক (Sugar of milk, সুগার অফ্ মিল্ক) দেওয়া যাইতে পারে।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধ।

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিক এই দ্বিবিধ উপায়ে ঔষধ প্রয়োগ হয়। অধিকাংশ স্থলে কেবল আভ্যন্তরিক ঔষধেই রোগ আরোগ্য হইয়া যায়, বাহ্যিক ঔষধের আবশ্যকই হয় না। কিন্তু আবার কোন কোন স্থলে কেবল বাহ্যিক অথবা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দুই প্রকারই আবশ্যক হইয়া থাকে।

শক্তিকৃত ঔষধই আভ্যন্তরিক প্রয়োগ অর্থাৎ খাওয়ান হইয়া থাকে। বাহ্যিক প্রয়োগে অর্থাৎ দেহের উপরে লাগাইবার জন্য ঔষধের মাদার টিংচার (θ) বা মূল আরিষ্ট ব্যবহৃত হয়। ক্ষতাদিতে ব্যবহারের জন্য মলম (Ointment অয়েন্টমেণ্ট), বাত প্রভৃতি রোগের জন্য মালিশ (Liniment লিনিমেণ্ট) এবং আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে পটি বাঁধিয়া দেওয়া ও ঘা ধোয়াইবার জন্য আরক বা ঔষধের জল Lotion লোশন) প্রভৃতি আবশ্যক হইয়া থাকে।

বাহ্যিক ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে বিভিন্ন প্রকার সকল ঔষধই কিনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঔষধের মাদার টিংচার কিনিয়া ঘৃত, মধু, তৈল, জল প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া আবশ্যকমত ঔষধ ঘরে প্রস্তুত করিয়া লইলে, খরচ অনেক কম হয়। সেজন্য ঔষধের মাদার টিংচার হইতে যেরূপে বাহ্যিক প্রয়োগের (For external use) ঔষধ সকল প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

মলম বা অয়েন্ট্মেন্ট্—সিম্পল অয়েন্টমেন্টের সহিত যে ঔষধের মাদার টিংচার বা অমিশ্র আরক মিশাইয়া লওয়া যায়, তাহা সেই ঔষধের মলম প্রস্তুত হয়। যেমন খানিকটা সিম্পল অয়েন্টমেন্টের সহিত পরিমাণ মত কয়েক ফোঁটা ক্যালেনডিউলা মাদার মিশাইয়া লইলে, ক্যালেন্ডিউলা মলম, আর্ণিকা মাদার মিশাইলে আর্ণিকা মলম প্রস্তুত হয়, ইত্যাদি। মলম ঔষধ ক্ষতাদি আরোগ্য জন্য লিণ্ট বা অভাবে নেকড়ায় মাখাইয়া ক্ষতস্থানে বসাইয়া দেওয়া বড়ই সুবিধাজনক হয় এবং উহাতে ক্ষত সকল শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। সিম্পল অয়েন্টমেন্টের অভাবে গব্যঘৃত, খাঁটী সরিষার তৈল প্রভৃতিতে ঔষধ মিশ্রিত করিয়া লওয়া যায়। মুখের ভিতরের ক্ষত আরোগ্য করিতে মধু সংযোগে ঔষধ দেওয়া ভাল।

মালিশ বা লিনিমেণ্ট—বক্ষঃস্থলের পীড়া, বাত রোগ প্রভৃতি যে সকল পীড়ায় ঔষধ মর্দ্দন করা আবশ্যক হয়, অথচ জলসহ ঔষধ প্রয়োগ অসুবিধাজনক ও অনিষ্টকর হয়, সেইরূপ স্থলে গ্লিসারিণ, গব্যঘৃত বা খাঁটী সরিষার তৈল সহ ঔষধের মাদার টিংচার মিশাইয়া লওয়া যাইতে পারে। অপবিত্র গ্লিসারিণ ব্যবহার না করিলেও চলে।

লোশন বা ঔষধের জল—সাধারণতঃ ২০ ভাগ জলে একভাগ ঔষধের মাদার টিংচার বা অমিশ্র আরক মিশাইয়া লইলেই ঔষধের জল বা লোশন প্রস্তুত হয়। কোন কোন স্থলে ১০ ভাগ জলে একভাগ ঔষধ মিশাইয়া আরও উগ্র বা ষ্ট্রং করিয়া লওয়া আবশ্যক হয়। সকল প্রকার ঘা ধোয়াইতে ও নেকড়া ভিজাইয়া আঘাতপ্রাপ্ত কোন স্থানে লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিতে ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

পথ্য।

পাশ্চাত্য দেশের পীড়িত গরুকে ভূষী (শুষ্ক বা জল সহ), ভূষীর সহিত মিশ্রিত ভিজান ভাঙ্গা জই অথবা সিদ্ধ করা জই, সালগম ও গাজরের ছোট ছোট টুক্‌রা, কাঁচা বা শুষ্ক ঘাস, ক্লোভার (clover) নামক এক প্রকার চেরাপাতাযুক্ত চারা গাছ প্রভৃতি অল্প পরিমাণে খাইতে দেওয়া হয়।

আমাদের দেশের গরুগুলিকে নরম নরম কচি টাট্‌কা ঘাস, বাঁশ পাতা, ডুমুর পাতা প্রভৃতি অল্প পরিমাণে খাইতে দেওয়া হয়। খাইতে পারিলে খড়ও খাইতে পায়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে অল্প গরম ভাতের মাড় (ফেণ) খাইতে দেওয়ায় উপকার হয়। মুখ বা গলাভ্যন্তরের পীড়া থাকিলে ভাতের মাড়ই প্রধান পথ্য। খাইতে না পারিলে ঝিনুকে করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে খাওয়াইবার চেষ্টা করা হয়। উদরাময় থাকিলে কচি কচি বাঁশপাতা, চিঁড়ার কুঁড়া প্রভৃতি সুপথ্য। অত্যন্ত উদরাময় থাকিলে জল বার্লি উপকারী এবং উৎকট তরুণ রোগে পীড়ার কিছু উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত একেবারে খাইতে না দেওয়া বা অবস্থা বিবেচনায় অতি অল্প পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য। পরিষ্কৃত ঠাণ্ডাজল পান করিতে দেওয়া ভাল, কিন্তু সর্দ্দি কাশি থাকিলে জল গরম করিয়া ঠাণ্ডা হইলে খাইতে দিবে। মুখের কিম্বা গলনলীর অথবা বক্ষঃস্থলের পীড়া থাকিলে, জল গরম করিয়া অল্প গরম গরম খাইতে দেওয়ায় উপকার হয়। তরুণ বা পুরাতন (Acute or Chronic) যে কোন রোগে ঔষধ খাওয়াইবার অন্ততঃ আধঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে কোন খাদ্য বা জল খাইতে দেওয়া উচিত নহে। (২২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

রোগী-পরিচর্য্যা

শুশ্রূষাকারী ব্যক্তি পীড়িতের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার ও সযত্নে সেবা শুশ্রূষা করিবে। অঙ্গের কোন স্থানে চোণা প্রভৃতি ময়লা লাগিয়া থাকিলে ও গৃহাভ্যন্তরে গোময়াদি সঞ্চিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবে। রোগীকে তাড়না কিম্বা রোগীর ঘরে অনাবশ্যক গোলমাল বা কোনও প্রকারে বিরক্ত করিবে না। রোগ কঠিন মনে হইলে গরুর গলার রজ্জু বা বন্ধন মুক্ত করিয়া দিবে। সর্ব্বদা পরিষ্কৃত হস্তে পথ্য ও ঔষধ খাওয়াইতে হইবে।

বসন্ত।

(Small Pox স্মল পক্স্)

বসন্ত অতি ভয়ানক রোগ। ইহা স্পর্শাক্রামক ও সংক্রামক। কেহ কেহ বলেন, বসন্ত রোগের বীজাণু (Bacilli) দুই শত বৎসরেরও অধিককাল জীবিত থাকে।

এই রোগ সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেকেরই জানা আছে। এই রোগে গৃহস্থের লক্ষণ—উপায় অভাবে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা, আর ভগবানকে ডাকা।

বসন্ত রোগের আক্রমণ কিরূপ ভীষণ হয় এবং দেশের লোকে কিরূপ উপায় অবলম্বন করেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বিগত ১৩৪২ সালের ভাদ্র মাসে হুগলী জেলার রামনাথপুর নামক গ্রামে সর্ব্বপ্রথম বসন্ত রোগে গরু-বাছুর আক্রান্ত হয় এবং ক্রমে হুগলী

জেলার সর্ব্বত্র পীড়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই গ্রামটির চতুর্দ্দিকের প্রান্তভাগে চারিটি ভাগাড়ের মধ্যে তিনটির পার্শ্ব দিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে, তথায় প্রতি নিয়ত অসংখ্য শৃগাল কুকুর কাক ও শকুনী গৃধিনীর ছুটাছুটি ও চীৎকার এবং মৃত গলিত গোর দুর্গন্ধে ঐসকল রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ী এমন কি মানুষের পর্য্যন্ত যাতায়াত করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত গ্রামখানিতে অনেক গোয়ালার বাস আছে এবং এখান হইতে প্রত্যহ কলিকাতায় বহু পরিমাণ ছানা রপ্তানী হইয়া থাকে। সাত আট মাসেরও অধিক কাল প্রত্যহ রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র গ্রামখানির উপরে সমস্ত দিন শত শত শকুনী গৃধিনী উড়িয়া সাধারণের বিস্ময় ও ভীতি উৎপাদন করিত। হুগলী জেলার বিশেষতঃ এই গ্রামে গো-বসন্তের এরূপ ভীষণ মহামারী ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। অনেকের গোয়াল একেবারে গোশূন্য হইয়া গিয়াছিল। সমগ্র জেলার ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা যায় না।

সহসা রোগের এই অতর্কিত আক্রমণে রামনাথপুরের গোয়ালারা গরুগুলিকে বাঁচাইবার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিয়াছিল,—

১। **দৈবকার্য্য**—৺শীতলা দেবীর পূজা, ৺জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ খাওয়ান, উপযুক্ত ফকীর দ্বারায় "গ্রাম বন্ধন (অর্থাৎ গ্রামের প্রান্তভাগে বাঁশ পুঁতিয়া ধ্বজা টাঙ্গান এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার পর একপ্রকার এক ঘেয়ে টব্ টব্ শব্দে ঢোল বাজান ও গ্রামের চতুর্দ্দিকে দ্রুতবেগে অনেকে একত্রিত হইয়া পরিভ্রমণ করা)।

২। **চিকিৎসা**—চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের গো-বৈদ্যের গাছ গাছড়াদি ঔষধ খাওয়ান হয়। ঐ সকল উপায় কার্য্যকারী না হওয়ায় হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানানর পর একজন ভেটারিনারী সার্জ্জন আসিয়া গ্রামের সমস্ত গরু-বাছুরকে ইঞ্জেক্‌শান দেন, কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র উপকার হয় না। ভেটারিনারী সার্জ্জনকে এই নিস্ফলতার

কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাওয়া গিয়াছিল—"আমরা যথারীতি ভ্যাক্সিন্ ইঞ্জেক্‌শান করিয়াছিলাম, উপকার না হইলে আমরা কি করিব?"

এই গ্রামের একজন ব্যতীত আর কাহাও মনে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার কথা উদিত হয় নাই এবং ঐ ব্যক্তির ১৪টি গরুর উপযোগী ঔষধ ক্রয় করিয়া আনিতে হইবে শুনিয়া সে ঐ মত পরিত্যাগ করে।

৩। **তুক্‌তাক্**—যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন একদিন ভাগাড় হইতে মুচীরা চামড়া লইয়া যাইবার সময় কতকগুলি উন্মত্তপ্রায় লোক তাহাদিগকে সেই স্থানে একটু অপেক্ষা করিতে বলে, অনন্তর তাহারা মুচীদের হাত পা ধোওয়াইয়া প্রণাম করার পর বাড়ী যাইতে সম্মতি দেয়। ইহাতেও কিছু ফল হয় নাই।

৪। **নিশ্চেষ্টতা**—যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন সকলে একেবারে নিশ্চেষ্ট ও হতাশ হইয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া রহিল এবং ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

৫। **প্রতিক্রিয়া**—ঐ গ্রামের একব্যক্তির অনেকগুলি গাভী ও একটি মহিষী ছিল। তাহার গৃহে অনেক ছানা জন্মিত। গাভীগুলি মারা যাওয়ার পর প্রচুর দুগ্ধদাত্রী মহিষীটিও মারা গেল। সে ঐ মহিষীকে ভাগাড়ে ফেলিয়া দিয়া আসার পর একেবারে গোয়াল শূন্য দেখিয়া চক্ষে আঁধার দেখিল ও তাহার মাথা খারাপ হইয়া গেল এবং "শীতলা দেবীর পূজা দিয়াও যখন এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তখন ঐ শীতলা দেবী কোন কাজেরই নহে" এই কথা বলিতে বলিতে দেবীকে শাসন করিতে যাইবার জন্য উদ্যত হইলে গ্রামের লোকে বহু কষ্টে তাহাকে নিরস্ত করিয়াছিল।

প্রাচীন মতের চিকিৎসায় দেখা যায়—ঔষধ কেবল বিরেচক ও ধারক। বসন্ত রোগে আপনিই কোষ্ঠবদ্ধ অথবা রক্ত শ্লেষ্মা ভেদ হইয়া থাকে। সেজন্য প্রথমাবস্থায় বাহ্যে বন্ধ হইবার লক্ষণ হইলে, মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রয়োগে বাহ্যে করাইতে থাকা এবং পরে রক্তশ্লেষ্মা ২৪ ঘণ্টা

ভেদ হওয়ার পর ধারক ঔষধে বন্ধ করিবার চেষ্টা করা, অথবা ইঞ্জেক্‌শন দেওয়া; আর শুশ্রূষা ও সুপথ্য প্রদান, ইহাই ঐ মতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। অন্য কোন চিকিৎসা-প্রণালীতে এই রোগের সন্তোষজনক ঔষধ পাওয়া যায় না, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহার সকল অবস্থায় বিষ নষ্ট করিবার বা আরোগ্য করিবার ঔষধ আছে।

জার্ম্মানির বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ কক্‌সাহেব টীকা দিয়া গো রক্ষা করিবার উপায় স্থির করেন। তদনুসারে বেলগেছিয়ার গো-চিকিৎসক কর্ণেল রেমণ্ড সাহেব ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এই টীকা ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

গরুর বসন্ত রোগের মহামারীর সময় গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ভেটারিনারী সার্জ্জন কর্ত্তৃক ভ্যাক্সিন ইঞ্জেক্‌শন দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু সন ১৩৪২ সালে হুগলী জেলার ভীষণ গো-মড়কের সময় এই ইঞ্জেক্‌শনে কোন উপকার হয় নাই।

এই পীড়া প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায় এবং তাহাদিগকে ছিটাবসন্ত ও লেপাবসন্ত বলা হইয়া থাকে। ছিটাবসন্তে গুটিকা বা ফুস্কুড়ী পৃথক পৃথক, আর লেপাবসন্তে দলবদ্ধ বা একত্রিত হইয়া বাহির হয়। ছিটাবসন্ত অপেক্ষা লেপাবসন্ত অধিক মারাত্মক।

বসন্ত রোগে অঙ্কুরায়মান, গুটিকা উদ্গমন, পূঁজপূর্ণ ও শুষ্কাবস্থা, এই চারিটি অবস্থা ধরা যায়। গুটিকা উদ্গমকালে ও পাকিবার সময়ে শীত ও কম্প সহ জ্বর হয়। অঙ্কুরায়মান অবস্থায় বড় কিছু টের পাওয়া যায় না, দ্বিতীয় অবস্থাতেই রোগ প্রায় ধরা পড়ে।

মানুষের বসন্ত রোগ হইলে প্রথমাবস্থায় (কোন কোন রোগীর অক্ষুধা থাকিলেও) সকল প্রকার খাদ্য খাইতে পারে। যখন খাদ্য গলাধঃকরণ করিতে অক্ষম হয়, তখন তাহার আর জীবনের আশা থাকে না; কিন্তু গো-মহিষের অবস্থা ঠিক বিপরীত অর্থাৎ গো-মহিষাদির

বসন্ত রোগ হইলে সর্ব্বপ্রথমেই তাহারা ঘাস খড় প্রভৃতি খাইতে পারে না, আবার যখন ঐ সকল খাদ্য কিছু কিছু খাইতে আরম্ভ করে, তখন বুঝা যায় পীড়ার গতি ভালর দিকে আসিয়াছে। বসন্ত রোগের মহামারীর সময় গরু বাছুর হঠাৎ আহার বন্ধ করিয়াই রোগাক্রান্ত হওয়া জানাইয়া দেয়।

ভাবিফল—নিউমোনিয়া, উদরাময়, রক্তভেদ, রক্ত প্রস্রাব, বড় বড় স্ফোটক প্রভৃতি অনেক উপসর্গ আসিতে পারে। গর্ভিণী থাকিলে প্রায়ই গর্ভ নষ্ট হয়। নিতান্ত অল্প বা অধিক বয়সে বসন্ত রোগ হইলে আরোগ্য হওয়া সুকঠিন হয়।

চিকিৎসা—

রোগের প্রথমাবস্থায় অথবা দ্বিতীয় অবস্থার প্রথমভাগে যখন গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক ও গরম, অত্যন্ত জ্বর ও পিপাসা এবং অস্থিরতা থাকে, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, তখন **একোনাইট** ৬ষ্ঠ বা ৩০শ শক্তি ব্যবস্থেয়।

প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত জ্বর, অতিশয় পিপাসা, উগ্রভাবাপন্ন, মস্তকে রক্তাধিক্য হেতু চক্ষুলাল, চক্ষু প্রদাহ, চর্ম্মের স্থানে স্থানে ও গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে, গলার দুই পার্শ্বের ধমনী লাফাইতে থাকে, খাদ্য গলাধঃকরণে কষ্ট অথবা কিছুই খায় না, শুষ্ক কাশি লক্ষণে—**বেলেডোনা** ৬ষ্ঠ।

জ্বর ও প্রচুর জলের পিপাসা, উদ্ভেদ ভালরূপে উঠে না, কিম্বা অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, অথবা বসিয়া যাইতে থাকে। শুষ্ক ও কষ্টকর কাশি, ব্রঙ্কাইটিস কিম্বা নিউমোনিয়া, স্থিরভাবে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, কোষ্ঠবদ্ধ, কিছু চিবান মত মুখ নাড়ে। পায়ে বেদনার জন্য চলিবার সময় খোঁড়ায়, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা—**ব্রাইওনিয়া** ৩০শ।

উদ্ভেদ ভালরূপে বাহির হয় না, অথবা বসিয়া যাইতে থাকে, গুটিকা উদ্গম কিম্বা পাকিবার সময়, শ্বাসকষ্ট, স্বরভঙ্গযুক্ত পুনঃ পুনঃ কাশি, গলায় সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় শব্দ—**এণ্টিম-টার্ট** ৬ষ্ঠ, ৩০শ।

জীবনী শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত, দুর্ব্বল অথচ অস্থিরতা, যেন মানসিক অস্থিরতা, উদ্ভেদ একসঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। পশ্চুল বা গুটিকা বসিয়া যাইতে থাকে, অথবা গুটিকা হইতে রক্তস্রাব হয়, কিম্বা পুঁজপূর্ণ অবস্থায় গুটিকার উপরিভাগের বর্ণ কাল দেখা যায়, অথবা পচনাবস্থাপন্ন হয়। পুঁজ ও মলে অতিশয় দুর্গন্ধ—**আর্সেনিক** ৩০শ, ২০০ শত।

শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অবসন্নভাব, পুনঃ পুনঃ ঢোঁক গিলিতে চেষ্টা, পা ও কাণ শীতল, নাড়ী সবিরাম, উদরাময়, শ্বাসকষ্ট, সুলকায়—**ভিরেট্রাম** ৩০শ, ২০০শত।

গুটিকার পুঁজপূর্ণ বা পক্কাবস্থা অথবা পাকিবার সময় অত্যন্ত লালাস্রাব, মুখের ভিতর ও গলায় ঘা, জিহ্বা স্ফীত, গলার গ্ল্যাণ্ড ফুলিয়া উঠে, সর্দ্দি, শ্বাসকষ্ট, উদরাময়, সবুজবর্ণের মল, আমযুক্ত মল, রক্তামাশয়, পুনঃ পুনঃ রক্ত ও চর্ব্বি মিশ্রিত তরল ভেদ—**মার্ক-সল** ৬ষ্ঠ।

খাঁটী রক্ত ভেদ, চক্ষু প্রদাহ—**মার্ক-কর** ৩০শ।

বিলম্বে বসন্তের উদ্গম অথবা বসিয়া গিয়া শ্বাসকষ্ট হয়। মুখমণ্ডল ও চক্ষু স্ফীত। প্রস্রাব অল্প হয়, অত্যন্ত কাশি, উদরাময়, পিপাসা থাকে না, সংযত বা লেপা বসন্ত (Variola Confluens)—**এপিস** ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত।

বসন্তের গুটিকা রক্তপূর্ণ, সামান্য ক্ষত হইতেও প্রচুর রক্তস্রাব হয়, জলবৎ উদরাময়, মলে চর্ব্বির মত পদার্থ ভাসে, জিহ্বা অপরিষ্কৃত বা সর্দ্দিসংযুক্ত, শীর্ণ শরীর, টাইফয়েড অবস্থাযুক্ত, কষ্টকর কাশি, নিউমোনিয়া—**ফস্ফরাস্** ৩০শ, ২০০শত।

টাইফয়েড্ বা সান্নিপাতিক অবস্থা, কাল বর্ণের রক্তস্রাব, জমাট রক্ত, জলবৎ মিউকাস্ স্রাব, নাক ও ঠোঁট স্ফীত, অত্যন্ত সর্দ্দি, উদ্ভেদ কাল হইয়া যায়—**ল্যাকেসিস্** ৩০শ, ২০০শত।

গুটিকায় পুঁজ জন্মে না, অথচ ব্লিষ্টারের ন্যায় বড় বড় ফোস্কা সর্ব্বত্র,

বিশেষতঃ স্তনে ও বাঁটে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং চর্ম্ম ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় হয়, চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, কনফ্লুয়েন্স বসন্ত রোগে এই প্রকার হইলে—**এসিড্-ফস্** ৩০শ, ২০০শত উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অবসন্নভাব, আনাশয়, মুখশ্রী বিবর্ণ, রক্তস্রাব, নাকের ভিতর ও গুটিকার উপর এক প্রকার পুরু পদার্থ সঞ্চিত হয়, প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, লালাস্রাব, সকলপ্রকার স্রাব পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয়—**ব্যাপটিসিয়া** ৩য়, ৩০শ, ২০০ শত।

গুটিকাগুলি অতিশয় বড় বড়, গুটিকার চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ বা এরিওলা, গুটিকা দুগ্ধের ন্যায় সাদা ও চেপ্টা প্রভৃতি লক্ষণে এবং পূর্ব্বে টীকা দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহার কুফল সংশোধনার্থ প্রশংসিত ঔষধ—**থুজা** ১২শ, ৩০শ, ২০০শত।

কাশি, বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, গুটিকায় অতিরিক্ত পূঁজ হওয়া, পক্কাবস্থায় স্ফোটক—**হিপার-সাল্ফ** ৬ষ্ঠ, ২০০ শত।

কনফ্লুয়েন্ট বসন্তের স্ফীততার প্রথমভাগে বসন্ত বসিয়া যাইবার উপক্রম হইলে, পূঁজসহ রক্ত ও মলের সহিত রক্তস্রাব, অত্যন্ত অস্থিরতা—**রসটক্স** ৩০শ, ২০০ শত।

রক্তস্রাবী বসন্ত, বিশেষতঃ রক্তাক্ত প্রস্রাব, জল দেখিলে খাইতে যায় কিন্তু খায় না,—**ক্যান্থারাইডিস্** ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত।

মুখমণ্ডলের আকৃতি স্বাভাবিক, চারি পা ও কাণ ঠাণ্ডা, প্রশ্বাস শীতল, অতিশয় দুর্ব্বলতা, নাড়ী ক্ষীণ অথবা পাওয়া যায় না, নিয়ত বাতাস পাইবার ইচ্ছা, ঘর্ম্ম হইতে থাকে, জীবনী শক্তির হীনতা, ধূসর বর্ণের গুটিকা, আশাশূন্য অবস্থা—**কার্ব্ব-ভেজ** ৩০শ, ২০০শত।

গুটিকা পাকিবার সময় জীবনীশক্তি হীন, অথবা গুটিকা শুকাইতে বিলম্ব হওয়া, কিম্বা বড় বড় স্ফোটক হইতে থাকে। পূঁজ পাতলা—**সাইলিসিয়া** ২০০ শত।

ক্ষতের চটা উঠিতে বিলম্ব হইলে—**কেলি-সালফ** ৩০শ।

রসস্রাবী বসন্ত, বহুল পরিমাণ লালা, মল, রক্ত, পুঁজ প্রভৃতি নির্গমন হেতু জীবনী শক্তি কমিয়া গেলে, অত্যন্ত শীর্ণ, রোগান্তে দুর্ব্বলতা দূরীকরণের জন্য—**চায়না** ৩০শ, ২০০ শত।

বসন্তের প্রথমভাগে কিম্বা গুটিকা শুষ্ক হইবার সময় নানারূপ উপসর্গ দেখা দেয়, কাণের ভিতর রক্তস্রাব, চক্ষু প্রদাহ, ক্ষত শুষ্কাবস্থায় চুলকানি, সুনির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না পাইলে, কিম্বা পূর্ব্বে অনুমতের চিকিৎসা হইয়া থাকিলে,—**সালফার** ৩০শ, ২০০ শত।

সাবধানতা—বসন্ত রোগে আক্রান্ত গবাদিকে পৃথক ঘরে রাখিতে হইবে। ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু যাতায়াতের সুবিধা থাকা চাই। শীতকালে ঘরে অগ্নি রাখা কর্ত্তব্য। এই রোগে যথারীতি শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করা না হইলে গরুর সর্ব্বাঙ্গের ক্ষতে বিশেষতঃ নাকে মুখে ও কাণের ভিতরে মাছিতে পোকা পাড়ে, সেজন্য বসন্ত পাকিয়া গেলে এবং ফাটিয়া পুঁজ বাহির হইতে থাকিলে, কার্ব্বলিক লোশন (২০ ভাগ জল সহ এক ভাগ কার্ব্বলিক এসিড্) দ্বারা ধোওয়ান উচিত এবং শুশ্রূষাকারী ও চিকিৎসকের ঐ কার্ব্বলিক লোশন দ্বারা হাত ধোওয়া কর্ত্তব্য। ঠাণ্ডাজল যতবার খাইতে চায়, তাহাতে বাধা দেওয়া ভাল নয়, কিন্তু কেহ কেহ বলেন—দারুণ পিপাসায় এককালে অত্যধিক ঠাণ্ডাজল খাইলে সে গরুকে আর বাঁচাইতে পারা যায় না। সেজন্য তাঁহারা ঈষৎ উষ্ণ জল কিম্বা উষ্ণ জল ঠাণ্ডা করিয়া অল্প পরিমাণে অধিক বার খাইতে দিতে পরামর্শ দেন। যতদিন ক্ষতের চটা শুকাইয়া না যায়, ততদিন বাহিরে যাইতে না দেওয়াই ভাল।

প্রতিষেধক ঔষধ—বাড়ীর অপরাপর সুস্থ গবাদিকে ২০০ শত শক্তির এক মাত্রা **ভ্যাক্সিনিনাম্** ও অশ্বকে একমাত্রা ২০০ শক্তির **ম্যালান্ড্রিনাম্** খাওয়াইলে বসন্ত রোগ হইবার ভয় থাকে না। শুশ্রূষাকারী ও চিকিৎসক ২০০ শক্তির **ভ্যারিওলিনাম্** এক মাত্রা খাইয়া

নির্ভয় হইতে পারেন। ইহা বসন্ত রোগের প্রতিষেধক বা প্রিভেন্টিভ্ (Preventive) ঔষধ।

সন ১৩৪২ সালের বসন্তের মহামারীর সময় মহানাদের দক্ষিণ পাড়ার নিয়োগীবাবুদের বাড়ীর নিকটে কয়েকটি গরু বসন্ত রোগে মারা যাইবার পরই তাহারা আমার পরামর্শ প্রার্থী হয়। আমি তাহাদের প্রত্যেক গরু বাছুরকে **ভ্যাক্সিনিনাম্** ২০০ একবার করিয়া খাওয়াইতে বলি। তাহাদের ১২।১৪টি গরু আছে। উহারা পরদিনেই কলিকাতা হইতে ঔষধ কিনিয়া আনিয়া সকল গরুকে খাওয়াইয়া দেয়। তাহাদের বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গৃহস্থের অনেক গরু এই ভীষণ সংক্রামক রোগে মারা গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের একটি গরুরও পীড়া হয় নাই।

রোগী-তত্ত্ব—১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর জেলা মালদহ, পোঃ শিবগঞ্জ, গ্রাম দুর্লভপুর হইতে গো-জীবনের গ্রাহক মহম্মদ সামসুদ্দিন মণ্ডল যে চিকিৎসা-বিবরণ লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা যথাযথ প্রকাশিত হইল।

"(১) ৩০।৯।০৯ রহমত মণ্ডলের একটি হালের বড় মহিষ, পূর্ণ বয়স, বসন্ত পীড়ায় ৩।৪ দিন হইতে আক্রান্ত হইয়াছে প্রকাশ করে। তখন চারা (খাদ্য) খাইতে পারে না, সম্ভবতঃ গলায় ক্ষত ও বেদনা হইয়াছে। লালা স্রাব হইতেছে। চক্ষু রক্তবর্ণ। প্রথমে মার্ক-সল ৬, তৎপরে ১২ ঘণ্টা অন্তর বেলেডোনা ৬ সেবন করান হয়। তৎপর দিন (১।১০।০৯) লালাস্রাব আরোগ্য হয় ও সামান্য চক্ষের লাল কম হয়, বেলেডোনা ৬, ছয় ঘণ্টা অন্তর সেবন করান হয়। ২।১০।০৯—পূর্ব্বাপেক্ষা উপশম ও স্ফূর্ত্তি বোধ, সামান্য চক্ষু লাল ও মুখের কস ফুলা আছে, বেলেডোনা ৩০ ও মার্ক-সল ৬, ৬ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হয়। ৩।১০।০৯—প্রাতে মার্ক-সল ৬ একমাত্রা দেওয়া হয়। ৪ঠা তারিখে যবের ঘাঁটী (যবের মণ্ড) ও ঘাস পথ্য দেওয়া হয় এবং একমাত্র দুর্ব্বলতার জন্য চায়না ৩০, ১২ ঘণ্টা অন্তর দুইবার সেবন করান হয়।

আর ঔষধ দেওয়ার দরকার হয় নাই, মহিষটি সুন্দররূপে সারিয়া গিয়াছে।

(২) উক্ত ব্যক্তির একটি হালের বলদ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া ৪।৫ দিন পীড়িত থাকার পর ২৮।১০।০৯ তারিখে বেলা ৩টার সময় সংবাদ দেয়। রক্তমিশ্রিত দাস্ত, লালাস্রাব, মুখে ঘা দেখিয়া মার্ক-সল ৬, তিন মাত্রা দিই, কিন্তু রাত্রেই মৃত্যু হয়।

(৩) ঐ ব্যক্তির অপর একটি হালের বড় বলদ দুই দিন আক্রান্ত হওয়ার পর ২৯।১০।০৯ তারিখে সংবাদ দেয়। পুনঃ পুনঃ কাশি, চক্ষু লাল, ভেদ হয় নাই। প্রাতে এন্টিমটার্ট ৬, দুই ডোজ তিন ঘণ্টা অন্তর, পরে বেলেডোনা ৩, তিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হয়। ৩০।১০।০৯—চক্ষু লাল সামান্য আছে, অন্যান্য উপসর্গ উপশম, বেলেডোনা ৩, চারিবার সেবন করান হয়। তৎপর আর ঔষধ দিতে হয় নাই, সুন্দররূপে আরোগ্য হইয়া গিয়াছে।

আমাদের পল্লীগ্রাম চাষা ও মূর্খপ্রধান স্থান, বসন্ত পীড়ায় বিশেষতঃ গরুর ঔষধ নাই বলিয়া লোকের অন্ধবিশ্বাস। এই লোকটির ২০।২৫টি গরু বসন্ত পীড়ায় মারা যায়। আমার জিদে এই তিনটি গরুকে ঔষধ খাওয়াইয়া দুইটি আরোগ্য লাভ করে। সম্ভবতঃ মৃত গরুটিও যথাসময়ে চিকিৎসিত হইলে আরোগ্য লাভ করিত।

(৪) ভোলাই মণ্ডলের ১২।১০।০৯ তারিখে হালের বলদ, পূর্ণবয়স, বসন্ত পীড়া আক্রান্তের ৫ দিন পর রক্তমিশ্রিত ভেদ, লালাস্রাব—মার্ক-সল ৬, তিন ডোজ। পরদিন আশানুযায়ী ফল না হওয়ায় সালফার ৩০ এক ডোজ প্রাতে দিয়া মার্কসল ৩০ দুই ডোজ দেওয়া হইল। ১৪ই তারিখে ভাল দেখিয়া মার্কসল ৩০ এক ডোজ দেওয়া হয়। ১৫ই তারিখে কোন অসুখ বা উপসর্গ ছিল না—চায়না ৩০, ১২ ঘণ্টা অন্তর দুইবার দেওয়া হয়। সুন্দররূপে আরোগ্য হইয়াছে।

(৫) এয়াজত মণ্ডল ১৫।১০।০৯, একটি হালের গরু, ৩ দিন হইতে পীড়িত, জর বোধ, অন্য উপসর্গ তখন বুঝা যায় নাই—একোনাইট ৩, তিন ডোজ দেওয়া হয়। ১৬ই তারিখে জর সামান্য উপশম বোধ, কিন্তু লালাস্রাব ও রক্ত ভেদ হইতেছে—মার্কসল ৬ তিন ডোজ ব্যবস্থা। ১৭ই তারিখে অনেক উপশম, কুন্থন আছে—মার্কসল ৩০, ২ ডোজ ১২ ঘণ্টা অন্তর। ১৮ই তারিখে সামান্য লালাস্রাব ও ভেদ—সালফার ৩০ এক মাত্রা। ১৯শে সামান্য লালাস্রাব আছে—মার্কসল ৬, চারি ডোজ দেওয়ায় সুন্দররূপে সারিয়া গিয়াছে।

বাতরোগ।

(Rheumatism—রিউমেটিজম্)

সেঁতসেঁতে গৃহে বাস, অনাবৃত বা অনাচ্ছাদিত স্থানে রাত্রি যাপন, ঠাণ্ডা লাগা, জলে ভিজা, ইত্যাদি কারণ হইতেই প্রধানতঃ বাতরোগ জন্মে। পিতামাতার বাতরোগ থাকিলেও সন্তান-সন্ততির হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। গণোরিয়া বা প্রমেহ পীড়া হইতেও বাত রোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ—প্রথমতঃ গাভীর দুধ কমিয়া যায়। শুইলে উঠিতে পারে না। এক বা ততোধিক পায়ে অধিক ভর দিয়া অনম্যভাবে (পা না বাঁকাইয়া) বেড়াইতে থাকে, অর্থাৎ খোঁড়াইয়া চলে। আক্রান্ত সন্ধি সকল গরম, স্ফীত, অনমা ও বেদনাযুক্ত হয়। ক্ষুধা থাকে না। প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। বিষণ্ণ ও অচেতনের আবির্ভাব হয়। রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত শীর্ণ হইতে থাকে। অবশেষে আক্রান্ত স্থান কঠিন বা শক্ত হইয়া যায়। চোক বসিয়া যায়, কর্ণ লম্বমান ও পৃষ্ঠ অর্দ্ধ গোলাকৃতি

বিশিষ্ট হয়; ক্রমশঃ অত্যন্ত যাতনা প্রদর্শন করিতে থাকে। প্রায়ই শুইয়া থাকে, যদি নড়িতে বাধ্য করা যায়, তবে অতি কষ্টে ও অতি সাবধানে নড়ে বা চলে। শুইবার সময় পা মুড়িবার পূর্ব্বে অতি সাবধানে ভূমি স্পর্শ করে ও সেখানে শুইলে কষ্ট হইবে কি না তাহার বিশেষরূপ পরীক্ষা করে। রোগ নিতান্ত উৎকট হইলে প্লুরা প্রভৃতি অন্যান্য স্থান প্রদাহান্বিত হইতে পারে।

বাতরোগ দুই প্রকারের ধরা যায়। তরুণ বা য়্যাকিউট (Acute) ও প্রাচীন বা ক্রনিক (Chronic)। পুরাতন বাতে সচরাচর তরুণ বাতের ন্যায় জ্বর ও ঘর্ম্ম থাকে না এবং পুরাতন বাত অধিক বয়সেই আক্রমণ করে। অধিক বয়সে বাতাক্রান্ত গরুর কর্ণিয়া প্রদাহ Rheumatic Keratitis নামক এক প্রকার চক্ষুরোগ জন্মিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড (Heart হার্ট) আক্রান্ত হইলেই বাত রোগ প্রাণ নষ্ট করিতে পারে।

এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসায় আক্রান্ত স্থানে নানাপ্রকার ফোস্কাকারক ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এ রোগে আমাদের দেশীয় ঔষধ "দাগুনি পোড়া।" ডাঃ ব্রাউন সাহেব মানুষের পক্ষেও বাত রোগে উত্তপ্ত লৌহ সংলগ্ন করা উপকারী বলেন। মনু বলিয়াছেন, চিকিৎসার্থ দাহাদি যন্ত্রণা দ্বারা যদি গোর প্রাণনাশ হয়, তবে পাপ হইবে না। ইহাতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই প্রকার পোড়াইয়া মারার প্রথা বহুকাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। একে রোগের যন্ত্রণা ও উত্থানশক্তি-রহিত, তাহার উপর আবার চিকিৎসার ভীষণ যন্ত্রণা প্রদান! হাত পা বাঁধিয়া পোড়ান! ইহা চিকিৎসা কি অমানুষিক অত্যাচার তাহা ভাবিয়া বুঝিবার বিষয়। যাহা হউক, 'ঔষধ কখন মিষ্ট নয়" এই চিরপ্রবাদ যেমন এখন অসত্য প্রমাণিত হইয়াছে, তদ্রূপ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচলনে এই প্রকার দাহাদি যন্ত্রণা দিবার আবশ্যকতাও একেবারে বিদূরিত হইয়াছে।

এই রোগে বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য রসটক্স মালিস (Rhustox Liniment) এবং খাওয়াইবার ঔষধের মধ্যে রসটক্স ও ব্রাইওনিয়া প্রধান ঔষধ। চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলেই ব্রাইওনিয়া, আর নড়াচড়া করিলেই রসটক্স।

একোনাইট।—তরুণ বাত, চর্ম্ম গরম ও শুষ্ক, অত্যন্ত জ্বর ও পিপাসা বর্ত্তমান থাকিলে—৩য় শক্তি।

বেলেডোনা।—সন্ধি সকল স্ফীত, হঠাৎ পীড়ার বৃদ্ধি ও হঠাৎ উপশম, অত্যন্ত ঘর্ম্ম সহ জ্বর, চলিতে গেলে হোঁচোট লাগে—৩য়, ৩০শ।

ব্রাইওনিয়া।—সন্ধি সকল স্ফীত ও গরম, জ্বর, চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি, কেহ নিকটে যাইলে পাছে নড়িতে হয় এই ভয়ে ভীত হয়। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ বা শুষ্ক কঠিন মল—৩০শ।

রসটক্স।—প্রথমে নড়িতে কষ্ট হয়, কিন্তু পরে আর নড়িতে কষ্ট হয় না। ক্রমাগত নড়িলে উপশম বা ভাল থাকে। সেঁতসেঁতে স্থানে বাস, জলে ভিজা ও অত্যন্ত পরিশ্রমজনিত পীড়ার উৎপত্তি। সুস্থির থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি। ৩০ শক্তি সেবনে ও আক্রান্ত সন্ধির উপর রসটক্স লিনিমেণ্ট মালিশ করায় সত্বর সুস্থতা প্রাপ্ত হয়। ব্রাইওনিয়া খাইতে দিয়া ও রসটক্স লিনিমেণ্ট ব্যবহারে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

পালসেটিলা।—সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি এবং এক পা হইতে অন্য পায়ে বেদনা বিচরণ করে। পিপাসার অভাব—৩০শ।

ডালকামারা।—ঠাণ্ডালাগা হেতু পীড়া, ঠাণ্ডা পড়িলেই অসুখের বৃদ্ধি—৩০শ।

কল্‌চিকাম।—নূতন বাত পুরাতনের আকার ধারণ করিলে, অথবা পুরাতন বাতে নূতন আক্রমণ—২০০ শত।

নক্সভমিকা।—কোমরের আড়ষ্টতা থাকিলে এবং চলিবার সময় পা ফাঁক করিয়া চলিলে—৩০শ, ২০০ শত।

সালফার।—২।৪ দিন অন্তর একমাত্রা সালফার খাইতে দিলে পীড়া পুরাতন আকার ধারণ করিতে পারে না ও সত্বর আরোগ্যকার্য্যে সহায়তা করে—৩০শ, ২০০ শত।

ডাঃ এপ্‌স এর (Dr Epps) চিকিৎসিত একটি গাভীর বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইল।

"১৮৪৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় লণ্ডনের প্রায় ৫ মাইল দূর হইতে এক ব্যক্তি একটি সাংঘাতিকরূপে পীড়িত গাভীর চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিল। ঐ গাভীতে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল বর্ত্তমান ছিল ;—

১। পায়ের গাঁইটে (Joint) অত্যন্ত বেদনা।

২। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আড়ষ্টতা।

৩। গাভীটি আংশিকরূপে উঠিতে পারে, অর্থাৎ তাহার সম্মুখের পা দুটির সাহায্যে যতটা উঠিতে পারে উঠে, পিছনের পা তুলিতে পারে না।

৪। তাহার বেদনার জন্য নড়িতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু পশ্চাতের পায়ের শক্তির অভাবে উঠিতে গেলে পড়িয়া যায়।

৫। তাহার দুধ অত্যন্ত ঘন হইয়া গিয়াছে।

সে ময়দানে শুইয়া আছে, গোয়ালে আনা যায় নাই। গাভীটি অত্যন্ত দুঃখের সহিত কাঁদিতেছিল।

যে চিকিৎসক তাহাকে দেখিতেছিলেন, তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, উহার পালানের (Udder এর) রোগ হইয়াছে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া পালানের মধ্যে এবং হাড়ের মধ্যেও বেদনা হইয়াছে।

গাভীটি ৬ সপ্তাহ হইল প্রসব হইয়াছে।

৫ আউন্স জলে এক ফোঁটা ব্রাইওনিয়া ৩য় শক্তি (এক ফোঁটা মাদার-টিংচারের দশ লক্ষ অংশ) এবং ঐ পরিমাণ জলে নক্সভমিকা

৩য় শক্তি মিশাইয়া প্রত্যেক ঔষধের সিকি ভাগ মাত্রায় ৪ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে খাওয়াইতে আদেশ করিলাম।

ঐ রাত্রেই গাভীটি গোয়ালে চলিয়া গিয়াছিল এবং পরদিন তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখা গিয়াছিল।

আমি দেখার পূর্ব্বে ঐ গাভীটিকে রসটক্স ও পালসেটিলা খাওয়ান হইয়াছিল।"

মন্দাগ্নি বা পেটফুলা

(Indigestion—ইনডিজেসশন)

গরুর ন্যায় আরও কতকগুলি দ্বিখণ্ডিত খুর-বিশিষ্ট পশুগণকে খাদ্যদ্রব্য দ্বিতীয় বার চর্ব্বণ করিয়া লইতে হয়। নানা কারণে এই দ্বিতীয়বার চর্ব্বণ করার বা জাওর কাটার ব্যাঘাত জন্মিয়া পরিপাক-ক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটে। সকল জীবের পক্ষেই ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইতে অযথা বিলম্ব হইলে, খাদ্যবস্তু গাঁজিয়া বা ফারমেণ্টেশন (Fermentation) হইয়া উদরাভ্যন্তরে বায়ু (Gas গ্যাস্) জন্মিয়া থাকে। যতই গ্যাস্ অধিক জন্মিতে থাকে, ততই পাকস্থলী ও অন্ত্রসমূহ বায়ুপূর্ণ হইয়া উদর ফুলিয়া উঠে। পেট অত্যন্ত ফাঁপিলে বক্ষঃস্থলের যন্ত্রসমূহে চাপ পড়িয়া শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ ভুঁড়ি (Paunch) এমন ফুলিয়া উঠে যে, শীঘ্র উপশম করিতে না পারিলে শ্বাসকষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ও ত্বরায় মৃত্যু ঘটে।

আহার-দোষই ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। অস্বাস্থ্যকর অন্যায় আহার, বর্ষার প্রারম্ভে প্রথম বৃষ্টির পর নূতন লতাপাতা ও ঘাস প্রচুর পরিমাণে পেট পূর্ণ করিয়া খাওয়া, দূষিত ও অপরিষ্কৃত জলপান, অত্যন্ত

ঠাণ্ডা বা রৌদ্রভোগ, কোন প্রকার চর্ম্মরোগ হঠাৎ বসিয়া যাওয়া, বহুকাল যকৃতের পীড়ায় ভোগা প্রভৃতি কারণে পেটফাঁপা জন্মে। পেটে আঙ্গুলের ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ যে বায়ুকর্তৃক, তাহা বিলক্ষণ টের পাওয়া যায়।

ইহাতে পাকস্থলীর যন্ত্রণা, উদ্গার, বাতকর্ম্ম, পেটডাকা, পাতলা ভেদ, অক্ষুধা, জাওর কাটা বন্ধ, নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, সর্ব্বদা সামান্ত জ্বরের লক্ষণ, মস্তক অবনত, কর্ণ লম্বমান, অস্থিরতা, চতুর্দ্দিকে অনবরত নড়াচড়া, গবাদির পেছুনের পা ছোড়া, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। ক্রমে দাঁড়াইবার শক্তিহীন হয় ও শুইয়া শুইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

এই রোগ তরুণ ও প্রাচীন দুই প্রকারের ধরা যায়। সিমলা বা পশ্চিমা রোগ, পাকস্থলী ফুলিয়া উঠা (গ্রেগ্‌সিক, হোভন্, ফারডেল বাউণ্ড) প্রভৃতি রোগ যাহা প্রাচীন চিকিৎসায় লেখা হইয়াছে, তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

পেটফুলা রোগে কল্‌চিকাম্, চায়না, কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্ ও লাইকোপোডিয়াম্ প্রধান ঔষধ।

কল্‌চিকাম্।—অহিতকর ও অতিরিক্ত ঘাস খাইয়া গরুর পেট ফুলিলে, কল্‌চিকাম্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ২০০ শত শক্তি অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য করে। ডাঃ জে, রাস (Dr. J. Rush) কল্‌চিকামের বড়ই পক্ষপাতী, এমন কি, তিনি গবাদির পেট ফুলায় এই ঔষধ ব্যবহারই যথেষ্ট বিবেচনা করেন; কিন্তু তিনি ১ম শক্তি খাওয়াইতে বলেন।

চায়না।—শারীরিক রসের ক্ষয়, বহুল পরিমাণ রক্ত, পূঁজ, দুগ্ধ, লালা, শুক্র, মল প্রভৃতি নির্গমন হেতু জীবনীশক্তি কমিয়া গেলে, অত্যন্ত দুর্ব্বল, শীর্ণ শরীর, পেট বায়ুতে এমন পরিপূর্ণ যেন ঠাসা আছে, পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠে, কিন্তু তাহাতে পেট ফাঁপের কিছু উপশম হয় না, পরিপাক-শক্তিহীন, যাহা খায় তাহাই গ্যাসে পরিণত হয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট,

যেন দমবন্ধের ভাব, ক্ষুধা নাই কিন্তু ভোজনকালে বেশ ক্ষুধা হয় বা খাইতে পারে, কৃমিগ্রস্ত—৩০শ।

কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্।—অত্যন্ত খরতর রৌদ্র ভোগ হেতু পীড়া, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পীড়া শরীরে বদ্ধমূল হইয়া অন্যান্য রোগের উৎপত্তি, পাকস্থলীতে গ্যাস জমিয়া পেট ঢাকের মত হওয়া, পেট গড়্‌গড়্‌ করিয়া ডাকা, পাকস্থলীতে বেদনা, শয়নে বৃদ্ধি, জীবনীশক্তির অবসন্নাবস্থা, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট, খাবি খাওয়ার ন্যায় ভাব, প্রশ্বাস শীতল, হিমাঙ্গ, মৃতবৎ অবস্থা—৩০শ, ২০০ শত।

লাইকোপোডিয়াম্।—যাহারা বহুকাল যকৃতের পীড়াগ্রস্ত, তাহাদের উদরে বায়ুসঞ্চয় হইলে, অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হেতু খাইতে ব্যগ্র হয় কিন্তু সামান্য কিছু খাইবামাত্র পেট পূর্ণ বোধ হওয়ায় আর খাইতে পারে না, উদর মধ্যে অনবরত গ্যাস জন্মিতে থাকে ও তজ্জন্য পেটের ভিতর নানাবিধ শব্দের উৎপত্তি, পাকস্থলী স্পর্শে বেদনা বোধ ৩০শ, ২০০ শত।

চায়নাতে সমগ্র উদরগহ্বরে, কার্ব্ব-ভেজিতে উপর পেটে এবং লাইকোতে নীচের পেটে বায়ু সঞ্চিত হয়। আর এক কথা—চায়নায় অজীর্ণতা বশতঃ ভুক্তবস্তু হইতে উৎপন্ন বায়ু, কার্ব্ব-ভেজিতে অজীর্ণতা এবং অন্ত্রের গাত্রোদ্ভূত দুষ্ট বায়ু কর্ত্তৃক পেট ফাঁপা। কার্ব্ব-ভেজিতে উদরাময়ের প্রবণতা, লাইকোতে কোষ্ঠবদ্ধের আধিক্য থাকে।

আহার দোষে—পাল্‌স্।

কোন চর্ম্মরোগ হঠাৎ বসিয়া গিয়া কিম্বা বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে সত্বর ভাল করাতে পীড়ার উৎপত্তি—সালফা।

বায়ু একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরিয়া যায়—পাল্‌স্।

সামান্য নড়াচড়াতে প্রচুর ঘর্ম্ম—সাইলি।

পেটফুলা ও পেটে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা—ক্যামো।

শুইলে পেট ডাকে—সিপিয়া।

প্রাতে ও আহারের পর বৃদ্ধি—নক্স।

আহারের পর ও রাত্রে বৃদ্ধি—পাল্‌স্‌।

পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল বাহ্যের চেষ্টা—নক্স।

অত্যন্ত অস্থিরতা ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা জলবৎ মল—আর্স।

বোকার মত স্থিরভাবে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে—নক্স।

অনেক সময় নক্স কিম্বা আর্স দুই একমাত্রা প্রয়োগেই আরোগ্য হয়। গাভীর ও বাছুরের পক্ষে এবং ঠাণ্ডাজনিত পীড়ায় ক্যামো বিশেষ ফলপ্রদ।

শূলরোগ বা পেটকামড়ানি।

(Colic কলিক)

এই রোগ অন্ত্রের আক্ষেপজনিত বেদনা। পেটের ভিতর নাভির চতুর্দ্দিকে হঠাৎ ভয়ানক অসহ্য বেদনা উপস্থিত হয়। কখন বা কতক সময়ের জন্য বেদনা স্থগিত থাকে, আবার খানিক পরে বেদনা প্রকাশ পায়। পেটে চাপ দিলে বেদনা কম বোধ হয়। ইহার সহিত জর থাকে না। তীব্র ও দুষ্পাচ্য দ্রব্যাদি আহার, পেটফাঁপা, বাত রোগ, কোষ্ঠবদ্ধ, ঠাণ্ডা লাগা, ভয় পাওয়া, ধর্ম্মরোধজনিত সর্দ্দি, কৃমি প্রভৃতি হইতে এই রোগ জন্মে। গরু অপেক্ষা ঘোড়ার এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়।

শূলরোগ হইলে অত্যন্ত লেজ নাড়িতে থাকে, বারম্বার পা ছোঁড়ে ও পেটের দিকে তাকাইতে থাকে, আপনা আপনি ঘোরে, কথন বা মাটীতে পড়িয়া যায় ও শুইয়া শুইয়া ঘুরিতে থাকে, পশ্চাতের পা দ্বারা পেটে

আঘাত করে, একবার শোয়, একবার উঠে, অস্থিরতা, কিছুতেই সুস্থির হইতে পারে না; কখন কখন খানিকক্ষণের জন্য পা ছড়াইয়া চুপ করিয়া শোয়, পেটে চাপ দিয়া শোয়, আবার হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হয়; অপর্য্যাপ্ত ঘাম হইতে থাকে, নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়; কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হঠাৎ মারা যাইতে পারে।

যাহাদের ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হয়, তাহাদের বড় ভয়াবহ হয় না, কয়েকদিন কষ্টভোগের পর ভাল হইয়া যায়। শেষাবস্থায় উদরাময় জন্মিতে পারে। কুকুরের হইলে তাহারা অত্যন্ত অস্থির হয়, একস্থান হইতে অন্যস্থানে দৌড়াদৌড়ি করে, কখন বা শুইয়া শুইয়া চীৎকার করিতে থাকে।

অন্ত্র-প্রদাহ, অন্ত্র-বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগের সহিত ইহার ভ্রম হইতে পারে। অন্ত্র প্রদাহে নিয়ত প্রবল জ্বর থাকে এবং টিপিলে বেদনানুভব করে এবং অন্ত্র-বৃদ্ধিতে জ্বর থাকে না, কিন্তু নিয়ত বেদনা থাকে ও টিপিলে বেদনা বোধ করে। কিন্তু—বিরামশীল বেদনা এবং টিপিলে আরাম বোধ ও জ্বর না থাকা, শূলরোগ চিনিবার পথপ্রদর্শক লক্ষণ।

লক্ষণানুসারে একোনাইট, আর্সেনিক কিম্বা নক্সভমিকা প্রয়োগেই অধিকাংশ স্থলে উপকার পাওয়া যায়। উহাতে আরোগ্য না হইলে অন্যান্য ঔষধ সহ রোগের লক্ষণাদি মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

একোন—রোগের প্রথমাবস্থায়, শুষ্ক মুখ, প্রশ্বাস গরম, কাণ গরম কিম্বা ঠাণ্ডা, নাড়ী দ্রুত, অত্যন্ত অস্থিরতা, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা হেতু বিশেষতঃ শরৎকালে। শক্তি ১ম, ৩য়।

আর্স—একোনাইটে উপকার না পাওয়ার পর ব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত গরমের সময় অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জল পান করিয়া ও খারাপ খাদ্য খাইয়া পীড়া জন্মিলে। অস্থিরতা, ব্যাকুল-দৃষ্টি, অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ জলপানে ইচ্ছা, দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মল। শক্তি ৩০শ, ২০০ শত।

নক্স—কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে নক্সভমিকার বড়ই আবশ্যক হয়। অতি ধীরে ধীরে চলিয়া বেড়ায়, তারপর অকস্মাৎ শোয় কিম্বা পড়িয়া যায়। অঙ্গের কোন স্থানে ফুলা দৃষ্ট হইলে, নক্স উৎকৃষ্ট ঔষধ। শক্তি ৩০শ, ২০০ শত।

ওপি—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং নক্স দ্বারা উপকার না পাইলে ওপিয়ম নির্দ্দেশিত হয়। যদি মল খুব শুষ্ক ও শক্ত এবং কাল আঁধার মত রংএর হয়, তবে ওপিয়াম দেওয়া যায়। প্রকৃত নিদ্রা হয় না, অজ্ঞান অসাড় অবস্থা, হাত পা ছড়াইয়া মরার মত পড়িয়া থাকে, চক্ষু শিবনেত্র প্রায় বা অর্দ্ধ উন্মীলিত, শ্বাস-প্রশ্বাস ঘড়ঘড়ীযুক্ত, কিন্তু শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ, মলত্যাগে ইচ্ছা মাত্র নাই, পেট ফাঁপা, ভয়প্রাপ্তি হেতু পীড়া, স্থূলকায়, বৃদ্ধ বা অল্প বয়স্কের পক্ষে ওপিয়ম অত্যন্ত সুফলপ্রদ। শক্তি ৩০শ, ২০০ শত।

প্লাম্বাম—পিঠ বাঁকা হইয়া যায়, অতিশয় পেট বেদনা, মল ছাগলের নাদির ন্যায়, অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ কিন্তু পেটের ফাঁপ নাই, সমস্ত শরীরে বেদনাযুক্ত, অন্ত্রাবরুদ্ধতা (Intussusception) হেতু ভয়ানক যন্ত্রণা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় বিশেষ উপকারী। শক্তি ২০০ শত।

ক্যামো—মল সবুজ আভাযুক্ত, পাতলা মল, বহুবার ভেদ হয়, মাতার ও বৎসের রোগ, অত্যন্ত অস্থিরতা, কান্না, সদাসর্ব্বদা শোয় আর উঠে, কাণ ঠাণ্ডা, তলপেট ফুলা, অন্ত্রে বায়ু জন্মিয়া শূলবেদনা, বাহ্যে হওয়ার পর বেদনা একটু কমে, আঠার ন্যায় লালা নির্গত হয়। শক্তি ১২শ।

কল্‌চি—প্রচুর নূতন ঘাস খাইয়া পীড়া হইলে কল্‌চিকাম্ উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী। তলপেটের ফুলা বৃদ্ধি রোগে, বহুবার পাতলা ভেদ, সরলান্ত্র ঠেলিয়া বাহির হয়, পশ্চাতের পা দ্বারা বারম্বার পেটে আঘাত করে। শক্তি ২০০ শত।

ক্যান্থা—প্রস্রাবের কষ্টকর অবস্থা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, রক্তময় প্রস্রাব, প্রস্রাব ত্যাগকালীন পুনঃ পুনঃ নড়িয়া বেড়ায়। শক্তি ৬ষ্ঠ।

কলো—অতি ভয়ানক শূলবেদনা, হাত পা গুটাইয়া পেটে চাপ দিয়া শোয়। কোন ঔষধে উপকার না পাইলে কলোসিন্থ ব্যবহার হয়। যদি কলোসিন্থ তাহার ঔষধ হয়, তবে সেবনের পর ২।৫ মিনিটের মধ্যে আশ্চর্য্যভাবে বেদনার উপশম হইয়া থাকে। শক্তি ৬ষ্ঠ।

বেদনা হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়—বেল।

কুঁজো হইতে পারে না বা সোজা হইয়া অবস্থিতি—ড্রসেরা।

উদরাময় সংযুক্ত ও শুইয়া থাকে—মার্ক-সল।

অত্যন্ত পেট ফুলা ও পেটে নানারূপ শব্দ হয়, কোষ্ঠবদ্ধ—লাইকো।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপিতে থাকে—কুপ্রাম।

বেদনার সময় চলিয়া বেড়ায়—ব্যাপটি, রস।

জলে ভিজা হেতু পীড়া ও জলবৎ ভেদ—ডালকা।

কুকুর প্রভৃতি মাংসাহারী জীবের পক্ষে—পাল্‌স।

কোষ্ঠবদ্ধ।

কনষ্টিপেশন (Constipation)।

মহাত্মা হানিমানের কৃপায় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, কোষ্ঠবদ্ধ একটি স্বাধীন পীড়া নহে; ইহা অন্য রোগের একটি লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র।

শারীরিক অবস্থা এবং বর্ত্তমান পীড়ার অন্যান্য লক্ষণ ও উপসর্গাদির সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে, আর কোন গোল থাকে

না। ঐ ঔষধই রোগীর সকল কষ্টকর লক্ষণের শান্তি করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থতা প্রদান করিতে পারে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আঁকা বাঁকা করিয়া একবার এটা, একবার ওটা, এরূপ ভাবে ঔষধ প্রয়োগ করা অপেক্ষা বিড়ম্বনার বিষয় আর কিছুই নাই। এজন্য বিশেষ পরিশ্রম করা আবশ্যক। রোগ লক্ষণের সহিত ঔষধ লক্ষণ মিলিলে পর তবে সেই ঔষধ সেবন করা বিধেয়। ডাঃ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "টাইফয়েড ফিবার" নামক গ্রন্থের "অন্ধকারে গুলি নিক্ষেপের কথা" মনে হয়। "যুদ্ধ করা অপেক্ষা ধৈর্য্য ধরিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইতে বাস্তবিকই কখন কখন অধিক সাহসের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু কাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছি—লক্ষ্য বস্তু কোথায়—সেটি অগ্রে নিরূপণ করা ও জানা অতি আবশ্যক। উপযুক্ত সন্ধানে সূচের আঘাতও সাংঘাতিক হয়, অন্যথায় কামানের গোলাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।"

অব্যায়াম বা নিয়ত একস্থানে থাকে, নিত্য একরূপ খাদ্য ভোজন, অহিতকর খাদ্যাদি আহার, মানসিক উৎকণ্ঠা, ভয়, শোক, অপ্রফুল্লতা, স্থানান্তর হইতে আগমন, অনিদ্রা প্রভৃতি এবং পুনঃ পুনঃ বিরেচক ঔষধ সেবন বা জোলাপ দেওয়া, যকৃতের পীড়া, অন্ত্রে চাপ পড়া বা স্ফীত হওয়া, অন্ত্রাবরোধ বা অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা, অন্ত্র ছিন্ন হওয়া, অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষীণতা ইত্যাদি নানা কারণে কোষ্ঠবদ্ধ জন্মিয়া থাকে।

এলোপ্যাথি প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসায় জোলাপ দেওয়া (প্রায় সকল প্রকার রোগেই) একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। কিন্তু "জোঁক, জোলাপ, ফস্ত খোলার" দিন আর নাই। "মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ" ইহা আমাদের কবিরাজি শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে, কিন্তু এলোপ্যাথির ধাঁধায় পড়িয়াই হউক আর যে কারণেই হউক, এক্ষণে কবিরাজগণও কঠিন কঠিন বিরেচক ঔষধ সমূহ ব্যবহার করেন। সুখের বিষয় যে, মহাত্মা হানিমানের

প্রদর্শিত "সম লক্ষণ" সূত্রের সাহায্যে, এই সকল বিষময় প্রথার হাতে পড়িতে হয় না।

একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তারের একটি ঘোড়ার কোষ্ঠবদ্ধ হয়, অবশ্য অন্য রোগও ছিল। ৪।৫ দিন বাহ্যে হয় নাই, সেজন্য তিনি জোলাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি বিবেচনা করিলেন মানুষ অপেক্ষা ঘোড়ার মাত্রা অবশ্যই কিছু বেশী দিতে হইবে এবং খাওয়াইবার সময় কতক পড়িয়া যাইতে পারে, সে নিমিত্ত তিনি আরও কিছু বেশী পরিমাণ জোলাপের ঔষধ একটি গেলাসে লইয়া ৩।৪ জন লোকের সাহায্যে ঘোড়ার মুখ হাঁ করাইয়া মুখের ভিতর কলার পেটো দিয়া তাহার উপর ঢালিয়া খাওয়াইয়া দেন। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি প্রযুক্ত এবং মুখ হইতে পড়িয়া যাইবে ভাবিয়া সকল ঔষধই ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং তাহা সমস্তই ঘোড়ার উদরস্থ হইয়া যায়। পরে ঘোড়ার দাস্ত হইতে লাগিল, ডাক্তার মহাশয় আনন্দিত হইলেন। ক্রমে অত্যন্ত জলবৎ ভেদ হইতে থাকিলেও তিনি ততদূর ব্যস্ত হইলেন না। বহুবার ভেদ হওয়ায় রাত্রে ঘোড়াটির অত্যন্ত পিপাসা হয় এবং কোনও প্রকারে বাড়ীর নিকটস্থ পুকুরের ঘাটে জল খাইতে যায় ও সেইখানেই পড়িয়া ঘোড়াটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সকালে ডাক্তার বাবু দেখেন, আস্তাবলে ঘোড়া নাই! অনুসন্ধানে দেখিতে পান, পুকুরের ঘাটে চার পা তুলিয়া পঞ্চত্ব লাভ করিয়া আছে।

বিরেচক দ্রব্য সেবন বা গুহ্যদ্বারে প্রবিষ্টকরণ প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে অন্ত্রপথে বৈলাক্ত বা উত্তেজনা জন্মাইয়া সত্বর বাহ্যে করান যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে মূলরোগের কিছুই হয় না; কেবল একটি লক্ষণের কতক সময়ের জন্য কিছু উপশম করা হয় মাত্র। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় "রক্ত হাগানর" ব্যবস্থা নাই বটে, কিন্তু "কোষ্ঠবদ্ধের ঔষধ নাই" এ কথা অজ্ঞ লোকেই মনে করিতে পারে। তবে ইহাতে গোল এই যে, যে

কোষ্ঠবদ্ধ যে ঔষধের অধীন, সেই ঔষধই প্রয়োগ হওয়া চাই। ঔষধ অনেক আছে বলিয়াই অনেক সময় ঠিক ঔষধ নির্ব্বাচিত হয় না, তজ্জন্য সুফল পাইতে বিলম্ব হইলে হোমিওপ্যাথির উপর দোষারোপ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—অন্যান্য রোগ লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। হয় ত এক মাত্রাতেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। এজন্য বিশেষ ক্ষতিকর না হইলে দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগে ২৪ ঘণ্টাও অপেক্ষা করা যাইতে পারে, অর্থাৎ ঔষধ সেবনের পর প্রায়ই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাহ্যে হইতে দেখা যায়। শীঘ্র ফল পাইবার আশায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঔষধ খাওয়ান ভাল নহে, তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা না আছে, এমন নয়।

কোষ্ঠবদ্ধ অধিকারে নক্সভমিকা, ব্রাইওনিয়া, এলুমিনা, ওপিয়ম ও সালফার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। সচরাচর এইগুলিতেই ফল পাওয়া যায়। প্রথমে নক্স, তারপর ব্রাই কিম্বা ওপির সঙ্গে মিলিতে পারে। উপরোক্ত ঔষধে উপকার না হইলে, তাহার পর অন্যান্য ঔষধের বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক হয়।

নক্সভমিকার মল বহির্গত করিবার তরঙ্গ গতির (Peristaltic actionএর) অভাব, ব্রাইওনিয়াতে অন্ত্রের (intestineএর) অভ্যন্তরস্থ যথোপযুক্ত রস ক্ষরণের (Secretionএর) অভাব, এবং ওপিয়মে অন্ত্রের অসাড়তা বা নিষ্ক্রিয়তা (Paralysis) হেতু কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে।

নক্স।—পূর্ব্বে কবিরাজি কিম্বা এলোপ্যাথিক প্রভৃতি ঔষধ খাইয়া থাকিলে, সর্ব্বাগ্রে নাক্সভমিকাই নির্দ্দেশিত হয়। অতিরিক্ত আহার, উগ্র বা বিষাক্ত খাদ্য আহার, গ্রীষ্মকালে প্রচুর ঠাণ্ডা জলপান, ব্যায়ামহীন বা নিয়ত একস্থানে ও বিশ্রাম অবস্থায় কালযাপন প্রভৃতি কারণে কোষ্ঠবদ্ধ বা কোন পীড়া জন্মিয়া থাকিলে, নাক্সভমিকা প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া যায়।

প্রাতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও ঘুমাইয়া পড়ে, পেট ফাঁপা বা পেট কল্‌কল করা, পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ, বহু চেষ্টায় সামান্য মল নির্গমন, যাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জোলাপের ঔষধ ব্যবহার করান হইয়াছে, ক্রুদ্ধ স্বভাব, যে ষাঁড়কে প্রতি মাসে পাঁচটির অধিক গাভী গর্ভিণী করিতে হয়। শক্তি ৩০শ, ২০০শত। ইহার ২।১ মাত্রার বেশী ব্যবহার করা ভাল নহে এবং রাত্রি ৮টার সময় সেবনে কার্য্য ভাল করে। অনেক গৃহস্থ এলোপ্যাথিক ধরণে নক্সকে জোলাপের ঔষধ মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফল না পাইলে কেহ কেহ বলেন "নক্স থাইলে ফক্স (Fox) হয়।"

ব্রাই।—গ্রীষ্মকালে, ঠাণ্ডা লাগিয়া কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রুদ্ধ স্বভাব, বাতাক্রান্ত ধাতু, মলত্যাগে ইচ্ছা নাই বা চেষ্টারাহিত্য, অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নিঃস্রাবের অল্পতা হেতু একপ্রকারের কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধা কম, মল বৃহৎ, শক্ত ও শুষ্ক, অতি কষ্টে মল নির্গত হয়। শক্তি ৩০শ। সন্ধ্যার পর ও প্রাতে সেবনে কার্য্যকারী।

এলু—অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা, পাতলা মলও অতি কষ্টে বহির্গত হয়। ব্রাইওনিয়ার অগ্রে বা পরে এলুমিনা ব্যবহার হইলে হিতকারী হয়। ব্রাইওনিয়ায় উপকার না পাইলে একমাত্রা এলুমিনা দেওয়ার পর অতি সত্বর বাহ্যে হয়। শক্তি ৩০শ। অপরাহ্নে খাওয়াইলে ভাল কার্য্য করে।

ওপি।—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, অন্ত্র সমস্ত একেবারে অসাড়, কিছুতেই বাহ্যে হয় না, পেট ফাঁপা, মলত্যাগে ইচ্ছামাত্র নাই, চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত, ভয়প্রাপ্তি হেতু পীড়া, সৎস্বভাবান্বিত ও স্থূলকায়, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ও অল্প বয়স্কের পক্ষে। শক্তি ৩০শ। প্রাতে ও রাত্রে সেবনে অধিক উপকারী।

সাল্‌ফা।—কোষ্ঠবদ্ধ স্বভাব অর্থাৎ মাঝে মাঝে কোষ্ঠবদ্ধ হয়। শক্তি ৩০শ। নক্সভমিকার কার্য্যের সাহায্যকারী।

যাহারা নিয়ত একস্থানে থাকে—নক্স।

ভেড়া বা ছাগলের নাদির ন্যায় মল—ওপি, প্লাম্বা।

দুগ্ধপোষ্যের অতি কষ্টে মল নির্গমন—ভিরাট।

শূল রোগীর অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, কিছুতেই বাহ্যে হয় না—কলিনজো।

কঠিন গোলার ন্যায় মল, অতি কষ্টে ও চেষ্টায় নির্গত, গুহ্যদ্বার ফাটিয়া যায়—গ্র্যাফা।

গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ—সিপি।

মলদ্বারের নিকটে আসিয়া মল খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়—এমন-মিউর।

উদরাময়।

(Diarrhœa ডায়েরিয়া)

ইহাতে বারম্বার পাতলা ভেদ হইতে থাকে। অস্বাস্থ্যকর খারাপ খাদ্য খাওয়া, অতিরিক্ত আহার বা অসময়ে আহার, অত্যন্ত রৌদ্র বা ঠাণ্ডা ভোগ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দুর্গন্ধ বা দূষিত বায়ু-সেবন, দূষিত জলপান, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, আর্দ্রভূমিতে শয়ন প্রভৃতি এই রোগের কারণ মধ্যে গণ্য। অনেক প্রকার রোগের সহিতও উদরাময় দেখা যায়। বিরেচক ঔষধ সেবনে বা বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণেও উদরাময় জন্মে।

একোন।—রোগের প্রথমাবস্থায় একোনাইট প্রায় সকল প্রকার রোগ আরাম করিতে কিম্বা রোগের উগ্রতা হ্রাস করিয়া দিতে পারে, এজন্য প্রায় যে কোন রোগের প্রথমাবস্থায় অস্থিরতা থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থা করা যায়। যখন দেখা যায়, রোগী নিস্তেজ, অবসন্ন, কিছুমাত্র ব্যাকুলতা নাই, তখন অবশ্যই একোনাইট ব্যবস্থেয়

হইতে পারে না। প্রাচীন রোগেও কখন কখন তরুণ আক্রমণের মত একোনাইটের লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তখন একোনাইট প্রয়োগ করিবে। মল পরিমাণে অল্প, বায়ু নিঃসরণ সহ মল নির্গত হয়, শ্লেষ্মাময়, রক্তময় মল অথবা তাহা রক্ত, যদি জর, পেট বেদনা, পিপাসা, অস্থিরতা থাকে এবং দিনের বেলা গরম ও রাত্রে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হয়, তবে একোনাইট ৩য় শক্তি প্রয়োগেই আরোগ্য হইয়া যায়। প্রায় অধিকাংশ স্থলেই একোনাইট ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উপকার করে, ঐ সময়ের মধ্যে উপকার না পাইলে ঔষধান্তরের সাহায্য লইতে হয়।

নক্স।—যদি বিরেচক ঔষধ বা বিষাক্ত গাছগাছড়া খাইয়া ভেদ হইতে থাকে, তবে নক্স ২০০শত শক্তি প্রয়োগ হওয়া হিতকর। কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময় বা রক্তামাশয় যাহাই হউক, যদি ঘন ঘন মলত্যাগের বেগ থাকে, অতি সামান্য মাত্র মল বা আম নির্গত হয়, তখন নক্স নিশ্চয়ই উপকার করে।

ব্রাই।—যদি দেখা যায়, অস্থিরতা নাই, নড়িতে চাহে না, পাশের দিকে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ অর্থাৎ কিছুদিন ধরিয়া কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, আবার কিছুদিন উদরাময় হয়, ঠাণ্ডার পর গরম পড়িলে বা গ্রীষ্মের পর ঠাণ্ডা লাগায় পীড়ার উৎপত্তি। ৩০শ শক্তি।

ক্যামো।—জলপেট ফুলা, সবুজ বর্ণের আভাযুক্ত মল, শ্লেষ্মা মিশ্রিত মল, অত্যন্ত অস্থিরতা, রাত্রে বৃদ্ধি, বাছুরের উদরাময়, দন্তোদ্গম-কালীন পীড়া, একা ক্যামোমিলাই আরাম করে। ১২ শক্তি।

চায়না।—পেট ফাঁপা, মলে অজীর্ণ খাদ্যের অংশ থাকে, একদিন অন্তর একদিন পীড়ার বৃদ্ধি, মলত্যাগকালীন যাতনা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, অক্ষুধা, কৃমিগ্রস্ত। ৩০শ, ২০০শত।

সিনা।—পুনঃ পুনঃ নাকের অভ্যন্তরে জিহ্বা প্রবেশ, কৃমিগ্রস্ত। ২০০শত শক্তি।

এলোজ।—জলবৎ বহু পরিমাণ ভেদ, অত্যন্ত পেট ডাকে, অসাড়ে ও বোতল হইতে জল পড়ার ন্যায় শব্দে ভেদ হয়। ২০০শত শক্তি কার্য্যকারী। এলোজে উপকার না হইলে পডোফাইলাম দেওয়া যাইতে পারে।

ইপিকাক্।—মলের বর্ণ কাল, রক্ত ও মিউকাস মিশ্রিত থাকে ও ফেণা জন্মে, শরৎকালের উদরাময়। ৩য়, ৩০শ।

কল্‌চিকাম্।—বহুদিন অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টি হওয়াতে প্রচুর পরিমাণে নূতন ঘাস খাইয়া পীড়া হইলে। ২০০শত শক্তি।

কার্ব্ব-ভেজি।—অত্যন্ত রৌদ্রভোগ বা টিনের ঘরে বাস হেতু পীড়া, অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মল, অসাড়ে নির্গত। ৩০শ।

ডাল্‌কামেরা।—গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা জলে ভিজিয়া পীড়া। ৩০শ।

রসটক্স।—জলে ভিজা, ঠাণ্ডা লাগা, অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু পীড়ার উৎপত্তি। পাতলা মলসহ চাপ চাপ শ্লেষ্মা থাকে, প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও বারে বেশী, বেদনার সময় সুস্থির থাকিতে পারে না। ৩০শ।

মার্ক্সল্।—মলে শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত এবং ফেণা থাকে। ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া, বহুবার ভেদ, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে কোঁথ পাড়ে, মুখে ঘা থাকিলে ও প্রচুর লালা নির্গত হইলে মার্ক্সল অমোঘ ঔষধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০শত।

পাল্‌সেটিলা।—নানা রকমের মল, অজীর্ণ মল, আহারের দোষে পীড়া, পেট ডাকিবামাত্র ভেদ হয়, পিপাসা নাই। ৩০শ।

আর্সেনিক।—অস্বাস্থ্যকর আহার হেতু, জলবৎ বেদনাশূন্য বা বেদনাযুক্ত ভেদ, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, অতিশয় দুর্ব্বলতা, প্রাচীন উদরাময়,

পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জল খায়। শক্তি ৩০শ, ২০০শত। পালসেটিলার পর আর্সেনিক প্রয়োগ হিতকর। আর্সেনিক সহ ভিরেট্রাম পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়।

ভিরেট্রাম এল্‌বাম।—প্রচুর জলবৎ মল ও অতি বেগে নিঃসারিত, কপালে ঘর্ম্ম, ওষ্ঠ নীলবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, পেট কামড়ানি, প্রচুর পরিমাণে জল খায়। গবাদির কলেরার ন্যায় রোগ হইয়া যখন এক সময়ে অনেক গরু মরিতে থাকে, তখন আর্সেনিক ও ভিরেট্রাম পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া অনেক গো রক্ষা করা যাইতে পারে। ৩০শ শক্তি।

ফস্‌ফরাস্।—প্রাচীন উদরাময়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বল, বৃদ্ধ বয়স। গুহ্যদ্বার সঙ্কোচ করিবার শক্তি থাকে না, অসাড়ে অত্যন্ত পাতলা ভেদ। আর্সেনিকের পর ফস্‌ফরাস্ বিশেষ উপকারী ৩০শ, ২০০শত।

সাল্‌ফার।—তরুণ রোগে যেমন একোনাইট, প্রাচীন রোগে তেমনই সালফার উপকারী। প্রাচীন উদরাময়ে বিশেষতঃ যদি চর্ম্মরোগ হঠাৎ লুপ্ত হওয়ায় বা বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে সত্বর ভাল করায় উদরাময়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুনির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার পাওয়া না গেলে, একমাত্রা সালফার প্রয়োগে সত্বর সুফল লাভ হইয়া থাকে। ৩০শ, ২০০ শত।

কার্ব্ব-ভেজি।—নাড়ী ক্ষীণ বা লুপ্ত, অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকে। শক্তি ৩০ শ।

সাইলি।—পূঁজের মত মল, মার্কিউরিয়াসে ভাল না হইলে সাইলিসিয়া নির্দ্দেশিত হয়। কিন্তু ইহারা পরস্পর বিপরীত সম্বন্ধ (Inimical) অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের অনিষ্টকারী, এজন্য মাঝখানে এক মাত্রা সালফার ৩০ খাওয়াইতে হয়।

কোনও প্রকার উদ্ভেদ প্রকাশের পর উদরাময়—পালস্, আর্স, মার্ক, সালফার।

মল চুয়াইয়া পড়িতে থাকে—ফস্।

মলের সঙ্গে ক্রিমি—সিনা, চায়না।

সরলান্ত্র বা গোগুল (Rectum) বাহির হওয়া—পডো।

অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর উদরাময়—আর্স।

হঠাৎ আকাশের পরিবর্তনে—একোন।

চরম বা অন্তিম অবস্থায় মৃতপ্রায় রোগীও কার্ব-ভেজি প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া যায়।

রক্তামাশয়।

(Dysentry ডিসেন্ট্রি)

পুনঃ পুনঃ পাতলা ভেদ হইতে থাকিলে তাহাকে উদরাময় বা ডায়েরিয়া এবং তৎসহ আম ও রক্তমিশ্রিত থাকিলে রক্তামাশয় বা ডিসেন্ট্রি বলা যায়। রক্তামাশয়ে শুদ্ধ আম কিম্বা কেবল রক্তও ভেদ হয়। পীড়া কঠিন হইলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (Mucus membrane) পর্য্যন্ত পচিয়া নির্গত হয়। রক্তামাশয় রোগীর মলমূত্র কোনরূপে অপরের উদরে প্রবেশ করিলে এবং মলমূত্র হইতে উদ্গত বায়ু নিশ্বাস সহকারে শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, এই পীড়া বহু ব্যাপকভাবে অনেকের প্রাণ নষ্ট করিতে পারে। উদরাময়ে পেটবেদনা থাকে, রক্তামাশয় হইলে কুন্থন ও মলদ্বারের যন্ত্রণাদি বড় বেশী হয়, জ্বর হয়, সরলান্ত্রে ক্ষত হয়। রক্তামাশয় এক সপ্তাহ স্থায়ী হইলেই তাহাকে “গ্রহণী” বলে অর্থাৎ নাড়ীতে ঘা হইয়া যায়। যে যে কারণে উদরাময় রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণে রক্তামাশয়ও

জন্মে। আহারাদির অনিয়মেই এই সকল পাকস্থলীর পীড়া জীবের দেহ অধিকার করে।

এই রোগে উদরাময়ের লিখিত ঔষধ সকল লক্ষণানুসারে প্রয়োগ হইতে পারিবে। গা অত্যন্ত গরম, পিপাসা ও অস্থিরতা লক্ষণে দুইদিন একোনাইট প্রয়োগেই আরোগ্য হইয়া যায়। প্রাচীন রক্তামাশয়ে একমাত্রা ২০০ শক্তির সালফার পীড়া আরাম করিয়া দিতে পারে। মল সহ রক্তশ্লেষ্মা ও মুখ হইতে লালা নির্গত হইলে মার্ক-সল এবং খাঁটী রক্ত ভেদ হইতে থাকিলে মার্ক-কর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমোঘ ঔষধ। রক্তময় মল নির্গমন সহ কুন্থন ও উৎকট পেট-বেদনায় কলোসিন্থ ব্যবহার করিবে। কলোসিন্থ সহ ষ্টেফিসেগ্রিয়া পর্য্যায় ব্যবহারে উপকার হয়। এই সকল ঔষধ অতি অল্প সময় মধ্যে সুফল প্রদান করে।

বিরেচক ঔষধ সেবনজনিত কফলে—নক্স।

জলে ভিজা হেতু পীড়ায়, মাংস ধোওয়া জলের মত লাল রংএর মল, প্রথমাবস্থার রোগের উগ্রতা কতক কমিলে—রসটক্স।

প্রত্যেকবার মলের প্রকৃতি নূতন নূতন, আমকে মলে পরিণত করিতে—পালসেটিলা।

মলমূত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, দুর্ব্বলতায় একেবারে নড়ন চড়ন রহিত, অথবা যে প্রকার বল থাকে, সেই প্রকার অস্থিরতা, কাল মল ও কাল রক্তভেদ, বেশী দিনের রোগে—আর্সেনিক আশ্চর্য্য কার্য্যকারী।

গর্ভিণীর রক্তামাশয়ে—সিপিয়া।

বাছুরের রক্তামাশয়ে—ক্যামো।

প্রসূতির পক্ষে—চায়না,—আর্ণিকা।

কয়েক দিনের বাছুরের—আর্ণিকা।

বৃদ্ধের রক্তামাশয়—ফস, আর্স।

ম্যালেরিয়াদি দূষিত বায়ু সেবনে রক্তামাশয় জন্মিলে, আর্সেনিকের ন্যায় চায়না ব্যবহৃত হয়।

বহুস্রাবে বলরক্ষার্থে চায়না ৩০শ দিতে হয়।

গর্ভস্রাব।

(Abortion য়্যাবর্‌শন্)

অনেক কারণে গর্ভপাত হয়। আঘাত লাগা, পালকের তাড়না, প্রহার করা অথবা অপর গরুতে গুঁতাইয়া দেওয়া, লাফাইয়া খানা পার হওয়া, পড়িয়া যাওয়া, অপ্রশস্ত ও সংকীর্ণ দরজা দিয়া যাতায়াত, হঠাৎ ভয় পাওয়া, গর্ভাবস্থায় অধিক রাস্তা হাঁটা, অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থা অথবা গর্ভের প্রথম ও শেষভাগে অতিরিক্ত তেজস্কর খাদ্য খাইয়া গবাদির গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। ঘোটকীদের অতিরিক্ত পরিশ্রমে গর্ভপাত হয়। বিরেচক ঔষধ সেবনেও গর্ভস্রাব হইতে পারে, বিশেষতঃ মেষদিগকে পুনঃ পুনঃ লবণের জোলাপ দেওয়াতে গর্ভস্রাব অধিক হয়, ইহা বিশেষ রূপে জানা গিয়াছে। গর্ভিণী গরুর বা অপর পশুর নিকট দিয়া অপরিচিত কুকুর দৌড়াইয়া গেলেও গর্ভস্রাব হইবার সম্ভাবনা। অত্যন্ত শীত লাগা অথবা অত্যন্ত রৌদ্রের বা গরমের সময় হঠাৎ জলে ভিজিয়া বা ঠাণ্ডা লাগিয়া এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গর্ভস্রাব অধিক হয়। একবার গর্ভস্রাব হইলে পুনরায় গর্ভস্রাব হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। পালের মধ্যে একটি গাভীর গর্ভপাত হইলে, অপর গাভীরও গর্ভপাতের উদ্বেগ উপস্থিত হয়।

ঋতুকাল ব্যতীত গোগণের সঙ্গম হয় না এবং গর্ভবতী হইলে

আর সে গাভীর নিকটেও ঘাঁড় যায় না। ভেড়াদের ভিতরে গর্ভিণী হওয়ার পরও সঙ্গমকার্য্য বন্ধ থাকে না, এজন্য আরও বেশী গর্ভস্রাব হয়। গর্ভবতী অবস্থায় সংসর্গদোষ গর্ভস্রাবের অন্যতম প্রধান কারণ।

আর্ণিকা—আঘাতাদি লাগা ও গর্ভাবস্থার পরও যাহাদের সঙ্গমদোষ জানা যায়।

রস্‌টক্স—অতিরিক্ত পরিশ্রম জনিত গর্ভস্রাবের লক্ষণে।

স্যাবাইনা—যদি নিতান্তই গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা হইয়া উঠে বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের রক্ত নির্গত হওয়া এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকিলে। জরায়ুর শিথিলতা হেতু ফুল না পড়িলে।

সিকেলি—অত্যন্ত জীর্ণ, শীর্ণ, দুর্ব্বল গাভী, গর্ভস্রাবে অত্যন্ত চেষ্টা, পাতলা ও কাল রক্তস্রাব হয়। ২।৩ মাত্রা স্যাবাইনা প্রয়োগে কোন উপকার না দর্শিলে সিকেলি দিবে। গর্ভস্রাবের পর ফুল না পড়িলে পাল্‌সেটিলা অপেক্ষা সিকেলি ভাল।

পালস্—উপরোক্ত ঔষধে গর্ভস্রাব নিবারিত না হইলে এবং গর্ভস্রাব হওয়া নিশ্চয় হইলে পাল্‌সেটিলা ব্যবস্থেয়। রক্তস্রাব থামিয়া আবার অধিক রক্তস্রাব হইতে থাকিলে। গর্ভস্রাব বা প্রসবের পর ফুল না পড়িলে পাল্‌সেটিলাই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চায়না—যদি অধিক রক্তস্রাব হেতু অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে, তাহা হইলে চায়না অবশ্য দিতে হইবে।

গর্ভের প্রথম ভাগে গর্ভস্রাব আশঙ্কায়—এপিস।

গর্ভের দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব আশঙ্কায়—এপিস, স্যাবাইনা, সিকেলি।

গর্ভের পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাব আশঙ্কায়—সিপি।

গর্ভের শেষ ভাগে গর্ভস্রাব আশঙ্কায়—ওপি।

অধিক পরিমাণ কাল রংএর ও লম্বা দড়ীর মত সংযত বা চাপবাঁধা রক্তস্রাবে—ক্রোকাস।

গর্ভস্রাব বা প্রসবের পর বহুদিন পর্যান্ত প্যাসিব রক্তস্রাবে—কলোফাই।

প্রসব বেদনা।

(Labour Pains—লেবার পেইন্‌স)

মানুষ ও গরুর গর্ভকাল একরূপ দেখা যায়। গর্ভের শেষাবস্থায় কোন কোন গাভীর অপ্রকৃত প্রসব-বেদনা (False Labour Pain) হয়। ইহাকে সাধারণ লোকে "বাছুর পালট" লওয়া বলে।

কয়েক মাত্রা কলোফাইলম্ ৩য় শক্তি খাওয়াইলে ঐ বেদনা হয়ত ভাল হইয়া যায়। কলোফাইলমে উপকার না হইলে সিমি-সিফিউগা ব্যবস্থেয়।

গরু গর্ভিণী হইবার তারিখ লেখা বা মনে থাকিলে প্রসবের কাল নিরূপণে কিছুই কষ্ট হয় না। সচরাচর ২৮০ হইতে ২৮৫ দিন মধ্যে গাভী প্রসব হয়। কোন কোন গাভীর ২৯০ দিনে বৎস ভূমিষ্ঠ হয়। অনেক গাভী রাত্রে আপনি প্রসব হইয়া থাকে। দিনের বেলা প্রসব বেদনা হইলে প্রায়ই প্রসব করাইতে হয়। লোকে বলে, মানুষে দেখিলেই আর আপনি প্রসব হয় না।

গাভীর ন্যায় মহিষী ২৮০ হইতে ২৯০ দিন, ঘোটকী ৩৩০ হইতে ৩৪০ দিন, হস্তিনী ২১ মাস, উষ্ট্রী ১২ মাস, ছাগী ও মেষী ১৪৪ দিন হইতে ১৫০ দিন এবং কুকুরী ৬০ হইতে ৭০ দিন, বিড়ালী ৮ সপ্তাহ মধ্যে বৎস প্রসব করে।

গাভী প্রসবের দিন নির্ণয়।

গাভী যে কোনও দিন গর্ভিণী হইলে নিম্নলিখিত হিসাবানুসারে তাহার প্রসবের দিন নিরূপণ করিতে পারা যায়,—

১লা জানুয়ারী	গর্ভিণী	হইলে	৮ই অক্টোবর	প্রসব	হইবে।
১লা ফেব্রুয়ারী	,,	,,	৮ই নবেম্বর	,,	,,
১লা মার্চ	,,	,,	৬ই ডিসেম্বর	,,	,,
১লা এপ্রেল	,,	,,	৬ই জানুয়ারী	,,	,,
১লা মে	,,	,,	৫ই ফেব্রুয়ারী	,,	,,
১লা জুন	,,	,,	৮ই মার্চ	,,	,,
১লা জুলাই	,,	,,	৭ই এপ্রেল	,,	,,
১লা আগষ্ট	,,	,	৮ই মে	,,	,,
১লা সেপ্টেম্বর	,,	,	৮ই জুন	,,	,,
১লা অক্টোবর	,,	,	৮ই জুলাই	,,	,,
১লা নবেম্বর	,,	,	৮ই আগষ্ট	,,	,,
১লা ডিসেম্বর	,,	,	৭ই সেপ্টেম্বর	,,	,,
১০ই ডিসেম্বর	,,	,	১৬ই সেপ্টেম্বর	,,	,,

প্রকৃত প্রসবকালে প্রসব-বেদনা আরম্ভ হইলে, **সিমি-সিফিউগা** ৩০শ শক্তি আধঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করা হয়। সিমি-সিফিউগা আমাদের "পরীক্ষোত্তীর্ণা দাই।" প্রসবের পূর্ব্বে ৫।৬ মাত্রা সিমি-সিফিউগা খাওয়াইলে প্রায়ই কোন গোলযোগ ঘটে না। তৎপরে **পাল্‌সেটিলা** ৩০ শক্তি ২।১ মাত্রা প্রয়োগ করিলে সত্বর ও নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইয়া থাকে। প্রসব বেদনা হঠাৎ অতি বেগে আসিয়া উপস্থিত হয়, ছট্‌ফট্ করে, পা ছোঁড়ে, কখন শোয় ও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়ায়, অত্যল্পকাল মধ্যেই আবার হঠাৎ কিছুমাত্র বেদনা থাকে না, এরূপ অবস্থায় **বেলেডোনা**

৩য় কিম্বা ৩০শ শক্তি কয়েকবার সেবন করাইলে ঘন ঘন প্রসব বেদনা হইয়া সত্বর প্রসব কার্য্য সম্পন্ন হয়।

প্রসবের পর ফুল পড়িতে বিলম্ব হইলে—পাল্‌সেটিলা। তাহাতে উপকার না হইলে সিকেলি, স্যাবাইনা প্রভৃতি লক্ষণানুসারে ব্যবস্থেয় (গর্ভস্রাব দ্রষ্টব্য)।

প্রসবের পর হইতে প্রত্যহ ৪।৫ মাত্রা আর্ণিকা ৩য় শক্তি অন্ততঃ ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত খাওয়ান অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে সূতিকারোগ (Puerperal Fever) হইতে পারে না এবং অতি সত্বর প্রসূতির সকল কষ্ট দূর করিয়া দেয় ও সুস্থতা প্রদান করে। যদি জ্বর লক্ষণ থাকে, তবে আর্ণিকার সহিত একোনাইট ৩য় শক্তি পর্য্যায়ক্রমে দিতে হয়।

ফুল পড়ার পর ঈষৎ উষ্ণজলে প্রসবদ্বার ও গায়ের আর আর অপরিষ্কৃত স্থান ধোওয়াইয়া দিয়া, প্রসবদ্বার পুনরায় আর্ণিকা লোশন দ্বারা ধোওয়ান ও পরে আর্ণিকা লিনিমেণ্ট (সরিষার তৈল সহ আর্ণিকা) বাহ্যিক প্রয়োগ করা হিতকর। আর্ণিকা অভাবে ধোওয়ানর পর সরিষার তৈল দিলেও উপকার পাওয়া যায়।

পালানের প্রদাহ।

(Inflammation of the udder—ইনফ্লামেশন অফ্ দি আডার)

দুগ্ধবতী গাভীর প্রায়ই পালানের প্রদাহ হয়, সেই জন্যই গাভী সকল দুধ দিবার সময়ে নড়ে। মানুষেরও স্তনের প্রদাহ হয়, তাহাকে ম্যাষ্টাইটিস্ (Mastitis) বা ঠুনকো বলে। এই প্রদাহ সকল সময়েই হইতে পারে, তন্মধ্যে প্রসবের পর কয়েক সপ্তাহ মধ্যে এবং দুগ্ধ প্রদান বন্ধ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে অধিক দৃষ্ট হয়।

ঠাণ্ডা লাগাই ইহার প্রধান কারণ। শীতভোগ, বহুক্ষণ বৃষ্টির জলে ভিজা, গোয়ালের মেঝে অসমান ও অপরিষ্কৃত থাকা প্রভৃতি কারণে ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রায়ই গাভীদের পালানের প্রদাহ রোগ হয়। সে নিমিত্ত গাভীর বাসগৃহ সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা চাই, নচেৎ সকল চেষ্টা বিফল হয়। বাছুর দুর্ব্বল কিম্বা অধিক বয়সের হইলে স্তন্যপানে ব্যতিক্রম ঘটে, তাহাতেও এই রোগ জন্মিতে পারে। একটানে দুহিতে না পারা, অসময়ে দোহন করা কিম্বা অপরিচিত ও ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা দুগ্ধ-দোহন, পালানে অনেকক্ষণ দুগ্ধ সঞ্চিত থাকা বা অতিরিক্ত দুগ্ধ নির্গত হওয়ার কারণে পালানের প্রদাহ জন্মে। দোহনকারীর হাত ফাটা, খস্‌খসে কিম্বা বড় বড় নখ থাকিলেও গাভী সকল এই রোগের অধীন হয়। পালানের প্রদাহ হইলে পালান বা মোড়টি স্ফীত, শক্ত, গরম ও বেদনাযুক্ত হয় এবং দুহিবার সময় নড়ে।

দুহিতে দুহিতে নড়িলে অনেক গৃহস্থ ক্রোধে অন্ধ হইয়া অতি নির্দ্দয়ভাবে গাভীকে প্রহার করে, নয় ত বাছুরকে খাইতে না দিয়া বাঁধিয়া রাখে। এ সকল ভুল ও অনিষ্টকর। পালানে দুগ্ধ সঞ্চিত হইতে না দিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দোহন করিয়া কিম্বা বাছুরকে খাইতে দিয়া বরং পালানের দুগ্ধ শূন্য করিতে চেষ্টা করায় উপকার হয়। নিম্ন-লিখিত ঔষধগুলি পালানের প্রদাহ নিবারণে অমোঘ।

আর্ণিকা—প্রহার বা আঘাত প্রাপ্তি হেতু। ৩য় শক্তি।

একোনাইট—প্রথমাবস্থায় পালান গরম, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে। ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগোৎপত্তি। ৩য় বা ৬ষ্ঠ কিম্বা ৩০শ শক্তি।

বেলেডোনা—একোনাইটে উপকার না পাইলে ও পালানটি অত্যন্ত স্ফীত ও লালবর্ণের হইলে উপকারী। প্রসবের পর অল্পদিন মধ্যে প্রদাহ। পালানে অনেকক্ষণ দুধ জমিয়া থাকা হেতু পীড়া। ইহা ঠুনকোর মহৌষধ। ৩য় শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—যদি ঠাণ্ডা লাগা কারণ থাকে। গাভী স্থিরভাবে থাকে, বাছুর বাঁটের নিকটে মুখ বাড়াইলে কিম্বা দুহিবার জন্য বাঁটে হাত দিবার উপক্রম করিলেই লাথি ছোড়ে। ৩০শ শক্তি।

ক্যামোমিলা—যদি ফুলা অত্যন্ত বেশী না হয়, পালানের চর্ম্ম শিথিল এবং টিপিলে ভিতরে গিরার মত বোধ হয়। অত্যন্ত অবাধ্য ও ঈর্ষাপূর্ণ স্বভাব। ১২শ শক্তি।

এপিস—পালান অত্যন্ত স্ফীত এবং শক্ত। বিসর্প রোগের ন্যায় স্ফীত। ৬ষ্ঠ, ২০০ শক্তি।

ফস্‌ফরাস্‌—শুভ্রবর্ণা ও ক্ষীণকায়া লম্বা চেহারার গাভী। কাশিসংযুক্ত। ৩০শ শক্তি।

সূতিকা জ্বর।

(Puerperal fever—পিউয়ার পারেল ফিভার)

প্রসবের পর এই জ্বর হয় এবং দিবা রাত্রি ভোগ করে। ইহা দ্বিবিধ, তরুণ সূতিকা জ্বর ও প্রাচীন সূতিকা জ্বর। তরুণ সূতিকা জ্বর বা পিউয়ার পারেল ফিভার সেপ্‌টিক বিষ হইতে জন্মে। উহার প্রাচীন অবস্থা হয় না এবং অনেক স্থলেই সহজে আরোগ্য লাভ করে, অথবা শীঘ্র মারা যায়। কিন্তু প্রাচীন সূতিকা জ্বর স্বভাবতঃই প্রাচীন ভাবাপন্ন। ইহা নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয় না এবং এই জ্বর বহু মাস, বহু বৎসর, এমন কি সারা জীবন ভোগ করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে হঠাৎ প্রাণহানি হয় না। আয়ুর্ব্বেদের নিদানাদি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, "প্রসবের পর কুপিত বায়ু, স্রবমান রক্তকে রুদ্ধ করিয়া প্রসূতিদিগের হৃদয়, মস্তক ও বস্তিতে যে শূল উৎপাদন করে, তাহাকে মক্কল্ল শূল কহে।

অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, কম্প, পিপাসা, শূল, অতিসার, শোথ, দুর্ব্বলতা, কাশি, কফ ও বাত জনিত অরুচি, তন্দ্রা, প্রসেক বা রক্তস্রাবাদি কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগসকল উৎপন্ন হইয়া সূতিকা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, যথা—সূতিকা, জ্বর সূতিকাতিসার ইত্যাদি। চরক বলেন—ইহাতে রস রক্ত মেদাদি অষ্ট ধাতুরই শিথিলতা জন্মে।"

প্রাচীন চিকিৎসায় মদ খাওয়ান, জোলাপ দেওয়া এবং প্রসবদ্বার ধোওয়ান এমন কি প্রসবদ্বারের অভ্যন্তরে পিচকারীর সাহায্যে গরম জল কিম্বা কোন সলিউশন দ্বারা ধৌত করা প্রভৃতি ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ঐ মতে উৎকৃষ্ট ঔষধ কিছু পাওয়া যায় না। হোমিওপ্যাথি মতে এই রোগের অনেক ভাল ভাল ঔষধ আছে, লক্ষণানুসারে তাহা প্রয়োগ করিতে পারিলে সহজেই রোগমুক্ত হয়। মানুষের চিকিৎসার বড় বড় গ্রন্থ পাঠ করিলে এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ হইতে পারে। এই মতে প্রসব-দ্বারের উপরি ভাগ পরিষ্কার রাখিবার জন্য ধোওয়ান ব্যতীত পিচকারীর সাহায্য লইতে হয় না, কেবল ঔষধ সেবনেই পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে। নিম্নে প্রধান প্রধান কতিপয় ঔষধ লিখিত হইল।

একোনাইট—অত্যন্ত জ্বর, অস্থিরতা, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও গাঢ়বর্ণ বিশিষ্ট অত্যন্ত পিপাসা, স্তন শিথিল এবং দুগ্ধশূন্য। ৩য় শক্তি।

বেলেডোনা—অত্যন্ত জ্বর, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া থাকে, দুর্গন্ধযুক্ত জমাট রক্তস্রাব, স্তন স্ফীত ও লাল এবং দুগ্ধশূন্য। ৩য়,৩০০ শক্তি।

আর্ণিকা—অত্যন্ত উদরাময়, বহুস্রাব, জমাট কালরক্ত, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মাথা গরম ও শরীর শীতল। ইহা প্রসবের পর খাওয়াইলে এই ভয়াবহ রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। ৩য়, ৩০ শক্তি।

নক্স-ভমিকা—পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলত্যাগের ইচ্ছা ও প্রস্রাবের পুনঃ পুনঃ কষ্টকর বেগ। ৩০, ২০০ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—কোষ্ঠবদ্ধ, শুষ্ক কঠিন মল, অধিক পরিমাণে জল খায়, কাশে, চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, অত্যধিক পরিমাণে লোকিয়া স্রাব অথবা একেবারে বন্ধ, স্তন দুগ্ধপূর্ণতা হেতু স্ফীত। ৩০ শক্তি।

এলুমিনা—কোষ্ঠবদ্ধ, অল্প পরিমাণে রক্তঃ নিঃসরণ কিম্বা সাদা স্রাব, মাটী খায়। ৩০ শক্তি।

চায়না—অত্যন্ত উদরাময় বা রক্তস্রাবাদি জন্য দুর্ব্বলতা, কাঁপে, পা কাণ ও লেজ শীতল, পেট ফাঁপা। ৩০, ২০০ শক্তি।

সিপিয়া—রক্তস্রাব বন্ধ অথবা পীতাভ স্রাব, প্রসবদ্বার স্ফীত ও চুলকায় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ চাটে, অপরিচিত লোক দেখিলে ভয় পায়, অথবা বিরক্ত ও অস্থির হয়, সহজেই চমকিয়া উঠে। ৩০ শক্তি।

পাল্‌সেটিলা—নড়িতে অনিচ্ছা, রক্তস্রাব বন্ধ, কর্ণে পুঁজ, উদরাময়। ৩০ শক্তি।

ফস্‌ফরাস—রক্তস্রাব, উদরাময়, শুষ্ক কাশি, বহু পরিমাণে সাদা ও জলবৎ আঠা আঠা লিউকোরিয়া স্রাব, চক্ষুর চতুর্দ্দিক স্ফীত। ৩০ শক্তি।

আর্সেনিক—অতি শীঘ্র জীবনী শক্তির হ্রাস বা শয়নাবস্থা, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস ও দমবন্ধের ন্যায় ভাব এবং গ্রীবাদেশ আড়ষ্টপ্রায়, অত্যন্ত পিপাসা ও অল্প অল্প জলপান, শোথ। ৩০, ২০০ শক্তি।

সাল্‌ফার—মস্তক উষ্ণ, পদ শীতল, পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলত্যাগের ইচ্ছা, অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে পারে না, কোন ঔষধে ফল না পাইলে। ৩০, ২০০ শক্তি।

রক্তবর্ণ দুগ্ধ।

(Bloody milk—ব্লাডি মিল্ক্)

আঘাতাদি লাগিয়া রক্ত পড়িলে **আর্ণিকা** বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অবশ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু যদি এক বা ততোধিক বাঁট হইতে অকস্মাৎ রক্তের রেখার ন্যায় কিম্বা রক্তমিশ্রিত দুগ্ধ নির্গত হয়, তবে **ইপিকাক** ২০০শত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। ডাঃ রাস ইপিকাক দ্বারা অনেক গরু আরোগ্য করিয়াছেন।

দুধ কমিয়া যাওয়া।

(Diminution of milk—ডিমিনিউশন অফ্ মিল্ক্)

অত্যন্ত ঠাণ্ডা কিম্বা রৌদ্র লাগিয়া দুধ কমিয়া যায়। অনেক প্রকার রোগ হইলে দুধ অল্প হয় কিম্বা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সেরূপ স্থলে ঐ ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি নিবারণ করিতে না পারিলে বা রোগ না সারিলে, পূর্ব্বের মত দুধ হয় না। স্বাস্থ্য ভাল থাকিয়াও দুধ কমিয়া গেলে **ক্যামোমিলা** অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ। ক্যামোমিলায় উপকার না পাইলে **ফস্ফরাস্** দ্বারা বেশ ফল পাওয়া যায়। শারীরিক পোষণ কার্য্যের অভাবে দুধ কমিলে **ল্যাক্-ডিফ্লোরেটামের** যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। **এসাফিটিডা** সেবনে দুধ বাড়ে। স্তন বড় কিন্তু দুধ অল্প হইলে, **ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব** বিশেষ উপকারী।

রোগী-তত্ত্ব—"গো-জীবন ৫ম সংস্করণের" গ্রাহক কলিকাতা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় হুগলী-মান্দড়া

হইতে বিগত ১৩৩৮।৬ই আশ্বিন রিপ্লাই কার্ডে লিখিয়াছেন—"আমার একটি গাভী গত ৩১শে ভাদ্র প্রসব হইয়াছে, এটি দ্বিতীয় বিয়ান। প্রথম বিয়ানে দেড় সের দুগ্ধ দিয়াছে, কিন্তু এবার আদৌ দুধ নাই, বাছুরে খাইতে পাইতেছে না। এখন কি করা যায়, দয়া করিয়া লিখিবেন।" তাঁহাকে গো-জীবনের লিখিত মত দুগ্ধ বৃদ্ধিকর খাদ্য এবং **ল্যাক্-ডিফ্লোরেটাম্** ৩০ প্রত্যহ দুইবার করিয়া খাওয়াইতে বলা হয়। তিনি ৫ই কার্ত্তিক লিখিয়াছেন—"আপনার ব্যবস্থামত ঔষধাদি খাইতে দিয়া সুফল দর্শিয়াছে।"

বাঁটের ঘা।

(Sore teats—সোর্ টিট্স্)

শীতকালে বাঁট ফাটিয়া গেলে কিম্বা দলে দলে বাঁটে ফুস্কুড়ী বাহির হইলে, **আর্ণিকা** সরিষার তৈল সহ বাহ্যিক প্রয়োগে সত্বর আরাম হয়।

আঁচিল হইয়া বাঁটে ঘা হইলে, **থুজা লোশন** বাহ্যিক প্রয়োগ হিতকর।

বাঁটে স্ফোটক বা ঘা হইলে, হিপার, সাইলিসিয়া, আর্সেনিক এবং সালফার সর্ব্বোত্তম ঔষধ।

কাণা বাঁট।

(Blind niples—ব্লাইণ্ড্ নিপল্স্)

গর্ভাবস্থার শেষভাগে কিম্বা প্রসবের পর কোনও সময়ে বাঁটের গোড়ায় স্ফোটকাদি হইয়া শীঘ্র ভাল না হইলে এবং স্তনের গভীর প্রদেশ পর্য্যন্ত

ঐ ক্ষত বিস্তৃত হইলে, অথবা বাঁটের ক্ষতে শোষ জন্মিলে কোন কোন গাভীর দুগ্ধশিরা নষ্ট হইয়া এক বা একাধিক বাঁটে দুগ্ধ বাহির হয় না, তাহাকেই কাণা বাঁট বা ব্লাইণ্ড্ নিপল্‌স্ বলে।

প্রাচীন চিকিৎসা মতে একটি রবারের নল অভাবে বাঁশের চোঙ্গার অভ্যন্তরে ঐ বাঁট প্রবেশ করিয়া দিয়া নলের অন্যদিকে মুখ দিয়া চুষিলে দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে পারে। কিন্তু দুগ্ধ শিরা একেবারে নষ্ট হইয়া গেলে বা দুহিবার সময় ঐ বাঁট অন্য বাঁটের ন্যায় আকারে বড় না হইলে সে বাঁটে আর কিছুতেই দুগ্ধ বাহির হয় না। অন্যান্য বাঁট অপেক্ষা ঐ বাঁট ছোট থাকে বলিয়া বাছুরেও আর সেই বাঁটে মুখ দেয় না। অধিক দুগ্ধবতী ভাল ভাল গাভীই প্রায় এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ **সাইলিসিয়া** ২০০ খাওয়াইলে কোন কোন স্থানে উপকার হইতে পারে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে ইহা একপ্রকার অসাধ্য রোগ।

গলা ফুলা।

(Mumps—মাম্পস্)

মানুষের অপেক্ষা গরুর গলাফুলা রোগ অতিশয় সাংঘাতিক। এই রোগে এ দেশে অসংখ্য গরু বাছুর মারা গিয়া থাকে। ইহা সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক পীড়া। গলার বিচি বা গ্ল্যাণ্ড ফুলিয়া এক সময়ে মহামারীর ন্যায় বহু সংখ্যক গরু মারা যায় বলিয়া ইহাকে অনেকে প্লেগ (Plague) নামে অভিহিত করেন।

এই রোগে আমাদের দেশে যে প্রকার চিকিৎসা হইয়া থাকে, তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না; অধিকন্তু দাহাদি যন্ত্রণা প্রদান করিয়া অমানুষিক অত্যাচার করা হয় মাত্র। প্রাচীন চিকিৎসা অধ্যায়ে (২৬৮-২৭২ পৃষ্ঠায়) তাহা সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে চোয়ালের নীচে ও কাণের নিকটের গ্রন্থি সকল (Glands) ফুলিয়া উঠে, তাহাতে গরু মুখ উঁচু করিয়া থাকে। খাদ্য ও জল উভয়ই গলাধঃকরণে কষ্ট হয়। প্রচুর পরিমাণে লালা নির্গত হইতে থাকে। রোগের আরম্ভ সময় হইতেই সচরাচর জ্বর দেখা যায়।

প্যারোটিড্ গ্ল্যাণ্ডের পীড়ানিচয়, ষ্টোমেটাইটিস্, র‍্যাণুলা বা ফ্রগ্, টন্‌সিলাইটিস্, ডিপ্‌থিরিয়া, সোর থ্রোট প্রভৃতি মুখাভ্যন্তর বা গলার যে কোন পীড়া মানুষের ন্যায় পশু কুলেরও হইয়া থাকে এবং মানুষের পীড়ার জন্য যে সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহৃত হয়, পশুদের পীড়াতেও সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। লক্ষণানুযায়ী নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইলে উপরোক্ত সকল প্রকার পীড়াই আরোগ্য হইবে।

গলার রোগ মাত্রেই প্রায় সচরাচর বেলেডোনা ও মার্কিউরিয়াস নির্দ্দেশিত হয়। ল্যাকেসিস্ এবং লাইকোপোডিয়ামও প্রধান ঔষধ। এই সকল ঔষধেই প্রায় আরোগ্য হইয়া যায়।

একোন—প্রথমাবস্থায় যদি অত্যন্ত অস্থিরতা ও জ্বর থাকে, গায়ে হাত দিলে চামড়া গরম ও ঘর্ম্মশূন্য বোধ হয়; মুখের ভিতর শুষ্ক, আক্রান্ত গ্রন্থিসকল প্রদাহান্বিত ও লালবর্ণ দেখা যায়, অত্যন্ত পিপাসা এবং খাইতে কষ্ট থাকে, তাহা হইলে একোনাইট বিশেষ ফলপ্রদ। জীর্ণ, শীর্ণ, চিররুগ্ন গরুর পক্ষে একোনাইট ব্যবস্থেয় নহে, সবল ও পুষ্টকায়ের পক্ষেই একোনাইট ৩য় শক্তি উপযোগী।

বেল—হঠাৎ রোগের আক্রমণ, জ্বর প্রবল চমকিয়া উঠে, গলার মধ্যে অত্যন্ত লালবর্ণ, গলার ভিতরে ছাল উঠিয়া যাওয়ার মত দেখায়,

মুখমণ্ডল লালবর্ণ, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, গলা স্পর্শ করিলে সঙ্কুচিত হয়, সামান্য চাপ দিলে শ্বাসরোধের মত হয়, খাদ্য গলাধঃকরণে অত্যন্ত কষ্ট হয়, কিম্বা কিছুই গিলিতে পারে না, জল বা তরল খাদ্য খাইলে নাক দিয়া বাহির হইয়া আসে। গলার গ্রন্থি বা বিচি সকল শীঘ্র শীঘ্র অতিশয় ফুলিয়া উঠে, স্ফীতগ্রন্থি শক্ত বোধ হয়, চর্ম্ম ঘর্ম্মযুক্ত। ৩, ৬, ৩০ শক্তি।

মার্ক-সল—বেলেডোনায় উপকার না হইলে ও মুখে অত্যন্ত লালা নির্গত হইতে থাকিলে মার্কিউরিয়াস্ উপকারী। দুর্গন্ধযুক্ত ও আঠার ন্যায় লালা, গলার গ্রন্থি সকল খুব বড় ও স্ফীত, মুখে দুর্গন্ধ, মুখের ভিতর জিহ্বায় অথবা মাঢ়ীতে ঘা থাকিতে পারে, খাদ্য গলাধঃকরণ কষ্টকর, এমন কি, ঢোক গিলিতেও পারে না, রাত্রে বৃদ্ধি; এইগুলি মার্কিউরিয়াসের প্রয়োগ লক্ষণ। বেলেডোনা ও মার্কিউরিয়াস পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকে—সর্ব্বপ্রথমে গলার বাঁদিকে পীড়া আরম্ভ হয় ও পরে দক্ষিণদিক আক্রমণ করে। গলায় চাপ দিলে কাশে, স্পর্শ করিলে বিরক্ত হয়, গলায় সামান্য হাতের চাপে দম বন্ধের মত হয়। তরল পদার্থ গিলিতে কষ্ট, এমন কি, ঢোক গিলিতেও কষ্ট হয়, কিন্তু কঠিন খাদ্য গিলিতে তত কষ্টবোধ করে না। চর্ম্ম ও গলার ভিতর নীলবর্ণ এবং আক্রান্ত অংশ পচিবার উপক্রম হইলে, তাহার পক্ষে ল্যাকেসিস্ সঞ্জীবনী ঔষধ। ১২ ঘণ্টা অন্তর ল্যাকেসিসের দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ হয়। ৩০, ২০০ শক্তি।

লাইকো—সর্ব্বপ্রথমে গলার দক্ষিণদিকে পীড়া আরম্ভ হয় ও পরে বাঁদিকে আক্রমণ করে। প্রত্যেক নিশ্বাস গ্রহণের সময় নাক নড়ে, নাসিকা বন্ধ থাকায় এবং তালুমুল ও জিহ্বা ফুলিয়া যাওয়াতে নিশ্বাস গ্রহণের সুবিধার জন্য মুখ হাঁ করিয়া নিশ্বাস লয় ও জিহ্বা বহির্গত করিয়া রাখে। সকল বয়সের, কৃশ ও যকৃতের পীড়াগ্রস্ত, কোপন-ভাবাপন্ন গরু,

অল্প বয়সে অধিক বয়স দেখায়, বৈকালে ৪টার পর রোগের বৃদ্ধি। ল্যাকেসিসের সহিত লাইকোপোডিয়াম পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়। ১২ ঘণ্টা অন্তর ২য় মাত্রা দেওয়া যাইতে পারে। ৩০, ২০০ শক্তি।

এপিস—জিহ্বা স্ফীত, গলায় চাপ অসহ্য, মুখে ফেণা। ৬, ২০০ শক্তি।

ফাইটো—ল্যাকেসিসের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। মুখে ও তালুতে ক্ষত, জিহ্বাগ্র লালবর্ণ, জিহ্বার প্রান্তভাগে ফোস্কা, গলার অভ্যন্তর প্রথমে লালবর্ণ, পরে সাদা সাদা দাগ দেখা যায়, প্রচুর লালা জন্মে। ৩০শ শক্তি।

ব্যারাইটা—টন্‌সিল্ স্ফীত ও পাকিবার উপক্রমে। ৩০শ শক্তি।

স্পঞ্জিয়া—গ্রন্থি-বিবর্দ্ধন রোগে স্পঞ্জিয়াও মহোপকারী ঔষধ। বেলেডোনার পর স্পঞ্জিয়া অতি সুন্দর কার্য্যকারী। দমবন্ধভাব হইয়া আসিলে স্পঞ্জিয়া অদ্বিতীয় মহৌষধ। নিশ্বাস প্রশ্বাসে যদি অত্যন্ত কষ্ট থাকে, গ্রন্থি স্ফীত ও শক্ত, দুই প্রহর রাত্রে পীড়ার বৃদ্ধি, মাথা এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, গলা সাঁই সাঁই করে এবং শ্বাস বন্ধের মত হয়, তবে স্পঞ্জিয়া দিতে কালবিলম্ব করিবে না। ৩০, ২০০ শক্তি।

সাল্‌ফার—একগুঁয়ে গরু, স্ফীতি বিস্তৃত হইতে থাকে, গিলিতে কষ্ট, গলা কোঁকড়াইয়া থাকিলে। অন্য সুনির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না পাইলে একমাত্র সালফার প্রয়োগ হিতকারী হয়। যে সকল গরুর স্নান করায় বা গা ধোওয়াইয়া দেওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছা, পৃষ্ঠবংশ বক্র অর্থাৎ পিঠ ধনুকের ন্যায় বাঁকা ও যে সকল গরু ঘাড় নীচু করিয়া চলে, তাহাদের পক্ষে সাল্‌ফার অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ। শক্তি অবস্থা বিবেচনায়। ৩০শ, ২০০ শক্তি।

রোগীতত্ত্ব—মহানাদের অমৃতলাল হালদার একদিন প্রভাতে গোয়াল ঘর হইতে গরু বাহির করিবার সময় দেখিতে পায়—তাহার একটি দুগ্ধবতী

গাভী পীড়িত হইয়াছে। গাভীটি অতি ধীরে ধীরে ও কষ্টের সহিত বাহিরে আসিতেছিল। অমৃত তৎক্ষণাৎ একজন স্থানীয় গো-চিকিৎসককে ডাকিয়া গাভীটিকে দেখায়। গাভীটি গলাফুলা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া ঐ চিকিৎসক দাগিয়া দিবার প্রস্তাব করে। অমৃত প্রথমে পোড়াইয়া যন্ত্রণা প্রদান করিতে অসম্মত হয়, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে ঐ চিকিৎসকের প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হয়, কারণ তাহাকে ঔষধ খাওয়াইবার উপায় ছিল না। গাভীটির গলার গ্রন্থিগুলি স্ফীত হইয়াছিল এবং মুখ দিয়া অনবরত আঠার ন্যায় লালা নির্গত হইতেছিল। গাভীটির সমস্ত গলা বেষ্টন করিয়া এবং গলার যে যে গ্ল্যাণ্ড ফুলিয়াছিল, তাহার উপরেও উত্তপ্ত লৌহ (দাগুনি) দ্বারা পোড়াইয়া দিয়াছিল, কিন্তু উহাতে কিছুমাত্র উপকার না হওয়ায় এবং তাহার জীবনের আশা নাই দেখিয়া অমৃত বিষণ্ণ মুখে আমার নিকটে আসে ও তাহার গাভীটির পীড়ার অবস্থা জানায়। ঐ সময় একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (ডাঃ শরচ্চন্দ্র কর) তাহার একটি কন্যার চিকিৎসা করিতেছিলেন। আমি অমৃতকে বলিয়াছিলাম,—তোমার ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে খানিকটা সুগার অফ্ মিল্কের সহিত মার্ক-সল্ ৬, নামক ঔষধ প্রত্যেক বারের জন্য ৫ ফোঁটা মিশাইয়া চারিটি পুরিয়া প্রস্তুত করিয়া লইবে এবং তাহা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর গাভীটির মুখ হাঁ করাইয়া জিহ্বার উপর ঢালিয়া খাওয়াইবে, অথবা তাহার জিহ্বায় মাখাইয়া দিলেও চলিবে। ঔষধ খাওয়াইবার পূর্ব্বে ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা গাভীটির মুখের ভিতর ভাল করিয়া ধোওয়াইয়া দিবে। সেদিন তিনবার ঐ ঔষধ খাওয়ান হয়। পরদিন গাভীর মুখ দিয়া আর লালাস্রাব হয় নাই এবং অল্প ঘাস খাইতে দেওয়ায় তাহা আগ্রহের সহিতই খাইতে পারিয়াছিল। সেদিনে আর তিনবার মার্ক-সল্ ৬ খাওয়াইতেই পরদিনে গাভীটি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া অমৃতের আর আনন্দের সীমা ছিল না এবং ঐ চিকিৎসক আমাকে বলিয়াছিলেন—"গরুর পীড়ায়

যে, হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধে এরূপ আশ্চর্য্য সুফল পাওয়া যায়, তাহা আমি জানিতাম না, হালদার মহাশয়ের মৃতপ্রায় গাভীটি হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের গুণেই বাঁচিয়া গিয়াছে।"

সর্দ্দি

(Catarrh—ক্যাটার্)

ঠাণ্ডা লাগা, গোয়ালঘর ভালরূপ ঘেরা না থাকা, শীতল বাতাস লাগা, জলে ভিজা, বহুক্ষণ জলে দাঁড়াইয়া থাকা, হঠাৎ আকাশের পরিবর্ত্তন, অনাচ্ছাদিত স্থানে রাত্রিযাপন প্রভৃতি ইহার প্রধান কারণ। সর্দ্দি হইলে ক্ষুধা কমিয়া যায়, শরীরে গ্লানি বোধ, ঝিমাইতে থাকে, দুর্ব্বলতা, অল্প অল্প কম্প, জাবরকাটা কম অথবা একেবারে বন্ধ হয়, দুধ কমিয়া যায়, পায়ের গ্রন্থি সকল অনম্য বা শক্ত হয়, নাক চোক দিয়া জল বা সর্দ্দি ঝরিতে থাকে, কখন বা নাসারন্ধ্র অবরুদ্ধ হয়, চক্ষুর আরক্ততা, গলা বেদনা, হাঁচি, কাশি, কোষ্ঠবদ্ধ অথবা উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ হয়। আক্রমণ বেশী হইলে এই সকল লক্ষণ আরও বাড়িয়া যায় এবং জ্বর হয়। অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে অন্য কোন কঠিন রোগ হইতে পারে না।

একোন—প্রারম্ভাবস্থায়, জ্বর, অস্থিরতা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন, নাসিকা বন্ধ, রাত্রে বৃদ্ধি, হঠাৎ মেঘ, ঝড়, জল প্রভৃতি আকাশের পরিবর্ত্তন হেতু রোগোৎপত্তি, ঝিমাইতে ঝিমাইতে চমকিয়া উঠে, চক্ষু দিয়া অত্যন্ত জল পড়া, নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, অক্ষুধা। ৩য় শক্তি।

মার্ক-সল্—রোগের প্রথমাবস্থায় যদি নাকের ফুলা থাকে, প্রচুর

গাঢ় শ্লেষ্মা নাক দিয়া নির্গত হয়, লালা নিঃসরণ, হাঁচি, গলায় ঘা, যখন এক সময়ে অনেক গরুর সর্দ্দি হয়, সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

রসটক্স—অল্প শুষ্ক শ্লেষ্মা, নাকের ভিতর বিস্তর শ্লেষ্মা পুঞ্জীকৃত, তাহাতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা জন্মে, হরিদ্রাভাযুক্ত শ্লেষ্মা, বহুক্ষণ জলে থাকা কারণে সর্দ্দি জন্মিলে। ৩০শ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—নড়াচড়া করিতে চায় না, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আড়ষ্টতা (Stiffness), শুষ্ক আক্ষেপজনক কাশি, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, নাসিকার স্ফীততা, নাকের ভিতর প্রচুর সর্দ্দি অথবা শক্ত চটা, রাত্রে বৃদ্ধি। ৩০শ শক্তি।

ডালকামারা—জলে ভিজা, ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে সর্দ্দির উৎপত্তি, নির্ব্বোধ ও ঘুমন্তের ন্যায় অবস্থা, মুখ শুষ্ক কিন্তু পিপাসা নাই, ঘন আঠামত শ্লেষ্মা দ্বারা জিহ্বা আচ্ছাদিত, নাক বন্ধ। ৩০শ শক্তি।

পাল্‌স—শুষ্ক উৎকাশি, হরিদ্রা কিম্বা সবুজ আভাযুক্ত দুর্গন্ধ গাঢ় শ্লেষ্মা নাক দিয়া নির্গত হয়, চক্ষু দিয়া জল পড়া ও হাঁচি হইতে থাকে, সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা লাগা হেতু পীড়া। ৩০শ শক্তি।

নক্স—যতদিন উত্তর পূর্ব্ব বাতাসের প্রাধান্য থাকে, মুখ শুষ্ক, জিহ্বা সাদা ক্লেদযুক্ত, দিনের বেলায় পাতলা জলবৎ কিম্বা ঘন রক্তময় শ্লেষ্মা নাক দিয়া পড়ে ও রাত্রে নাক বন্ধ হয়, মুখে অতুষ্টিকর দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, কোষ্ঠবদ্ধ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আড়ষ্টতা, সদ্যপ্রসূত বা কয়েক-দিনের বাছুরের সর্দ্দি। ৩০শ শক্তি।

আর্স—যদি বহুদিন হইতে নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয়, ঝাঁঝাল শ্লেষ্মা, জলবৎ অতিরিক্ত শ্লেষ্মা, পুনঃ পুনঃ হাঁচি হইতে থাকে, নাসারন্ধ্রে লোনছা যাওয়া বা ক্ষতবৎ অবস্থা, শুষ্ক কাশি, অস্থিরতা, জলপানের পর শীত, চক্ষু লালবর্ণ ও চোখ দিয়া জল পড়ে, উদরাময় থাকিলে। ৩০শ, ২০০ শক্তি।

এমন-মিউর—নাক দিয়া এরূপ ঝাঁঝাল সর্দ্দি নির্গত হয় যে, ওষ্ঠের উপরিভাগ ও নাসিকার অভ্যন্তর হাজিয়া যায়, মুখের ভিতর আঠার ন্যায় এক প্রকার শ্লেষ্মা। ৩০শ শক্তি।

কেলি-বাইক্রম—পুরাতন সর্দ্দি, শ্লেষ্মা সূতার মত লম্বা হয়, গলায় ঘা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকো—নাকের ভিতর শুষ্ক চটা বা মামড়ী, হাঁ করিয়া নিশ্বাস লয়, অধিক বয়স। ৩০শ, ২০০ শক্তি।

কাশি।

(Cough কফ্)

কাশি নিজে স্বাধীন রোগ নহে, অন্য কোন রোগের একটি লক্ষণ মাত্র। ইহা সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ, গলরোগ, হৃদরোগ, প্লুরিসি, নিউমোনিয়া, যকৃতের বিবৃদ্ধি, অজীর্ণ প্রভৃতি অনেক রোগের সহচর স্বরূপ। শ্বাস-প্রশ্বাস পথের ঝিল্লী সমূহের একপ্রকার প্রদাহ বা উত্তেজনা হেতু কাশির উৎপত্তি হয়।

কাশির চিকিৎসায় ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার সময় সর্দ্দির চিকিৎসায় লিখিত ঔষধগুলি পাঠ করিলে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইবে।

একোন—প্রথমাবস্থায় জ্বর লক্ষণে, শুষ্ক এবং শীতল বাতাস লাগিয়া রোগোৎপত্তি। ৩য় শক্তি।

বেল—স্বরভঙ্গযুক্ত কাশি, হঠাৎ পীড়া বাড়ে ও হঠাৎ কমে, মুখমণ্ডল আরক্ত, চক্ষু উজ্জ্বল, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে করাতে কাঠ চেরার মত কিম্বা বাঁশীর ন্যায় শব্দ হয়। ৩, ৩০ শক্তি।

নক্স—সর্দ্দির প্রথম ভাগে শুষ্ক কাশি এবং যদি ঐ কাশি গোয়ালের দোষে জন্মিয়া থাকে, আহারের পর বৃদ্ধি। কুকুরের কাশি হইলে যদি কাশিতে কাশিতে বমি করে এবং সম্মুখের পা পুনঃ পুনঃ মুখের দুই পার্শ্বে দিতে থাকে, তবে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আশু উপকার পাওয়া যায়।

মার্ক—কষ্টদায়ক প্রচণ্ড কাশি, রাত্রে বৃদ্ধি ও রাত্রে ঘাম হয়, কাশিবার সময় কাঁপে, দক্ষিণ পার্শ্বে শুইতে অক্ষম। যদি কুকুর আগুনের কাছে বা গরমে থাকিতে চায়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্রাই—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী শুকাইয়া যায়, নাক দিয়া গাঢ় ও হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হইতে হইতে শুকাইয়া শক্ত চটা হইয়া যায়, শুষ্ক ও কঠিন কাশি, যদি ঐ কাশি কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয়, নড়াচড়ায় কষ্ট, কোষ্ঠবদ্ধ। ৩০ শক্তি।

ডালকা—নিশ্বাস প্রশ্বাসে ঘড়্ঘড় শব্দ, ভিজা মেঝেতে বাস, বৃষ্টিতে জলে ভিজা, নাক দিয়া সর্দ্দি ঝরিতে থাকে, মুখ শুষ্ক, পিপাসা নাই। ৩০ শক্তি।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব—টন্সিল (কণ্ঠমূল) ফুলা সহ কাশি। সর্দ্দি কাশিতে ডালকার সহিত ব্যারাইটা পর্য্যায় ব্যবহার হয়। ৩০ শক্তি।

এণ্টিম-টার্ট্—ঘড়্ঘড়িযুক্ত কাশি, কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাসে কোন শব্দ নাই, নিদ্রালুতা। অল্পবয়স্ক বাছুরের কাশিতে বিশেষ উপকার করে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ড্রসেরা—যদি ঐ কাশি দীর্ঘকালস্থায়ী হয় অর্থাৎ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাশে, একবারের কাশির বেগ শেষ হইতে না হইতে আবার কাশি উপস্থিত হয়, তাহাতে নিশ্বাস লইবার সময় পায় না, এমন মনে হয়। রাত্রেও শুইলে কাশি বাড়ে। ৩০ শক্তি।

এমন-মিউর—প্রবল শ্বাসরোধকর কাশি, কাশিবার সময় মুখে

বিস্তর লালা জমে। অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যায়, এমন কি, পাঁজরার হাড় বাহির হইয়া পড়ে। ৩০ শক্তি।

পাল্‌স—নম্র স্বভাব, সহজে ভীত হয়, কাশির সহিত দুর্গন্ধযুক্ত গাঢ় শ্লেষ্মা নাক দিয়া নির্গত হইতে থাকে। ৩০ শক্তি।

লাইকো—যকৃতের পীড়াগ্রস্ত, কিছু তরল বস্তু পান করিলে কমে, কাশিবার সময় মূর্চ্ছার মত হয়। ৩০, ২০০ শক্তি।

স্কুইলা—যদি কাশি সহ হাঁচি থাকে ও চক্ষু জলপূর্ণ দেখা যায়, গোঁগানি শব্দ করে, কাশিবার সময় সর্ব্ব শরীর নড়ে ও প্রস্রাব করিয়া ফেলে। ৩০শ শক্তি।

বহুব্যাপক সর্দ্দিজ্বর।

(Influenza. ইনফ্লুয়েঞ্জা)

শরৎ ও বসন্তকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক হয়। এক সময়ে অনেক গরু ঘোড়া এই রোগে পীড়িত হইয়া পড়ে। ইহা একপ্রকার বিষ, নিশ্বাসের সঙ্গে অপরের শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। নিউমোনিয়া প্রভৃতি অপর কোন উপসর্গ উপস্থিত না হইলে, এই পীড়া প্রায়ই প্রাণহানি করে না। সর্দ্দি ও জ্বর এই রোগের অগ্রদূত। প্রথমে নাক দিয়া জলবৎ সর্দ্দি নির্গত হয়, কিন্তু ইহা শীঘ্রই ঘন হইয়া যায়, কখন কখন ইহার সহিত রক্ত সংযুক্ত থাকে। হঠাৎ কম্প দিয়া জ্বর আসে, গা খুব গরম হয় ও একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। গরুগুলি মাতাল মানুষের মত চতুর্দ্দিকে হেলিয়া দুলিয়া যাইতে থাকে, টলমল করে ও পড়িয়া যায়। কখন বা কুকুরের মত হাঁটুর উপর

ভর দিয়া বসে। চক্ষু আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ থাকে। চোয়ালের বীচি (Glands) প্রদাহান্বিত হওয়ায় গলায় ব্যথা হয়, সে জন্য সর্ব্বদা গলা প্রশস্ত বা বাড়াইয়া রাখে। শ্বাসকষ্ট, কাশি প্রভৃতি নানারূপ কষ্টকর উপসর্গ সেই দেহের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে।

একোন—প্রথমাবস্থায়, জ্বর, শুষ্ক কাশি, পুনঃ পুনঃ হাঁচি, নাকে সর্দ্দি না থাকা, অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে। ৩য় শক্তি।

জেল্‌স্‌—চুপ করিয়া চোক বুজিয়া শুইয়া থাকে, সর্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা, পুনঃ পুনঃ হাঁচি, গলা বেদনা, গিলিতে কষ্ট, দক্ষিণ নাসারন্ধ্র আরক্ত বা লালবর্ণ। ৩য় শক্তি।

মার্ক-সল্‌—যদি গলক্ষত (Sore throat) সহ অপরিমিত লালা মুখ দিয়া নির্গত হয়, ঘর্ম্মযুক্ত, চক্ষুতে জল ঝরে, আলোকাসহ্য, উদরাময় কিম্বা রক্তামাশয়, শুষ্ক ও খর্ব্ব কাশি। ইনফ্লুয়েঞ্জায় মার্ক-সল অপেক্ষা মার্ক-ভাইবাস ব্যবহারে উপকার বেশী হয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেল—মুখমণ্ডল আরক্ত, যদি মাথা আক্রান্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ মাথা নাড়ে, চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে বা বড় দেখায় এবং প্রদাহান্বিত ও লাল হয়, অত্যন্ত ঘর্ম্ম, স্বরভঙ্গ, শুষ্ক কাশি, কাশিতে ঘেউ ঘেউ শব্দ, গিলিতে কষ্ট বিশেষতঃ তরল দ্রব্য সেবনে, সময় সময় চমকিয়া উঠে। ৩, ৩০ শক্তি।

ব্রাই—অত্যন্ত কষ্টদায়ক কাশি, নড়িতে চড়িতে চায় না, কখন কোষ্ঠবদ্ধ কখন উদরাময়, নাকে সর্দ্দি শুকাইয়া যায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, দিবসে কাশির বৃদ্ধি। ৩০ শক্তি।

রস্‌—সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অস্থিরতা, নড়িলে চড়িলে ভাল থাকে, জিহ্বা ও মুখের ভিতর লাল, আর্দ্রতাভোগ হেতু পীড়া, সন্ধ্যা হইতে দুইপ্রহর রাত্রির মধ্যে কাশির বৃদ্ধি। ইনফ্লুয়েঞ্জা আরোগ্য করিতে রসটক্সের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। ৩০ শক্তি।

আর্স—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শরীরের খুব বেশী উত্তাপ, বহুবার ভেদ হয়,

কখন কখন পাতলা মল সহ রক্ত থাকে, নাক দিয়া প্রচুর পাতলা সর্দ্দি ও কখন বা তৎসহ রক্তবর্ণ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে, অত্যন্ত পিপাসা। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আর্সেনিক প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। ৩০, ২০০ শক্তি।

এণ্টিম্-টার্ট—অত্যন্ত কাশি, কাশিবার সময় সমস্ত শরীর নড়ে, শ্বাসকষ্ট। ৬ শক্তি।

ফস্—নিউমোনিয়া হইবার উপক্রমে, বুকের ভিতর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিলে কাশি হয়। ৩০ শক্তি।

ইউপেটো-পারফো—সর্ব্বাঙ্গে, হাড়ে বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, কেবল শুইয়া থাকিতে চায়, জ্বর, কাশি, স্বরভঙ্গ, প্রাতে বৃদ্ধি। ইনফ্লুয়েঞ্জার এপিডেমিক (বহুব্যাপকতার) সময় বিশেষ কার্য্যকারী। ৩, ৩০ শক্তি।

সালফার—সযত্নে নিরূপিত ঔষধ ব্যবহারে উপকার না পাইলে একমাত্র সালফার প্রয়োগে সত্বর সুফল পাওয়া যায়। ৩০, ২০০ শক্তি।

বায়ুনলী প্রদাহ।

(Bronchitis ব্রণ্কাইটিস্)

ইহা নাসিকা ও গলার শ্বাসনলী সমূহের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ। আর্দ্রতাভোগই ব্রণ্কাইটিস্ রোগ জন্মিবার প্রধান কারণ। অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগা বিশেষতঃ দুর্ব্বল শরীরে, ধূঁয়া, ধুলা, কুয়াসা বা অন্য কোন পদার্থ নিশ্বাসের সঙ্গে নাসিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াও এই পীড়া জন্মে। নানা প্রকার জ্বর ও অন্যান্য কতকগুলি রোগসহ ব্রণ্কাইটিস্ হইতে পারে। ছোট ছোট বাছুর ও অধিক বয়সের গরুর এই রোগ অধিক হয়। বৃদ্ধ

বয়সে প্রাচীন ব্রণ্‌কাইটিস্ (Chronic Bronchitis) অনেকেরই থাকে।

প্রথমে সামান্য সর্দ্দির মত হয়, অল্প অল্প কাশি থাকে, ক্ষুধা থাকে না, বিমর্ষ ভাব দেখা যায়। অল্প সময়ের মধ্যে নাড়ী ও নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয় এবং শ্বাসনলী (Wind pipe) হইতে এক প্রকার মৃদু ঘড়্‌ঘড়ী শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ কাশি আর্দ্র বা শব্দযুক্ত। ক্রমশঃ কাশি ও শব্দ বাড়িতে থাকে, তাহাতে কাশিবার সময় বড় কষ্ট বোধ করে ও কাশিতে নারাজ হয়। প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও রক্তবর্ণ হইয়া যায়। মাথা নীচু করিয়া নিয়ত একস্থানে একভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শরীরের উত্তাপের সকল সময়ে সমতা থাকে না, কখন গরম, কখন ঠাণ্ডা। মুখ গরম এবং আঠাযুক্ত শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ থাকে। সচরাচর কিছুদিন পরেই নাকে সর্দ্দি দেখা যায়।

অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া সুলক্ষণ। কাশি ও কাশিবার সময় গলার ঘড়্‌ঘড়ী শব্দ একেবারে নিবৃত্ত হওয়া কিম্বা কম হওয়া আরোগ্যের লক্ষণ। শুষ্ক কাশি বা শ্লেষ্মা নির্গত না হওয়া ও নাক শুষ্ক হইয়া যাওয়া এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত অস্বাভাবিকরূপ দ্রুত হওয়া আরোগ্য কার্য্যে বাধা প্রদান করে। শ্লেষ্মা নির্গত না হইয়া সমস্ত শ্বাসনলী শ্লেষ্মায় অবরুদ্ধ হইয়া গেলেই দমবন্ধ (Suffocation) হইয়া মৃত্যু হয়।

একোন—রোগের প্রথমে দেওয়া যাইতে পারে, যখন কেবল প্রদাহ ও জ্বর টের পাওয়া যায়। অস্থিরতা, কোন স্রাব বা ঘর্ম্ম (Exudation) নাই। ৩ শক্তি।

এণ্টিম-টার্ট—কাশিবার সময় বুকের শ্লেষ্মার ঘড়্‌ঘড় শব্দ, অত্যন্ত কাশি, কাশিতে দম বন্ধের ভাব, অধিক পরিমাণ তরল শ্লেষ্মা থাকা, জিহ্বা সাদা ক্লেদাবৃত, নিদ্রালুতা। বাছুর গায়ে হাত দিতে দেয় না। ৬ শক্তি।

ব্রাই—বক্ষঃস্থল এবং ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হইলে, শুষ্ক অথবা অল্প

শ্লেষ্মাস্রাবী কাশি, জিহ্বা সাদা, শয়নাবস্থায় কাশিতে কাশিতে লাফাইয়া উঠে, কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষণ থাকিবে। ৩০ শক্তি।

বেল—উচ্চ শব্দে শুষ্ক কাশি, আরক্ত মুখমণ্ডল, যখন গলায় ঘা হয়, গলার ভিতর শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, গলায় অল্প চাপ দিলে দমবন্ধের ভাব দেখায়। ৩, ৩০ শক্তি।

ক্যালকে-কার্ব্ব—স্থূলকায়, সরল ঘড়্ঘড়ীযুক্ত কাশি, মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম। ৩০ শক্তি।

মার্ক-সল—গলায় ও মুখে ঘা, মুখ দিয়া অত্যন্ত লালা নির্গত হয়, উদরাময়, রক্তসংযুক্ত মল, অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়। ৬ শক্তি।

ইপিকাক্—যদি বমি থাকে এবং অস্থায় খাদ্য কিম্বা কোন রকমের অত্যধিক খাদ্য খাইয়া পীড়া জন্মিয়া থাকিলে, কাশিবার সময় মুখ নীলবর্ণ হইয়া যায়। ৩০ শক্তি।

ফস্ফরাস্—অন্য কোন ঔষধে উপকার না পাইলে ফস্ফরাস্ নির্দ্দেশিত হয়। যদি নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত থাকে, কাশিবার সময় সমস্ত শরীর নড়ে, বুকে শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, কাশি চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, পাঁকের মত (Slimy) শ্লেষ্মায় মুখ পরিপূর্ণ হইয়া আইসে, শীর্ণ চেহারা। ৩০ শক্তি।

আর্স—অস্থিরতা, পিপাসা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, দুর্ব্বলতা, প্রাচীন পীড়া। ৩০, ২০০ শক্তি।

পাল্স্—কম্পন ও উদরাময় থাকিলে। ৩০ শক্তি।

কেলি-বাই—মুখ দিয়া রজ্জুর ন্যায় দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা নির্গত হইলে। ৬ শক্তি।

কল্চি—বাতাক্রান্ত গরুর ব্রণ্কাইটিস। ৩০, ২০০ শক্তি।

চেলিডো—প্রবল জ্বর ও শ্বাসকষ্ট সহ প্রত্যেকবার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে নাক উঠাপড়া করে। ৬ শক্তি।

ফুসফুসের প্রদাহ।

(Pneumonia—নিউমোনিয়া)

অধিকাংশস্থলেই দক্ষিণ দিকের ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত হয়। দুইদিকেরই ফুস্‌ফুসের প্রদাহ হইলে, তাহাকে ডবল-নিউমোনিয়া বলে। বাসগৃহে বিশুদ্ধ বায়ু যাতায়াতের সুবিধা না থাকিলে ও ভিজা মেঝেতে বাস হেতু প্রায়ই এই রোগে পীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর, বিশেষতঃ রুগ্ন ও দুর্ব্বল শরীরে ঠাণ্ডা লাগা, হঠাৎ ঘর্ম্মরোধ, আঘাত-প্রাপ্তি প্রভৃতি নিউমোনিয়া হইবার প্রধান কারণ। সর্দ্দি কাশিকে সামান্য বোধে তাচ্ছিল্য করিলেও এই রোগ হইবার সম্ভাবনা। রেমিটেণ্ট ফিবার বা একজ্বর, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রণ্‌কাইটিস প্রভৃতি অনেক প্রকার রোগের শেষাবস্থায় নিউমোনিয়া আক্রমণ করিতে পারে। একবার যাহার নিউমোনিয়া হয়, প্রায়ই তাহার দেহে এই রোগের পুনরাক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমে কম্পন, বিমর্ষতা, অক্ষুধা বা অল্প ক্ষুধা, জ্বর ও নিশ্বাস-প্রশ্বাস সামান্য দ্রুত হওয়া দেখা যায়। কিন্তু শীঘ্রই নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং শ্বাসকষ্ট ও নাসারন্ধ্র বিস্তৃত হয়। প্রথমাবস্থায় নাড়ীর বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন বুঝা যায় না, কিন্তু শীঘ্রই অত্যন্ত দ্রুত ও অসম হইয়া আসে। চর্ম্ম অত্যন্ত গরম হইয়া উঠে, কিন্তু লোম, শিং, ক্ষুর প্রভৃতি ঠাণ্ডা হয়। পীড়িত পার্শ্ব স্ফীত দেখা যায়। নাকের ভিতরের ঝিল্লী অত্যন্ত লাল হয়। চক্ষু দুইটি বাহির হইয়া আসে অর্থাৎ বড় দেখায় ও জলে পরিপূর্ণ থাকে। নাক দিয়া সর্দ্দি নির্গত হয়। শূকরের ন্যায় একপ্রকার শব্দ করে, মুখ গরম হয়। পার্শ্বেবদনার জন্য প্রায়ই শুইতে পারে না, সম্মুখের পা ফাঁক করিয়া একভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। আক্ষেপ-

যুক্ত কাশি। প্রস্রাব ঘন এবং পরিমাণে অল্প ও গরম হয়। ক্ষুধা একেবারে থাকে না। দুগ্ধবতী গাভীর দুধ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। উদ্বিগ্ন মুখশ্রী দেখিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে বুঝা যায়। বিষণ্ণভাবে শরীরের আক্রান্ত পার্শ্বের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। গর্ভবতী থাকিলে প্রায়ই গর্ভস্রাব হয় এবং বাছুরটি পেটের ভিতরেই প্রাণত্যাগ করে।

পা, শিং প্রভৃতি শাখা সমস্ত গরম হওয়া, ক্রমশঃ ক্ষুধা বেশী হওয়া, জাওর কাটা, দুগ্ধবতী গাভীর দুধ ফিরিয়া আসা প্রভৃতি সুলক্ষণ। নিউমোনিয়ায় নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যাওয়া বা লুপ্ত হওয়া অত্যন্ত অশুভসূচক লক্ষণ। ফুসফুসে শোথ, স্ফোটক ও পূঁজোৎপত্তি বা পচনাবস্থা অতি শঙ্কাজ্ঞাপক।

নিউমোনিয়ার তিনটি অবস্থা ধরা যায়। কতিপয় ঘণ্টা হইতে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত ফুস্‌ফুসে রক্ত সঞ্চিত অবস্থা বা প্রথম অবস্থা (Engorgement stage) বলা যায়। দুই হইতে চারি দিন মধ্যে ফুস্‌ফুস্‌টি যকৃতের মত নিরেট হইয়া যায়, ইহাকেই যকৃতীভূত অবস্থা বা দ্বিতীয় অবস্থা (Red Hepatization stage) বলে। তৃতীয় অবস্থায় (Grey Hepatization stage) ফুস্‌ফুসে পূঁজোৎপত্তি হয় কিম্বা পীড়া আরোগ্যের পথে যায়। পূঁজোৎপত্তি হইলে দুই হইতে চারিদিন মধ্যে মৃত্যু ঘটে।

নিউমোনিয়া হইলে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহার সম্বন্ধে মোটামোটি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, প্রথম অবস্থায় ফুস্‌ফুস্‌ নামক যন্ত্রে (Lungs লাংস্‌) প্রদাহ হইয়া রক্তাদি সঞ্চিত হয়, পরে দ্বিতীয় অবস্থায় সেটি নিরেট হইয়া যায়। তৃতীয় অবস্থায় ফুস্‌ফুসে স্ফোটক হওয়া, পচিয়া যাওয়া প্রভৃতি সাংঘাতিক উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়। যদি তৃতীয় অবস্থাতে ক্রমশঃ ফুস্‌ফুস্‌ কোমল হয় এবং সঞ্চিত শ্লেষ্মাদি তরল হইয়া উঠিয়া যায়, তবেই এ রোগে প্রাণী সকল রক্ষা পাইতে পারে।

নিউমোনিয়ার তরুণ ও প্রাচীন এই দুই প্রকার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

তরুণ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত গরুগুলির নিম্নলিখিত মত লক্ষণ সকল দেখা যায়। অকস্মাৎ ক্ষুধা লোপ, নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ও গরম হওয়া, হাঁপানি ও প্রত্যেক তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ নিশ্বাসের সহিত ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। নাড়ী অতিশয় দ্রুত হয়, কোন সময় নাড়ী ক্ষুদ্র এবং শক্ত থাকে, কখন বা পূর্ণ এবং লম্ফমান হয়, কিন্তু প্রায়ই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ থাকে। বক্ষঃসঞ্চালনে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়, শাখা সমস্ত (পা, শিং, কাণ প্রভৃতি) ঠাণ্ডা হয়, কিম্বা সম্মুখের ও পশ্চাতের একটি করিয়া পা ঠাণ্ডা, অন্যগুলি গরম দেখা যায়। অল্প রুক্ষ কাশি, নড়িতে কষ্ট। ষ্টেথস্‌কোপের সাহায্যে বুকে কাণ সংযোগ করিলে, একখানি পাতলা কাগজ জোরে নাড়িলে যেরূপ শব্দ হয়, সেই প্রকার শব্দ শুনা যায়, এই অবস্থায় পীড়া বাধা প্রাপ্ত না হইলে, সঙ্কটাবস্থায় উপস্থিত হয় এবং ৮।১০ দিন মধ্যে জীবন অথবা মরণ যাহা হয় একটা হইয়া থাকে।

পুরাতন চিত্রটি চিকিৎসা-কার্য্যে বড়ই অসুবিধা উৎপাদন করে, কারণ এই অবস্থায় সকল সময় লক্ষণের সমতা থাকে না। কখন ভাল কখন মন্দ দেখা যায়। অল্প অল্প শুষ্ক কাশি থাকে, নড়ন-চড়ন রহিত হয়, অনেক রোম উঠিয়া যায় এবং কখন কখন নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। যদি এই সময় তাহাকে পরীক্ষা করা যায়, তবে পা, শিং প্রভৃতি ঠাণ্ডা ও নাড়ী তীক্ষ্ণ দেখা যাইবে। এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা পরে আবার পরীক্ষা করিলে পা, শিং প্রভৃতি গরম বোধ হয় এবং নাড়ী আর অসম থাকে না। সচরাচর ক্ষুধা থাকে এবং জাওর কাটে, কিন্তু তাহা স্বাভাবিকরূপে নহে। এই সকল লক্ষণে তত ভয় নাই সত্য, কিন্তু এই সময় রোগকে বাধা দিতে না পারিলে, অন্যান্য কঠিন লক্ষণ দেখা যায়।

নিউমোনিয়া অতি কঠিন পীড়া তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু নিউমোনিয়া

রোগে অন্যান্য মতের চিকিৎসা অপেক্ষা হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসকগণ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অনেক স্থলে ব্রাইওনিয়া, এন্টিম-টার্ট, ফস্‌ফরাস, স্কুইলা প্রভৃতি ঔষধ এরূপ ত্বরিত গতিতে রোগ আরোগ্য করিয়া দেয় যে, কিরূপে আরোগ্য হইল অনেক সময় চিকিৎসক নিজেই তাহা বুঝিতে পারেন না। হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকেই জানেন যে, অনেক প্রকার কঠিন পীড়ায় দুই এক মাত্রা ঔষধ খাওয়াইয়া পীড়া আরোগ্য হইয়া যাওয়ার পর কোন কোন রোগীর অভিভাবক "ভগবান (৺তারকনাথ) ভাল করিয়াছেন, আর ঔষধ খাওয়াইব না" বলিয়া অবশিষ্ট ঔষধ চিকিৎসককে ফেরত দিতে আসে। ডাঃ ষ্টুয়াট নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ১৮০টি গাভীর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া ১৩০টি গাভী রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, ক্রুপাস্-নিউমোনিয়া, প্লুরো-নিউমোনিয়া প্রভৃতি নিউমোনিয়ার অনেক প্রকার নাম আছে। রোগকে নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করা অপেক্ষা সঙ্গে সঙ্গে রোগের বিদায়ের ব্যবস্থা করাই ভাল। নিম্নলিখিত ঔষধগুলির সাহায্যে সকল প্রকার নিউমোনিয়াই আরাম করিতে পারা যায়।

একোন—পীড়ার প্রারম্ভে অত্যন্ত জ্বর, দ্রুত এবং পূর্ণ নাড়ী, নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ও গরম, কাশি শুষ্ক, ঘর্ম্মশূন্য শুষ্ক উত্তাপ, অস্থিরতা ও পিপাসা বর্ত্তমান থাকিলে একোনাইট প্রয়োগ হয়। যদিও অনেকে বলেন, একোনাইট নিউমোনিয়ার ঔষধ নহে, কিন্তু লক্ষণানুযায়ী ঠিক সময়ে ইহা প্রয়োগ করিলে, অন্যান্য প্রদাহিক রোগের ন্যায় অঙ্কুরেই পীড়ার আক্রমণ নষ্ট হইতে পারে। একোনাইট পীড়ার প্রথমাবস্থার ঔষধ বলিয়া চিকিৎসক অপেক্ষা গৃহস্থ কর্ত্তৃক অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে।

আর্ণিকা—আঘাতাদি লাগা ও অত্যন্ত পরিশ্রম হেতু রোগের উৎপত্তি, শুষ্ক কাশি, কাশিতে সর্ব্বশরীর নড়ে, সর্ব্বাঙ্গ শীতল, মস্তক গরম। ৩ শক্তি।

ব্রাই—চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, নড়া চড়ায় কষ্ট, কোষ্ঠবদ্ধ, অত্যন্ত কাশি, নিশ্বাস অপেক্ষা প্রশ্বাস ছোট, বিশেষতঃ যদি প্রত্যেক নিশ্বাসের সহিত শূকরের ন্যায় শব্দ (Grunting noise) শুনিতে পাওয়া যায়, (স্কুইলাতেও এই লক্ষণ আছে), শ্বাসকষ্ট, মুখাভ্যন্তর শুষ্ক, পীড়িত পার্শ্বের উপর চাপিয়া শোয়, তাহাতে ভাল থাকে। নাক দিয়া রক্তস্রাব ও যকৃতের পীড়া থাকিলে। ৩০ শক্তি।

আর্স—যদি নাকে খুব সর্দ্দি ঝরে, অতিশয় অবসন্নতা এবং যে প্রকার বল থাকে সেই প্রকার অস্থিরতা, গায়ের রোম সকল ঠিক খাড়া হয়, গা অত্যন্ত গরম কিম্বা হিমাঙ্গ, শাখা সমস্ত শীতল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত, অল্প পরিমাণে বেশীবার জল খায়, উদরাময় এবং যদি শরীরের কোনও অংশে শোথ (Swelling) থাকে, সকল বয়স বিশেষতঃ বৃদ্ধ। ৩০, ২০০ শক্তি।

রস—যদি নিশ্বাস লইবার সময় বক্ষঃস্থল অত্যন্ত অন্যায়রূপে ফুলিতে দেখা যায় এবং নাক রক্তবর্ণ, প্রদাহান্বিত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে, যদি পা সকল পৃথক পৃথক বিস্তৃত করিয়া রাখে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বচ্ছন্দতা লক্ষিত হয় বা সর্ব্বদা নড়া চড়া করে। আর্সেনিকের পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহৃত হইতে পারে। ৩০ শক্তি।

বেল—মুখমণ্ডল আরক্ত ও উজ্জ্বল, চক্ষু বড় বড়, নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত এবং গলার ভিতর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ (Rattling noise) শুনা যায়, শুষ্ক কাশি, কখন কখন গলার ও বুকের আক্ষেপিক সঙ্কোচন (a spasmodic constriction), ক্যারোটিড্ ধমনী (গলার দুই পার্শ্বের শিরা) লাফাইতে থাকে। ৩, ৩০ শক্তি।

ইপিকাক—নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত, গলায় ঘড়্ ঘড় শব্দ, উদ্বিগ্ন, চক্ষু লাল এবং প্রদাহান্বিত। ৩০ শক্তি।

এণ্টিম্-টার্ট—বুকে ঘড়্ঘড় শব্দ, কাশি, নিশ্বাস প্রশ্বাস হ্রস্ব এবং ঘন ও কষ্টকর, প্রত্যেক নিশ্বাসের সঙ্গে নাক উঠা পড়া করে, কাশিতে যন্ত্রণা, আক্ষেপযুক্ত কাশি, হাঁ করিয়া থাকে, জিহ্বা ও মুখের ভিতর শুষ্ক, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত, ফুস্ফুসের শোথ, নাড়ী অসম ও প্রায় অনুপলব্ধ (Imperceptible), হিপাটিজেশন (যকৃতের ন্যায় ফুস্ফুস্ নিরেট হইয়া যায়) অনুভূত হইলে। ৬ শক্তি।

মার্ক-সল্—যদি অত্যন্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে, শুষ্ক কাশি, অন্যায়রূপ নিশ্বাস প্রশ্বাস বা শ্বাসকষ্ট, উদরাময়, রক্তামাশয়, দক্ষিণদিকের পীড়া, দক্ষিণ পার্শ্বে শুইতে পারে না, ঠাণ্ডা লাগা হেতু পীড়া, নাড়ী দুর্ব্বল, সর্ব্বদা প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। ৬ শক্তি।

ফস্ফরাস্—ফুস্ফুসের ভিতর শ্লেষ্মার ঘড়্ঘড়্ শব্দ, অচেনা লোক দেখিলে কাশে, মুখে প্রচুর শ্লেষ্মা জমে, দীর্ঘকায় বা শীর্ণ শরীর, উদরাময়, নাকের পক্ষ দুইটি উঠা পড়া করে, মস্তক গরম, শরীরের শেষ ভাগ বা শাখা সমস্ত ঠাণ্ডা, ক্যারোটিড্ ধমনীর উল্লম্ফন, নাড়ী দ্রুত, চর্ম্ম শুষ্ক ও অত্যন্ত গরম। ব্রাইওনিয়ার পর ফস্ফরাস্ নির্দ্দেশিত হইতে পারে। পীড়ার প্রাচীন অবস্থাতেই ফস্ফরাস্ ব্যবহৃত হয়। ৩০ শক্তি।

হিপার—নিউমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় সহজে আরোগ্য না হইয়া পূঁজোৎপত্তি হইলে হিপারের প্রয়োজন হয়। সর্ব্বদা গভীর নিশ্বাস প্রশ্বাস, নিশ্বাসে নাক ডাকা শব্দ, চট্চটে শ্লেষ্মা, পূঁজময় শ্লেষ্মা, যদি ফুস্ফুসে টিউবার্কল্ বা স্ফোটক জন্মিয়া থাকে। ৬ শক্তি।

স্কুইলা—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কাশি, নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, উদ্বিগ্ন, অবিরত প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা করে, শূকরের ন্যায় শব্দ (Grunting

noise) করে, মুখে ফেণা বাহির হয় ও মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে, শরীরের সহিত মস্তক সোজা ভাবে রাখিয়া শয়ন করে। ৩০ শক্তি।

চেলিডো—দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের পীড়া, নাকের পক্ষ দুইটি উঠাপড়া করে, ইহা চেলিডোনিয়ামের অতি প্রসিদ্ধ লক্ষণ। এক পা শীতল, অন্য পা গরম, যকৃতের পীড়া-সংযুক্ত। ৬ শক্তি।

লাইকো—অগ্রে দক্ষিণ ফুস্‌ফুসে পীড়া হইয়া পশ্চাৎ বাঁদিক আক্রমণ করে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে নাক উঠা পড়া করে, এক পা ঠাণ্ডা অন্য পা গরম, বহুদিনের যকৃতের পীড়া, ফুস্‌ফুসে পূঁজোৎপত্তি, কোষ্ঠবদ্ধ, তলপেট ফাঁপ, প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, প্রস্রাব রক্তবর্ণ। ৩০, ২০০ শক্তি।

কার্ব্ব-ভেজি—জীবনীশক্তি হীন, অবসন্ন, নিতান্ত দুর্ব্বল, মড়ার মত পড়িয়া থাকে, শীর্ণ, মুখশ্রী বিবর্ণ, নাড়ী সূত্রবৎ, শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস শীতল, হিমাঙ্গ, অন্তিমকালের অবস্থা। মল অসাড়ে নির্গত, টিনের ঘরে বাস। ৩০ শক্তি।

সাল্‌ফার—মনোমত ঔষধে উপকার না পাইলে মধ্যে মধ্যে এক মাত্রা সাল্‌ফার দিতে হয়, বিশেষতঃ নিউমোনিয়ার রেজোলিউশন অবস্থায় শোষণকার্য্যে সহায়তা জন্য সাল্‌ফার অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। প্রাতে উদরাময় বৃদ্ধি ও কোনও প্রকার চর্ম্মরোগ থাকিলে সালফার প্রয়োগ হিতকর। ৩০, ২০০ শক্তি।

পূর্ব্বে অন্য কোন ঔষধ খাইয়া থাকিলে।—নক্স, সাল্‌ফার।

কাশি ও কোষ্ঠবদ্ধ।—ব্রাই।

নাক দিয়া রক্ত পড়া।—ব্রাই, ব্রোমিয়াম।

রক্ত-সংযুক্ত মল।—মার্ক-সল্, ফস্‌-এসি।

খাঁটী রক্তভেদ।—মার্ক-কর।

প্রাচীন উদরাময়।—আর্স, ফস্, সাল্‌ফার।

আঘাত লাগার পর পীড়া।—আর্ণিকা।

যকৃতের রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ।—ব্রাই, চেলিডো।

নাক নড়ে।—চেলিডো, এন্টিম-টার্ট, ফস্, লাইকো।

কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস।—এন্টিম টার্ট।

ঘড়্ঘড়ীযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস।—এন্টিম-টার্ট, লাইকো, ফস্।

হাঁ করিয়া নিশ্বাস লয়।—ফস্, লাইকো।

রাত্রে ও নিদ্রাবস্থায় কাশি।—হাইয়স।

নাক মুখ দিয়া সর্দ্দি ঝরে। মার্ক-সল্।

শূকরের ন্যায় শব্দ করে।—ব্রাই, স্কুইলা।

মুখের চতুর্দ্দিকে ফেণা।—স্কুইলা, এপিস।

চক্ষু কোটরস্থ।—আর্স।

চক্ষু অর্দ্ধ-মুদ্রিত।—ওপি।

চক্ষু বড় বড়।—বেল।

দড়ী বা সূতার ন্যায় লালা।—কেলি-বাই।

ফুসফুসে পূঁজোৎপত্তি।—হিপার, লাইকো।

ফুসফুসের পূঁজ শোষণ জন্য।—সাইলি।

ফুসফুসের পচনাবস্থা।—আর্স, কার্ব্ব-ভেজি, সাইলি।

আভ্যন্তরিক জ্বালা ও ছট্‌ফটানি।—আর্স।

রক্ত শ্লেষ্মাদি বহু পরিমাণে নির্গত হওয়ায় দুর্ব্বলতা।—চায়না।

উগ্রভাবাপন্ন, কোপনস্বভাব, চক্ষু রাঙ্গা।—বেল।

কামড়াইতে আসে।—বেল, হাইয়স।

প্রবল হিক্কা।—বেল, সিকুটা।

রক্ত প্রস্রাব।—ব্রাই, ক্যান্থা।

মল-মূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।—ব্যাপ্‌টি, আর্স।

অবসন্ন, অচৈতন্য, অঘোর নিদ্রা, জাগাইলে জাগে।—ফস্-এসি।

জাগাইলে অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে।—আর্ণিকা, ব্যাপ্‌টি।

অজ্ঞানাবস্থায় শ্বাসকষ্ট।—ষ্ট্র্যামো।

অজ্ঞানাবস্থা, নিম্নমাড়ি ঝুলিয়া পড়ে।—হাইয়স।

জ্ঞানশূন্য, নিদ্রিত অবস্থাতেও গোঙানি, লেজের দিকে সরিয়া যায়।—মিউর-এসি।

হিমাঙ্গ, নাড়ী ছাড়া।—কার্ব্ব-ভেজি।

গরুর পক্ষে প্লুরো-নিউমোনিয়া একটি সাংঘাতিক রোগ। ইহা এককালে মড়ক আকারেও প্রকাশ পায়। এই রোগ সম্বন্ধে কেহ বলেন, ইহা সংক্রামক রোগ, কেহ বলেন ইহা সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক দুই-ই, আবার কেহ বলেন, উহা কিছুই নহে। অন্যান্য প্রকার চিকিৎসা প্রণালীতে ইহার বিশেষ কিছু উপায় দেখা যায় না, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসায় প্লুরো-নিউমোনিয়ার আশুফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত বিস্তর মহৌষধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রথমাবস্থায় ইহার লক্ষণ সকল অস্পষ্ট থাকিলেও পরবর্ত্তী অবস্থায় সকল লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন আর ভুল হইতে পারে না। ডাঃ চার্লস্ (Dr. Charles W. Luther) বলেন, প্রাথমিক অবস্থায় যখন কাশি থাকে, তখন ব্রাইওনিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ। দ্বিতীয় অবস্থায় যখন কষ্টকর নিশ্বাস-প্রশ্বাস, শূকরের ন্যায় শব্দ, সামান্য যন্ত্রণাদায়ক কাশি, মুখ ও নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয়, দুগ্ধ প্রদানে একেবারে বিরত কিম্বা অত্যন্ত কম হইয়া যায়, গাভী গুটি শুটি হইয়া দণ্ডায়মান থাকে, অক্ষুধা ও জাওর কাটে না; তখন আর্সেনিক ও ব্রাইওনিয়া ৪ দিন অন্তর পর্য্যায়ক্রমে খাওয়াইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে।" কিন্তু ইহার কিছু বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, লক্ষণ দৃষ্টে ঠিক ঔষধ নিরূপণ করিতে হইবে। অধিক সংখ্যক রোগী দেখিলে, কোন্ রোগে কি কি লক্ষণ প্রবল হয় এবং কি কি লক্ষণে কি কি ঔষধ বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা আপনা আপনিই অভিজ্ঞতা জন্মে।

বুকের উপর মসীনা কিম্বা গমের পুলটিস দেওয়া, বোতলে গরম জল

পুরিয়া কিম্বা গরম ফ্লানেল অথবা কম্বল ছেঁড়া প্রভৃতি দ্বারা ফোমেণ্ট করা ইত্যাদিতে রোগী কেমন শান্তি লাভ করে, তাহা ঐ প্রকার চিকিৎসা-অনুমোদনকারিগণ কেহই ভাবিয়া দেখেন না, কিন্তু রোগীকে তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে হয়। পেটে যা হয় হউক, প্লীহা দমন হওয়া চাই; মরিয়া যায় যাউক, রোগের নামকরণ বা নাম ধরিয়া ডাকা চাই, এ সকল ব্যবস্থা হোমিওপ্যাথিতে নাই, দরকারও নাই। এই প্রকার উত্তাপ লাগানর পরক্ষণে অলক্ষিতে বুকে এরূপ ঠাণ্ডা লাগিতে পারে, যাহা অতি অনিষ্টকর হয়। সুখের বিষয় যে, আমাদের দেশে গরুর জন্য সাধারণে এতটা করিতে রাজি নহেন। ঠাণ্ডা লাগা হইতে রক্ষা করিবার বা গরমে রাখিবার জন্য ফ্লানেল কিম্বা তুলা দ্বারা বুক ঢাকিয়া একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

রক্তমোক্ষণ (ফস্ত খোলা) কিম্বা জোলাপ দেওয়ায়, শরীরের রস রক্তাদি নির্গত হওয়াতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা আনয়ন করে, উহা রোগের আক্রমণের ন্যায় ঔষধের আক্রমণ বা ঔষধ-সৃষ্ট-ব্যাধি বলা যাইতে পারে। ঐ সকল প্রক্রিয়ায় জীবনীশক্তি কমিয়া যায় এবং ফুসফুস শক্ত হওয়া ও পচিয়া যাওয়ার পক্ষে বিশেষ সহায়তাই করে।

আর একটি সাংঘাতিক ভুলের কথা (Fatal mistake) উল্লেখ করিব; সেটি জোর করিয়া গলায় ভিতর খাদ্য প্রবেশ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয় অবস্থায় বা যখন ক্ষুধা অল্প হইয়া যায়, কিম্বা একেবারে অক্ষুধা জন্মে, তখন যে কোন প্রকার খাদ্য খাইতে দিলে, সে তাহা হজম করিতে পারে না। ঐ খাদ্য তখন বাহ্য বস্তুর ন্যায় পাকস্থলীতে রহিয়া যায় এবং তাহাতে কেবল অসুখের বৃদ্ধি করে ও রোগের ভোগকাল দীর্ঘ করিয়া দেয়। জোর করিয়া ত খাওয়ান হইবেই না, ক্ষুধা হইলেও অতি সাবধানতার সহিত বিবেচনা পূর্ব্বক খাদ্য প্রদান করা আবশ্যক। এইরূপ

খাদ্য প্রদানের দোষেই অনেক সময় পীড়ার পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে ও তখন রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

পিপাসার জল অবশ্যই দিতে হইবে, তাহাতে বাধা দেওয়া ভাল নয়। একটি প্রশস্ত পাত্র করিয়া পরিষ্কৃত জল গরুর মুখের নিকটে রাখিয়া দিলে, সে ইচ্ছামত জলপান করিতে পারে। যদি না খায়, না খাইবে, কিন্তু প্রত্যহ দুইবার ঐ জল বদলাইয়া দিতে হইবে। শ্লেষ্মা বৃদ্ধির ভয়ে যেন জলাভাবে প্রাণ কণ্ঠাগত না হয়।

ল্যাঙ্কাশায়ারের ডাঃ এইচ্‌ ষ্টুয়ার্টের চিকিৎসিত দুইটি গাভীর বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইল।

১। একজন অশ্বচিকিৎসক একটি কাল রংয়ের গাভীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। রক্তস্রাব, ফোস্কাকরণ, জোলাপ দেওয়া প্রভৃতি সকল রকম চিকিৎসা করিয়া দশ দিনের পর ঐ চিকিৎসক মালিককে বলিয়াছিলেন যে, "আমি আর কিছু করিতে পারিব না এবং ঐ গাভীটি ২৪ ঘণ্টার অধিক বাঁচিতে পারে ইহাও আমার বিশ্বাস হয় না, সুতরাং এই বেলা গাভীটিকে বিক্রয় করিয়া ফেলাই আপনার পক্ষে মঙ্গল।"

ঐ কথা শুনিয়া আমি গাভীটিকে দেখিতে যাই এবং মালিককে বলি, যদি আমার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে আপনার আপত্তি না থাকে, তবে আমি গাভীটিকে রক্ষা করিতে পারি, তাহাতে আমার অধিক সন্দেহ নাই। তিনি বলিলেন—তাঁহার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহার মনে হয় যে, গাভীটি আর আরোগ্য হইবে না, ইহার চিকিৎসার সময় গত হইয়া গিয়াছে।

আমি যখন গাভীকে দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন মালিক একজন মুচীকে উহা বিক্রয় করিবার জন্য দর-দস্তর করিতেছিলেন। ঐ মুচী ১০ শিলিং দিতে চাহিতেছে, মালিক ১৫ শিলিং চাহিতেছেন। আমি বলিলাম, আপনার গাভীটিকে আরোগ্য করিবার জন্য আমি চেষ্টা করি, যদি মরিয়া

যায়, তবে আমি আপনাকে ১৫ শিলিং দিব। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমি চিকিৎসার জন্য অনুমতি পাইলাম।

গাভীটির নিম্নলিখিত লক্ষণ ছিল,—

শিং, কাণ ও পা ঠাণ্ডা, নাড়ী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, নিশ্বাস-প্রশ্বাস হ্রস্ব ও অত্যন্ত গরম, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ শুষ্ক, জিহ্বা শুষ্ক, শূকরের ন্যায় একপ্রকার শব্দ করে—তাহা ১০০ শত গজ দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। গাভীটির বাঁটে দুধ নাই—টানিলে কেবল কয়েক ফোঁটা মাত্র নির্গত হয়। কিছু খায় না।

দুই ফোঁটা একোনাইট ৩য় শক্তি এক কোয়াট (প্রায় এক সের) জলে মিশাইয়া ঔষধ খাইবার গ্লাসের এক গ্লাস পরিমাণ ঔষধ আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর চারিবার এবং পরে প্রতি ঘণ্টায় একবার করিয়া খাওয়াইতে বলিলাম।

২৪ ঘণ্টার পর দেখিলাম, নাড়ী অত্যন্ত ধীর, শিং ও পা গরম, প্রশ্বাস সেরূপ গরম নয়, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত ও শুষ্ক নয়, জিহ্বা সরস হইয়াছে।

পুনরায় ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত একোনাইট দেওয়ার পর দেখিলাম, শিং পা প্রভৃতির লক্ষণ সকল ভাল, শূকরের ন্যায় শব্দ কিছু কম, দুগ্ধের অবস্থা ভাল নহে। আজ আবার তাহার পেটের মধ্যে একপ্রকার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শুনা যাইতেছে। তখন ব্রাইওনিয়া ৩য় শক্তি দুই ফোঁটা এক কোয়ার্ট জলে মিশাইয়া, দুই ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা খাওয়াইতে আদেশ করিলাম।

আবার ২৪ ঘণ্টার পরে গাভীটিকে দেখিলাম। এবার সমুদয় লক্ষণ উত্তম। ঘড়্ ঘড়্ শব্দ নাই, শূকরের ন্যায় শব্দ একেবারে গিয়াছে এবং সে দুই কোয়ার্ট (এক সের তের ছটাক) দুধ দিয়াছে। গাভীটি খুব স্বচ্ছন্দতার সহিত জাওর কাটিতেছিল। ঐ গৃহস্থ বলিলেন, আমার গাভীটি এখন সম্পূর্ণ নূতন গাভী হইয়াছে, সে এখন খুব ক্ষুধার সহিত খাইতেছে।

তাহাকে সতর্কতার সহিত খাদ্য দিতে বলিলাম। ৭ দিনের মধ্যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিল এবং পরিমিত দুগ্ধ দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

২। একজন কৃষকের একটি পাটকিলে রংএর বহুমূল্যের দুগ্ধবতী গাভী তিন দিন সাংঘাতিক রোগে পীড়িত হওয়ার পর, আমার নিকট আসে এবং আমাকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে। এই সময় আমার খুব সুখ্যাতি (পশার) বিস্তৃত হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম,—তুমি কি কোন ভেটারিনারী সার্জ্জনকে (এলোপ্যাথিক্ পশু চিকিৎসককে) দেখাইয়াছ? সে উত্তর করিল, না, তাহারা এ রোগে কিছু করিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের প্রাপ্য টাকার হিসাবের ফর্দ্দ (Bills) খুব বাড়িয়া যায়, অবশেষে গাভীটিকে বিক্রয় করিবার পরামর্শ দেয়। (সে দেশে এই সকল রোগগ্রস্ত পশু মানুষের খাদ্যের জন্য মৃত্যুকালে বিক্রীত হয়)। আমি তারপর বলিয়াছিলাম, মনে কর, তোমার মূল্যবান গাভী মরিয়া যাইতেছে, মরিয়া গেলে তুমি আমার কোন নিন্দা করিবে না এবং অপর কোন চিকিৎসকের কোন পরামর্শ লইবে না, স্বীকার হইলে পর আমি চিকিৎসা করিতে পারি। সে বলিল,—না, না, আপনি সেরূপ সন্দেহ করিবেন না। অনন্তর আমি দেখিতে গিয়াছিলাম।

লক্ষণ—

১। শরীরের শেষভাগ (লোম, খুর, শিং প্রভৃতি) ঠাণ্ডা।

২। নাড়ী দ্রুত।

৩। নাকের অভ্যন্তর আদ্র এবং সর্দ্দি ঝরিতেছে।

৪। তাহার মস্তক একবার এ-পাশে একবার ও-পাশে নাড়িতেছে এবং দুঃখসূচক একপ্রকার ক্রন্দন করিতেছে।

৫। মুখ হাঁ করিয়া আছে, যেন তাহার চোয়ালে ঘা হইয়াছে, এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা আছে ও মুখ দিয়া লালা নির্গত হইতেছে।

৬। কম্পিত ও প্রচণ্ড কাশি, তাহাতে গলার সকল নাড়ীতে দড়ার মত টান পড়িতেছে।

৭। তাহার দুধ কিছুমাত্র হয় না।

৮। রোমগুলি খাড়া ও অপরিষ্কার।

এক কোয়ার্ট পরিমাণ জলে দুই ফোঁটা ৩য় শক্তির একোনাইট্ এবং আর এক কোয়ার্ট জলে দুই ফোঁটা ৬ষ্ঠ শক্তির ফস্‌ফরাস্ মিশাইয়া এক ওয়াইন গ্লাস মাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে প্রতি ঘণ্টায় খাওয়াইতে বলিলাম।

২৪ ঘণ্টার পরে গিয়া দেখিয়াছিলাম, নাড়ী মৃদু, খুর ও শিং প্রভৃতি অনেক গরম। কাশির অবস্থা এ পর্য্যন্ত মন্দ, অন্যান্য লক্ষণ ঐ প্রকার ভাল নয়। একোনাইট বাদ দিয়া কেবল ফস্‌ফরাস্ দিতে লাগিলাম।

পুনরায় ২৪ ঘণ্টা পরে গিয়া দেখি, ঐ সমস্ত লক্ষণ ভাল। ফস্‌ফরাসই দেওয়া হইতে লাগিল।

৪৮ ঘণ্টা পরে দেখি, কাশির অবস্থা খুব ভাল, মাথা আর এপাশ ওপাশ করিতেছে না, সে প্রকার রোদন ভাবও নাই, নাকের ভিতর হইতে আর কিছু নির্গত হইতেছে না, মুখেও লালা নাই, লোমগুলি অপরিষ্কার আছে, চামড়া সটান ও গরম। আর্সেনিকের ৬টি বড়ি এক টুক্‌রা রুটির উপর করিয়া খাইতে দিয়াছিলাম। ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আর কোন ঔষধ না দিয়া পুনরায় ফস্‌ফরাস্ দেওয়া হইতে লাগিল।

এবার দুই দিন পরে দেখিলাম, সকল লক্ষণ উত্তম। সে অতি স্বচ্ছন্দতার সহিত জাওর কাটিতেছিল, দুগ্ধ-স্রোত দ্রুত ফিরিয়া আসিয়াছে, ও চামড়া চিক্কণ হইয়াছে।

ইহার চারিদিন পরে দেখিলাম, গাভীটি চালায় বাঁধা আছে এবং সে কিছু ঘাস জল পাইয়াছে। সে মনোযোগের সহিত সেগুলি খাইতেছিল।

সামান্য কাশি আছে। ব্রাইওনিয়ার ৬টি বড়ী এক পাঁইট জলে মিশাইয়া তাহা এক ওয়াইন গ্লাস মাত্রায় সকালে ও রাত্রে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলাম। যদি ইহাতে ভাল না হয়, তবে সংবাদ দিতে বলিলাম।

দুই সপ্তাহ পরে ঐ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে বলিয়াছিল—তাহার গাভীটির অবস্থা এখন এত উৎকৃষ্ট যে, অন্য সময় সেরূপ ভাল দেখা যায় নাই। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় থাকিয়া প্রত্যহ ২০ কোয়ার্ট (আঠার সের) দুধ দিতেছে।

ঘুংরি কাশি।

(Croup ক্রুপ্)

কণ্ঠনালী (Trachea ট্রেকিয়া) এবং স্বর-যন্ত্র (Larynx লেরিংস) এতদুভয়ের মধ্যস্থ মিউকাস-ঝিল্লী (Membrane মেম্রেন) প্রদাহান্বিত, স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত হয়। শ্বাসকষ্টই ইহার প্রধান লক্ষণ। ঐ মেম্বেন (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী) খসিয়া পড়িলে তন্নিম্ন হইতে ক্ষত বাহির হয়। লেরিংস্কোপ নামক যন্ত্র সাহায্যে সেই ক্ষত লাল দেখা যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসে মোরগের ন্যায় শব্দ (Crowing) হয়।

ইহাতে সকল প্রকার জীব জন্তু সময় সময় অবিরামভাবে কাশিতে থাকে। কাশিবার সময় মুখ নীলবর্ণ, চক্ষু জ্যোতিহীন, চর্ম্ম শুষ্ক ও গরম হয় এবং ভয়ানক শ্বাসকষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, নিশ্বাস লইবার সুবিধার্থে মস্তকটি শরীরের সহিত সরল রেখায় স্থাপিত করে বা নাক উঁচু করে, স্বরভঙ্গ ও এক প্রকার বিশেষ শব্দবিশিষ্ট কাশি, নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ হয় ও সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া যায় এবং কাশিবার সময় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর খণ্ড সকল বাহির হইতে থাকে। বিশেষরূপ যত্ন না করিলে এই

রোগ শীঘ্র ভাল হয় না এবং শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু হইতেও পারে। শীত ও বসন্ত ঋতুতে ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক হয়।

এই রোগ ব্রণ্‌কাইটিস্, ডিপ্‌থিরিয়া ও হুপিংকফের সঙ্গে ভ্রম হইতে পারে। হুপিংকফে জর থাকে না ও কাশির বিরামকালে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করে। ক্রুপে বিরামকালেও শ্বাসকষ্ট বর্ত্তমান থাকে। ব্রঙ্কাইটিসে ক্রুপের ন্যায় ক্রোয়িং শব্দ থাকে না। ক্রুপ রোগে ডিপ্‌থিরিয়ার ন্যায় গলার বীচি সকল স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয় না, রক্ত বিষাক্ত হয় না। ক্রুপ স্থানিক পীড়া, ডিপ্‌থিরিয়া সার্ব্বাঙ্গিক রোগ। এই সকল লক্ষণ বিবেচনা করিয়া অন্যান্য রোগ হইতে ক্রুপকে চিনিয়া লইতে পারা যায়।

চিকিৎসা—

একোনাইট—ক্রুপরোগে ২০০ শত শক্তি বিশেষ ফলপ্রদ।

স্পঞ্জিয়া—অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সন্ধ্যার সময় হইতে দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি। হুপ্ হুপ্ শব্দ, বাঁশীর শব্দ, শন্‌শন্ শব্দ, প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ-যুক্ত কাশি। স্বরভঙ্গ। একোনাইটের পর বিশেষ কার্য্যকারী। শক্তি ২০০ শত।

এসিটিক্-এসিড্—ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে সাঁইসুঁই শব্দ। শক্তি ৩০।

বেলেডোনা—কুকুরের ডাকের ন্যায় ঘেউ ঘেউ শব্দ কিম্বা বাঁশীর ন্যায় শব্দ, করাতে কাঠ-চেরা মত শব্দ। চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ। চক্ষু লালবর্ণ। অত্যন্ত অস্থিরতা। গলার বিচি ফুলা ও বেদনাযুক্ত। রাত্রিতে কাশির বৃদ্ধি। শক্তি ৩, ৩০।

ক্যালকে-কার্ব্ব—বেলেডোনার পরই ব্যবহার্য্য। মস্তকে অত্যন্ত ঘাম হওয়া। শক্তি ৩০।

হিপার-সাল্ফ—ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশির উৎপত্তি। শুষ্ক এবং কুকুরের ডাকের ন্যায় শব্দ-যুক্ত কাশি। গলা ভাঙ্গা। গলা ঘড়্ঘড়্ করে, কিছু উঠে না। স্পঞ্জিয়ার পর হিপার-সাল্ফ উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী। শক্তি ৬, ২০০।

ইপিকাক্—কাশিতে কাশিতে বমন হইয়া যায়। শক্তি ৩০।

এণ্টিম্টার্ট্—গলা ঘড়্ঘড়্ করে, যেন শ্লেষ্মায় গলা পূর্ণ রহিয়াছে, অথচ মুখে শ্লেষ্মা নাই। ফুসফুসে পক্ষাঘাত হইবার আশঙ্কা। অত্যন্ত দুর্ব্বল, অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়। মুখমণ্ডল বেগুণে বা নীলবর্ণ। শক্তি ৬।

কুপ্রাম—আক্ষেপযুক্ত হাঁপানি কাশিতে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৬ শক্তি।

আর্সেনিক—মুখ ফুলা। শীতল ঘর্ম্ম। অত্যন্ত দুর্ব্বলতাতেও অস্থিরতা। মৃতবৎ অবস্থা। ৩০, ২০০ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—নিদ্রাভঙ্গের পরই কাশির বৃদ্ধি। ফুস্ফুসে পক্ষাঘাতের ভয়। গলার ভিতর জমাট শ্লেষ্মা। গলায় হাত দিতে দেয় না। ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০শত।

লাইকোপোডিয়াম্—রোগ ভোগে অত্যন্ত বিরক্ত, অনাবৃত থাকিতে চাহে, নাকের পাতা উঠা নামা করে। ৩০, ২০০ শক্তি।

ফস্ফরাস্—নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসের পর ক্রুপ রোগ। সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি। একবার ভাল হইয়া আবার হইলে। শক্তি ৩০শ।

আইওডিয়ম্—গলা ঘড়্ঘড়্ করে। প্রাতে বৃদ্ধি হয়। শ্লেষ্মা উঠে না। স্পঞ্জিয়ার পর সুফলপ্রদ। ৩০শক্তি।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—অত্যন্ত শুষ্ক ও ঠঙ্ঠন্ শব্দযুক্ত কাশি, ধাতুপাত্রের শব্দের ন্যায় কাশি। শক্তি ৩০শ।

হাঁপানি।

(Asthma এজ্‌মা।)

ইহাতে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রায়ই তিন দিন রোগ ভোগের পর অপনা আপনি কষ্ট নিবারণ হয়। ছোট ছোট ব্রঙ্কিয়েল নলীর মধ্যে আক্ষেপ আরম্ভ হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসে অত্যন্ত বাধা জন্মায়। গবাদি পীড়িত জীবকুল প্রাণ ভরিয়া বায়ু গ্রহণ জন্য ঘরের বাহিরে আসিতে ইচ্ছা করে, কিম্বা বায়ুর অভাব মনে করিয়া জানালার দিকে মুখ বাহির করিয়া অসহ্য কষ্ট অনুভব করিতে থাকে। এই আক্ষেপ হইবার পূর্ব্বে সর্দ্দি হয় এবং প্রায়ই রাত্রিতে রোগ প্রকাশ হয়। পেট ফাঁপিয়া উঠে। শ্বাস-প্রশ্বাসকালে শীশ দেওয়ার ন্যায় শব্দ হয়। প্রশ্বাস অতি দীর্ঘ হয়, তৎসহ সাঁই সাঁই শব্দ (Whizing Respiration) দূর হইতে শুনা যায়। নিশ্বাস লওয়ার শব্দ প্রায় শুনা যায় না। মুখ নীলবর্ণ, চক্ষু কোটরস্থ ও চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। আক্ষেপ কিছু কমার পর কাশির উদয় হয়। এই যন্ত্রণা ৩ ঘণ্টা হইতে ৩ দিন পর্য্যন্ত থাকে। জ্বর হয় না। হাঁপের উপশম হইলে কাশির সঙ্গে সামান্য রক্ত দেখা যায়। এজ্‌মা বয়স বাছে না, অর্থাৎ যে কোন বয়সে হইতে পারে।

আর্জেণ্টাম্-নাইট্রিকম্—প্রাণ ভরিয়া বাতাস লইতে পারেনা।

আর্সেনিক—রাত্রি ১টার পর প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত হাঁপানির প্রবল প্রকাশ। অত্যন্ত অস্থিরতা, ব্যাকুলতা। গবাদিকে এক স্থানে রাখা যায় না, সর্ব্বদাই স্থান পরিবর্ত্তন করে।

ইপিকাক্—তরল কাশি, অথচ উঠে না। শরীর শক্ত মত ও ঘর্ম্মাক্ত হয়। বমন হইতে থাকে। বমনের পর কিছু উপশম হয়। ইপিকাক বিড়ালের পরম বন্ধু।

কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্—রৌদ্রে বা অগ্নির উত্তাপে রোগের উৎপত্তি। পেটফাঁপা ও রাত্রে রোগের আবির্ভাব।

বেলেডোনা—চক্ষু লাল। বৈকালে ও সন্ধ্যার সময় রোগের বৃদ্ধি।

কুপ্রাম—আক্ষেপযুক্ত হাঁপ।

ব্লাটা-ওরিয়েন্টালিস্—হাঁপানি রোগে এই ঔষধের খুব সুখ্যাতি আছে। ইহার ১x কার্য্যকারী। কিঞ্চিৎ জলসহ ৬ ফোঁটা ঔষধ খাওয়াইলে গো-মহিষাদির তৎক্ষণাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট বিদূরীত হয়।

চক্ষু-রোগ।

(Diseases of the Eyes—ডিজিজেস্ অফ্ দি আইস্)

চক্ষু রোগ অনেক প্রকার। এরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, সুতরাং যে সকল চক্ষু রোগ সচরাচর জীবজন্তুকে আক্রমণ করে এবং বিশেষ কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর হয়, তাহাই এই পুস্তকে লেখা হইবে।

চক্ষুতে ধূলা, কুটা, কীট প্রভৃতি পতন দ্বারা এবং খরতর রৌদ্র কিম্বা শীতল ও দূষিত বাতাস, প্রচুর ধূম প্রভৃতি চক্ষুতে লাগা ও নিষ্ঠুর চালকের আঘাতে, প্রায়ই চক্ষু রোগ উৎপন্ন হয়। ঠাণ্ডা লাগা, গোয়ালে বিশুদ্ধ বায়ু যাতায়াতের অভাব এবং উপযুক্তরূপ জানালা না থাকায় অন্ধকারে বাস হেতু চক্ষু রোগ জন্মে। জীব জন্তু বা চাকরের গণোরিয়া-বিষ গরুর চক্ষে লাগিয়াও চক্ষু রোগ জন্মিয়া থাকে। অনেক প্রকার কঠিন রোগের শেষাবস্থায় চক্ষু রোগ হয়।

চক্ষু রোগের ঔষধও অনেক আছে। তন্মধ্যে একোনাইট, আর্জেণ্টা-

নাই, আর্ণিকা, বেলেডোনা, ইউফ্রেসিয়া, কোনিয়াম ও সাইলিসিয়া প্রধান ঔষধ।

(Conjunctivitis—কঞ্জাংটিভাইটিস্ ।)

অন্য নাম অপ্থ্যাল্মিয়া (Opthalmia)। ইহা চক্ষুর কঞ্জাংটাইভার বা শ্বেতাংশের প্রদাহ।

ইহাতে চোক মিট্‌মিট্ করে, চোকের পাতা ফুলে ও প্রদাহান্বিত হয় বা রক্ত জমে, চক্ষু ঘোর লালবর্ণ হইয়া প্রচুর জল পড়িতে থাকে। যাতনায় জীব জন্তু বড় কাতর হয়। ঘরের মধ্যে থাকিতে ভালবাসে। বাহিরে চক্ষে আলো লাগাতে ভয়ানক কষ্ট হয়, কর্‌কর্ করে, বেশী জল পড়িতে থাকে, চক্ষু চাহিতে পারে না। ক্রমে ঐ জল পিচুটীতে পরিণত হয়, চোক জুড়িয়া যায় ও পুঁজ জন্মে।

এই রোগ আইরিস বা কর্ণিয়ার প্রদাহের সহিত ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু একটু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সে ভ্রম দূর হয়। আইরিসের কিম্বা কর্ণিয়ার প্রদাহে কর্ণিয়ার সংলগ্ন ভাগ বেশী লাল দেখায়। কঞ্জাংটাইভার প্রদাহে চক্ষের পাতার সংলগ্ন ভাগ বেশী লাল হয়। আর আইরিসের প্রদাহে পিচুটী পড়ে না, কঞ্জাংটাইভার প্রদাহে অত্যন্ত পিচুটী পড়ে।

অপরাপর সুস্থ গবাদিকে এই রোগাক্রান্ত গরুর সঙ্গে এক ঘরে বা একসঙ্গে রাখা কিম্বা একত্রে বেড়াইতে দেওয়া ভাল নহে, কারণ চক্ষু উঠা স্পর্শাক্রামক রোগ।

চিকিৎসা—

আর্ণিকা—আঘাতজনিত পীড়ায় আর্ণিকা খাইতে দিলে অসীম উপকার হয়। ৩ শক্তি।

একোনাইট—যদি গাত্র অত্যন্ত গরম থাকে অর্থাৎ অত্যন্ত জ্বর হইয়া থাকে, চক্ষু শুষ্ক, চোকের উপর হাত দিলে অত্যন্ত গরম বোধ হয়, একবারও না তাকায়, তবে একোনাইট উৎকৃষ্ট ঔষধ। একোনাইট প্রত্যহ চারি মাত্রা করিয়া দুই দিন দেওয়ার পর সালফার এক মাত্রা দিলে, অনেক স্থলে উহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়। ৩ শক্তি।

আর্জেণ্টাম্-নাই—পূঁজের মত স্রাবে উপকার হয়। ৩০শ, ২০০ শক্তি।

এপিস্—চক্ষের পাতা অত্যন্ত ফুলিয়া থাকিলে, যেন চক্ষের পাতায় জল ভর করিয়াছে, এরূপ মনে হইলে এপিস্ উৎকৃষ্ট। ৬, ২০০ শক্তি।

কোনায়াম—অপথ্যাল্মিয়া রোগে চক্ষের প্রদাহ অপেক্ষা আলোক-ভীতি অত্যন্ত অধিক, সামান্য আলোকেই অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং চক্ষু হইতে গরম জল পড়ে, সেজন্য বাহিরে আসিতে চায় না, অন্ধকার ঘরে থাকিতে ভালবাসে, চোকের পাতা ঝুলিয়া পড়িলে মহৌষধ। ৩০, ২০০ শক্তি।

বেলেডোনা—চক্ষু জবাফুলের মত লাল, আলো একেবারে অসহ্য, গরম জল পড়িতে থাকে, মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়ে, নাকে ক্ষত হয়, দক্ষিণ চক্ষের পীড়া। ৩, ৩০ শক্তি।

রসটক্স—জলে ভিজিয়া কিম্বা বর্ষা ও শীতকালে বাহিরে থাকায় চক্ষু উঠা। চক্ষের পাতায় শোথ বা স্ফীত হওয়া। ৩০ শক্তি।

নক্সভমিকা—চক্ষু হইতে রক্তাক্ত জল পড়িতে থাকে, চক্ষের কোণের দিকে লাল বেশী হয়। ৩০ শক্তি।

আর্সেনিক—রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি, চক্ষু হইতে ঝাঁজাল রসস্রাব, কঞ্জাংটাইভার বা চক্ষুর শ্বেতাংশ নীলবর্ণ বা বেগুণে বর্ণ। চক্ষের পাতা বন্ধ হইয়া যায়। ৩০, ২০০ শক্তি।

গ্রাফাইটিস্—পুরাতন পীড়া, নাকের মধ্যে ক্ষত ও বড় বড় চটার মত পড়া। চক্ষুর বাহিরের কোণ হইতে রক্তস্রাব। পাতলা ঝাঁজাল স্রাব। এই প্রাচীন পীড়ায় ডিজিটেলিস্‌ও দেওয়া যায়। ইহাতে চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হয়। ২০০ শক্তি।

ইউফ্রেসিয়া—প্রচুর ও ঝাঁজাল হরিদ্রাবর্ণ গাঢ় স্রাব হাম বা বসন্ত রোগের পর। ২০০ শক্তি।

পালসেটিলা—প্রচুর সাদা স্রাব, হাম বা বসন্ত রোগের পরবর্ত্তী চক্ষুর পীড়া। ৩০ শক্তি।

পুঁজময় চক্ষু উঠা।

(Purulent Conjunctivitis—পুরুলেণ্ট কঞ্জাংটিভাইটিস্)

ইহার অপর নাম পুরুলেণ্ট অপথ্যাল্‌মিয়া। এইটি অতি সাংঘাতিক রোগ। আরোগ্য জন্য বিশেষ মনোযোগী না হইলে দর্শনশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এই রোগ এক বা উভয় চক্ষুতেই হইতে পারে, ও চক্ষুর পাতা অত্যন্ত ফুলিতে দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক, সে জন্য এই রোগাক্রান্ত গবাদিকে পৃথক ভাবে রাখা কর্ত্তব্য।

জীব-জন্তুর গণোরিয়া-বিষ কিম্বা চাকরের গণোরিয়া বিষ চক্ষে লাগিয়া এই রোগ হইয়া থাকে। অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা তিন হইতে ছয় বৎসর বয়স্ক যৌবনপ্রাপ্ত ঘোড়ায় পুঁজময় চক্ষু উঠা রোগ অধিক হয়।

চক্ষুর পাতা অত্যন্ত লাল ও স্ফীত হয়। চক্ষু অত্যন্ত চুলকায়,

কর্‌কর্ করে, আলো একেবারেই সহ্য করিতে পারে না, তজ্জন্য ঘর হইতে কোনমতে বাহির হইতে চাহে না। চক্ষে দেখিতে পায় না, সে কারণে ধরিয়া লইয়া যাইতে হয় এবং যেখানে দাঁড় করান যায়, তথায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তখন অত্যন্ত পূঁজ পড়িতে থাকে। কাণ লুটিয়া পড়ে। প্রাণীকুল চক্ষের পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হয় এবং প্রিয় পালককে নিকটে পাইলে তাহার গায়ে মুখ উঠাইয়া দিয়া নিজের যাতনা প্রকাশ করে। কিছু খায় না। ইহার চিকিৎসা না হইলে চক্ষে ক্ষত হয় এবং চক্ষু ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে ও ঘোলা হইয়া যায়। চক্ষু কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেই যন্ত্রণার লাঘব হয় এবং দৃষ্টিশক্তিও একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই রোগ প্রায়ই দেখা যায়।

আরর্জেণ্টাম্-নাই—প্রচুর পূঁজস্রাব। কর্ণিয়া পচিয়া যাইবার ভয়। চক্ষুর পাতা অত্যন্ত স্ফীত বা শোথভাবাপন্ন হইলে ইহা অতীব উপকারী এবং চক্ষুদাতা। ৩০, ২০০ শক্তি।

ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব—প্রচুর হরিদ্রাবর্ণের স্রাব। কর্ণিয়াতে ক্ষত। চক্ষুর পাতার শোথ। অত্যন্ত জলে ভিজিয়া রোগের উৎপত্তি। ৩০ শক্তি।

হিপার-সাল্‌ফ—চক্ষুর পাতা স্ফীত। প্রচুর পূঁজস্রাব। কর্ণিয়াতে ক্ষত, অত্যন্ত দপ্‌দপানি বেদনা। আলো অসহ্য। ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকো—চক্ষের নীচে পূঁজ থাকায় চক্ষুর পাতা ফুলা। ৩০ শক্তি।

রসটক্স—বাম চক্ষে পীড়া আরম্ভ। অত্যন্ত অস্থিরতা। প্রচুর পূঁজস্রাব কিম্বা প্রচুর জল পড়া। জলে ভিজিয়া বা হিম লাগিয়া রোগের উৎপত্তি। ৩০ শক্তি।

এসিড-নাই—গণোরিয়া-বিষ হইতে রোগের উৎপত্তি হইলে নাইটি ক্-এসিড মহৌষধ। ২০০ শক্তি।

পাল্‌সেটিলা—গণোরিয়া-বিষ হইতে রোগ উৎপন্ন। প্রচুর পূঁজস্রাব। ৩০ শক্তি।

সাইলিসিয়া—পাতলা, রক্তমিশ্রিত, দুর্গন্ধ পূঁজ। ঝিল্লী পচিয়া পড়ে। অক্ষিপত্র স্ফীত। চক্ষে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় পূঁজ জমে। ২০০ শক্তি।

সাল্‌ফার—পুরাতন রোগ কোন ঔষধেই সারে নাই, তাহাতে সালফার মহৌষধ। ৩০ শক্তি।

উপকণাযুক্ত চক্ষু উঠা।

(Granular Opthalmia—গ্রানুলার অপ্‌থ্যাল্‌মিয়া)

এই রোগও বড় কঠিন। চক্ষুর পাতায় আরম্ভ হইয়া ইহা কর্ণিয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। কঞ্জাংটাইভার উপর মৎস্য-ডিম্বের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতা দেখা যায়। ইহাকে গ্রানিউল্‌স্ বা উপকণা বলা হইয়া থাকে। প্রথমে ঐ উপকণা লাল দেখায়, পরে যখন কর্ণিয়া পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, তখন আর লাল থাকে না, সাদা প্যাচ (Patch) বা আবরণ দেখা যায়। এই রোগ চক্ষের উপর পাতাতে অধিক হয়, তৎপরে কনেক্‌টিভ্ টিশু সকল বৃদ্ধি হওয়াতে ইহার চাপে মিউকাস ঝিল্লী নষ্ট হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হয়। পরে ক্রমে ঐ ক্ষত আরোগ্য হইয়া ক্ষত-চিহ্ন হয় বা ফুল পড়ে। উহাতে চক্ষে আলো যাইবার পথ রোধ করায় দৃষ্টি শক্তির হানি হয়। চক্ষের পাতা ভিতর দিকে উল্‌টাইয়া যায়। তখন পাতার চুলগুলি দ্বারা চক্ষের মধ্যে ঘর্ষণ হওয়ায় কষ্ট হইতে থাকে ও জল পড়ে। চক্ষে আলো সহ্য হয় না। চক্ষে বালি পড়ার ন্যায় কর্‌কর করে। চক্ষুর ভিতরে মখমলের ন্যায় দেখায়। পূঁজের ন্যায় নির্গত হইতে থাকে। গ্রানিউল্‌সগুলি অল্প লাল ও সাদাবর্ণ দেখায়।

চিকিৎসা।

আর্জেন্টাম্-নাই—ইহা এই রোগের বহু পরীক্ষিত মহৌষধ। ৩০, ২০০ শক্তি।

বেলেডোনা—অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক। রোগ তরুণভাবাপন্ন ও চক্ষু অত্যন্ত লাল। ৩, ৩০ শক্তি।

আর্সেনিক—চক্ষুপত্র আক্ষেপ সহ আবদ্ধ। কঞ্জাংটাইভার প্রদাহ। নীলাভা বা লালবর্ণ ও পূঁজময়। কর্ণিয়া নষ্ট হইয়া যাওয়া বা যাইবার সম্ভাবনা থাকিলে। চক্ষের নীচে ঘায়ের মত হওয়া ও তাহার উপর চটা পড়া। মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বাহির হওয়ায় উৎকৃষ্ট। ৩০, ২০০ শক্তি।

নক্সভমিকা—নানা ঔষধেও রোগ আরোগ্য না হইলে, বিশেষতঃ হাতুড়েদের বা কবিরাজি ঔষধের অপব্যবহারে। ৩০, ২০০ শক্তি।

রসটক্স—চক্ষু দিয়া অত্যন্ত জল পড়া। জলে ভিজিয়া রোগ উৎপন্ন। ৩০ শক্তি।

থুজা—যদি গায়ের অন্যান্য স্থানে আঁচিল থাকে, তবে থুজা দ্বারা অত্যন্ত উপকার হয়। ৩০, ২০০ শক্তি।

ইউফ্রেসিয়া—প্রচুর গাঢ় অশ্রুস্রাব। ঐ স্রাব লাগিয়া অন্য স্থান হাজিয়া যায়। চক্ষে ক্ষত-চিহ্ন (ফুল পড়া) হওয়া। ৬, ২০০ শক্তি।

ক্যাল্কে-কার্ব্ব—মাথায় অধিক ঘর্ম্ম হয়। নাক বন্ধ থাকে। গলার বীচিগুলি বড় হয়। কাণ দিয়া রক্ত পড়ে। নাক ও উপরের ঠোঁট ফুলিয়া উঠে। ৩০ শক্তি।

মার্ক-প্রটো আইওড্—চক্ষে ক্ষত বা ক্ষত চিহ্ন হওয়া। ২০০ শক্তি।

সালফার—যখন অন্যান্য নানাপ্রকার ঔষধেও রোগ আরোগ্য না হয়, তখন সালফার মহৌষধ। ৩০ শক্তি।

চক্ষের মাংসবৃদ্ধি।

(Pterygium—টেরিজিয়াম্)

ইহা কঞ্জাংটাইভার বৃদ্ধি মাত্র, মাংস নহে। আকৃতি ত্রিভুজের ন্যায় হয়। প্রায়ই এক কোণ হইতে আরম্ভ হয়। ইহাতে হঠাৎ কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু যখন অত্যন্ত বড় হইয়া চক্ষু কনীনিকার উপর আসিয়া পড়ে, তখন আলোর গতি রোধ করায় আর দেখিতে পায় না।

আর্জেণ্টাম-নাই—চক্ষু প্রচুর স্রাববিশিষ্ট। ৩০, ২০০ শক্তি।

জিঙ্কাম—চক্ষে জল পড়ে। বাহিরের কোণে ফাটা ফাটা ক্ষত। মাংস খুব পুরু ও রক্তবর্ণ। ২০০ শক্তি।

প্রাচীন মতে ছুরিকা দ্বারা চক্ষুর ঐ মাংসের ন্যায় পদার্থ উৎপাটন করারও প্রথা আছে।

কর্ণিয়ার প্রদাহ।

(Keratitis—কিরাটাইটিস্)

ইহাতে কর্ণিয়া লাল ও অস্বচ্ছ হয়। ঐ অস্বচ্ছতা পিউপিলের (কনীনিকার) ঠিক সম্মুখে হইলে আলোর গতি-রোধ হইয়া দৃষ্টি হীনতা জন্মায়। চক্ষু দিয়া জল পড়ে। আলো অসহ্য হয়। এই রোগ প্রায়ই কিছু বিলম্বে আরোগ্য হয় এবং পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে।

কর্ণিয়ার সম্মুখে ঘসা কাচের ন্যায় হইলে গ্রাফাইটিস্ ২০০, শক্তি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ব্যতীত রসটক্স, পালসেটিলা, সালফার ব্যবহৃত হয়।

কর্ণিয়ার ক্ষত।

(Ulcer of the Cornea—আল্‌সার অফ্ দি কর্ণিয়া)

কর্ণিয়ার চতুর্দ্দিকে ক্ষত হয়। ইহা দুই প্রকার;—কর্ণিয়ার গভীর অংশে ক্ষত ও উপরাংশে ক্ষত। গভীর ক্ষত মধ্যে পূঁজ হইয়া চক্ষু নষ্ট করিয়া দেয়। পিউপিল বা কনীনিকার সম্মুখে ক্ষত হইলে ক্ষত-চিহ্ন দ্বারা আলোর গতি রোধ হইয়া দৃষ্টির হানি হইয়া থাকে। এই রোগ প্রবল হইলে কখন কখন অক্ষি-গোলক ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ইহাকে ষ্ট্যাফিলোমা (Staphyloma) বা ঢিপ্‌লে বাহির হওয়া বলে। ক্ষতান্ত চিহ্নকে সচরাচর ফুলপড়া বলে।

চিকিৎসা—

আর্জ্জেণ্টাম্-নাই—প্রচুর পরিমাণ স্রাব। ক্ষীব রুদ্ধ ঘরে থাকিতে কষ্ট বোধ করে। ৩০, ২০০ শক্তি।

আর্সেনিক—রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি এবং অস্থিরতা। ঝাঁজাল স্রাব। ৩০, ২০০ শক্তি।

অরাম-মেটা—অত্যন্ত আলোকাসহ, গলার বীচিগুলি প্রদাহযুক্ত ও বড় হওয়া। চক্ষের কনীনিকার উপর ক্ষতচিহ্ন (ফুল পড়া)। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইউফ্রেসিয়া—চক্ষে ভাল দেখিতে পায় না, ঝাপ্‌সা দেখে। ক্ষতকারক অশ্রুস্রাব হয়। ২০০ শক্তি।

ক্যালকে-কার্ব্ব—ইউফ্রেসিয়ার পর ব্যবহার্য্য। চক্ষে ক্ষতচিহ্ন হইলে ইহা উৎকৃষ্ট, কাণ দিয়া পূঁজ পড়া। ৩০ শক্তি।

সাইলিসিয়া—গভীর ক্ষত। চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনায়। ২০০ শক্তি।

গ্রাফাইটিস্—অত্যন্ত আলোকাসহ্য। গভীর ক্ষত। চক্ষুর পাতা রক্তবর্ণ। চক্ষুর কোণ ফাটা ও রক্ত পড়া। চক্ষে ক্ষতচিহ্ন হওয়া। ২০০ শক্তি।

হিপার—অত্যন্ত পূঁজস্রাব, কিম্বা একেবারে শুষ্ক। চক্ষু লালবর্ণ। ৬ শক্তি।

সালফার—পুরাতন পীড়া, অত্যন্ত বেদনা। কাণ দিয়া পূঁজ পড়া। ৩০, ২০০ শক্তি।

এপিস্—ষ্ট্যাফিলোমা বা অক্ষিগোলক বাহির হওয়ার পক্ষে উৎকৃষ্ট। শোথযুক্ত। ৬, ২০০ শক্তি।

ছানি।

(Cataract—ক্যাটারাক্ট্)

অধিক বয়সে হইলে চক্ষের লেন্স (Lens) বা মণি ঘসা-কাচের ন্যায় হইয়া দৃষ্টির হানি করে।

সাইলিসিয়া, সালফার, লাইকোপোডিয়াম, সিপিয়া, কোনায়াম ইত্যাদি ঔষধ দ্বারা এই রোগে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

রাতকাণা।

(Hemerolopia—হিমারোলোপিয়া)

এই রোগে জীবকুল কেবল রাত্রিতে দেখিতে পায় না। ঘোড়া ও গাড়ীর গরু এই রোগে অধিক আক্রান্ত হয়। ঔষধ খাইতে দিলে অনেক সময় আরোগ্য হইয়া যায়।

ইহাতে লাইকোপোডিয়াম্ ২০০ শক্তি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ব্যতীত কারণানুসারে আর্জেণ্টাম্-নাই, হাইওসায়েমাস্, চায়না, ভিরেট্রাম, সালফার ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

টিনের ঘরে বাস করা হেতু রাত্র্যান্ধতায়—কার্ব্ব-ভেজি ৩০ শক্তি।

কর্ণমূল প্রদাহ।

(Parotitis—প্যারোটাইটিস্)

গলার নিকটে কাণের নীচে যে সকল সব্-লিঙ্গুয়েল ও সব্-ম্যাগ-জিলারি গ্লাণ্ড আছে, তাহাদের প্রদাহ হয়। ইহাতে গ্লাণ্ড স্ফীত ও বেদনাযুক্ত এবং জ্বর হয়। কখন কখন এত বেদনা হয় যে, খাদ্যবস্তু গিলিতে পারে না। মুখ হইতে লালা পতিত হইতে থাকে। রোমন্থনকারী জীব সকল আর রোমন্থন (জাওর কাটা) করে না, কারণ উদরস্থ খাদ্যদ্রব্য তুলিতে ও গিলিতে কষ্ট হয়। রোমন্থন না করায় ক্ষুধা হয় না ও কিছু খায় না। কাণ দুটি লোটাইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের ছোটলোকেরা এই রোগে লোহা পোড়াইয়া দাগ দিয়া জীব জন্তুকে নিদারুণ কষ্ট দিয়া থাকে। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি খাইতে দিলে চমৎকার উপকার পাওয়া যায়।

একোনাইট—জলে ভিজিয়া বা ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগের উৎপত্তি। গাত্র গরম ও শুষ্ক। ৩ শক্তি।

ডাল্কামারা—ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগের উৎপত্তি। ৩০ শক্তি।

গ্লাণ্ডারিণ্—গ্লাণ্ডগুলি অতিশয় বড় ও স্ফীত এবং বিষাক্ত। ২০০ শক্তি।

মার্ক্ক-সল—টন্‌সিল গ্রন্থি স্ফীত, লালা স্রাব। ৬ শক্তি।

বেলেডোনা—অত্যন্ত জ্বর, চক্ষু লাল, গ্রন্থি স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও লালবর্ণ হওয়া। ৩ শক্তি।

হিপার—গ্রন্থি পাকিবার উপক্রম হইলে, উচ্চ শক্তি (২০০) এক মাত্রা খাইতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। পাকাইতে হইলে ৬ শক্তি ভাল।

কাণ পাকা।

(Otorrhœa—অটোরিয়া)

ইহাতে কাণের মধ্যে মানুষের যেমন দপ্ দপ্ কট্ কট যন্ত্রণা হয়, গবাদিরও সেই প্রকার যন্ত্রণা হয়। ২।১ দিন পরে জলের ন্যায় পড়িতে থাকে, পরে পূঁজ নির্গত হয়। ইহাও জলে ভিজিয়া বা ঠাণ্ডা লাগিয়া জন্মে। কখন কখন কাণের মধ্যে ফোড়াও হয়। এই রোগ অনেক সময় বিনা চিকিৎসায় অনেক কষ্টভোগের পর দীর্ঘকালে আপনিই আরোগ্য হইয়া যায়, কিন্তু জীবজন্তুর উপর যাঁহাদের দয়া মায়া আছে, যাঁহারা এই সকল উপকারী জীবের নিকট কৃতজ্ঞ, তাঁহারা অবশ্যই ইহাদের সত্বর সকল প্রকার পীড়ার যন্ত্রণা দূর করিতে সচেষ্ট হইবেন, ইহাতে তাঁহাদের নিজেরই মঙ্গল সাধিত হইবে।

বেলেডোনা—প্রথমাবস্থায় যন্ত্রণার সময় যখন জ্বর ভাব হয়, তখন বিশেষ উপকারী। ৩, ৩০ শক্তি।

ক্যালকে-কার্ব্ব—বেলেডোনার পর বিশেষ ফলপ্রদ। কাণের পূঁজ দীর্ঘকাল থাকিলে মহৌষধ। ৩০ শক্তি।

মার্ক-সল—গ্ল্যাণ্ড স্ফীত। রক্তময়, দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ, রাত্রিতে বৃদ্ধি। দক্ষিণ কাণে অধিক। পীড়িত পার্শ্বে শুইয়া থাকে। কাণে গ্যাঁজের ন্যায় হওয়া। ৬ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—বাম কাণে পূঁজ। টন্‌সিল স্ফীত। নিদ্রান্তে প্রচুর পূঁজ নির্গত হয় বা রোগের বৃদ্ধি হয়। ৬ শক্তি।

হিপার—প্রচুর পূঁজ ইহার প্রধান লক্ষণ। অত্যন্ত ঘাম হয়, ঘাম হইয়াও পীড়ার কোন উপশম না হওয়া। ৬ শক্তি।

সাইলিসিয়া—প্রচুর পূঁজ হওয়ার পরও আরোগ্য না হইলে। দীর্ঘকাল পাতলা আন্‌হেল্‌দি পূঁজ পড়িতে থাকিলে। ফোড়া হইয়া আরোগ্যে বিলম্ব হইলে সাইলিসিয়া মহৌষধ। ২০০ শক্তি।

এসিড্-স্যালিসিলিক্—কাণ হইতে শ্লেষ্মার মত বাহির হইলে ইহা উৎকৃষ্ট। ৬ শক্তি।

আর্ণিকা—আঘাত লাগিয়া বা কাণের পূঁজ আরোগ্য জন্য হাতুড়ের দ্বারা পিচকারী প্রভৃতি ব্যবহারে বধিরতা জন্মিলে আর্ণিকা উৎকৃষ্ট ও উপকারী ঔষধ। ৩ শক্তি।

কর্ণমল।

(Ear-wax—ইহার ওয়াক্স্)

কাণে খইল বা ময়লা জমিয়া আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়।

কোনায়াম ৩০ এক মাত্রাতেই খইল বাহির হইয়া যায়। তৎপরেও যদি শুনিতে না পায়, সাইলিসিয়া, পালসেটিলা, সালফার বা নক্সভমিকা এক মাত্রা বিবেচনামত দিতে পারিলেই বেশ শুনিতে পায়। কাণের খইল তৈলাক্ত হইলে ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব অথবা গ্রাফাইটিস্ উৎকৃষ্ট। পচা কাগজের ন্যায় খইল—কোনায়াম। দুর্গন্ধযুক্ত খইলে—কষ্টিকাম। খইল শুষ্ক হইলে সুইট অয়েল বা অলিভ অয়েল, অভাবে সরিষার তৈল কাণে দিলে উপকার হয়।

নাসার্ব্বুদ।

(Polypus in the nose—পলিপাস্ ইন্ দি নোজ্)

অনেক গরুর নাকে এই রোগ হইতে দেখা যায়। তাহাদের নিশ্বাস লইতে বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। খাইবার সময় নাকে শূকরের মত এক প্রকার শব্দ হয়। নাকের মধ্যে একটি বা দুইটি গরুর বাঁটের মত মাংস বৃদ্ধি হইয়া এইরূপ হয়। ইহা একবার ভাল হইয়া পুনরায় হইতে পারে। এই রোগ মারাত্মক না হইলেও অতিশয় কষ্টদায়ক।

থুজার মাদার টিংচার ১ ড্রাম, গ্লিসারিণ এক আউন্স সহ মিশাইয়া নাকের মধ্যে তুলি দ্বারা বাহ্যিক প্রয়োগ এবং থুজা ৩০ অথবা টিউক্রিয়াম ৬, প্রত্যহ এক বা দুইবার খাইতে দিলে, নাসার্ব্বুদ রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অনেক স্থলে থুজাতেই কার্য্য-সিদ্ধি হয়। টিউক্রিয়াম ৪।৫ দিন সেবনের পর ৪।৫ দিন বন্ধ রাখিয়া উপকার না পাইলে পুনরায় খাওয়ান যাইতে পারে।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব—নাকে ক্ষত বা সর্দ্দিতে নাক হইতে পচা ডিমের বা বারুদের ন্যায় দুর্গন্ধ বাহির হয়। শক্তি ৩০শ।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—নাকের পলিপাসে প্রচুর রক্তস্রাব হইলে। ৩০ শক্তি।

পালসেটিলা—বেগুনেবর্ণের স্ফীতি, নাক দিয়া হরিদ্রা বা সবুজবর্ণের পূঁজের ন্যায় স্রাব। পুনঃ পুনঃ সর্দ্দি, হাঁচি হয়। ৩০ শক্তি।

সোরিনাম—নাক দিয়া পাতলা জলবৎ পূঁজ স্রাব। তাহাতে পচা মাংসের বা মড়া পচার ন্যায় দুর্গন্ধ। ২০০ শক্তি।

পীনাস।

(Ozoena—ওজিনা)

নাকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষতকে পীনাস বা ওজিনা বলে। ইহাতে নাক দিয়া পুঁজময় দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হয়, শ্বাসকষ্ট ও নাকে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়। এই রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে নাকের উপাস্থি ও আঘ্রাণ-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

সবুজ রংএর দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হইলে—**পালসেটিলা**। ৩০ শক্তি।

দড়ী বা সূতার ন্যায় দুশ্ছেদ্য স্রাবে—**কেলি-বাই**। ৬ শক্তি।

নাকের পার্শ্বদ্বয় স্থূল ও ক্ষত-সংযুক্ত এবং পচা ডিম কিম্বা বারুদের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণ গাঢ় পুঁজ নির্গত হইলে—**ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব**। ৩০ শক্তি।

অতিশয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট জলবৎ স্রাব, ঐ স্রাব লাগিয়া ওষ্ঠে ঘা হয়, নাকের ভিতর সাদা, মধ্যে মধ্যে রক্তপাত হয়—**নাইট্রিক্-এসিড**। ২০০ শক্তি।

প্লীহা

(Spleen—স্প্লীন)

ম্যালেরিয়া হাওয়ার দেশে মানুষের ন্যায় গৃহপালিত পশুগণও প্রায়ই জ্বরভোগ করে। দুঃখের বিষয় যে, ইহা অধিকাংশ গৃহস্থের গোচরে আসে না। কোনরূপ পীড়া হইয়া যখন গরুর দুধ কমিয়া যায়, কিম্বা একেবারে বন্ধ হয়, তখন রোগের কথা মনে না করিয়া "দুষ্ট লোকে মন্দ করিয়াছে" বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। এইরূপে গোগণ গোপনে নীরবে জ্বরভোগ করে এবং প্লীহাটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সিয়ানোথাস—ইহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ উভয়ই আবশ্যক হয়। এক ড্রাম সিয়ানোথাস্ মাদার টিংচার সহ দুই ড্রাম জল মিশ্রিত করিয়া প্লীহার উপর লাগাইতে বা মালিশ করিয়া দিতে হয় এবং ৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন তিনবার করিয়া খাওয়াইতে হয়। ইহা প্লীহার মহৌষধ নামে খ্যাত।

চায়না—প্লীহা বড় তৎসহ দিবসের বিশেষতঃ সন্ধ্যার পূর্ব্বে কম্প দিয়া জ্বর, প্লীহা কন্‌কন্ করায় চলিতে কষ্ট। ২০০ শক্তি।

নক্সভমিকা—প্লীহাতে উদর স্ফীত। শেষ বেলায় জ্বর। যাহারা নিয়ত একস্থানে বাঁধা থাকে। ২০০ শক্তি।

আর্সেনিক—কাজ করিতে অপারগ। প্লীহাতে টানিয়া ধরা মত বেদনাতে বাঁকা হইয়া চলে। ভিন্ন দেশ হইতে আসার পর পীড়া। ৩০, ২০০ শক্তি।

আর্ণিকা—অত্যন্ত আলস্য, অকর্ম্মণ্য। বামদিকে শুইতে পারে না, প্লীহাতে আঘাত লাগা কারণ থাকিলে। ৩, ৩০ শক্তি।

এসাফিটিডা—প্লীহাতে বেদনা, মলে দুর্গন্ধ। ৬ শক্তি।

ক্যাপ্‌সিকাম্—প্লীহা বেদনাযুক্ত ও বড়। ৩০ শক্তি।

নক্স-মস্কেটা—প্লীহা অত্যন্ত বড়, তৎসহ উদরাময়। ৩০, ২০০ শক্তি।

সালফার—যখন কোন ঔষধে সারে না, তখন মহৌষধ। ৩০, ২০০ শক্তি।

যকৃতের পীড়া।

(Liver complaint—লিভার কম্‌প্লেন)

প্লীহা উদরের বামদিকে এবং যকৃৎ উদরের দক্ষিণ দিকে পাঁজরের নিম্নে থাকে, তাহা প্রায় সকলেরই জানা আছে। যকৃতের পীড়া অনেক প্রকার;—তন্মধ্যে যেগুলি মারাত্মক বা গুরুতর, তাহাই নিম্নে লিখিত হইল।

কামল বা ন্যাবা।

(Jaundice—জনডিস্)

ইহা স্বতন্ত্র একটি রোগ নহে, যকৃতের কোন রোগের লক্ষণ মাত্র। যখন কোন প্রকারে যকৃত বড় বা ছোট হয়, কিম্বা কোন ক্রিয়া-বিকার হয়, তখন জনডিস্ হইতে পারে। অন্যান্য কোন কারণে যদি ডকটস্ কমিনিউকলিডোগস্ * (যকৃত হইতে যে নল অন্ত্রে আসিয়াছে) আবদ্ধ হয়, তবে ঐ পিত্ত অন্ত্রে আসিতে না পাইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়। প্রস্রাব অত্যন্ত হলুদ বর্ণ হয়। জনডিস্ হইবার নিম্নলিখিত পাঁচটী কারণ প্রধান।

১। কোন বিষ-দোষজ জ্বর।

২। রক্তের সহিত কোন বিষ মিশ্রিত হইলে, যথা—পাইমিয়া, সর্পবিষ বা কোন বিষাক্ত গাছ গাছড়া উদরস্থ হইয়া রক্তের সহিত যোগ হইলে।

* এই নল দিয়া যকৃৎ হইতে পিত্ত অন্ত্রে আসিয়া খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইলে খাদ্য হজম হয়।

৩। উদরস্থ কোন যন্ত্র বৃদ্ধি হইয়া উক্ত পিত্তবাহী নল বদ্ধ করিলে।

৪। ক্রিমি কিম্বা কোন বিচি বা পিত্তশীলা (Gall-stone) দ্বারা উক্ত নল আবদ্ধ হইলে।

৫। যকৃতের কোন প্রকার পীড়া হইলে জন্‌ডিস্ হয়।

যখন জন্‌ডিস্ প্রবল আকার ধারণ করে, তখন মূত্র, লালা, চক্ষের জল ইত্যাদি হলুদবর্ণ হইয়া যায়। প্রথমেই চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হয়। গাত্র অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে। মলে দুর্গন্ধ হয়, ভাল বাহ্যে হয় না, কখন বা উদরাময় হয়। এই রোগ যত সত্বর আরোগ্য হয়, ততই মঙ্গল। যকৃতের বিশেষ কোন রোগজনিত হইলে অত্যন্ত ভয়ের কারণ হয়। কখন কখন এই রোগে শরীরে শোথ দেখা যায়।

চিকিৎসা—

একোনাইট—অত্যন্ত পিপাসা সহ জ্বর, যকৃতে অত্যন্ত বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়। ৩ শক্তি।

বেলেডোনা—যকৃতে পাথরী হইলে উৎকৃষ্ট ঔষধ; যকৃত কঠিন। যকৃতে রক্তাধিক্য। ৩, ৩০, শক্তি।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব—বেলেডোনার পরে উৎকৃষ্ট। যকৃতে পাথরী হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইলে মহৌষধ। যকৃত অত্যন্ত বড় হওয়া, মল ধূসর বা সাদা, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ। ৩০ শক্তি।

ক্যামোমিলা—অতি ঠাণ্ডা প্রকৃতির জন্তুও ভয়ানক উপদ্রবশীল বা দুরন্ত হয়। ১২ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—যকৃতে ভয়ানক বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, জিহ্বাতে ঘন সাদা পর্দ্দা, নড়িতে চাহে না। ৩০ শক্তি।

ল্যাকেসিস—যকৃতের নানা প্রকার কঠিন পীড়ার সহিত রোগ হইলে। ৩০, ২০০ শক্তি।

লাইকোপোডিয়াম—যকৃতের প্রাচীন পীড়া, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, ঘন ঘন ক্ষুধা, কিন্তু খাইতে পারে না। ৩০, ২০০ শক্তি।

ফস্ফরাস—ফুসফুসের কোন পীড়ার সহিত যকৃতের পীড়া, অসাড়ে মলমূত্রত্যাগ, স্ফূর্ত্তিহীন।

সাইলিসিয়া—যকৃত স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। ২০০ শক্তি।

সালফার—কোন গাছ বা দেয়াল পাইলেই গা চুলকায়। উদর স্ফীত, কোষ্ঠবদ্ধ। রক্তবমন। রাত্রিকালে গাত্র-কণ্ডুয়নের বৃদ্ধি। ৩০, ২০০ শক্তি।

নক্সভমিকা—যদি নানাপ্রকার গাছ-গাছড়া বা কবিরাজী ঔষধ খাওয়ান হইয়া থাকে। কিছু খায় না, ঘুমায় না। কোষ্ঠবদ্ধ অথচ মধ্যে মধ্যে বাহ্যের বেগ হয়। সহরের ন্যায় আবদ্ধ স্থানের গরুবাছুরের পীড়া। ৩০, ২০০ শক্তি।

মার্ক-সল—জিহ্বাতে পুরু ময়লা। মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, সদাই লালাস্রাব, কিছু খায় না। এই কয়টি লক্ষণে মার্ক-সল বিশেষ উপকারী ঔষধ। ৬ শক্তি।

যকৃতের প্রদাহ।

(Inflammation of the Liver—ইনফ্লামেশন্ অফ্ দি লিভার)

রোমন্থনকারী পশুমাত্রেই বিশেষতঃ বাছুরগুলি লিভারের প্রদাহরোগে অধিক আক্রান্ত হয়। গোয়ালে কিম্বা প্রাঙ্গণে নিয়ত একস্থানে অবরুদ্ধ থাকায় অনেক গরু-বাছুর এই রোগে পীড়িত হইয়া থাকে। সহরাঞ্চলে এই কারণেই বাছুর বাঁচে না। অপরাপর সময় অপেক্ষা শীত-ঋতুতে অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীর গরুগুলি এই রোগে আক্রান্ত হয়।

সর্ব্বদা শুইয়া থাকে, লিভারের দিকে মাথা ঘুরাইয়া রাখে, লিভারের চতুর্দ্দিকে নরম বোধ হয়, মুখ দেখিয়া বড় কষ্ট হইতেছে বুঝা যায়, কিছু খায় না, চক্ষু দিয়া জল পড়ে, নাড়ী দ্রুত হয় বা জ্বর হয়, পা ও কাণ কখন গরম কখন ঠাণ্ডা, মুখের ভিতর গরম ও শুষ্ক। চক্ষের চতুর্দ্দিকে, কাণের ভিতর ও চামড়া হরিদ্রাবর্ণ হয়, প্রস্রাব হরিদ্রা কিম্বা পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায়।

ক্যামোমিলা—চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ, অস্থিরতা, একবার শোয় একবার উঠে। ১২ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—কেবল চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, নড়িতে চাহে না, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন, জিহ্বা হরিদ্রা বা পিঙ্গলবর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ। ৩০ শক্তি।

মার্ক-সল—বাঁ পাশে শুইয়া থাকে, অত্যন্ত যাতনার আধিক্য, চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ, পিপাসা। ৬, ২০০ শক্তি।

নক্স-ভমিকা—যদি পীড়া বেশী দিন বর্ত্তমান থাকে এবং নানাপ্রকার গাছ-গাছড়া বা অন্য কোন ঔষধ খাওয়ান হইয়া থাকে। লিভারের নিম্ন অংশ চাপিলে নরম বোধ হয়, মুখ ও চক্ষুর চতুর্দ্দিকে হরিদ্রাবর্ণ। ৩০ শক্তি।

সালফার—অন্যান্য ঔষধে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে সালফার প্রয়োগ হিতকর। ৩০ শক্তি।

যকৃতের স্ফোটক।

(Liver abscess—লিভার য়্যাব্‌সেস্)

ইহা অতিশয় কঠিন ও মারাত্মক রোগ। যকৃতের মধ্যে প্রায়ই একটি মাত্র বৃহৎ ফোড়া হয়, কখন কখন ছোট ছোট দুই তিনটিও হইতে পারে। এই ফোড়া কখন কখন অন্ত্রের দিকে ফুটিয়া মলদ্বার দিয়া পুঁজ নির্গত হইয়া আরোগ্য হইয়া যায়। ফোড়া হইবার সময় অত্যন্ত

জ্বর হয়। জ্বরের অবস্থা সকল সময় সমান থাকে না। কখন কোষ্ঠবদ্ধ, কখন উদরাময় দেখা যায়। জিহ্বা শুষ্ক ও ময়লাযুক্ত। যদি ঊর্দ্ধে ডায়াফ্রাম্ ভেদ করিয়া ফুটিয়া যায়, তবে কাশির সহিত পূঁজ নির্গত হইতে থাকে। পেরিকার্ডিয়াম মধ্যে ফুটিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। ফোড়া উপরের দিকে হইলে অনেক সময় পেরিটোনাইটিস্ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

যদি ফোড়া অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়া পাকিয়া যায়, তবে য়্যাম্পিরেটার অথবা ট্রোকার দ্বারা পূঁজ বাহির করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। ইহার প্রথমাবস্থা হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিলে ভাবীফল অনেক স্থলে মঙ্গলজনক হয়।

আর্ণিকা—লিভারে আঘাত লাগিয়া পীড়া হইলে উৎকৃষ্ট। ৩ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—দক্ষিণ কাঁধে বেদনা, মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ, জিহ্বা সাদা, অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধ, পিপাসা। ৩০ শক্তি।

চেলিডো—দক্ষিণ স্কন্ধে অত্যন্ত বেদনা, হাত দিতে দেয় না। নাড়ী ক্ষীণ ও অনিয়মিত, কোষ্ঠবদ্ধ। ৬ শক্তি।

বেলেডোনা—মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখ রাঙ্গা, অনিদ্রা, লিভারে অত্যন্ত বেদনা, কাঁধ ও গলা পর্য্যন্ত বেদনা। ৩ শক্তি।

মার্ক-সল—দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা, মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ। ঘাম হইয়াও কোন উপশম হয় না। বেলেডোনার পর ব্যবহৃত হয়। ৬, ২০০ শক্তি।

ল্যাকেসিস—ফোড়া প্রকাশ পাওয়ার পর। উদর স্ফীত। মার্ক-সলের পর ব্যবহার্য্য। ৩০, ২০০ শক্তি।

নক্স-ভমিকা—পেটে চাপ দিলে অত্যন্ত বেদনা। সরু বাহ্যে হওয়া, কিম্বা বেগ দেয় বাহ্যে হয় না। ৩০, ২০০ শক্তি।

সালফার—অন্যান্য ঔষধ বিফল হইলে উপকারী। ৩০, ২০০ শক্তি।

পূঁজ জন্মিলে **হিপার** ৬ ও পরে **সাইলিসিয়া** ২০০ মহৌষধ।

আঘাত।

(Wounds—উণ্ডস্)

আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে কোন প্রকার ময়লা থাকিলে, তাহা সর্ব্বাগ্রে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া এবং রক্ত পড়িতে থাকিলে, তাহা অবিলম্বে বন্ধ করা আবশ্যক। তৎপরে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আর্ণিকা—সকল প্রকার আঘাতে আর্ণিকা ব্যবহৃত হয়। প্রস্তর, ইষ্টক বা ঢেলা, মুগুর, লাঠি প্রভৃতি দ্বারা প্রহার এবং উচ্চ হইতে পতন বা উল্লম্ফনাদি কারণে কোন স্থান মচকিয়া যাওয়া, মাংসপেশী থেঁতলিয়া যাওয়া প্রভৃতি যে কোনরূপ, যে কোন স্থানের অল্প বা অধিক স্থানব্যাপী আঘাত। আঘাত হেতু রক্ত জমিয়া ফুলা বা রক্তপাতযুক্ত ক্ষত প্রভৃতিতে আর্ণিকা মহৌষধ। এই সকল অবস্থায় আর্ণিকা ৩য় শক্তি সেবন করাইতে হয় এবং আর্ণিকা লোশন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তুলা বা নেকড়া ভিজাইয়া আহতস্থানে পটি বাঁধিয়া দিতে হয়। অধিক দিনের আঘাত হইলে আর্ণিকা ৩০শ শক্তি সেবন করান ভাল। প্রথম হইতে আর্ণিকা প্রয়োগ করিলে প্রায়ই ক্ষতে পুঁজ জন্মিতে পারে না ও জ্বর হয় না।

লিডাম্—তীক্ষ্ণ অগ্রবিশিষ্ট সূচ, কাঁটা, কঞ্চী প্রভৃতি এবং অস্ত্রাদির খোঁচা দ্বারায় যে ক্ষত হয়, তাহাতে লিডাম্ ৬ষ্ঠ শক্তি খাইতে দিলে ও বাহ্যিক লিডাম্ লোশন প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র উপকার দর্শে। অনেক সময় আর্ণিকা দ্বারা সম্যক উপকার হয় না, তখন লিডাম্ ব্যবহারে আরোগ্য সাধিত হয়। লিডাম্ ৬ সেবনে শরীরের কোন স্থানে কাঁটা বিঁধিয়া থাকিলে তাহা আপনি বাহির হইয়া যাইতে পারে (সাইলিসিয়া সেবনেও শরীরস্থ বিদ্ধ কণ্টকাদি বাহির হইয়া যায়)।

হাইপারিকাম্—চর্ম্ম ছিন্ন হওয়া, থেঁতলিয়া যাওয়া, বিদ্ধ হওয়া প্রভৃতি ক্ষত, যে স্থানে অধিক স্নায়ু থাকে, তথায় আঘাত, অঙ্গুলিতে বা খুরে কিম্বা মেরুদণ্ডে ও মস্তকের পশ্চাৎঅংশে আঘাত। স্নায়ুমণ্ডলীতে আঘাত লাগিয়া ধনুষ্টঙ্কার হইবার উপক্রম হইলে, পৃষ্ঠবংশের বা শিরদাঁড়ার উপর আঘাতে আর্ণিকার পর এবং পদস্খলন হইয়া পতনে আর্ণিকার অগ্রে হাইপারিকাম্ ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ক্যালেন্ডিউলা—কোন স্থান কাটিয়া গেলে, তাহা অতি শীঘ্র জুড়িয়া যাইবার জন্য, রক্তপড়া নিবারণ জন্য এবং পুঁজ জন্মিতে না দেওয়ার জন্য ক্যালেন্ডিউলা ৩য় শক্তি সেবন এবং ক্যালেন্ডিউলা লোশন বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। ক্ষত আরোগ্য করিতে ক্যালেন্ডিউলা অদ্বিতীয় মহৌষধ। কর্ত্তিত স্থানের দুই মুখ একত্রিত করিয়া (আবশ্যক হইলে ক্ষতের ধার একত্র করিয়া ঘোড়ার কিম্বা গরুর লেজের চুলদ্বারা সেলাই করিয়া দিয়া) ক্যালেন্ডিউলার আরকে নেকড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিলে অতি শীঘ্র জোড়া লাগিয়া যায়। পরিষ্কার ও গভীররূপে কাটিয়া গেলে এবং অধিক পরিমাণে রক্ত পড়িতে থাকিলে আর্ণিকার পরিবর্ত্তে ক্যালেন্ডিউলা প্রযোজ্য। অত্যন্ত পুঁজ জন্মিলেও ক্যালেন্ডিউলা লোশন দ্বারা মধ্যে মধ্যে ধোওয়াইয়া ক্যালেন্ডিউলা মলমের পটি বসাইয়া দিলে শীঘ্র ক্ষত আরোগ্য হইয়া যায়।

যে কোন স্থানের আঘাতে—আর্ণিকা।

যে কোন স্থানের ক্ষতে—ক্যালেন্ডিউলা।

চক্ষে আঘাত—সিম্ফাইটাম, কোনায়াম।

শিরদাঁড়া বা স্পাইনাল কর্ডে আঘাত—হাইপারিকাম্।

অস্থি-আবরক পর্দ্দায় আঘাত—রুটা।

অঙ্গুলী বা খুরে আঘাত—হাইপারিকাম্।

অঙ্গুলি-সন্ধি বা খুরের গোড়ায় আঘাত—রুটা।

বক্ষে আঘাত—রুটা।

মস্তিষ্কে আঘাত—সিকুটা, আর্ণিকা।

আঘাত লাগিয়া নাক দিয়া রক্তপাত—আর্ণিকা, এসিটিক্-এসিড্।

পুঁজ হইলে—হিপার।

পুঁজ শোষণ বা ক্ষত সুস্থ জন্য—সাইলিসিয়া।

শস্ত্র-ক্রিয়াদির পর চমক লাগা বা শক্ (Shock)—এসিটিক্-এসিড্।

অস্থির স্থানচ্যুতি।

(Dislocation—ডিস্লোকেশন্)

যে কোন কারণে সন্ধিস্থান হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে হাড় সরিয়া গেলে, অতি সত্বর ঐ হাড় স্বস্থানে আনয়ন করিয়া দিতে পারিলেই সকল দিকে মঙ্গল হয়, নচেৎ ঐ সন্ধিস্থান চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। স্থানচ্যুত অস্থিকে স্বস্থানে আনয়ন করাকে রিডাক্শন্ (Reduction) করা বলে।

এক হস্তে স্থানচ্যুত অস্থি স্বস্থানে আনিতে হয় এবং অপর হস্তে সন্ধিস্থানের নিকটে জোরে চাপিতে হয়। এই প্রকারে স্বস্থানে আনা হইয়া গেলে, বেদনা নিবারণ জন্য কিছুদিন আর্ণিকা লোশন বাহ্যিক প্রয়োগ এবং ৩য় শক্তির আর্ণিকা সেবন করান কর্ত্তব্য। আবশ্যক হইলে রসটক্স ব্যবহৃত হইতে পারে।

গবাদির নি জয়েণ্ট (হাঁটু) এল্বো জয়েণ্ট (কনুই) রিষ্ট্ জয়েণ্ট (কব্জী), য়্যাঙ্কল্ জয়েণ্ট্ (গুল্ফ) সহজে স্থানচ্যুত হয় না। কিন্তু সোল্ডার জয়েণ্ট (স্কন্ধসন্ধি) ও হিপ্জয়েণ্ট (উরু সন্ধি) এই দুই স্থানের অস্থি প্রায়ই স্থানচ্যুত হইয়া থাকে। ইহা রিডিউস্ (স্বস্থানে

আনয়ন) করা বড় সহজ কার্য্য নহে। এই কার্য্য সাধন জন্য সন্ধি নির্ম্মাণ বা গঠনের বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা এবং শরীরে বিশেষ বল থাকা, উভয়ই অত্যন্ত প্রয়োজন। সবলে অস্থি আকর্ষণ করিয়া সন্ধি মধ্যে যথাস্থানে বিবেচনাপূর্ব্বক চাপিয়া বসাইয়া দিতে হয়। ইহাতে কপিকল ব্যবহার করিলে সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। যথাস্থানে বসান হইয়া গেলে, কাপড় দিয়া সজোরে এমন ভাবে বাঁধিয়া দিতে হয়, যাহাতে আর না সরিয়া যায়। এই জন্য কেহ কেহ ময়দা গুলিয়া কাপড়ে মাথাইয়া বাঁধিয়া দেন, তাহা শুকাইয়া গেলে শক্ত হইয়া যায়, তখন আর সরিয়া যাইবার ভয় থাকে না। বেদনা আরোগ্যান্তে গরম জল দিয়া ধুইয়া দিলেই ঐ ময়দা উঠিয়া যায়।

অস্থিভঙ্গ।

(Fracture—ফ্র্যাক্‌চার)

হাড় সরিয়া যাওয়ার ন্যায় হাড় ভাঙ্গিয়া গেলেও উহার দুই মুখ ঠিক স্থানে আনিবার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। আহত স্থান স্থিরভাবে রাখিবার জন্য ব্যাণ্ডেজ্, প্যাড্ প্রভৃতির আবশ্যক হয়। আহত স্থান স্থিরভাবে রাখিতে পারিলেই ভগ্নাস্থির মুখ হইতে এক প্রকার নূতন অস্থিময় পদার্থ (ক্যাল্‌স) নির্গত হইয়া ভগ্নাস্থিকে শীঘ্র সংযুক্ত করিয়া দেয়। ভগ্নাস্থির মুখ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলে জোড়া লাগিবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, অথবা অযথা স্থানে জোড়া লাগিয়া বিকৃত আকার ধারণ করে। অধিক বয়সে অস্থি ভঙ্গ হইলে জোড়া লাগিতে যত সময় লাগে, তাহা অপেক্ষা অল্প বয়স্কের সত্বর জোড়া লাগে। যদি পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, ভগ্নস্থান

হাড়ের কুচা (টুক্‌রা) আছে, তবে সে সকল যত্ন পূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া দিয়া পরে ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আর্ণিকা—ফুলা ও বেদনা কমাইবার জন্য ষ্ট্রং আর্ণিকা লোশনে একখানি নেকড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। ফুলা অত্যন্ত অধিক থাকিলে শীতল জল সহ আর্ণিকা লোশনে অনবরত ভিজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং আর্ণিকা ৩য় শক্তি ২।৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলে সত্বর শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিং ভাঙ্গিলে আর্ণিকা ব্যবহৃত হয়।

সিম্ফাইটাম্—ভগ্ন অস্থি জোড়া লাগাইতে সিম্ফাইটামের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। ইহার ৩য় শক্তি সেবনে ও লোশন বাহ্য প্রয়োগে ভগ্নাস্থি অতি শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে সংযোজিত হয়।

রুটা—সিম্ফাইটামের পর রুটা উৎকৃষ্ট কার্য্য করে। ইহার ৩য় শক্তি সেবন ও বাহ্যিক প্রয়োগে লোশন আবশ্যক হয়।

ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব ও **ক্যাল্‌কে-ফস্**—ভগ্নাস্থি জোড়া লাগিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইলে ৩০ শক্তির কয়েক মাত্রা ঔষধ সেবনেই অল্পদিনের মধ্যে অস্থির অঙ্কুর জন্মিয়া জোড়া লাগিয়া যায়। স্থূলকায়ের পক্ষে ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব এবং শীর্ণকায়ের পক্ষে ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্ ব্যবহৃত হয়।

চর্ম্মরোগ।

(Skin Diseases—স্কিন্ ডিজিজেস্)

চর্ম্মরোগ মাত্রেই আভ্যন্তরিক কোনও বিষের বা পুরাতন রোগের বাহ্যিক বিকাশ মাত্র বুঝিতে হইবে। এই আভ্যন্তরিক বিষ দোষ নষ্ট করিবার জন্য উপযুক্ত আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন ভিন্ন কেবল মাত্র

বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে চর্ম্মরোগ আরোগ্য করিলে, কিছুদিন পর ঐ চর্ম্মরোগ কিম্বা অন্য কোন প্রকার কঠিন রোগ প্রকাশ হইয়া প্রভৃত অনিষ্ট এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতে পারে। যেমন একটি বৃক্ষকে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে, তাহার গুঁড়ি বা মূলভাগ রাখিয়া দিয়া কেবলমাত্র শাখা-প্রশাখা সকল কর্ত্তন করিয়া দিলে, উহা কিছুদিন মৃতবৎ দেখায় সত্য, কিন্তু কিছুকাল পরে আবার উহা হইতে সতেজে শাখা-প্রশাখা সমূহ বহির্গত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সজীব বা বর্দ্ধনশীল হইয়া উঠে; তদ্রূপ চর্ম্মরোগেও কেবলমাত্র বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহারে অল্প সময়ের মধ্যে আপাততঃ রোগ অদৃশ্য হইলেও গুঁড়ি বা মূল রহিয়া যাওয়ায় তাহার ক্রিয়া বা বিকাশ বন্ধ থাকিতে পারে না। এইরূপে বহিবিকাশশীল রোগকে হঠাৎ বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া দিলে, অন্তর্নিহিত ঐ বিষ বা পুরাতন রোগ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিপরীত গতিতে ক্রমে প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলির অভিমুখে ধাবিত হয় এবং নানা প্রকার কঠিন কঠিন রোগের সৃষ্টি করে।

মহাত্মা হানিমান সোরা (psora) উপদংশ (syphilis) এবং প্রমেহ (sycosis) এই তিনটি পুরাতন রোগের বীজ আবিস্কার করেন। চর্ম্মরোগের বিকাশ দেখিলেই এই তিনটির কোনটির না কোনটির অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের পূর্ব্বে ঔষধ খাওয়াইয়া এই সকল পুরাতন বীজের বাহ্যিক বিকাশ আরাম করিবার উপায় ছিল না। লক্ষণানুসারে হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দেহ হইতে এই সকল পুরাতন বিষ একেবারে নির্ম্মূল করিতে পারা যায়। এজন্য ঔষধের শ্রেণী বিভাগ আছে;—সোরানাশক (anti-psoric), উপদংশনাশক (anti-syphilitic) এবং প্রমেহ-নাশক (anti-sycotic) ঔষধ। এ সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে জানিতে

হইলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান (Organon) পাঠ করা অতি আবশ্যক। নিম্নে প্রধান প্রধান চর্ম্মরোগ সমূহ এবং তাহার লক্ষণানুযায়ী ঔষধচয় বর্ণিত হইল।

ক্ষত।

(Ulcer—অল্‌সার)

শরীরের কোন অংশ ধ্বংস হইয়া ক্ষয় হইলে, তাহাকে ক্ষত বা ঘা বলা যায়। কোন স্থানের পোষকতার হ্রাস হইলে বা খাইতে না পাইলে কিম্বা অল্প অথবা অসার পদার্থ খাইলে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গবাদির দেহে দুইটি মনুষ্য-কৃত ক্ষতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহার একটি,—ভারবাহী গোগণের ভারযুক্ত স্থানে কোমল গদি প্রভৃতির ব্যবস্থা না থাকায়, ঘর্ষণ দ্বারা তথায় ক্ষত উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়টি,—অন্য রোগ আরোগ্য করিবার মানসে গাত্রে উত্তপ্ত লৌহাদি সংলগ্ন দ্বারা ক্ষত উৎপাদন করা হইয়া থাকে।

ক্ষতের নিম্নলিখিত তিনটি অবস্থা ধরা যায়।

১। ক্ষতের বিস্তৃতি।

২। বিস্তৃতি রোধ।

৩। ক্ষতের শুষ্কতা।

প্রথমাবস্থা। একটি প্রদাহযুক্ত রেখা দ্বারা ক্ষত বেষ্টিত এবং শ্লাফ্ দ্বারা আবৃত থাকে। ইহাতে বেদনা, জ্বালা, উষ্ণতা ও আরক্তিমতা বর্ত্তমান থাকে। তখন তথা হইতে রক্ত মিশ্রিত পুঁজ, তরল রক্ত অথবা পুঁজ নির্গত হয়।

দ্বিতীয়াবস্থা। এই অবস্থায় ক্ষতে এক প্রকার পদার্থ বিশেষ (প্লাষ্টিক

ম্যাটার) একত্রিত হইয়া শ্লাফ্ (গলিত অংশ) পৃথক হয় এবং ক্ষতের উপরিভাগ পরিষ্কৃত ও তথা হইতে অল্প পরিমাণে সুস্থ পূঁজ (হেল্‌দি পস্) নির্গত হইতে থাকে।

তৃতীয়াবস্থা। এই অবস্থায় ক্ষতের উপরিভাগ সুস্থ মাংসাঙ্কুর দ্বারা আবৃত হয় এবং সুস্থ পূঁজ অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া শেষে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়।

ক্ষতের অবস্থাভেদে অনেক প্রকার নাম আছে। যথা—

১। সুস্থ ক্ষত বা হেল্‌দি অল্‌সার। ইহা দেখিতে বক্রাকার বা ডিম্বাকার, সামান্য গভীর, সুস্থ মাংসাঙ্কুর দ্বারা পরিপূর্ণ। ইহা অতি সহজে আরোগ্য হইয়া যায়।

২। দুর্ব্বল ক্ষত বা উইক্ অল্‌সার। ক্ষতের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বা উদরাময় প্রভৃতি অন্য কোন রোগ জন্মিলে, অনাহার বা অস্বাস্থ্যকর খাদ্য খাইলে, অথবা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিলে এই ক্ষতে পরিণত হয়।

৩। কঠিন ক্ষত বা ইণ্ডোলেণ্ট্ অল্‌সার। ইহা অতি পুরাতন ক্ষত। গভীর; অসমান ও অসুস্থ মাংসাঙ্কুর দ্বারা আবৃত। ইহাতে রক্ত ও রস নির্গত হয়। এই ক্ষতে অনেক ভারবাহী জীব কষ্ট পায়। ক্ষতের পার্শ্বদেশ উচ্চ ও উপাস্থিবৎ কঠিন। বেদনা থাকে না।

৪। উত্তেজিত ক্ষত বা ইরিটেবল্ অল্‌সার। এই ক্ষত ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও পাতলা শ্লাফে আবৃত। ভীষণ বেদনা থাকে।

৫। প্রদাহিত ক্ষত বা ইন্‌ফ্লেম্‌ড্ অল্‌সার। ইহা রক্তবর্ণ ও উত্তপ্ত। পার্শ্ব অত্যন্ত স্ফীত। ইহা হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধময় রক্তমিশ্রিত ঘন পূঁজ পড়ে।

৬। গলিত ক্ষত বা শ্লাফিং অল্‌সার। ইহার শ্লাফ্ ধূসরবর্ণ। ক্ষতের ধার পরিষ্কার কর্ত্তনবৎ।

৭। প্রসারিত ক্ষত বা ভ্যারিকোজ্ অল্‌সার। ইহা উত্তেজক এবং

কখন গলিত ও কখন কঠিন ক্ষত সদৃশ হয়। এই ক্ষত বিগলিত হইলে নীচের শিরা ধ্বংস হইয়া প্রচুর রক্তস্রাব হয়, এমন কি, তাহাতে প্রাণহানি হওয়াও অসম্ভব নহে।

৮। রক্তস্রাবী ক্ষত বা হেমরেজিক্ অল্‌সার। ইহা হইতে প্রায়ই ধূম্রবর্ণের রক্তস্রাব হয়।

৯। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বা মিউকাস মেম্ব্রেণের ক্ষত। গলদেশ, সরলান্ত্র ইত্যাদি স্থানে এই ক্ষত হইয়া থাকে। এই ক্ষত বিষাক্ত গুণবিশিষ্ট।

১০। একজিমেটাস্ ক্ষত। এই ক্ষতের চারিধারে একজিমার (কাউরের) ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী বাহির হয় ও হরিদ্রাবর্ণের রস নির্গত হইতে থাকে।

ক্ষতের উপরিভাগে যখন রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকা-কণার ন্যায় ক্ষত-পরিপূরক অণু বা গ্র্যান্নুলেশন (granulation) জন্মে, তখন ক্ষত আরোগ্যের পথে আসিয়াছে জানিতে পারা যায়। ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য না হইলে পচিতে আরম্ভ হয়, সুতরাং ক্ষতস্থান ভালরূপে ধোওয়াইয়া পরিষ্কার রাখা এবং ঔষধ প্রয়োগে সত্বর আরোগ্য করিতে চেষ্টা করা অতি আবশ্যক। অতি দুরারোগ্য ক্ষত, এমন কি, যাহাতে অস্ত্র-চিকিৎসকগণ য়্যাম্পুটেশন্ বা অঙ্গচ্ছেদ ব্যতীত উপায় দেখিতে পান না, সেরূপ ক্ষতও কেবলমাত্র হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া যায়।

ঘা ধোওয়াইবার জন্য ক্যালেণ্ডিউলা লোশন অথবা নিমপাতা দিয়া গরম করা জল উৎকৃষ্ট। ক্ষতের অবস্থা বিবেচনায় প্রত্যহ দুই তিনবার ধোওয়ান যাইতে পারে। পিচকারী অপেক্ষা হাতে করিয়া ধোওয়ানই ভাল।

আর্ণিকা—ভারবাহী জীবের ভার বহন জন্য ক্ষতে, আঘাতজনিত ক্ষতে, পৈঁছলে যাওয়া ক্ষতে, সেপ্‌টিক্ ক্ষতে ৩য় শক্তির আর্ণিকা খাইতে

দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা সেপ্‌টিক্ ক্ষতে বিষদোষ নষ্ট করিয়া আরোগ্য করে। ক্রমাগত ফোড়া হইতে থাকিলে আর্ণিকা দিতে কথনই ভুলিবে না। লাঠির আঘাতে ক্ষত হইলে বা ভোঁতা অস্ত্রের খোঁচা লাগিলে আর্ণিকা মহৌষধ। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে আর্ণিকা লোশন বাহ্যিক প্রয়োগ উপকারী।

ক্যালেণ্ডিউলা—ইহার লোশন, লিনিমেণ্ট এবং অয়েণ্ট্‌মেণ্ট, তিন প্রকারই বাহ্যিক প্রয়োগে আবশ্যক হইয়া থাকে। সচরাচর সকল প্রকার ক্ষতেই ইহার ব্যবহার হয়। ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া ক্ষত হইলে অথবা যেখানে পূঁজ হয় নাই, তথায় ক্যালেণ্ডিউলা দিলে জোড়া লাগিয়া আরোগ্য হইয়া যায়। ছিন্ন ভিন্ন ক্ষত, অত্যন্ত পূঁজ জন্মিলে, ক্ষত অত্যন্ত পূঁজময় দুর্গন্ধযুক্ত ও তৎসহ হেকটিক্ ফিবার (পূঁজ জ্বর) কিম্বা গ্যাংগ্রিণ (গলিত ক্ষত) হইলে, ক্যালেণ্ডিউলা বাহ্যিক প্রয়োগে ও আভ্যন্তরিক ৬ষ্ঠ শক্তি সেবনে আরোগ্য হইয়া যায়। ভ্যারিকোজ ক্ষতে এবং প্রচুর পরিমাণে পূঁজ নিঃসরণ হইলে ক্যালেণ্ডিউলা মহৌষধ। প্রদাহিত ক্ষতের উত্তেজনা নিবারণে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। সেপ্‌টিক্ জ্বর থাকিলেও উপকার হয়। লক্ষণানুসারে অন্য ঔষধ খাওয়ান আবশ্যক হইলেও ক্ষতের উপর বাহ্যিক প্রয়োগে ক্যালেণ্ডিউলা ব্যবহার করাই হিতকর।

রসটক্স—মাংসপেশীতে ক্ষত হইলে রসটক্স উপকারী। ৩০, ২০০ শক্তি।

রুটা—রসটক্সের ন্যায় মাংসপেশীর ক্ষতে ফলপ্রদ। ৬, ৩০, ২০০ শক্তি।

হাইপারিকাম্—ক্ষতে অতীব স্নায়বীয় বেদনা থাকিলে এবং আঘাত হেতু ক্ষত হইয়া ধনুষ্টঙ্কার হইলে উপকার হয়। ৩০, ২০০ শক্তি।

সিম্ফাইটাম্—হাড়ে ক্ষত হইয়া শীঘ্র আরোগ্য না হইলে কিম্বা হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়া শীঘ্র জোড়া না লাগিলে ইহা উপকারী। ৩, ৩০ শক্তি।

ক্যাল্‌কে-ফস্‌—ইহা সিম্‌ফাইটামের ন্যায় হাড়ের ক্ষত বহুকাল থাকিলে ব্যবহৃত হয়। ৩০ শক্তি।

আর্সেনিক—যখন ক্ষত ভীষণ আকার ধারণ করিয়া পচিতে থাকে, ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হয়, কাল বা বিশ্রী সাদা পর্দ্দায় আবৃত থাকে ও স্থানে স্থানে অসুস্থ মাংসখণ্ড রহিয়া যায়, তখন আর্সেনিক দিতে কালবিলম্ব করিবে না। পাতলা রক্তময় পুঁজ কিম্বা দুর্গন্ধময় রক্তস্রাবযুক্ত দূষিত ক্ষতে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। ইহা রক্তস্রাবী ক্ষতের মহৌষধ, বিশেষতঃ যখন নাড়ী লুপ্ত হয় বা মৃত্যু সন্নিকট হয়, সদাই অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে, তখন আর্সেনিক জীবনদাতা। ৩০, ২০০ শক্তি।

ডাঃ ষ্টুয়ার্ট বলেন,—"একটি কাল ঘোড়ার কাঁধের এবং গলার উপর একটি বৃহৎ ডেলার মত ঘা হইয়াছিল এবং তিন মাস কাল একজন এলোপ্যাথিক্‌ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকে, তিনি অস্ত্র প্রয়োগও করিয়াছিলেন। যখন আমি দেখিয়াছিলাম, তখন ঘায়ের আকার প্রায় ৬ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ও মধ্যস্থলে বৃহৎ কোর (core) বা ঘায়ের বিচি ছিল এবং কাঁধের দিকে ঘায়ের পার্শ্বে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী বাহির হইয়াছিল। ঐ চিকিৎসক বলিয়াছিলেন, যতক্ষণ কোর ভাল না হইবে, ততক্ষণ ঘা ভাল হইবে না; সে জন্য তিনি আদেশ করিয়াছিলেন, যেন ড্রেস্‌ করিবার (ধোওয়াইবার) সময় একটি কাটি (stick) দ্বারা খোঁচা মারিয়া উহা উঠাইবার চেষ্টা করা হয়। আমি আরও দেখিয়াছিলাম, চামড়া গরম, স্পর্শ করিতে গেলে ভয়ে কাঁপিতে থাকে, যেন উহাতে অত্যন্ত বেদনা আছে এবং সঙ্কুচিত হয়, পুঁজ হরিদ্রা বর্ণের, ঘোড়াটি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছে এবং যেদিকে ঘা ছিল, সেইদিকের সম্মুখের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে, যেন শিরায় টান পড়িতেছিল, সেজন্য মাটিতে পা রাখিতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। আমি প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় আর্সেনিক ৩য় শক্তি খাওয়াইবার এবং জল সহ উহার মাদার টিংচার

মিশাইয়া ধোওয়াইবার ব্যবস্থা করিলাম। ৪ দিন পরে ঐ কোর প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল এবং ছোট ছোট ফুস্কুড়ী আরোগ্য হইয়াছিল। এক সপ্তাহ পরে ঐ কোর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যায়। আর এক সপ্তাহ পরে ঐ ঘা আরোগ্য হইয়া ঘোড়াটি এরূপ মোটা ও সুশ্রী হইয়াছিল যে, ঠিক যেন ভাল করিয়া খাওয়ান ইন্দুরটির মত (The horse as fat and as sleek as a well-fed mouse)। আমাদের দেশে যাঁহারা বিলাতি ইঁদুর পোষেন, তাঁহারা ইহা ঠিক বুঝিতে পারিবেন। এ সময়েও কিছু খোঁড়া ছিল, সেজন্য এক মাত্রা সাল্‌ফার খাইতে দিই। তিন সপ্তাহ পরে ঘোড়াটি সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইয়া কার্য্যক্ষম হইয়াছিল।"

সাইলিসিয়া—নালী ক্ষত বা শোথযুক্ত ক্ষতে সাইলিসিয়া একমাত্র মহৌষধ। এই ঔষধ সেবনে বিনা অস্ত্র প্রয়োগে শোষ ঘা ভাল হয়। ইহা সকল স্থানের ও সকল প্রকার ক্ষত আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয়। অন্‌হেল্‌দি জলের মত পূঁজ বা দুর্গন্ধযুক্ত গাঢ় পূঁজ নির্গত হইলে সাইলিসিয়া ব্যবহৃত হয়। ক্ষতের চতুর্দ্দিক শুকাইয়া গিয়া আরোগ্যপ্রায় হয়, আবার হঠাৎ প্রদাহ হইয়া পাকিয়া পূঁজ পড়ে। জ্বর হয় ও ক্রমে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং অত্যন্ত ঘাম হইতে থাকে। ক্ষত আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সাইলিসিয়া খাওয়ান হইয়া থাকে। ইহা শারীরিক দোষ সংশোধন করিয়া শীঘ্র ক্ষত আরোগ্য করে। ২০০ শক্তি।

রোগী-তত্ত্ব—হুগলী জেলার রহিমপুর গ্রামের ননী সেখ (এরসাদ আলী) একজোড়া বলদের সাহায্যে কিছু জমি চাষ করিয়া ও একখানি গাড়ী চালাইয়া কোনওরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহার একটি বলদের বামদিকের পাঁজরার নিকটে পেটের একাংশে অপর একটি দুরন্ত গরু গুঁতাইয়া দেয়। তাহাতে সেইস্থানে শিংএর খোঁচায় ভীষণরূপে আঘাত প্রাপ্ত হয় ও অত্যন্ত রক্তপাত হইতে থাকে। মুষ্টিযোগাদি ঔষধের

চাপান দিয়া কোনওরূপে রক্ত বন্ধ হয়। কিন্তু সেই স্থানে টাকার আকার অপেক্ষাও একটু বৃহৎ ক্ষত জন্মে এবং ক্ষত স্থান হইতে পাতলা পূঁজ নিঃসৃত হইতে থাকে। এই ক্ষতের বেদনায় গরুটি গোয়ালের বাহিরে চলিয়া আসিতেও বিশেষ কষ্ট বোধ করে এবং ক্রমশঃ ক্ষতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়। দুই তিন দিন গত হওয়ার পর আমি ঐ গ্রামে তাহার বাড়ীর নিকটে একটি রোগী দেখিতে যাই, সেই সময় ননী আমার নিকটে গরুটিকে আনিয়া দেখায়। আমি তাহাকে ক্ষত স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য নিমপাতা দিয়া গরম করা জল দ্বারা প্রত্যহ দুই তিন বার ধোওয়াইয়া উষ্ণ গব্য ঘৃতের পটী দিবার পরামর্শ দিলাম এবং **লিডাম্** ৬ষ্ঠ শক্তির কয়েকটি পুরিয়া (প্রত্যেক পুরিয়ায় ৫ ফোঁটা ঔষধ) খাওয়াইবার জন্য দিলাম। খাওয়ানের পর ক্ষতের পচা মাংসাদি (Slough) বাহির হয় এবং ক্ষতের মধ্যস্থলে প্রত্যেকবার প্রশ্বাস ত্যাগের সময় পূঁজের বুদ্‌বুদ্ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। উহাতে পেটের চর্ম্মে ছিদ্র হইয়া ক্ষত স্থান হইতে বায়ু নির্গত হইতেছে অনুমিত হওয়ায় ননী আমার নিকটে পরদিনে আসিয়া ঐ সকল অবস্থা বর্ণন করে। তখন আমি লিডামকে ছাড়িয়া **সাইলিসিয়া**—২০০ শক্তি প্রত্যহ দুইবার করিয়া খাইতে দিই। ৩।৪ দিনের মধ্যে ক্ষত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হয় এবং পচা পূঁজ মাংসাদি উঠিয়া গিয়া ক্ষতস্থান লালবর্ণ ধারণ করে এবং ছিদ্র পথও রুদ্ধ হইয়া যায়। আর কয়েক দিনের মধ্যে ক্ষত আরোগ্য হইয়া যায়, গরুটি সম্পূর্ণ সুস্থতা প্রাপ্ত হয় এবং গরিব ননী সেখও শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

কার্ব্ব-ভেজি—অগভীর চেপ্টা ক্ষত, অতিশয় রক্ত বা পূঁজ নির্গত হওয়ায় দুর্ব্বলতা, ক্ষতের ধার উচ্চ ও কাল, ক্ষতের চতুর্দ্দিকের চর্ম্ম কাল ও শক্ত, পচা দুর্গন্ধ পূঁজ, গ্যাংগ্রিণ ক্ষত, ক্ষতস্থান টিপিলে ভিতরে বুজ্ বুজ্ শব্দ হয় বা বায়ু জমিয়া আছে বুঝা যায়। ইহা আর্সেনিকের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার হইতে পারে। ৩০ শক্তি।

হিপার—ক্ষতস্থানে বা ক্ষতের পার্শ্বে কি অন্য কোন স্থানে প্রদাহান্বিত হইয়া অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিলে, যদি সত্বর তথায় পূঁজ জন্মান আবশ্যক হয়, তবে হিপার-সালফার ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহারে অভিলষিত ফল পাওয়া যায়।

নাইট্রিক্-এসিড্—দুর্গন্ধযুক্ত গভীর ক্ষত ও ক্ষতের ধার অসমান। দূষিত ক্ষয়জনক ক্ষত। সচরাচর মেষ শাবকের ও ছাগলের মুখে ক্যাঙ্কার (Canker) বা ব্ল্যাক্ মাউথ্ (Black mouth) নামক একপ্রকার ক্ষয়জনক ক্ষত হয়, উহাতে নাইট্রিক্-এসিড্ মহৌষধ। ঐ ক্ষত প্রায়ই গ্রীষ্মকালের পর জন্মে। ঠোঁট ও নাকের উপর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতের সমষ্টি দ্বারা এই রোগ গঠিত হয়। কখন কখন মস্তকের অন্যান্য স্থানেও ঐ ক্ষত বিস্তৃত হয়। ইহা ক্ষয়জনক ক্ষত বা ধসা ঘা। ইহাতে নাইট্রিক্-এসিড্ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক দুই প্রকারেই ব্যবহার করিতে হয়। বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য নাইট্রিক্-এসিড্ ৩০ ফোঁটা, এক আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ একবার ঘা ধোওয়াইতে হয়। পাশ্চাত্য দেশে ছোট বুরুসের সাহায্যে ঘা ধোওয়ান হইয়া থাকে। ঘা ধোওয়ানুর পর ঐ সময়েই একবার ৩য় শক্তির নাইট্রিক্-এসিড্ ৪ ফোঁটা, জল বা সুগার অব্ মিল্কের সহিত খাওয়াইতে হয়। ৩য় শক্তি দ্বারা আরোগ্য না হইলে বা আরোগ্যে বিলম্ব হইলে ২০০ শক্তি সেবনে আশু উপকার হয়। নাইট্রিক্-এসিড্ সেবনের ৫।৭ দিন পর এক মাত্রা সালফার ৩০ (৪ ফোঁটা) খাওয়াইলে সত্বর আরোগ্য কার্য্যে সহায়তা করে।

বোরাক্স—মুখের ক্ষতে ইহার ১ম চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে। বাহ্যিক প্রয়োগের ক্যালেণ্ডিউলা মাদার মধুসহ ব্যবহারেও মুখের ক্ষত আরোগ্য হয়।

সাল্ফার—যখন কোন ঔষধে কোন উপকার হয় না, তখন সালফার পথ-প্রদর্শক, কখন বা সম্পূর্ণ আরোগ্যকারক মহৌষধ। ৩০, ২০০ শক্তি।

স্ফোটক।

(Abscess—য়্যাব্‌সেস্)

শরীরের কোন স্থানে প্রদাহ হইয়া স্ফোটক বা ফোড়া জন্মে। ঐ প্রদাহিত স্থান অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং টিপিলে নরম বোধ হয়। উহাতে দপ্‌দপানি ও তীরবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং জ্বর হয়। ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা প্রদাহ নিবারিত না হইলে, ঐ স্থানে চর্ম্মের নীচে পূঁজ জন্মে। স্ফীত স্থানের দুই পার্শ্বে চর্ম্মের উপর দুই হস্তের একটি করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ রাখিয়া এক হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা আস্তে আস্তে চাপ দিলে, অন্য অঙ্গুলিতে পূঁজের ঢেউ অনুভূত হয়, ইহাকে পূঁজের তরঙ্গগতি বা ফ্লাক্‌চুয়েশন (Fluctuation) বলে। উহাতে ফোড়া পাকিয়াছে কি না, জানিতে পারা যায়। প্রদাহিত অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে অধিকাংশ স্থলেই ফোড়া বসিয়া যায়, এমন কি, পূঁজ হইলেও তাহা ঔষধ সেবনে শোষিত (Absorb) হইয়া ভাল হইয়া যাইতে পারে এবং অধিকাংশ স্ফোটকই ঔষধ সেবনে আপনি ফাটিয়া গিয়া পূঁজ বাহির হয়। এই সকল কারণে প্রায়ই অস্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক হয় না, কিন্তু পূঁজ হওয়ার পর সহজে ফাটিবার সম্ভাবনা না থাকিলে সাইমস্ ল্যান্‌সেট্ নামক অস্ত্র সাহায্যে অবিলম্বে পূঁজ বাহির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অননুমোদনীয় নহে, তবে পূঁজ হইবার পূর্ব্বে এবং মুখমণ্ডলে ব্রণ (Boils) হইলে কদাচ অস্ত্র-প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে যে অনেকে উত্তপ্ত লৌহ-খণ্ড দ্বারা পোড়াইয়া চর্ম্ম ভেদ করিয়া পূঁজ বাহির করিবার চেষ্টা করে, তাহা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ও নিষ্ঠুরতার কার্য্য।

আর্ণিকা—আঘাতাদি হেতু রক্ত জমিয়া ফুলিলে কিম্বা দলে দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক জন্মিলে আর্ণিকা ৩০শ শক্তি অব্যর্থ ঔষধ।

বেলেডোনা—যে কোনও স্থানের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ স্ফোটকের প্রদাহিত অবস্থায় ৩য় শক্তি প্রয়োগে বসিয়া যায়।

মার্ক-সল—ইহাও বেলেডোনার ন্যায় কার্য্যকারী। ৬ শক্তি।

সাইলিসিয়া—উপরোক্ত ঔষধে উপকার না পাইলে, অনেক স্থলে সাইলিসিয়া প্রয়োগে স্ফোটক বসিয়া যায়। টিকা দেওয়ার কুফল হেতু নানাবিধ স্ফোটকাদি চর্ম্মরোগে সাইলিসিয়া ও থুজা মহৌষধ। ২০০ শক্তি।

হিপার—ইহার উচ্চ শক্তি (২০০ শত) এক মাত্রা প্রয়োগে স্ফোটক বসিয়া যায়। যদি একান্তই পাকিবার উপক্রম হয়, কিছুতেই না বসে, তবে হিপার-সালফার ৬ষ্ঠ শক্তি ২।৩ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে ফোড়া পাকিয়া যায় এবং এই ঔষধেই আপনি ফাটিয়া পূঁজ নির্গত হয়।

ফোড়া ফাটিয়া যাওয়ার পর নিমপাতা সিদ্ধ গরম জলে ধোওয়াইয়া মধ্যে মধ্যে কেবলমাত্র গরম ঘির পটি কিম্বা ক্যালেণ্ডিউলা অয়েণ্টমেণ্টের পটি অথবা ঘিয়ের পটির সহিত ক্যালেণ্ডিউলা মাদার ব্যবহার করিলে সত্বর আরোগ্য হইয়া যায়।

ব্রণ রোগ।

(Grease—গ্রীজ্)

এই পীড়া সচরাচর অশ্বেরই অধিক হইয়া থাকে। ইহা একপ্রকার ব্রণ বা স্ফোটক রোগ। এই রোগ বসন্তের নামান্তর কিনা কিম্বা বসন্তের ন্যায় সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক কিনা তাহা জানিতে পারা যায় নাই। এদেশের লোকের বিশ্বাস—'ঘোড়ার বসন্ত রোগ হয় না', ইহা সত্য কিনা তাহাও বলা যায় না, কিন্তু অশ্বের এই ব্রণ বা গ্রীজ রোগের বীজ হইতে ম্যালেণ্ড্রিণাম্ (Malandrinum) নামক বসন্ত রোগের প্রতিষেধক

(Preventive) ঔষধ প্রস্তুত হয় এবং ঐ ঔষধ বহুল পরিমাণে সকল জীবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বসন্ত রোগকে বাধা দিবার সম্বন্ধে এই ঔষধের সর্ব্বত্র যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে।

প্রধানতঃ ঘোড়ার পশ্চাদ্দিকের পদদ্বয়ই এই পীড়ার নির্দ্দিষ্ট স্থান। কখন কখন সম্মুখের পায়েও হইতে দেখা যায়। এই পীড়া কোন কোন ঘোড়ার বংশগত (Hereditary) রূপেও প্রকাশ পায়। অনুপযুক্ত খাদ্য অথবা অতিরিক্ত ছোলা প্রভৃতি (Beans) খাইয়াও রোগোৎপত্তি হয়, ইহা পাশ্চাত্য পশু-চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন।

এই রোগ কখন কখন স্ফীতি বা স্ফোটকের আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তখন সে আর তাহার নিত্যকর্ম্ম করিতে পারে না। সচরাচর আস্তাবলে দাঁড়াইয়া থাকার সময়েই রোগের বিষয় জানিতে পারা যায়। প্রথমে পায়ের গোড়ালীর চর্ম্মের উপর একপ্রকার শুস্কীযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক বা ফুস্কুড়ী (Scurfy eruption) বাহির হয়, কিছু সময় পরে ঐ স্থানের চামড়া ফাটিয়া যায় এবং প্রথমে পাতলা পরিষ্কার রস নির্গত হয়, কিন্তু শীঘ্রই উহা অস্বচ্ছ ঘন ও ফেণার মত বাহির হইতে থাকে। যদি এই অবস্থায় রোগকে দমন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণগুলি রক্তবর্ণ ও উপরিভাগ চ্যাপ্টা আকারের স্ফোটকে পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ ঐ সকলের আকার বড় হইয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগের ন্যায় বৃহৎ এবং আঙ্গুরের থোলোর মত হইয়া ঝুলিতে থাকে। ঐ সকল স্ফোটকের বর্ণ লোহিতাভাযুক্ত নীলবর্ণ কিম্বা কাল রংএর হইতে দেখা যায় ও সামান্যরূপে স্পর্শ করিলেই রক্তপাত হয় এবং ঐ ক্ষত হইতে অতিশয় ঘৃণাজনক দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে।

ডাঃ জে, রাস এই রোগ আরোগ্যের জন্য নিম্ন লিখিত পাঁচটি ঔষধ উল্লেখ করিয়াছেন,—থুজা অক্সিডেণ্টালিস্, সিকেল কর্ণিউটাম্, আর্সেনিকাম্, মার্কিউরিয়াস্ ভাইবাস্ এবং সালফার।

থুজা—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকার ঔষধই ব্যবহার করা আবশ্যক। যদি উদ্ভেদ নীলাভা কিম্বা পিঙ্গলাভাযুক্ত হয়, সামান্য স্পর্শেই ব্রণ হইতে রক্ত বাহির হয় এবং ক্ষত হইতে দুর্গন্ধময় রস নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে থুজা ৩০শ শক্তির ৬ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার খাওয়াইতে হইবে এবং থুজা লোশন (এক আউন্স জল সহ ২০ ফোঁটা থুজা) বাহ্যিক প্রয়োগ করিতে হয়। ২।৪ দিনের মধ্যে থুজা ৩০শ দ্বারা উপকার না পাইলে থুজা ২০০ প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া খাওয়ান যাইতে পারে।

সিকেল এবং আর্সেনিক—যদি জলপূর্ণ স্ফোটক অথবা অস্বচ্ছ পূঁজযুক্ত ক্ষত দেখা যায় এবং অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে সিকেল অথবা আর্সেনিক ইহার কোনও একটি খাওয়ান যাইতে পারে। কেহ কেহ উভয় ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে বলেন। ৩০ শক্তির ৬ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার খাওয়াইতে হয়।

মার্কিউরিয়াস্—যখন বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক বাহির হয় ও ঘন পূঁজ নির্গত হইতে থাকে এবং স্ফোটক স্পর্শ করিলে রক্তপাত হয়, তখন মার্কিউরিয়াস্-ভাইবাস্ সেবন করাইলে সুফল পাওয়া যায়। শক্তি ৬ষ্ঠ, ৬ বা ৮ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার সেবনীয়।

সালফার—চিকিৎসা কালের মধ্যে সপ্তাহে একবার সালফার (৩০শ, ছয় ফোঁটা) খাওয়ান আবশ্যক হয়।

প্রত্যহ গরম জল দ্বারা দুই বেলা ঘা ধুইয়া পা পরিষ্কার রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিমপাতা দিয়া গরম করা জল ক্ষতের পক্ষে মহোপকারী।

পাঁচড়া।

(Mange—ম্যান্‌জ্)

শরীরের নানাস্থানে খোস বা পাঁচড়ার ফুস্কুড়ী বাহির হয়। মানুষের হইলে তাহাকে স্কেবিস্ (Scabies) বলা যায়। ইহা মুখমণ্ডলে ও মস্তকে প্রায় হয় না। পশুগণ ঐ সকল স্থান আপনা আপনি ঘর্ষণ করে বা চাটে। কখন কখন দিবা রাত্রি কোন সময়েই এই প্রকার ঘর্ষণ বা চুলকানির বিরাম হয় না। প্রথমাবস্থায় কোন প্রকার ফুস্কুড়ী কিছু দেখা যায় না, কেবল নিয়ত ঘর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু পরে এক সময়ে বিস্তর ফুস্কুড়ী বাহির হইতে দেখা যায়। ঐ সকল ফুস্কুড়ী হইতে একপ্রকার জলবৎ রস নির্গত হইতে থাকে এবং তাহা বাতাস লাগিয়া শুকাইয়া যায় ও উপরে মামড়ী বা চটা পড়ে। চুল সকল ঐ মামড়ীতে খাড়াভাবে আটকাইয়া যায়। যদি এই রোগকে বাধা দেওয়া না যায়, তবে সচরাচর ক্ষত উৎপন্ন হয় ও চুলের গোড়া ধ্বংস হইয়া যায় এবং আরোগ্য করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। সচরাচর শীতকালেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক হয়। এক প্রকার কীট কর্ত্তৃক এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং ইহা স্পর্শাক্রামক রোগ।

সালফার—এই রোগের পক্ষে মহৌষধ, প্রায়ই ২।৩ সপ্তাহ সেবনে আরোগ্য হইয়া থাকে। নিয়ত ঘর্ষণ করা বা চাটা ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ। শক্তি ২০০ শতের কম নহে, অবস্থা বিবেচনায় ১০০০, সি, এম (C. M.) প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়। সপ্তাহে একবার মাত্র খাওয়াইলেই অধিকাংশ স্থলে আরোগ্য হইতে দেখা যায়; উপকার হইলে আর ঔষধ দিতে হয় না।

সকল মতের চিকিৎসাতেই অনেক রোগে বিশেষতঃ চর্ম্মরোগে সালফার বা গন্ধক ব্যবহারের আবশ্যকতা ও উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন মতের চিকিৎসায় অত্যধিক পরিমাণে গন্ধকের আবশ্যক হয় এবং পুনঃ

পুনঃ অধিক দিন ধরিয়া খাওয়াইতে ও মাথাইতে হয়। ম্যান্জ্ রোগের চিকিৎসায় মিঃ ইসা টুইড্ বলেন,—

"Give the animal four chittacks of salt and four chittacks of sulphur every morning for a fortnight, then stop the sulphur and continue the salt in two chittack doses every morning.

Cow-keeping in India, Third edition, 189 Page."

অর্থাৎ—১৫ দিন পর্যান্ত প্রত্যহ প্রাতে এক পোয়া গন্ধক খাওয়াইতে হইবে। ইহা ছাড়া যে ঔষধ চর্ম্মের উপরে লাগাইতে হইবে, তাহা প্রস্তুত করিতেও এক পোয়া গন্ধক চাই (৩১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং একটি গোরুর খোস পাঁচড়া জাতীয় চর্ম্মরোগ আরাম করিতে /৪ চারি সের গন্ধকের আবশ্যক হয়, দশটি গোরুর চিকিৎসার জন্য ১/০ এক মণ গন্ধক চাই! গন্ধককে বাদ দিলে ঐ মতের চিকিৎসার অনেক ঔষধ কমিয়া যায়, অর্থাৎ অনেক রোগের ঔষধ থাকে না। কিন্তু এক্ষণে গন্ধক অস্ত্র-আইনের অন্তর্ভূত হওয়ায় সেকালের ন্যায় যেখানে সেখানে কিনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং গন্ধকের অভাবে প্রাচীন মতের চিকিৎসার গন্ধক ঘটিত ঔষধগুলি আপনা হইতেই অন্তর্দ্ধান হইতেছে।

হোমিওপ্যাথিক্ সালফার পাইতে কোন কষ্ট বা বাধা নাই, ইহা ২।৪ সেরের প্রয়োজন হয় না, ২।৪ ফোঁটাতেই কাজ হয়, কেননা ইহা রোগের অবস্থা বিশেষে সপ্তাহান্তর কি মাসান্তরে এক মাত্রা আবশ্যক হয় মাত্র।

নিমপাতার যে এত আদর, তাহা কেবল নিমপাতায় গন্ধক আছে বলিয়া।

হিপার—পুঁজপূর্ণ এবং মামড়ীযুক্ত বড় পাঁচড়া। ৬ শক্তি।

আর্সেনিক—যদি ঐ স্থানের চুলগুলি উঠিয়া যায় কিম্বা ঘা হয় এবং ক্ষতের পার্শ্ব শক্ত ও লালবর্ণ হয়। ৩০ শক্তি।

কার্ব্ব-ভেজি—সমস্ত শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী। ৩০ শক্তি।

মার্ক-সল—কনুই বা নি-জয়েণ্টের নিকটে বড় বড় পাঁচড়া। ৬ শক্তি।

সিপিয়া—পাঁচড়াগুলি নরম ও সাদা ফোস্কার মত দেখায় ও তাহাতে জলবৎ রসে পরিপূর্ণ থাকে এবং স্পর্শে সঙ্কুচিত হয়। ৩০ শক্তি।

রসটক্স—যদি উপরে শক্ত মামড়ী পড়ে ও যদি সহজে আপনি গলিয়া না যায় এবং টিপিয়া দিলেও শীঘ্র আবার পূর্ব্ববৎ আকার ধারণ করে। ৩০, ২০০ শক্তি।

সোরিণাম—খোস পাঁচড়া, কাউর ঘা প্রভৃতি রোগ সোরা বিষ কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। সালফার উপযুক্ত ঔষধ হইয়াও যেখানে কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না, সেখানে সোরিনাম ২০০ শক্তি একমাত্রা প্রয়োগে অতি সত্বর আরোগ্য সাধিত হয়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার অধিক মাত্রা সেবন করাইলে বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

চর্ম্মরোগ বিশেষতঃ খোস পাঁচড়া হইবামাত্রই ঔষধ প্রয়োগ করিতে নাই, রোগের প্রাথমিক বেগ প্রতিহত হওয়ার পর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় এবং অনেক স্থলে দেখা যায় যে, বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে সত্বর চর্ম্মরোগ আরোগ্য করিয়া দিলে, ভীষণ শোথ অথবা উদরাময় প্রভৃতি রোগ সাংঘাতিক আকারে প্রকাশ পায়। এই রোগে ঘোড়া ও কুকুর অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

এঁষে ঘা।

(Thrush—থ্রাস্)

এই রোগে মুখে, বাঁটে ও খুরের নিকট চর্ম্মের সংযোগস্থলে ফুস্কুড়ী বাহির হয়। অপুষ্টিকর খাদ্যাদি আহার এবং গোবর, চোণা, জঞ্জাল

প্রভৃতি পরিপূর্ণ অপরিষ্কৃত ভিজা মেঝেতে নিয়ত বাস হেতু গবাদির এঁষে ঘা হইয়া থাকে। এই পীড়া আরোগ্য করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে মেঝে শুষ্ক খট্‌খটে ও পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

সাল্‌ফার—এই রোগে অব্যর্থ ও অপরিহার্য্য ঔষধ। অন্য ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলেও সপ্তাহ অন্তর এক মাত্রা সালফার ২০০ শক্তি খাইতে দিলে সত্বর আরোগ্য কার্য্যে সহায়তা করে।

ফস্‌ফরিক্-এসিড্—সালফারে উপকার না পাইলে। ৩০ শক্তি।

স্কুইলা—অত্যন্ত প্রদাহ ও জ্বর থাকিলে। ৩০ শক্তি।

রসটক্স—এই রোগে রসটক্স মহৌষধ। ইহার আভ্যন্তরিক ৩০শ শক্তি ও বাহ্যিক লিনিমেণ্ট ব্যবহৃত হয়। বাহ্যিক প্রয়োগে ক্যালেণ্ডিউলা ও হিতকর।

থুজা—পায়ের ফুস্কুড়ী ঈষৎ সবুজ কিম্বা ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ এবং সামান্য টিপিলে রক্ত বাহির হয়। ইহা বাহ্যিক ও ও আভ্যন্তরিক ২০০ শক্তি উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

সিকেলি—জলবৎ রসযুক্ত ফুস্কুড়ী কিম্বা কাল রংএর ঘা, স্রাবে দুর্গন্ধ। আর্সেনিকের পরে কিম্বা অগ্রে ব্যবহৃত হইতে পারে। ৩০ শক্তি।

আর্সেনিক—পা গরম, বেদনাযুক্ত, খোঁড়াইয়া চলে এবং দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হইলে, অনেক দিনের পীড়া। উচ্চ শক্তির আর্সেনিকে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

মার্ক-সল—যখন বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা হয়, ঘন পূঁজ এবং টিপিলে রক্ত বাহির হয়, মুখ দিয়া লালা পড়ে। ৬ শক্তি।

আর্ণিকা—খুর খসিয়া গেলে আর্ণিকা অয়েণ্টমেণ্ট উৎকৃষ্ট।

আরোগ্য বিবরণ।

আসামের শিবসাগর জেলার কমলাবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত গরক্ষুরীয়

গোস্বামী মহাশয়ের অনেকগুলি গো, মহিষ এবং অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতি আছে। তিনি ১৯।৯।০৯ তারিখে লিখিয়াছেন,—

"আমি ইতিমধ্যে হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ-বিক্রেতার দোকান হইতে এক ড্রাম রসটক্স ঔষধ ক্রয় করিয়া আনিয়া আমার বাড়ীর "এঁষে ঘা" রোগাক্রান্ত একটি মহিষকে দুই মাত্রা খাওয়াইয়াছিলাম। শুনিয়া সুখী হইবেন যে, ঐ দুই মাত্রাতেই মহিষটি একেবারে সুস্থ হইয়া গিয়াছে। তাহার পায়ে যে ঘা হইবার উপক্রম হইয়া তিনটি পা ফুলিয়া গিয়াছিল এবং দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, যখন এক মাত্রা ঔষধ খাওয়াইলাম, তখন হইতে ৪ ঘণ্টার পরে মহিষটি দাঁড়াইয়া মাঠে গিয়াছে দেখিয়া, আমি আপনাকে ও ৺হ্যানিম্যান সাহেবকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। পরদিন দেখি, পায়ের ফুলা অনেক কমিয়া গিয়াছে। সে দিনেও একমাত্রা সেবন করাইলাম, সেই দিনেই রোগ একেবারে সারিয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ আসামের মহিষকে অন্যান্য ঔষধ খাওয়াইতেই পারা যায় না, কারণ এ দেশী মহিষ মহিষীর এক একটি শিং তিন চারি হাত করিয়া লম্বা হইয়া থাকে। এ জাতি মহিষকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ভিন্ন অন্য ঔষধ কোনমতেই খাওয়াইতে পারা যায় না। অধিক বাড়াবাড়ি করিতে গেলে, কি চিকিৎসক, কি রক্ষক সকলের প্রাণ লইয়া টানাটানি হয়। এমত স্থলে আপনার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ভিন্ন গতি নাই।"

কাউর ঘা।

(Eczema—একজিমা)

চর্ম্মরোগ মাত্রই বিশেষতঃ কাউর ঘা বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে সত্বর ভাল করিয়া দিলে অন্য রকম কঠিন পীড়া হইতে পারে, এজন্য সর্ব্বাগ্রে

আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য করিতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। নিতান্ত আবশ্যক হইলে কিছুকাল পরে বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা গবাদির স্কন্ধদেশই এই রোগের প্রিয়তম স্থান।

সালফার—উচ্চ শক্তির সালফার ৮।১০ দিন অন্তর এক মাত্রা প্রয়োগে অনেক স্থলে আরোগ্য হয়। সর্ব্বদা ঘর্ষণ করিতে বা চুলকাইতে ইচ্ছা। চটা পড়া ক্ষত এবং রক্ত পড়ে। বাহ্যিক ঔষধে রোগ চাপা দেওয়া উপসর্গের শান্তিকারক।

রসটক্স—রসপূর্ণ এবং উপরে মামড়ী। ভারবাহী বলদের পীড়া। ৬, ২০০ শক্তি।

গ্রাফাইটিস—পুনঃ পুনঃ ফুস্কুড়ী বাহির হয়। পুরাতন ক্ষত। ২০০ শক্তি।

ক্যালকে-কার্ব্ব—পুরু মামড়ীযুক্ত ক্ষত। স্থূলকায় ৩০ শক্তি।

লাইকো—পুরু মামড়ী, অল্প ঘর্ষণেই রক্ত পড়ে এবং দুর্গন্ধযুক্ত রসস্রাব হয়। ৩০, ২০০ শক্তি।

আর্সেনিক—শুষ্ক শল্কযুক্ত ফুস্কুড়ী, তাহা হইতে কখন কখন দুর্গন্ধ রস নির্গত হয়। ৩০ শক্তিতে উপকার না পাইলে ২০০ শক্তি।

সোরিনাম—সালফার বা অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে সোরিনামের বিষয়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ইহা সহজে দিতে নাই। শক্তি ২০০।

ক্যালেণ্ডিউলা—বাহ্যিক প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

আঁচিল।

(Warts—ওয়ার্ট্‌স)

গবাদির ওষ্ঠ ও চক্ষুর চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড বা আঁচিল জন্মে। ইহার আকৃতি নানাপ্রকার হয়। শক্ত বা নরম এবং শুষ্ক কিম্বা রস-সংযুক্ত হইতে পারে। প্রায়ই ক্ষতযুক্ত থাকে। দেখিতে আঙ্গুরের মত কিম্বা উপরিভাগ বিস্তৃত। কোন কোন সময় দলে দলে বাহির হয় এবং ইহা হইতে সহজেই রক্তপাত হইয়া থাকে।

থুজা—এই রোগের প্রধান ঔষধ। ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দুই প্রকারেই ব্যবহৃত হয়। আঁচিলগুলি বড়, উপরিভাগ বিস্তৃত, কর্কশ, রস-সংযুক্ত ও ক্ষতবিশিষ্ট এবং অল্প টিপিলে রক্ত বাহির হইয়া থাকে। গরু, ঘোড়া প্রভৃতির কনুই বা নি-জয়েণ্টের পশ্চাদ্ভাগে যে এক প্রকার খুস্‌কী বা শল্কযুক্ত ফুস্কুড়ী (Scurfy eruptions) বাহির হয়, তাহাতেও থুজা মহৌষধ। ২০০ শক্তি।

ক্যালকে-কার্ব্ব—আঁচিলগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট এবং সংখ্যায় অনেক, বিশেষতঃ নীচের ওষ্ঠে দলে দলে বাহির হইলে। ৩০ শক্তি।

আর্সেনিক—আঁচিলের উপরিভাগের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র বা বড় ক্ষত এবং পার্শ্বভাগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে। ৩০, ২০০ শক্তি।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ডুমুরের ন্যায় আঁচিল। ৩০, ২০০ শক্তি।

ক্ষেপা শৃগাল ও কুকুরে কামড়ান।

(Hydrophobia—হাইড্রোফোবিয়া)

এই রোগ অতিশয় সাংঘাতিক এবং প্রতি বৎসর এই রোগে অনেক গরুর মৃত্যু হয়। ক্ষেপা শৃগাল কুকুরে কামড়াইলেই তাহার বিষ দ্বারা

এই রোগের উৎপত্তি হয়। কামড়ানর পরই যে রোগাক্রান্ত হইবে, তাহা নহে। কতদিন পর ইহার লক্ষণ প্রকাশ হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। ১০।১৫ দিন হইতে ৬ মাস কি ৮ মাস পরেও লক্ষণ প্রকাশ হইতে পারে।

লক্ষণ—প্রথমে অলস বোধ হয়, শ্বাসকষ্ট হইতে থাকে, ক্ষুধা থাকে না, রোমন্থন করে না, লালা পড়িতে থাকে। ক্রমে আক্ষেপ আরম্ভ হইলে এক প্রকার বিকট শব্দ করিতে থাকে, তখন অজ্ঞলোকে "কুকুর ডাক ডাকিতেছে" বলে। জিহ্বার নীচে একটি বা দুইটি জলপূর্ণ স্ফোটক দেখা দেয়। মুখমণ্ডল লাল হয়, জ্বরের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ হয়। অত্যন্ত পিপাসা হয়, কিন্তু জল দেখিলেই গলার ভিতরের মাংসপেশীর ভয়ানক জোরে আক্ষেপ হইতে থাকে, জল খাইতে পারে না। অন্য জীবজন্তু যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই কামড়াইতে যায় এবং সুবিধা পাইলে কামড়াইতে ছাড়ে না। এই সকল লক্ষণ প্রকাশের পর নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হাইড্রোফোবিন্—ইহা এই রোগের মৃত-সঞ্জীবনী ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কুকুর বা শৃগালে কামড়ানর পরই যদি ২০০ শত শক্তির এই ঔষধ একবার মাত্র খাওয়ান যায়, তাহা হইলে আর রোগ প্রকাশ হইতে পারে না।

ক্যান্থারিস—এইটি দ্বিতীয় ঔষধ। ইহাও কুকুরাদি কামড়ানর পরক্ষণে খাওয়াইলে আর কোন ভয় থাকে না। আমাদের দেশের স্থানে স্থানে বহুকাল হইতে ক্যান্থারিডিস পোকা খাওয়ান পদ্ধতি আছে, কিন্তু শক্তিকৃত ঔষধে উপকার বেশী হয়। যখন গলদেশে বেদনা বোধ হয়, আক্ষেপ হইতে থাকে, তখন ক্যান্থারিস ব্যবস্থেয়। ৬ শক্তি।

বেলেডোনা—যখন জ্বর হয়, চক্ষু লাল হইয়া উঠে, গলা টিপিয়া ধরার মত দেখায়, মুখমণ্ডল লাল হয়, চক্ষু কনীনিকা প্রসারিত,

উন্মাদবৎ, কামড়াইবার চেষ্টা, আক্ষেপ, চীৎকার, গিলিতে অক্ষম। ৩, ৩০ শক্তি।

ষ্ট্র্যামো—আক্ষেপ আরম্ভ হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষু লাল, মুখে লালাস্রাব। পাগলের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট। গিলিতে অক্ষম। অস্থিরতা ৩০, ২০০ শক্তি।

হাইও—গলার মধ্যে আক্ষেপ। বেলেডোনার পর উপযোগী। ৩০ শক্তি।

ল্যাকে—মৃতপ্রায় অবস্থায় উপকারী। পক্ষাঘাতের ন্যায় অবস্থা। ৩০, ২০০ শক্তি।

সর্পাঘাত।

(Snake-bite—স্নেক্-বাইট্)

সর্প-দংশনের অব্যর্থ ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, কামড়ানর পরই লিডাম্ ৬ষ্ঠ শক্তি কয়েকবার খাওয়াইলে উপকার হইতে পারে। দ্রুত অবসাদ ও পতনাবস্থায়—আর্সেনিক ৩০ অথবা হাইড্রোসিয়ানিক্-এসিড্ ৬, সেবনের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়।

কীট-পতঙ্গাদির দংশন।

(Bites of Insects—বাইট্‌স অফ্ ইন্‌সেক্ট্‌স)

মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতির হুলবেধ কিম্বা বিছা, ইঁদুর প্রভৃতির দংশনে লিডাম্ বহু পরীক্ষিত অব্যর্থ ঔষধ। দংশনস্থানে লিডাম্

লোশন বাহ্যিক প্রয়োগ এবং আভ্যন্তরিক ৬ষ্ঠ শক্তি সেবনে অতি অল্পকাল মধ্যে জ্বালাযন্ত্রণা নিবারিত হয়।

পোড়া।

(Burns—বার্ণস্)

ক্যান্থারিস—অগ্নিদগ্ধ স্থানে ক্যান্থারিস্ লোশনে তুলা ভিজাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ ও ৩য় বা ৬ষ্ঠ শক্তি সেবন করাইলে, তৎক্ষণাৎ জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হয়। ইহা পুড়িবামাত্র প্রয়োগ করিতে পারিলে ফোস্কা হইতেও পারে না। ফোস্কা হওয়ার পরও এই ঔষধে জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়। ইহা পুড়িয়া যাওয়ার মহৌষধ, কিন্তু ক্ষত হওয়ার পর ক্যালেণ্ডিউলা লিনিমেণ্ট উৎকৃষ্ট।

এচাইনেসিয়া—পোড়া ক্ষত অত্যন্ত বেশী হইলে, শরীরের ভিতরকার টিস্থ পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলেও এচাইনেসিয়ার অমিশ্র আরক (মাদার টিংচার) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কয়েক মিনিট মধ্যেই যাতনা দূর হয়। এই ঔষধে সেপ্‌টিক্ অবস্থা (পচন) হইতে দেয় না এবং সত্বর আরোগ্য করে। অল্পদিন হইল, এই নূতন ঔষধটির খুব সুখ্যাতি বাহির হইয়াছে।

উন্মাদ।

(Inflammation of the Brain—ইন্‌ফ্লামেশন্ অফ্ দি ব্রেণ্)

মস্তিষ্কের প্রদাহ বা রক্তাধিক্য হেতু উন্মাদ রোগ জন্মে। এই রোগের আক্রমণ অতি বিরল হইলেও ইহা বড়ই ভয়ঙ্কর পীড়া। ইহার পূর্ব্বতম

লক্ষণ অনিদ্রা এবং পরবর্ত্তী লক্ষণ আহারে অপ্রবৃত্তি। গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত সূর্য্যোত্তাপ ভোগ করিয়াই প্রায় গবাদির এই রোগ হইয়া থাকে। এই পীড়ায় আক্রান্ত হইবার ২।৩ দিন পূর্ব্বে নিরানন্দ বা বিমর্ষভাব দেখা যায় ও তাহার মস্তক নীচু করিয়া রাখে এবং অস্থির ভাবে বেড়াইতে থাকে। ইহার পর নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, সর্ব্ব শরীর অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে ও একপ্রকার অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতে থাকে, মাথা নাড়ে, পশ্চাতের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়, অকস্মাৎ রাগান্বিতভাবে আঘাত করিতে যায়, মস্তক দ্বারা মাটী খুঁড়িতে থাকে, ঐরূপ মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে আবার লাফাইয়া উঠে, অকস্মাৎ প্রচণ্ড বেগে ছুটিতে থাকে, লাফায়, গর্জ্জন করে, মুখে ফেণা বাহির হয়, দন্তঘর্ষণ করে, এমন কি, তাহাতে দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইতেও পারে, যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই আক্রমণ করে বা মারিতে যায়, কাণ ও শিং অত্যন্ত গরম হয়। এই অবস্থার কিছুদিন পরে সে একেবারে নিস্তব্ধ হয় এবং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে কিম্বা অতি ধীরে ধীরে বেড়ায়।

অনেক বড় বড় বক্না বাঁধা অবস্থায় ছাড়া পাইলে কিম্বা জল দিবার জন্য লইয়া যাইবার সময়ে আনন্দভরে যে একপ্রকার চারি পা তুলিয়া লাফায়, মস্তক বাঁকাইয়া হাঁ করে, শব্দ করে, ছুটিতে থাকে, তাহা প্রকৃতপক্ষে এই রোগ নহে। অনেক প্রকার কঠিন রোগে মস্তিষ্কের রক্তক্ষীণতা জন্মিয়াও একপ্রকার উন্মাদ বা বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহাতেও অনেক প্রকার অস্বাভাবিক ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসবের পরও অনেক গাভীর পিউয়ারপারেল ইন্স্যানিটি (Puerperal Insanity) বা সূতিকোন্মাদ জন্মে।

হোমিওপ্যাথিতে এই রোগের অনেক ঔষধ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রধান,—

আর্ণিকা—মস্তকে আঘাত লাগিয়া পীড়া হইলে। ৩য় শক্তি।

ক্যাম্ফার—অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় পীড়া। বিমর্ষ ও বাহ্যিক বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। মুখে ফেণা বাহির হয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

একোনাইট—রোগের প্রথমাবস্থায়, নাড়ী দ্রুত, জ্বর, মস্তিষ্কের দিকে রক্ত সঞ্চিত হইতে থাকে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং সর্ব্ব শরীরের কম্পন। ৩য় শক্তি।

বেলেডোনা—অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি, রাগান্বিতভাবে ও অজ্ঞাতসারে আঘাত করিতে যায় এবং ভয়ানকরূপে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় লক্ষণে বেলেডোনা অব্যর্থ মহৌষধ। মস্তক নিম্নদিকে লম্বমান করে ও এদিকে ওদিকে দোলায় এবং পৃষ্ঠ বাঁকাইয়া উচ্চপুচ্ছে ছুটিতে থাকে। পীড়া সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হওয়ার পর বেলেডোনা, হাইওসায়েমাস্ ও ষ্ট্র্যামোনিয়াম্, এই তিনটি ঔষধ প্রায়ই নির্দ্দেশিত হয়। ঐ তিন ঔষধেরই লক্ষণ প্রায় এক রকম। নিম্নলিখিত লক্ষণ কয়টিতে ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। অত্যন্ত ক্ষিপ্ততায় বেলেডোনা, তাহা হইতে ষ্ট্র্যামোনিয়ামে উৎপাত কিছু কম, কিন্তু আকৃতি ভয়ঙ্কর। হাইওসায়েমাসে ঐ দুই ঔষধ অপেক্ষা মৃদু ধরণের। বেলেডোনা ও হাইওসায়েমাসের রোগী কামড়াইতে আসে, ষ্ট্র্যামোনিয়ামের রোগী কিছু ভীত। বেলেডোনার চক্ষু লাল ও বড় বড় এবং ক্যারোটিড্ আর্টারি (গলার দুই পার্শ্বের ধমনী) লাফাইতে থাকে, হাইওসায়েমাসের চক্ষু সাদা ও কোটরস্থ এবং ক্যারোটিড্ ধমনীর উল্লম্ফন দৃষ্ট হয় না। বেলেডোনার মস্তকে রক্তাধিক্য, হাইওসায়েমাসে রক্তক্ষীণতা। ষ্ট্র্যামোনিয়ামে জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা দেখা যায় এবং শয়নাবস্থায় এক একবার মাথা তুলিয়া চতুর্দ্দিকে দেখিতে থাকে, আবার পরক্ষণেই মাথা স্থিরভাবে রাখিয়া শুইয়া থাকে, কিন্তু বেলেডোনায় শয়নাবস্থা হইতে একেবারে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়ায়। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ভিরেট্রাম্—যদি পা, লেজ, কাণ প্রভৃতি বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয়,

সমস্ত অঙ্গের আক্ষেপযুক্ত কম্পন কিম্বা যেখানে সেখানে কাঁপে, হেলে দুলে চলে, চলিবার সময় পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, অথবা ঘাড় মোচড়াইয়া পড়িয়া যায়। ৩০শ শক্তি।

ওপিয়াম—যদি রোগের উপসর্গের পর নিস্তব্ধভাবে থাকে, চক্ষু স্থিরভাব ধারণ করে ও অর্দ্ধনিমীলিত দেখায়, জিহ্বা নিস্তেজ ও কাল রংয়ের হয়। ৩০, ২০০ শক্তি।

মস্তকের স্ফীতি।

(Swelling of the head—সোয়েলিং অফ্ দি হেড্)

এই রোগের প্রথমাবস্থায় গো-গণ মাথা ঘর্ষণ করে ও ইতস্ততঃ নাড়িতে থাকে, পরে মস্তক ফুলিতে আরম্ভ করে। প্রথমে চক্ষুর চতুর্দ্দিক ফুলে, কিন্তু শীঘ্রই সমস্ত মস্তক ও কাণ পর্য্যন্ত ফুলিয়া যায় এবং খুব গরম হয়। এই রোগে আক্রান্ত গরু প্রচণ্ডবেগে মস্তক ঘর্ষণ করে এবং পিছনের পা ছুড়িতে থাকে। মাথা ঘর্ষণ করিবার ব্যাঘাত জন্মিলে, ভয়ানক আকার ধারণ করে এবং সজোরে প্রচণ্ডবেগে চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকে, কাহাকেও গ্রাহ্য করে না।

প্রথমাবস্থায় ৩য় শক্তির **একোনাইট** প্রয়োগে উপকার না হইলে, **বেলেডোনা** ৩য় শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। এই রোগে প্রায়ই অপর ঔষধ আবশ্যক হয় না, **বেলেডোনা** ইহার অব্যর্থ মহৌষধ। নিতান্ত আবশ্যক হইলে ইহার পর দুই একমাত্রা **সালফার** ৩০ ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া থাকে।

শোথ।

(Dropsy—ড্রপ্‌সি)

ড্রপ্‌সি নিজে স্বাধীন রোগ নহে, অন্য কোন রোগের একটি লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র। অনেক প্রকার কারণে রক্ত-সঞ্চালনের ব্যাঘাত জন্মিয়া রক্তের জলীয়াংশ সঞ্চিত হইলে শোথ রোগ উৎপন্ন হয়।

ফুলার স্থান দেখিয়া কোন্ যন্ত্র আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। হার্ট বা হৃদপিণ্ডের দোষে পা ফোলে, কিড্‌নী বা মূত্র যন্ত্রের ক্রিয়াবিকার ঘটিলে মুখ ফোলে এবং লিভার বা যকৃত খারাপ হইলে পেট ফোলে। ঐ ত্রিবিধ যন্ত্রই খারাপ হইলে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ জন্মে।

এই রোগ অতি ধীরগতিতে জন্মে বা দীর্ঘকাল পূর্ব্ব হইতে ইহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এই রোগের সূত্রপাতে অত্যন্ত বিমর্ষতা ও আলস্যপরায়ণতা দেখা যায় এবং চরিবার সময় পালের পশ্চাতে থাকে। চক্ষু জ্যোতিহীন ও অপরিষ্কার হইয়া আসে। চক্ষের, নাকের ও মুখের চতুর্দ্দিকে চর্ম্ম স্ফীত হয়। রোম উঠিয়া যাইতে থাকে, কিম্বা কোন কোন স্থানের রোম আলগা হয়। দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, তলপেট ফুলিয়া উঠে। ক্ষুধা দিন দিন কমিয়া যায়, কিন্তু সচরাচর অত্যন্ত পিপাসা থাকে। অবশেষে এত দুর্ব্বল হইয়া যায় যে, আর দাঁড়াইতে পারে না। এই অবস্থায় উপনীত হইবার সময় বা পরে সচরাচর উদরাময় দেখা দেয় এবং কিছুদিন পরে মৃত্যু আসিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করে।

নক্সভমিকা, এপিস, আর্সেনিক, চায়না, ফস্‌ফরাস্, লাইকোপোডিয়ম্ ও সালফার এই রোগের প্রধান ঔষধ।

নক্স—কোষ্ঠকাঠিন্য, অক্ষুধা, বৈকালে ঘুসঘুসে জ্বর, অন্যরূপ

ঔষধাদি কিম্বা উগ্র গাছগাছড়া খাইয়া থাকিলে, প্রথমেই নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয়। ২০০ শক্তি।

এপিস্—অগ্রে পা ফুলে, সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, প্রস্রাব পরিমাণে ও বারে অল্প হয়। জল খাইতে ইচ্ছা থাকে না। এপিস্ সেবনের পর প্রস্রাব অধিক হইয়া শোথের উপকার করে। শোথ রোগে এপিসের খুব সুখ্যাতি ও প্রচলন আছে। ইহার ৬, ৩০, ২০০ শক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

আর্স—শোথ রোগের মহৌষধ। সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও নিম্নাঙ্গের শোথে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা, উদরাময়, অল্প পরিমাণে ঘন ঘন জল খায়, শরীর শীতল, প্লীহা যকৃতাদির রোগজনিত শোথে। গর্ভাবস্থার শোথ। ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

চায়না—ইহাও সার্ব্বাঙ্গিক শোথ ও প্লীহা যকৃতাদির রোগ হেতু শোথে মহৌষধ। রক্তস্রাব ও উদরাময়াদির পর শোথে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট। বৃদ্ধ বয়সের পীড়া। প্রসবের পর শোথে। ৩০, ২০০ শক্তি।

ফস্—বহুদিনের রোগভোগের পর ও প্রাচীন উদরাময় থাকিলে। ৩০ শক্তি।

লাইকো—হৃৎপিণ্ড ও যকৃতের প্রাচীন পীড়াজনিত শোথে। প্রস্রাব লাল, কোষ্ঠবদ্ধ, বৃদ্ধ বয়স। ৩০ শক্তি।

সালফার—পাচড়া, কাউর প্রভৃতি চর্ম্মরোগ বসিয়া যাওয়ার পর শোথে মহৌষধ। প্রাতে উদরাময়ের বৃদ্ধি থাকিলে। ৩০, ২০০ শক্তি।

বিসর্প।

(Saint Anthony's fire—সেণ্ট এণ্টনিস্ ফায়ার্)

সকল জীবেরই এই পীড়া হইয়া থাকে। মানুষের এই রোগ হইলে সচরাচর ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) বলা যায়। অনেকে অজ্ঞতা হেতু কিম্বা উপহাসছলে যেমন নিউমোনিয়াকে "নীলমণি" বলেন, তেমনই ইরিসিপেলাসকেও অনেকে "ঋষি-বিলাস" বলিয়া থাকেন। পশু-চিকিৎসা গ্রন্থে সেণ্ট এণ্টনিস্ ফায়ার্ নাম সমধিক প্রচলিত। ইহা সংক্রামক পীড়া।

এই রোগে শরীরের কোনও একস্থান হঠাৎ ফুলিয়া উঠে। পীড়ার গতি বা অবস্থাভেদে ইহার অনেক প্রকার শ্রেণী বিভাগ বা নামকরণ হইয়া থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে দুই প্রকার প্রধান ;—ফোস্কাযুক্ত ও ফোস্কাহীন। স্ফীতস্থান রক্তবর্ণ ও গরম দেখা যায় এবং লাল হইয়া বিস্তৃত হইতে থাকে ; কিন্তু ক্রমে ক্রমে উহা সবুজ কিম্বা কাল রং হইয়া যায়। মুখমণ্ডল, গলা ও বুক ইহার প্রিয় স্থান, কিন্তু সচরাচর নাক, কাণ ও গাল প্রভৃতি স্থানেই অধিক দৃষ্ট হয়। এই রোগের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয়। মানুষ এই রোগে হঠাৎ মারা যায় না, কিন্তু গবাদি পশুগণের মধ্যে যেখানে অতি সাংঘাতিকরূপে প্রকাশ পায়, সেখানে অতি শীঘ্র মৃত্যু ঘটে ; এমন কি, সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে গরু সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, সকালে গোয়ালের ভিতর তাহাকে মৃত অবস্থায় দেখা যায়, এরূপ ঘটনা বিরল নহে। গৃহস্থ মনে করেন, হয়ত সর্পাঘাত হইয়াছিল, কিন্তু অনেক স্থলেই মৃত্যুর কারণ সর্প নহে, বিসর্প।

এই রোগে মানুষের অপেক্ষা পশুকুলের মৃত্যু সংখ্যা অধিক। শূকরের হইলে এত দ্রুতগতিতে পীড়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক শূকর এই রোগে

আক্রান্ত হইয়া রাত্রে খোঁয়াড়ে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশের মৃত্যু হয়। ইহা সংক্রামক পীড়া।

শূকরেরা রোগাক্রান্ত হইলে অত্যন্ত অস্থির হয়। তৃণ বা খড় প্রভৃতির স্তূপের উপর গাত্র ঘর্ষণ করে বা গড়াগড়ি দেয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস কঠিন বা কষ্টকর হয়। বিষণ্ণ বা স্ফূর্ত্তিহীন দেখা যায়। মস্তক নীচু করিয়া দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে। কানের, নাকের, বুকের ও পেটের উপর স্থানে স্থানে লাল ডোরা দাগ হয় এবং ক্রমে উহা নীল বা কালবর্ণের হইয়া থাকে। অনেকের মৃত্যুর পর ঐরূপ দাগ দেখা যায়।

শূকরের মৃত্যু যেখানে দ্রুতগতিতে না ঘটে, সেখানে তাহাদের অত্যন্ত পৈশিক দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয়, চলিবার সময় টলমল করিতে থাকে, অথবা শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীনতা প্রকাশ পায়, প্রায়ই ভুক্ত দ্রব্য বমি করে। কোন সময়ে বমনে হরিদ্রাবর্ণ ডেলার স্থায় পদার্থ নির্গত হয়। পেট ও সম্মুখের পায়ে এক প্রকার ইরাপশন বাহির হইতে দেখা যায়। উহা প্রথমে লালাভা থাকে পরে কাল হইয়া যায়।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলির সাহায্যে সকল জীবের বিসর্প রোগ আরাম হইতে পারে।

এপিস—মুখমণ্ডলের অত্যন্ত শোথযুক্ত বিসর্প, চক্ষুর নিকটস্থ স্থান স্ফীত। ৬, ২০০ শক্তি।

বেল—স্ফীত স্থানের উপর জলপূর্ণ ফোস্কা, চর্ম্মের অত্যন্ত প্রদাহ ও আরক্তুতা, জর, দন্ত কট্‌কট্‌ করে। ৩য় শক্তি।

রস—ফোস্কাযুক্ত বিসর্প, স্ফীত স্থানে চুলকানি। ২০০ শক্তি।

ক্যান্থা—বড় বড় ফোস্কা। ৩, ৬ শক্তি।

ল্যাকে—আক্রান্ত স্থান পচিয়া যাইতে থাকে, বাঁদিকের পীড়া। ৩০ শক্তি।

আর্স—নিতান্ত অবসন্নাবস্থা, গ্যাংগ্রিণ বা পচনযুক্ত। ৩০ শক্তি।

ব্রাই—সন্ধিস্থানের বিসর্প। ৩০ শক্তি।

লিডাম—মক্ষিকাদি দংশন হেতু। ৬ শক্তি।

হিপার—পাকিয়া যাওয়া নিশ্চয় হইলে। ৬ শক্তি।

সাইলি—পুঁজ অধিক হইলে। ২০০ শক্তি।

পাল্‌স—একস্থানের ফুলা আরোগ্য হইয়া অন্য স্থানে প্রকাশ পায়। ৩০ শক্তি।

কৃমি।

(Worms—ওয়ারম্‌স্)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূতার ন্যায়, কেঁচোর মত, ফিতার মত কয়েক জাতীয় কৃমি জীবের উদরাভ্যন্তরে বাস করে। ইহারা অসংখ্য পরিমাণেও থাকিতে পারে। ঘোড়াদের পেটে অধিক পরিমাণে কৃমি থাকে। অপরিষ্কৃত জল ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্বারা কৃমি বৃদ্ধি পায়। অন্ত্রমধ্যেই ইহাদের বাসস্থান। ইহারা বহুসংখ্যক একত্রে গোলার ন্যায় তাল পাকাইয়া বাস করে। এই-রূপে কৃমি হেতু অন্ত্ররোধ হইয়া কোষ্ঠবদ্ধ হয়, পিত্তকোষের মুখে প্রবেশ করিয়া কামল বা ন্যাবা রোগ উৎপন্ন করে, মৃগীর ন্যায় মূর্চ্ছা, কন্‌ভালশন্ বা তড়কা, উদরাময় প্রভৃতি অনেক প্রকার রোগ এবং দুর্ব্বলতা, কার্য্যে অনিচ্ছা, মলদ্বার ও নাসারন্ধ্র কণ্ডুয়ন, দন্তঘর্ষণ প্রভৃতি লক্ষণ কৃমির অস্তিত্ব হেতু হইয়া থাকে। অনেক সময় বাছুরের চিবুক বা থুতনীর নীচে থলীর ন্যায় ফুলা দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন উহা অধিক পরিমাণে কৃমি জন্মিলে হইয়া থাকে।

সিনা—জিহ্বাদ্বারা নাসারন্ধ্র কণ্ডুয়ন বা চাটা, দন্ত কট্ কট্ করা, সর্ব্বদা খাইতে ইচ্ছা। ছোট কৃমি বা কেঁচোর মত কৃমি। কৃমি হেতু

অনেক সময় অন্য পীড়া আরোগ্যে বিঘ্ন জন্মে। যখন দেখা যায়, জ্বর বা অন্য কোন পীড়া সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও আরোগ্য হইতেছে না, তখন কৃমির লক্ষণ পাইলে সিনা প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। শক্তি ২০০ শত।

চায়না—বড় কৃমি বিশেষতঃ কেঁচো কৃমিতে সুন্দর কার্য্যকারী। ৩০, ২০০ শক্তি।

মার্ক-সল—ইহা বড় কৃমিতে বিশেষ ফলপ্রদ। সর্ব্বদা আহারে ইচ্ছা, গুহ্যদ্বারে ঘা। ৬ শক্তি।

সালফার—গায়ে একপ্রকার ফুস্কুড়ী বাহির হয়, গুহ্যদ্বারে ঘা হয় এবং যদি শক্ত মলের সঙ্গে কেঁচো কৃমি নির্গত হয়। ৩০, ২০০ শক্তি।

রক্তমূত্র।

(Red or Black water—রেড্ অর্ ব্ল্যাক্ ওয়াটার্)

মানুষের এই রোগ হইলে রক্তপ্রস্রাব বা হিমাচুরিয়া (Hæmaturia) বলে। কিড্‌নী বা বৃক্ক, ব্ল্যাডার বা মূত্রস্থলী এবং ইউরেথ্রা বা মূত্রনলী প্রভৃতি স্থান হইতে এই রক্ত নির্গত হয়। প্রসবের ২।৩ সপ্তাহ পর অনেক গাভীর এই রোগ হইয়া থাকে। অন্য সময়েও এমন কি গর্ভাবস্থাতেও এই রোগের আক্রমণ হইতে দেখা যায়। সচরাচর ঠাণ্ডা লাগিয়াই এই প্রকার বিপদগ্রস্ত হয়। কারণ পৌষ মাঘ মাসে যে সকল গাভী প্রসব হয়, মাঘ বা ফাল্গুন মাসে তাহাদেরই মধ্যে এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে চরাণি মাঠে চরিবার সময় একপ্রকার উত্তেজক চারা গাছ খাইয়া পালের অনেক গরু এই রোগের অধীন হইয়া থাকে।

একেবারে প্রস্রাবের রংএর অবস্থান্তর ব্যতীত এই রোগের প্রথমাবস্থায়

পশুগণের বিশেষ কিছু লক্ষণ জানিতে পারা যায় না। ক্রমশঃ ক্ষুধা কম ও নাড়ীর গতির বৈলক্ষণ্য হয়, পূর্ণ এবং চাপা নাড়ী, জাওর কাটা কমিয়া যায়। বিষণ্ণ, নিদ্রালু ও অলস দেখা যায়। পালের অন্যান্য গরুর পশ্চাতে থাকে। পিঠ বাঁকাইয়া বা কুঁয়া হইয়া দাঁড়ায়, অথবা জড়সড় হইয়া শুইয়া থাকে। চর্ম্ম অপরিষ্কৃত ও হরিদ্রাভাযুক্ত হয়, শীর্ণ হইয়া যায় ও প্রস্রাবের সময় অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে। প্রথমে ২।৩ দিন জলবৎ ভেদ হয়, পরে অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। প্রস্রাবের পরিমাণও কমিয়া যায় ও ফোঁটা ফোঁটা হইয়া প্রস্রাব নির্গত হয় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে। প্রস্রাবের রং কাল, লাল, সবুজ, হল্‌দে, ঘন বা ঘোলা প্রভৃতি নানা রকমের হয়, তন্মধ্যে কাল ও লালবর্ণই সচরাচর অধিক দেখা যায়। জ্বর হইলেও প্রস্রাবের রং এর ও ঝাঁজের পরিবর্ত্তন হয়। বসন্তাদি অনেক প্রকার কঠিন রোগের পরও রক্তমূত্র জন্মে।

কিড়্নীর রক্ত অনুজ্জ্বল লাল, কাল প্রভৃতি নানা বর্ণের ও তলানি বা সেডিমেণ্ট থাকে। ব্ল্যাডারের রক্ত ঠিক লাল ও তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তের জমাট থাকে এবং ফোঁটা ফোঁটা ভাবে নির্গত হয়। ইউরিথ্রার রক্ত প্রস্রাবের সঙ্গে পৃথক ভাবে বাহির হয়।

একোনাইট—ঠাণ্ডা লাগিয়া রক্তস্রাব, পরিমাণে বেশী, প্রথমাবস্থা। ৩য় শক্তি।

ইপিকাক—শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, বহু রক্তস্রাব ও পেটের যন্ত্রণা, দুর্ব্বলতা, ঘন ঘন মূত্রত্যাগে ইচ্ছা, বিবর্ণ, মৃতবৎ অবস্থা। উজ্জ্বল লাল বা পিঙ্গলবর্ণ মূত্র কিম্বা রক্তমিশ্রিত মলিন বা কাল বর্ণের রক্তময় অথবা ঘোলা প্রস্রাব। উদরাময় থাকিলেও উপকারী। ডাঃ রাস এই রোগের প্রথমাবস্থায় একোনাইট এবং ইপিকাকের অত্যন্ত সুখ্যাতি করেন। তিনি বলেন, প্রায়ই ইহার দুই একমাত্রা সেবনের পরেই উপকার হইতে দেখা যায়। ২০০ শক্তি।

ক্যান্থারিস—অত্যন্ত ব্যস্ততা ও প্রস্রাবনির্গমন সময়ে ভয়ানক যন্ত্রণা। ফোঁটা ফোঁটা রক্তসংযুক্ত প্রস্রাব কিম্বা খাঁটী রক্ত। ইহা আশু যন্ত্রণানাশক মহৌষধ। ৬ শক্তি।

ক্যাম্ফার—যখন অকস্মাৎ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রোগ প্রকাশ পায়। রাঙ্গা ঘন প্রস্রাব, যন্ত্রণাদায়ক নির্গমন। ৬ শক্তি।

বেলেডোনা—প্রস্রাব ঈষৎ হরিদ্রাভাযুক্ত লাল রংএর, পিছনের পা ছোড়ে, প্রস্রাব করার পর যন্ত্রণা। ৩, ৩০ শক্তি।

লাইকোপোডিয়াম্—জর সহ লাল মূত্র, তলানিযুক্ত, পরিমাণে অল্প, চেষ্টা করাতেও শীঘ্র প্রস্রাব হয় না। ৩০, ২০০ শক্তি।

নক্স-ভমিকা—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ব্যবহার্য্য। এই পীড়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ওপিয়াম্ এবং প্লাটিনাও বিবেচ্য। ৩০ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—অত্যন্ত কাল চাপ চাপ মূত্র।

প্রসবের পর রক্তস্রাবে—২০০ শক্তির ইপিকাক।

কষ্টকর প্রসব হেতু—আর্ণিকা।

তলপেটে আঘাতজনিত—আর্ণিকা।

রক্ত জমিয়া যায়—মিলিফোলিয়াম্।

উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়ার পর—সালফার।

ফোঁটা ফোঁটা হইয়া পড়ে—ক্যান্থারিস্।

প্রস্রাব ঘোলা—ফস্-এসি।

„ কাদার ন্যায় (Sliiny)—পালস্, মার্ক।

„ গাঢ়—মার্ক।

„ সাদা—ফস-এসি, সিনা।

„ কাল—ল্যাকে, নেট্রাম, কল্‌চি।

„ সবুজ—ক্যাম্ফার।

„ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ব্বির ন্যায় পদার্থ সংযুক্ত—ফস্।

পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ—ক্যাম্বা, রস, ফস্-এসি।

সর্ব্বদা মূত্রত্যাগে চেষ্টা—সাল্‌ফার।

প্রস্রাব একেবারে বন্ধ—টেরিবিন্থ, ক্যাম্বা, ওপি।

পথ্য—ভাতের মাড়। তৎসহ কিঞ্চিৎ শুঁঠের গুঁড়া ও চা খড়ির গুঁড়া এবং লবণ মিশ্রিত করিয়া দিলে ভাল হয়।

জ্বর।

(Fever—ফিবার্)

গোরুর জ্বর হওয়ার সম্বন্ধে অনেক রকম কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোকে বলিয়া থাকেন যে, "গো সৃষ্টি হওয়ার পর সৃষ্টি কর্ত্তাকে গোগণ বলিয়াছিল—আমরা যদি কথা না কহিয়া সকলই সহ্য করিব, তবে জ্বর হইলে কি হইবে? তখন সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াছিলেন—তোমাদের জ্বর হইবে না।" আর এক শ্রেণীর লোকে বলেন—"জ্বর হইবে না তাহা নহে, ভগবান একরূপ অমর ঘাস (দূর্ব্বাঘাস ?) সৃষ্টি করিয়া দিলেন, তাহা প্রত্যহই ভক্ষণ করে বলিয়া গোরুর জ্বর হয় না।" এইরূপ অনেক কথা আছে, কিন্তু সে সকল কথা এখনকার লোকের নিকটে কুসংস্কার বলিয়াই বোধ হইবে।

মানুষের ন্যায় পশু পক্ষ্যাদি গৃহপালিত সকল জীবেই রোগের অধীন হয়। মানুষের মত গরুরও সবিরাম জ্বর, স্বল্প বিরাম জ্বর, পালা জ্বর, কালা জ্বর, শুনিতে পাওয়া জ্বর, এক কথায় সকল প্রকার রোগই হইয়া থাকে এবং মানুষের ঔষধের সাহায্যে সেই সকল রোগের হাত হইতে সকল জীবকেই মুক্ত করিতে পারা যায়, ইহা এখন সকলেই জানিতে পারিয়াছেন।

শীত, তাপ ও ঘর্ম্মের আধিক্য, কঠিন, পূর্ণ ও দ্রুত নাড়ী, দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাস, পিপাসা, অক্ষুধা প্রভৃতি জ্বরের লক্ষণ। সকল বয়সে সকল অবস্থায় জ্বরের আক্রমণ দেখা যায়। প্রধানতঃ দুইটি কারণে জ্বর উৎপন্ন হয়। কোনও যন্ত্রের প্রদাহ বা স্ফোটকাদি জন্মিয়া জ্বর হইলে, তাহাকে প্রাদাহিক জ্বর বা ইনফ্লামেটরী ফিবার (Inflammatory fever) বলে। আর ম্যালেরিয়াদি বিষ রক্তস্থ হইয়া যে জ্বর হয়, তাহাকে বিষ-দোষজ জ্বর বা স্পেসিফিক্ ফিবার (Specific fever) বলে। জ্বর অনেক প্রকার, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি প্রধান।

১। সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার (Intermittent fever)। এই জ্বর প্রত্যহ হয় এবং কতক সময় ভাল থাকে।

২। স্বল্পবিরাম জ্বর বা রেমিটেণ্ট ফিবার (Remittent fever) এই জ্বর কতক সময় কম পড়ে কিন্তু সবিরাম জ্বরের মত একেবারে ছাড়ে না এবং অল্প জ্বর থাকিতেই আবার জ্বরের আক্রমণ প্রকাশ পায়।

কি প্রকার জ্বর, জ্বর আছে কি না ইত্যাদি নাড়ী দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। নাড়ী পরীক্ষা করিতে না পারিলেও কেবল লক্ষণাদি দেখিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা যাইতে পারে। জ্বর চিকিৎসায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারিলে ঔষধ-নির্ণয় সহজ হইবে।

কত দিন পীড়িত?

বয়স কত ও দৈহিক অবস্থা কিরূপ? শীর্ণ কি স্থূলকায়, সবল কি দুর্ব্বল?

জ্বর কখন হয়? ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসে কি জ্বরের উপর জ্বর হয়?

জ্বর আসিবার সময় কম্প বা শীত হয় কিনা?

শীত, তাপ ও ঘর্ম্ম পরপর হয় কি না ও কোন্ অবস্থাটী প্রবল?

জ্বর কম কি বেশী?

জ্বর হইবার পূর্ব্বে পড়িয়া যাওয়া কি কোনরূপ আঘাত লাগা প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনা কিছু ঘটিয়াছে কি না ?

দাঁত উঠিতেছে অথবা নড়িতেছে কি না ?

কতদিন প্রসব হইয়াছে ও কখন গর্ভস্রাব হইয়াছে কি না ?

অল্পদিন মধ্যে বাছুর মরিয়া যাওয়ায় শোক পাইয়াছে কি না ?

পাড়ায় কোনপ্রকার সংক্রামক পীড়া হইতেছে কি না ?

শ্রমসাধ্য কার্য্য করা, জলে ভিজা প্রভৃতি কারণ আছে কি না ?

বাসস্থানের অবস্থা কিরূপ, কিসের ঘর, ঘরের ভিতরে বাতাস ও আলো যাতায়াতের সুবিধা আছে কি না ?

নিয়ত একস্থানে বাঁধা থাকে কি মাঠে চরিতে যায় ?

শুইয়া কি দাঁড়াইয়া থাকে ?

অস্থিরতা আছে কি চুপ করিয়া থাকে ?

কি খায় ? ক্ষুধা কিরূপ, আগ্রহপূর্ব্বক খায় কি কিছু খায় না ?

ঘাস কিম্বা অন্য খাদ্য অধিক পরিমাণে খাইয়া পীড়া হইয়াছে কি না ?

পিপাসা থাকিলে পরিমাণে কতটা ও কতবার জল খায় ?

চক্ষু কিরূপ ? মুদ্রিত, অর্দ্ধমুদ্রিত কি রক্তবর্ণ বড় বড় চক্ষু ?

মুখ, চোক ও গলার বীচি ফুলিয়াছে কি না ?

চোকের নিম্ন পাতা কি উপর পাতায় ফুলা ; চিবুকের নীচে থলীর ন্যায় ফুলা আছে কি না ?

মুখের ভিতর ঘা আছে কি না ?

ভুক্তবস্তু উদ্গীরণ করে কি না ?

জাওর কাটে কি না ?

সর্দ্দি, কাশি, কোন অঙ্গে শোথ ও জিহ্বায়, পায়ে, বাঁটে কিম্বা কোনও স্থানে ক্ষতাদি আছে কি না ?

কোষ্ঠবদ্ধ কি উদরাময় ? মলমূত্রের অবস্থা, রং, গন্ধ, পরিমাণ আকার প্রভৃতি কিরূপ ?

পেটের ফাঁপ আছে কি না বা পেট ডাকে কি না ?

কাণ, শিং, পা প্রভৃতি ঠাণ্ডা কি গরম ?

নাক, কাণ, মুখ, চোক প্রভৃতিতে কোন স্রাব আছে কি না ?

স্রাব কিরূপ পদার্থ, গন্ধ ও রং কিরূপ ?

চর্ম্ম শুষ্ক কি ঘর্ম্মযুক্ত ?

গায়ে হাত দিলে রোম উঠে কি না ?

কোন প্রকার অস্বাভাবিক শব্দ করে কি না ?

অল্প দিনের মধ্যে স্থানান্তর হইতে আনা হইয়াছে কি না ?

কোন প্রকার চিকিৎসা করা হইয়াছে কি না ?

কিরূপ চিকিৎসা হইয়াছে, মুষ্টিযোগ না দাগুনি ?

ঐ সকল বিভিন্ন লক্ষণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ নিরূপিত হয়। জ্বর একরূপ নহে, সেজন্য জ্বরের চিকিৎসায় ২।৪টি ঔষধ নিরূপণ করিয়া দিতে পারা যায় না। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

একোনাইট—জ্বরের প্রথমাবস্থায়, ২।৩ দিনের জ্বরেই প্রায় একোনাইট নির্দ্দেশিত হয়, কিন্তু মৃতভাবাপন্ন জ্বরে বা যে জ্বরে রোগী ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যায়, সে জ্বরে একোনাইট প্রয়োগে অপকার হয়। অত্যন্ত জ্বর, অস্থিরতা, ঘন ঘন পিপাসা একোনাইট প্রয়োগের লক্ষণ। ঠাণ্ডা লাগা, ভয় পাওয়া প্রভৃতি কারণে জ্বর। একোনাইটের সহিত অন্য ঔষধের পর্য্যায় ব্যবহার অহিতকর। ৩য় শক্তি ফলপ্রদ।

বেলেডোনা—প্রবল জ্বর, চোক মুখ লাল, অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম হয়, স্ফোটক হওয়া বা কোনও স্থানের গ্ল্যাণ্ড ফুলিয়া উঠা সহ জ্বর। ৩য় শক্তি।

আর্সেনিক—দিবা বা রাত্রি দুই প্রহরের পর ২টার মধ্যে জ্বর, খুব উত্তাপ, অস্থিরতা, অল্প অল্প জলপান, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, মধ্যে মধ্যে জিহ্বা বাহির করে, পালাজ্বর বিশেষতঃ দুদিন অন্তর জ্বরে। স্থানান্তর হইতে আনীত গরুর জ্বর। ৩০, ২০০ শক্তি।

চায়না—কেবল মাত্র দিবসে বিশেষতঃ বৈকালে ৫টার সময় জ্বর হয়। একদিন বা দু'দিন অন্তর পালা অথবা একদিন বেশী একদিন কম। খুব শীত ও কম্প সহ জ্বর হয় এবং ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়ে, উত্তাপের সময় নিদ্রা। ২০০ শক্তি।

জেলসিমিনাম্—উপসর্গরহিত স্বল্পবিরাম জ্বর, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। বাছুরের পীড়ায় অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ। ৩য় শক্তি।

এণ্টিম্-টার্ট—অত্যন্ত কাশি সহ জ্বর, ভিজা মেঝেতে বাস, জিহ্বায় সাদা পুরু কোটিং, নিদ্রালুতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যামোমিলা—দন্তোদ্গম সময়, অত্যন্ত অবাধ্য, চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়। ১২ শক্তি।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব—দন্তোদ্গমকালীন জ্বর, মাংসল দেহ, গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধি থাকিলে, নিদ্রাবস্থায় মাথা ঘামে। ৩০ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—চুপ করিয়া থাকে, পাছে নড়িতে হয় অথবা কেহ গায়ে হাত দেয় সেজন্য ভীত ও সতর্ক থাকে, শুষ্ক কাশি সহ জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ, সকল প্রকার খাদ্যে অরুচি। ৩০ শক্তি।

আর্ণিকা—জ্বর আসিবার পূর্ব্বে হাই উঠিতে থাকে, পরে শীতবোধ। সর্ব্বাঙ্গ শীতল, মস্তক গরম, অজ্ঞান হইয়া যায়। প্রসবের পর দুগ্ধজ্বর বা মিল্ক্ ফিবার। আঘাত প্রাপ্তিতে জ্বর। ৩ শক্তি।

সিনা—কৃমি হেতু জ্বর, ঘন ঘন ক্ষুধা। বাছুর নিয়ত ঘাস খায়, চিবুক বা থুত্তনীর নীচে ফুলা। ২০০ শক্তি।

ইউপেটো—জ্বর আসিবার খানিকক্ষণ পূর্ব্বে খুব খানিকটা জল খায়। একদিন বেলা ৯টার পূর্ব্বেই খুব শীত হইয়া বেশী জ্বর হয়, পরদিন দুই প্রহরের সময় অল্প শীতসহ জ্বর হয়, এই প্রকারের পালা। বৃদ্ধ বয়স। বহুদিনের কাশি থাকিলে, জলাভূমি বা নদীর তীরে যে সংক্রামক জ্বর হয়। শরৎকালের জ্বর। ৩০ শক্তি।

লাইকো—বৈকালে ৪টার সময় জ্বর আসে, শীর্ণ শরীর, কাশি ও যকৃতের পীড়া সহ জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা কিন্তু পেট ফাঁপা, অর্দ্ধদৃষ্টি বা রাতকাণা। ৩০, ২০০ শক্তি।

ইগ্নেসিয়া—বৎসহারা গাভী, শোকাচ্ছন্ন। ধমকান, ভয় দেখান বা প্রহার করিতে যাওয়ার পর জ্বর। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে হাই তোলা, শীতের সময় মাত্র পিপাসা, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, নাক ডাকাইয়া ঘুমায়, যখন জ্বর থাকে না তখন সম্পূর্ণ সুস্থতা বোধ করে। ৩০ শক্তি।

নক্স-ভমিকা—তীব্র গাছ-গাছড়া বা অন্য কোন প্রকার ঔষধ খাওয়ানর পর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইলে। শীর্ণ কায়, নিয়ত একস্থানে আবদ্ধ থাকে, কোষ্ঠবদ্ধ, অক্ষুধা কিম্বা কোন কোন খাদ্য খায় না, দুরন্ত স্বভাব। ৩০, ২০০ শক্তি।

পাল্‌সেটিলা—শান্ত প্রকৃতির গাভী। লক্ষণের ক্রমাগত পরিবর্ত্তন অর্থাৎ কখন শীত কখন গরম বোধ করে, উদরাময় সংযুক্ত, দুইবারের মল একরূপ হয় না, পিপাসা নাই, পচা বা খারাপ খাদ্য খাইয়া পীড়া হইলে। ৩০ শক্তি।

ইপিকাক—ভুক্তবস্তু উদগীরণ বা বমন করিলে। লালবর্ণ রক্তস্রাব, অরুচি, অক্ষুধা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত জ্বর। ৩০ শক্তি।

রসটক্স—জলে ভিজা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত জ্বরে। ৩০ শক্তি।

এপিস—আর্সেনিক ও চায়নার ন্যায় এপিসও ম্যালেরিয়া জ্বরের

মহৌষধ। অপরাহ্ন ৩টা ৪টায় জ্বর হয়। শীতের সময় জল খায়, ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণীর জ্বর। ৬, ২০০ শক্তি।

নেট্রাম-মিউর—যে কোন কারণে রক্তক্ষীণতাযুক্ত প্রাচীন সবিরাম জ্বরে, যে জ্বর প্রত্যহ ১০টার সময় হয়, ক্ষুধা খুব, তৃপ্তির সহিত খায় কিন্তু শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকে। চায়না ও আর্সেনিকের ন্যায় নেট্রামের ২০০ শত শক্তি জ্বরে আশ্চর্য্য কার্য্য করে।

ওপিয়াম্—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত, ভয় প্রাপ্তিহেতু জ্বর, কষ্ট জানায় না। অল্পবয়স্ক ও বৃদ্ধের অধিক প্রয়োজনীয় ঔষধ। ৩০ শক্তি।

সিপিয়া—গর্ভাবস্থার জ্বরে উপকারী, বিশেষতঃ ৫ মাস গর্ভিণী হওয়ার পরে যে জ্বর হয়। ৩০ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—অনেক প্রকারের ঘ্যাঁচড়াপড়া জ্বরে ল্যাকেসিস্ ব্যবহৃত হয়। শীর্ণ শরীর, অত্যন্ত দুর্ব্বল। ৩০, ২০০ শক্তি।

সালফার—অন্য কোন প্রকার ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে সালফার অথবা নক্স-ভমিকা প্রয়োগ হইয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নক্স-ভমিকা এবং উদরাময় থাকিলে সালফার দেওয়া বিধেয়। কিন্তু জোলাপ দেওয়ার পর উদরাময়, এমন কি রক্তভেদ হইতে থাকিলেও নক্স-ভমিকাই সমধিক উপযোগী। সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগে সুফল প্রাপ্ত না হইলে, একমাত্রা সালফার সেবন করাইলে পূর্ব্ব ঔষধের ক্রিয়া বিকাশিত হয়, অথবা নূতন ঔষধ নির্দ্দেশ করা সহজ সাধ্য হইয়া থাকে। ৩০, ২০০ শক্তি।

এই প্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণানুযায়ী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই গরুগুলি রোগমুক্ত হইয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

পূর্ণাহুতি।

গরুর চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য আমি কোনও সময়ে পেটেণ্ট ঔষধের ন্যায় কতকগুলি ঔষধ প্রচার করিয়াছিলাম। ঐ ঔষধগুলি সমস্তই হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধে প্রস্তুত হইয়াছিল। নানাস্থান হইতে সেই সকল ঔষধের বহুসংখ্যক প্রশংসাপত্র আমার হস্তগত হওয়ায় হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ যে গবাদি পশুকুলের পীড়ায় মহোপকার সাধন করিতে পারে, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আমি যে সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আজ (১৩৩১ সালে লিখিত) তাহা প্রকাশ করিয়া গোরক্ষা-ব্রতের "পূর্ণাহুতি" প্রদান করিব।

গোবসন্তের প্রতিষেধক (Preventive) **ঔষধ**—যখন গ্রামে অথবা নিকটস্থ পল্লীতে গরুর বসন্ত রোগ হইতে আরম্ভ হয়, তখন অন্যান্য সুস্থ গরুকে এই মহৌষধ একবার মাত্র খাওয়াইলে, সেই সকল গরুর আর বসন্ত রোগ হইতে পারে না। বসন্ত বা যে কোন সংক্রামক রোগের এপিডেমিক বা মহামারী অধিকাংশ স্থলেই ১৫ দিনের অধিক কাল স্থায়ী হয় না, তদপেক্ষা অধিক দিন রোগের আক্রমণ হইতে দেখা গেলে আর একমাত্রা করিয়া খাওয়ান যাইতে পারে। ঐ ঔষধটি—**ভ্যাক্সিনিনাম্** ২০০ শত শক্তি।

গোবসন্তের আরোগ্যকারী (Curative) **ঔষধ**—বসন্ত রোগের আক্রমণের পর প্রায়ই দেখা যায় যে, রক্তামাশয়ের মত বহুবার রক্ত শ্লেষ্মাদি ভেদ হয় এবং মুখ দিয়া লালা নির্গত হইতে থাকে। **মার্ক-সল্ ৬ষ্ঠ শক্তি** ইহার অব্যর্থ ঔষধ।

আমার বাসস্থানের এক ক্রোশ দূরে কামতাই নামক গ্রামে এক সময় এই রোগে বহু গরু মারা যাইতেছিল। আমার নিকটে ঔষধ পাওয়া

যায় জানিতে পারিয়া এবং সকলকেই বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়ায় অনেকেই ঔষধ লইয়া গিয়াছিল, তাহাতে অনেকগুলি গরুর জীবন রক্ষা হয়। উহার মধ্যে একব্যক্তি একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার নিকটে আসিয়া অতি দুঃখের সহিত তাহার একটি মূল্যবান বলদের জন্য কয়েক মাত্রা ঔষধ লইয়া যায়। সেই ব্যক্তি পরদিনে আসিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিল—"আমি অতি গরিব লোক, কিন্তু আমার ঐ গরুটির মূল্য ১০০৲ টাকা, আমি উহাকে বাছুর অবস্থায় ক্রয় করিয়া লালনপালন করিয়াছি। এখান হইতে ঔষধ লইয়া গিয়া দেখি, গরুটি ভীষণ যন্ত্রণার সহিত শুইয়া শুইয়াই মলত্যাগ করিতেছে। তাহার উঠিবার শক্তি নাই এবং যে স্থানে শয়ন করিয়া আছে, তথায় অনেক দূর পর্য্যন্ত মল বিস্তৃত হইয়াছে অর্থাৎ অনেকটা স্থান ঐ প্রকার রক্ত শ্লেষ্মা ও চর্ব্বিযুক্ত মলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া আমার কান্না পাইতে লাগিল এবং সে গরু যে আর আরোগ্য হইবে, ইহা আমার মনে হইল না। যাহা হউক আপনার আদেশ মত জল গরম করিয়া গরুটির মুখ বেশ করিয়া ধোওয়াইয়া দিলাম ও একবার ঔষধ খাওয়াইলাম এবং গরুটির গা ও গোয়াল ঘরের মেজে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করিয়া দিলাম। রাত্রি দুই প্রহরের এদিকেই আর একবার মুখ ধোওয়াইয়া ঔষধ খাওয়াইলাম। দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় নাই, আন্দাজ রাত্রি ২টার সময় আর একবার দেখিলাম, তখন আর নূতন কোন স্থানে মলত্যাগের চিহ্ন দেখা গেল না এবং গরুটি অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়া শুইয়া আছে। আজ সকালে দেখি গরুটি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। দুই এক স্থানে সামান্য মাত্র রক্তময় মল পড়িয়া রহিয়াছে। এখন গরুটি বাঁচিবে বলিয়া আমার খুব বিশ্বাস হইয়াছে। আপনি ঔষধের দাম ৫৲ টাকা লইলেও আমি তাহা দিতে প্রস্তুত আছি, আর কয়েক মাত্রা ঔষধ আমাকে দিতে হইবে।" তাহার গরুটি ভাল হইয়াছিল এবং ঔষধের মূল্য লওয়া হয় নাই বলিয়া সে

অনেক দিন পর্য্যন্ত দেখা হইলেই কৃতজ্ঞতা জানাইত। ঔষধ ঐ মার্ক-সল্ ৬ষ্ঠ শক্তি দিয়াছিলাম।

এঁষে ঘা—রসটক্স ৩০ ইহাতে বেশ কার্য্যকারী। আমি ইহার স্বতন্ত্র প্রতিষেধক ঔষধ কিছু পাই নাই। কিন্তু এই রসটক্স পীড়িত গরুকে খাওয়াইয়া যেমন সত্বর সুফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনই ইহার একমাত্রা করিয়া ঔষধ প্রতিষেধকরূপে অন্যান্য সুস্থ গরুকে খাওয়াইয়া এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে দেখিয়াছি।

গলা ফুলা—কেবল গলার বীচি ফুলিলে বেলেডোনা ৩য় এবং বীচি ফুলাসহ নাক মুখ দিয়া লালা বা শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকিলে মার্ক-সল্ ৬ষ্ঠ।

পেট ফুলা—কল্‌চিকাম্ ২০০।

পেট কামড়ানি—নক্স-ভমিকা ৩০।

কোষ্ঠবদ্ধ—নক্স-ভমিকা ৩০। ব্রাইওনিয়া ৩০।*

উদরাময়—কল্‌চিকাম ২০০। আর্সেনিক ৩০।

রক্তামাশয়—মার্ক-সল্ ৬।

রক্তমূত্র—ইপিকাক ২০০।

হাঁপানি—আর্সেনিক ৩০।

মৃগী—গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত খইল প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইলে তাহার বাছুরের এবং হৃষ্ট পুষ্ট বাছুর ও যাহারা নিয়ত একস্থানে বাঁধা থাকে, সেই সকল বাছুরের মৃগী রোগ হয়। নক্স-ভমিকা ৩০ ইহার ভাল

* কোন কোন রোগে ২।৩টি ঔষধের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, প্রথমে একটি ঔষধ খাওয়াইয়া তাহাতে উপকার না হইলে যথাক্রমে পরবর্ত্তী ঔষধগুলি খাওয়াইতে হইবে। উহার প্রকৃত অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, ঐ কয়টি ঔষধের মধ্যে রোগের লক্ষণানুসারে যে ঔষধটি ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাই নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

ঔষধ। কৃমি হেতু হইলে সিনা ২০০। হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইলে—আর্ণিকা ৩।

বাত—ব্রাইওনিয়া ৩০। রসটক্স ৩০।

কাশ রোগ—ব্রাইওনিয়া ৩০। ফস্ফরাস ৩০। এণ্টিম-টার্ট ৬।

সর্দ্দি—একোনাইট ৩।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—রসটক্স ৩০।

ব্রণ্‌কাইটিস (নিউমোনিয়া)—ব্রাইওনিয়া ৩০। ফসফরাস ৩০। এণ্টিম-টার্ট ৬।

আঘাত—আর্ণিকা ৩।

কর্ণমূল প্রদাহ—বেলেডোনা ৩।

চর্ম্ম রোগ—সালফার ২০০। সোরিণাম ২০০।

ক্ষত—সাইলিসিয়া ২০০ সেবন এবং বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য উষ্ণ গব্য ঘৃত অথবা সর্ষপ তৈলসহ ক্যালেন্‌ডিউলা ⊖।

মুখ ক্ষত—সেবন জন্য মার্কসল ৬ এবং মধু সহ ক্যালেন্‌ডিউলা ⊖ ক্ষতস্থানে প্রলেপ।

নাকের ঘা বা পীনাস—থুজা ৩০ সেবন এবং থুজা ⊖ তুলীর সাহায্যে নাকের অভ্যন্তরে বাহ্যিক প্রয়োগ।

আঁচিল—থুজা ৩০।

কৃমি—সিনা ২০০।

চক্ষে জল পড়া—সাইলিসিয়া ২০০ এবং চক্ষু মুছাইবার বাহ্যিক লোশন আর্ণিকা ⊖। চক্ষে জল পড়ে ও জুড়িয়া যায়—ইউফ্রেসিয়া ২০০।

ছানী—সাইলিসিয়া ২০০। সিপিয়া ৩০।

রাতকাণা—লাইকোপোডিয়াম ৩০।

প্লীহা যকৃতের বিবৃদ্ধি—নক্স ২০০। চায়না ২০০। ব্রাইওনিয়া ৩০।

জন্ডিস্ বা ন্যাবা—মার্কসল ২০০।

প্রসব বেদনা—সিমিসিফিউগা ৩০। পালসেটিলা ৩০। বেলেডোনা ৩।

সূতিকা জ্বর—আর্ণিকা ৩। সিপিয়া ৩০।

দুহিতে নড়ে—ক্যামোমিলা ১২।

মোড় রক্তবর্ণ—বেলেডোনা ৩।

রক্তবর্ণ দুগ্ধ—ইপিকাক ২০০।

দুগ্ধবর্দ্ধক ঔষধ—ক্যামোমিলা ১২ শক্তি।

সাধারণ গৃহস্থ ও প্রথম শিক্ষার্থিগণের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধগুলি এখানে স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইল। বহু স্থানে এই সকল সাক্ষাৎ ফলপ্রদ ঔষধের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

এই গ্রন্থে কিঞ্চিদধিক এক শত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কথা লিখিত হইয়াছে, গবাদি পশুকুলের চিকিৎসায় ইহাই যথেষ্ট। প্রয়োজন সময়ে ইহার যে কোন ঔষধ পাইবার সুযোগ থাকিলেই চিকিৎসা-কার্য্য সুন্দররূপে চলিতে পারে। যদি ঐ ঔষধগুলি গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, তাহাহইলে একটি ঔষধের বাক্স এবং ঔষধ দিবার সুগার অব্ মিল্ক্ রাখিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত একটি থার্ম্মামিটার ও একটি ষ্টেথিস্কোপ রাখিলে আরও ভাল হয়।

চিকিৎসকরূপে কার্য্য করিতে হইলে একটু আড়ম্বর চাই, বিশেষতঃ যাঁহারা দর্শনী (ভিজিট) ও ঔষধের মূল্য লইয়া চিকিৎসা করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে যেমন পোষাক পরিচ্ছদ ভাল হওয়া দরকার, তেমনই ঔষধের বাক্সটিও ভাল এবং বড় হওয়া আবশ্যক। সকল শিশিতে ঔষধ না থাকিলেও অর্থাৎ বাক্সে কতকগুলি খালি শিশি রাখিতে হইলেও ৪০০ বা ৫০০ শিশির বাক্স হইলে ভাল হয় এবং ঐ বাক্সের একটি লাল ভেল্ভেটের আবরণ বা ঢাকা প্রস্তুত করিয়া লওয়া দরকার। "ভেক না

হইলে ভিক্ষা মিলেনা” তাই এরূপ বাক্সের নিতান্ত আবশ্যক। ত্রিশ চল্লিশ টাকা (এককালে অথবা ক্রমশঃ) খরচ করিলেই ঐ সকল সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

যে সকল গৃহস্থ এতদূর করিতে পারিবেন না, তাঁহারা যখন যে ঔষধের প্রয়োজন হইবে তাহা নিকটস্থ কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের অথবা ঔষধের দোকান হইতে ক্রয় করিয়া লইতে পারেন। সাধারণ গৃহস্থ অথবা যিনি বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করিবেন, তাঁহার পক্ষে ২০০ শিশির একটি বাক্স হইলেই যথেষ্ট হয় এবং ঐ বাক্স একখণ্ড পরিষ্কৃত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেও চলে।

বুদ্ধিমান বেকার ব্যক্তির পক্ষে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে, চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

বৈগুণ্য সমাধান।

অজ্ঞতা প্রযুক্ত এই গ্রন্থে যদি কোন স্থানে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, অথবা বহু যত্ন চেষ্টা করিয়াও যে যে স্থানে মুদ্রাঙ্কণ প্রমাদ বা ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে, সুধীগণ তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

প্রমাণ স্বরূপ স্থানে স্থানে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের জন্য প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নেই তাহার যথাযথ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং সংস্কৃত শ্লোকগুলি বাদ দিয়া সাধারণ পাঠকগণ ঐ সকল বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া শ্লোকের মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।

এই পুস্তকে প্রাচীন চিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নামে চিকিৎসা প্রকরণটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পৃথক পৃথকরূপে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যখন যে কোন রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে, তখন

উভয় প্রকার চিকিৎসাতেই যাহা যাহা লিখিত আছে, তৎসমস্ত পাঠ করিয়া যে ঔষধ প্রয়োগ করা সুবিধাজনক হইবে, তাহাই ব্যবহার করিবেন।

যদি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করাই স্থির হয়, তবে যে ঔষধটি মনোনীত হইবে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ভৈষজ্য-তত্ত্ব দেখিয়া সেই ঔষধের আগাগোড়া একবার পাঠ করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিবেন।

প্রথম শিক্ষার্থীগণ পুস্তকখানি অন্ততঃ তিনবার ভালরূপে আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিবেন।

প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসা করিবার সময় একবার সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানকে স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট রোগীর আরোগ্য কামনা করিবেন।

গোমাতার স্বরূপ দর্শন।

গোমাতার প্রসন্নময়ী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে হইলে উৎকৃষ্ট বৃষভ সংরক্ষণ, পানের জন্য বিশুদ্ধ জল ও গোচারণ জন্য সর্ব্বত্র দীর্ঘ ও প্রশস্ত ভূমির সুব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা গোরুর উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে এই কয়টি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন। মানব-কুলের হিতার্থে ভগবান তাহাই উপদেশ দিয়াছেন,—

সহর্ষভাঃ সহবৎসা উদেত বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতী র্দ্ব্যূধ্নীঃ।
উরুঃ পৃথুরয়ং বো অস্তু লোক ইমা আপঃ সুপ্রপাণা ইহ স্ত॥

সামবেদ, আরণ্যপর্ব, ৪১ শ্লোক।

অর্থাৎ—বৃষভগণ ও বৎসগণ সহ সায়ংপ্রাতঃ দুগ্ধদায়িনী হে গাভী সকল! তোমরা দুগ্ধ দধি ঘৃতাদি প্রদান করতঃ সমাগত হও। দীর্ঘ ও বিস্তীর্ণ এই লোক তোমাদের হউক, এই ভূতলে জল সমূহ সুন্দর পানের যোগ্য হউক, অতএব এখানে আসীন হও।

পশু-চিকিৎসায়

হোমিওপ্যাথিক্ ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

কেহ কেহ বলেন—"সমলক্ষণ তত্ত্বের নিয়মানুসারে সুস্থ পশুর দেহে ভেষজের পরীক্ষা (Proving) করা নিতান্ত দরকার", কিন্তু তাহা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে এবং আমার মনে হয় সেরূপ কর্ম্মী এখনও কেহ জন্মে নাই। যে পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমরা হোমিওপ্যাথি প্রাপ্ত হইয়াছি, হয়ত পরীক্ষা (Proving) বিষয়েও আমাদিগকে সেই দেশের মুখাপেক্ষী হইয়াই থাকিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশের যে সকল মহানুভব চিকিৎসক পশুগণের পীড়ায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারাও মনুষ্য-শরীরে যে যে লক্ষণে যে যে ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তাহাই ব্যবহার করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইতেছেন এবং মনুষ্যে ব্যবহৃত ঔষধের সাহায্যেই গৃহপালিত পশুপক্ষিগণের চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রসূত অনেক গ্রন্থও প্রকাশিত করিয়াছেন, সুতরাং আমরাও ঐ সকল ঔষধের সাহায্যে সর্ব্বত্র সুফল প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ কিছুই নাই। পশু-শরীরে ভেষজের পরীক্ষা (Proving) ব্যতীত পশু-চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের রোগারোগ্য-কারিণী শক্তির প্রতি মনে প্রাণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না এমন নহে।

পাশ্চাত্য দেশে একশত বৎসরেরও পূর্ব্ব হইতে পশু-চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু পশু-শরীরে ভেষজের পরীক্ষা (Proving) করার আবশ্যকতা আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মনে উদিত হয় নাই বা কেহ আবশ্যক

বোধ করেন নাই, ইহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মানব-দেহে যাহা পরীক্ষিত হইয়াছে এবং মানব-দেহে যে সকল ঔষধ রোগারোগ্য করিতে সক্ষম, তাহা অন্যান্য জীবেও নিঃসংশয়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং মানব-দেহে ভেষজের পরীক্ষার পর যে ভৈষজ্য-তত্ত্ব রচিত হইয়াছে, তাহার উপলব্ধিগত লক্ষণগুলি (Subjective symptoms) বাদ দিয়া অবশিষ্ট পরীক্ষাগত লক্ষণগুলি (Objective symptoms) "পশু-চিকিৎসার ভৈষজ্য-তত্ত্ব" রূপে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

জীব-দেহ রক্তমাংসে গঠিত এবং ভেষজের ক্রিয়া সর্ব্বত্রই সমান বলিয়া এলোপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকায় মানব-দেহ-যন্ত্রের উপর ঔষধের যে ক্রিয়া লেখা আছে, তাহা প্রায়ই বাক্‌শক্তিহীন নিকৃষ্ট জীবের দেহে পরীক্ষার পর নির্ণীত হইয়াছে, সুতরাং বোবা ইতর জন্তুর দেহে পরীক্ষিত ঔষধ যদি মানব-দেহেও ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা হইলে মানব-দেহে পরীক্ষিত ঔষধ পশু-শরীরে ক্রিয়া প্রকাশ না করিবে কেন ?

স্থূল দৃষ্টিতেও দেখিতে পাওয়া যায়—সকল জীবেরই সকল প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। জীব দেহই রোগের আবাস স্থান। মানুষেরও বসন্ত, গলাফুলা, উদরাময় প্রভৃতি যে সকল রোগ হয়, গো-মহিষাদিরও সেই সকল রোগ হইয়া থাকে। মানুষেরও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং প্লীহা, যকৃৎ, ফুসফুসাদি যে সকল আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি আছে, গবাদি পশুদেরও সেই সকলের অভাব নাই. সৃষ্টিকর্ত্তা কেবল যাহার যেমন দরকার তাহার সেইরূপভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাদি গঠন করিয়াছেন ; যেমন গরুর লেজ আছে—মানুষের নাই, গরুর চারিটি পাকস্থলী আছে—মানুষের একটি মাত্র। এই সকল কারণে ভিন্ন ভিন্ন জীবের পীড়াতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও মানুষের যে সকল রোগ যে যে নামে কথিত হয়, পশুদেরও সেই সেই পীড়া সেই নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। তেমনই ভেষজের পরীক্ষা (Proving) দ্বারা মনুষ্য-শরীরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, পশুদেরও

সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ হওয়া স্বাভাবিক, যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি সর্ব্বত্রই সমানভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, ইহা অনুমান হইলেও অসত্য নহে। এ অনুমান সমলক্ষণের বিরোধী হইতে পারে না, যেহেতু এই সকল ঔষধ শ্রেষ্ঠজীব সুস্থ মনুষ্য-শরীরে পরীক্ষা (Proving) করা হইয়াছে। মানুষের ঔষধে পশুদের উপকার হইবে না, একথা মহাত্মা হ্যানিম্যান কোন স্থানে বলিয়াছেন, ইহা বোধ হয় কেহ দেখাইতে পারেন না।

যদি অনুমানই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও অনুমান পরিত্যাজ্য বা অবিশ্বাস্য নহে, কারণ প্রত্যক্ষের পরই অনুমানের স্থান, অনুমান ন্যায়শাস্ত্রের দ্বিতীয় প্রমাণ। জগতে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অনুমানের ক্রিয়াক্ষেত্র বহু বিস্তৃত, অনুমানের সাহায্যেই প্রত্যক্ষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পশু বিশেষের মধ্যে খাদ্যের পার্থক্য আছে, অর্থাৎ একের খাদ্য অপরের অখাদ্য বা কোনও পশুর পক্ষে যাহা প্রিয় ও সহজে পরিপাক হয়, অপর পশুর তাহা হয় না। মনুষ্যগণের মধ্যেও ঐরূপ খাদ্যের বহু পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত হয় না।

সুস্থ পশুদের দেহে, ভেষজের পরীক্ষা (Proving) করা সুনিপুণ ব্যক্তি বিশেষের কার্য্য, কিন্তু অসুস্থ দেহে প্রচলিত শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের পরীক্ষা সকলেই অনায়াসে করিতে পারেন। সুফল পাইলে অবশ্যই মনে প্রাণে বিশ্বাস জন্মিবে। যে সকল প্রধান প্রধান ঔষধের সাহায্যে জীবকুলের জীবন রক্ষা করিতে পারা যায়, আমি সেই সকল নিত্য ব্যবহার্য্য কতিপয় ঔষধের ভৈষজ্য-তত্ত্ব (Materia Medica) গ্রথিত করিয়া দিলাম।

অরাম্-মেটালিকাম্।

সংক্ষিপ্ত নাম—অরাম্ বা অরাম্ মেটা।

শক্তি—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত।

নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষুরোগে অরাম্-মেটালিকাম্ ব্যবহৃত হয়। নাসিকার রোগ মাত্রেই ইহাকে মহৌষধ বলা যাইতে পারে। নাসিকার প্রাচীন সর্দ্দি, নাক দিয়া রক্ত পূঁজ পড়া, নাসিকার অভ্যন্তরে ক্ষত, চটা বা মামড়ী পড়া, নাকে পচা দুর্গন্ধ থাকিলে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

কাণের অস্থিতে ক্ষত, দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজস্রাব। ঐ পূঁজের সঙ্গে হাড়ের টুক্‌রা বাহির হইলে অরাম্ মহোপকার করিতে পারে।

চক্ষুরোগে—চক্ষু প্রদাহান্বিত, চক্ষুর শ্বেতাংশ আরক্ত (Iritis), কর্ণিয়াতে ক্ষত হইলে, আলোর দিকে চাহিতে পারে না, গলার বীচিগুলি প্রদাহযুক্ত ও বড় হওয়া, চক্ষের পিউপিল বা কণীনিকার উপর ক্ষতচিহ্ন (ফুল পড়া)।

জিহ্বায় ও মলদ্বারে আঁচিল জন্মিলে অরাম সেবনে উপকার হয়।

জননেন্দ্রিয়ের উপর অরামের ভালরূপ ক্রিয়া আছে। অণ্ডকোষের দক্ষিণ বীচি ফোলা, শক্ত, প্রদাহযুক্ত, বেদনা, হাত দিতে দেয় না। অথবা শীর্ণকায় বাছুরের অণ্ডের বীচি ক্ষুদ্র বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অরাম্-মেটা তাহার পুষ্টি সাধন করে।

আরোগ্য বিবরণ।

আমার নিকটস্থ একটি গ্রামের একজন দরিদ্র ভদ্রলোকের একটি দুই মাসের এঁড়ে বাছুরের অণ্ডের বীচি এত ছোট হইয়া যায় যে, হস্ত দ্বারা টিপিয়া পরীক্ষা করিলেও উহার অস্তিত্ব অনুভব হইত না। স্থানীয়

লোকে অনুমান করেন—বাছুরটি বড় হইলে বিক্রয় করিয়া অধিক টাকা পাইবার আশায় ঐ ভদ্রলোকই টিপিয়া দামড়া করিয়া দিয়াছেন। ঐ নিরপরাধ ভদ্রলোকটি একদিন আমার নিকটে আসিয়া আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—সকল জীবের মধ্যেই নপুংসক জন্মিতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে বোধ হয় সেরূপ হয় নাই। আমি তাঁহার বাছুরটিকে অরাম্-মেটা ৩০ প্রত্যহ দুইবার করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। দুই সপ্তাহ পরে তাঁহার বাছুরটি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তিনিও কলঙ্ক মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া আমার নিকটে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আর্জেণ্টাম্-নাইট্রিকাম্।

সংক্ষিপ্ত নাম—আর্জেণ্টাম্-নাই, আর্জেণ্টা-না।

শক্তি—৩০শ, ২০০ শত।

ইহা চক্ষু রোগের অমূল্য ঔষধ। যে কোন প্রকার চক্ষু উঠা রোগে ইহার ৩০শ অথবা ২০০ শত শক্তি আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অভাবনীয় আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। চক্ষের মাংস বৃদ্ধি বা টেরিজিয়াম (Pterygium)। চক্ষু হইতে পূঁজের মত স্রাব কিম্বা প্রচুর পূঁজস্রাব, চক্ষের মধ্যে পূঁজ জমিয়া চক্ষের পাতা দুইটি ফুলিয়া উঠে, কর্ণিয়া অস্বচ্ছ, কর্ণিয়াতে ক্ষত, কর্ণিয়া পচিয়া যাইবার ন্যায় দেখায়, রক্তবর্ণ চক্ষু, চক্ষুর অভ্যন্তরে কঞ্জাংটাইভার লালবর্ণ ফোস্কার ন্যায় স্ফীতি, চক্ষুর পাতা অত্যন্ত স্ফীত বা শোথ ভাবাপন্ন হইলে ইহা অতীব উপকারী মহৌষধ।

হাঁপানি রোগে প্রাণ ভরিয়া নিশ্বাস লইতে পারে না, যেন দম

আটকাইবার ন্যায় কষ্ট হইতে থাকে, ঘরের ভিতরে যাইতে চাহে না, অর্থাৎ ঘরের মধ্যে থাকিতে কষ্ট বোধ করে।

রাত্র্যন্ধতা রোগেও আর্জেণ্টাম-নাই দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

আর্ণিকা-মণ্টেনা।

সংক্ষিপ্ত নাম—আর্ণি, আর্ণিকা।

শক্তি—θ, ৩য়, ৩০শ।

সকল প্রকার আঘাতে আর্ণিকা ব্যবহৃত হয়। প্রস্তর, ইষ্টক বা ঢেলা, মুগুর, লাঠি প্রভৃতি দ্বারা প্রহার এবং উচ্চ হইতে পতন বা উল্লম্ফনাদি কারণে কোন স্থান মচ্কিয়া যাওয়া, মাংসপেশী থেঁতলিয়া যাওয়া প্রভৃতি যে কোনরূপ ও যে কোন স্থানের অল্প বা অধিক স্থানব্যাপী আঘাত, আঘাত লাগিয়া নাক দিয়া রক্তপাত, আঘাত হেতু রক্ত জমিয়া ফুলা বা রক্তপাতযুক্ত ক্ষত প্রভৃতিতে আর্ণিকা মহৌষধ। ভারবাহী জন্তুদের ভার বহন জন্য ক্ষত, থেঁতলিয়া যাওয়া ক্ষত এবং সেপ্টিক ক্ষতের বিষ দোষ নষ্ট করিয়া আরোগ্য করে। আঘাতের পরক্ষণ হইতে আর্ণিকা প্রয়োগ করিলে প্রায়ই ক্ষতে পুঁজ জন্মিতে পারে না ও জ্বর হয় না।

গর্ভাবস্থায়—আঘাতাদি লাগিয়া কোন পীড়া হইলে, কিম্বা যে সকল পশুর সঙ্গমদোষ হেতু পেট বেদনা বা গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা হয়। গর্ভস্রাবের পর লালবর্ণ উজ্জ্বল রক্তস্রাব হইলে আর্ণিকা ব্যবহার্য্য।

কষ্টকর প্রসব—অথবা প্রসব করানর পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব।

প্রসবের পর—আর্ণিকা খাইতে দিলে অনেক প্রকার রোগ বিশেষতঃ সূতিকা রোগ (Puerperal fever) হইতে পারে না।

নব প্রসূতা গাভী—বা কয়েক দিনের বাছুরের রক্তামাশয় হইলে আর্ণিকা সেবনে আরোগ্য হয়।

পালানের প্রদাহ বা ঠুণ্‌কো—(Inflammation of the udder) রোগ—যদি প্রহার বা আঘাত প্রাপ্তি হেতু জন্মিয়া থাকে।

সূতিকা জ্বরে—অত্যন্ত উদরাময়, বহুস্রাব, জমাট কাল রক্ত, সর্ব্বাঙ্গে বেদনার জন্য উঠিতে চলিতে পারে না, মাথা গরম ও শরীর শীতল বোধ হইলে আর্ণিকা ব্যবস্থেয়।

নিউমোনিয়া—আঘাত লাগা কিম্বা অত্যন্ত পরিশ্রম হেতু নিউমোনিয়া। শুষ্ক কাশি, কাশিতে সর্ব্বশরীর নড়ে, সর্ব্বাঙ্গ শীতল মস্তক গরম, নিদ্রিত, জাগাইলে আবার অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে।

চক্ষুপীড়ায়—আঘাত লাগা কারণে চক্ষুর কোনরূপ পীড়া হইলে আর্ণিকা মহোপকারী।

স্ফোটক—এক সময়ে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক বা ফুস্কুড়ী জন্মিলে আর্ণিকা অব্যর্থ ঔষধ।

খুর কিম্বা শিং খসিয়া গেলে—আর্ণিকা অয়েণ্টমেণ্ট উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী।

মস্তকে আঘাত—লাগিয়া কোন পীড়া হইলে, মস্তিষ্কে বা ব্রেণে আঘাত লাগিয়া অজ্ঞান ও অবসন্ন হওয়া আর্ণিকা সেবনে আরোগ্য হয়।

মৃগীরোগ—হঠাৎ মূর্চ্ছিত হওয়া।

জ্বরে—যদি জর আসিবার পূর্ব্বে হাই উঠে, পরে শীত হয় ও কাঁপে, বিশেষতঃ প্রসবের পর দুগ্ধ জর বা মিল্ক ফিবার হইলে আর্ণিকা অদ্বিতীয় ঔষধ।

সকল প্রকার আঘাতে আর্ণিকা ব্যবহৃত হইলেও আর্ণিকার ক্রিয়া

মাংসেই সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ মাংসের বেদনাতেই আর্ণিকা উপকারী। স্নায়ুতে আঘাত বা স্নায়বীয় বেদনায়—হাইপারিকাম। কোন স্থান থেঁতলিয়া যাওয়ায় কাটিয়া গেলে, অর্থাৎ ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা কাটিলে—ক্যালেণ্ডিউলা। লিগামেণ্ট বা সন্ধিবন্ধনে আঘাত লাগিলে—রসটক্স। চোট লাগা আঘাতে—রসটক্স ও কোনায়াম ব্যবহার্য্য। সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্রে বিদ্ধ আঘাতে—লিডাম্ মহোপকারী। অস্থিতে আঘাত বা অস্থিভঙ্গ হইলে—সিম্ফাইটাম্ উৎকৃষ্ট। হাড় ভাঙ্গিয়া শীঘ্র জোড়া না লাগিলে—ক্যাল্কে-ফস্ দ্বারা মহোপকার সাধিত হয়। আঘাতের চিকিৎসায় এই সকল ঔষধের পার্থক্য নিরূপণ করিয়া নির্ব্বাচন করিতে পারিলে কখনই বিফল মনোরথ হইতে হয় না।

আর্সেনিকাম্-এলবাম্।

সংক্ষিপ্ত নাম—আর্সেনিক, আর্স, আর্সে।

শক্তি—৩০শ, ২০০ শত।

বসন্ত রোগে—অত্যন্ত অস্থিরতা, পিপাসা ও দুর্ব্বলতা। জীবনী শক্তির হীনতা। উদ্ভেদ অসমান অর্থাৎ উদ্ভেদ সকল এক সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। টাইফয়েড অবস্থা আসিতে থাকে। রক্তস্রাবী বসন্ত। গুটিকার রং কাল। গুটিকা বা পশ্চুলগুলি বসিয়া যাইতে থাকে, কিম্বা গুটিকার পচনাবস্থা।

মন্দাগ্নি বা পেটফুলা রোগে—অত্যন্ত অস্থিরতা, সর্ব্বদা নড়িতে থাকে ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা জলবৎ ভেদ হয়।

পেট কামড়ানি বা শূল রোগে—অত্যন্ত গরমের সময় অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জলপান করিয়া ও খারাপ খাদ্য খাইয়া রোগোৎপত্তি।

অস্থিরতা, ব্যাকুল দৃষ্টি। অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ জলপান করে, দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মল।

উদরাময়ে—অস্বাস্থ্যকর আহার হেতু পীড়া, বেদনাশূন্য বা বেদনাযুক্ত জলবৎ ভেদ, মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, অতিশয় দুর্ব্বলতা, প্রাচীন উদরাময়, পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জল খায়। অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর উদরাময়।

রক্তামাশয় রোগে—মলমূত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, দুর্ব্বলতার জন্য একেবারে নড়ন চড়ন রহিত, অথবা যে প্রকার বল থাকে সেই প্রকার অস্থিরতা, কাল মল ও কাল রক্ত ভেদ, বেশী দিনের পীড়ায় এবং বৃদ্ধ বয়সের রক্তামাশয় রোগে আর্সেনিক আশ্চর্য্য কার্য্যকারী।

জ্বর—দিবা বা রাত্রি দুই প্রহরের পর ২টার মধ্যে জ্বর, খুব বেশী উত্তাপ হয়, অস্থিরতা, অল্প অল্প জলপান, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, মধ্যে মধ্যে জিহ্বা বাহির করে। পালা জ্বর, বিশেষতঃ দুইদিন অন্তর জ্বর। স্থানান্তর হইতে আনীত গো মহিষাদির জ্বর।

সূতিকা জ্বরে—অতি শীঘ্র জীবনী শক্তির হ্রাস বা পতনাবস্থা, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস ও দমবন্ধের ন্যায় ভাব এবং গ্রীবাদেশ আড়ষ্ট প্রায়, অত্যন্ত পিপাসা ও অল্প অল্প জলপান, শোথ।

সর্দ্দি—যদি বহুদিন হইতে নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয়, ঝাঁঝাল শ্লেষ্মা, জলবৎ অতিরিক্ত শ্লেষ্মা নাক মুখ দিয়া বাহির হয়, পুনঃ পুনঃ হাঁচি হইতে থাকে। নাসারন্ধ্রে লোন্‌ছা যাওয়া বা ক্ষতবৎ অবস্থা, শুষ্ক কাশি, অস্থিরতা, জলপানের পর শীত, চক্ষু লালবর্ণ ও চক্ষু দিয়া জল পড়ে, তৎসহ উদরাময়।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শরীরের খুব বেশী উত্তাপ, বহুবার ভেদ হয়, কখন কখন পাতলা মল সহ রক্ত থাকে। অত্যন্ত পিপাসা, নাক দিয়া প্রচুর পাতলা সর্দ্দি এবং কখন কখন তৎসহ রক্তবর্ণ পদার্থ

নির্গত হইতে থাকে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আর্সেনিক প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

বায়ুনলী প্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটিস—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, অস্থিরতা, পিপাসা, দুর্বলতা, প্রাচীন পীড়া, ক্রণিক ব্রঙ্কাইটিস্।

সকল প্রকার নিউমোনিয়া—নাকে খুব সর্দ্দি ঝরে, অতিশয় অবসন্নতা এবং যে প্রকার বল থাকে সেই প্রকার অস্থিরতা, গায়ের রোম সকল ঠিক খাড়া হয়, গা অত্যন্ত গরম কিম্বা হিমাঙ্গ, শাখা সমস্ত শীতল, নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত, বেশীবার অল্প পরিমাণে জল খায়, প্রাচীন উদরাময় এবং শরীরের কোনও অংশে শোথ, সকল বয়সের গরু, বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায়, চক্ষু কোটরস্থ, ফুস্‌ফুসের পচনাবস্থা, আভ্যন্তরিক জ্বালার জন্য ছটফট করে, মলমূত্র দুর্গন্ধযুক্ত।

ক্রুপ্—বা ঘুংরি কাশি, মুখ ফুলা, শীতল ঘর্ম্ম, অত্যন্ত দুর্ব্বলতাতেও অস্থিরতা, মৃতবৎ অবস্থা।

হাঁপানি রোগে—রাত্রি ১টার পর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত হাঁপানির প্রবল প্রকাশ, অত্যন্ত অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, গবাদিকে একস্থানে রাখা যায় না। সর্ব্বদাই স্থান পরিবর্ত্তন করে।

চক্ষুরোগ—রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি, চক্ষু হইতে ঝাঁঝাল রসস্রাব, কঞ্জাংটাইভার বা চক্ষুর শ্বেতাংশ নীলবর্ণ বা বেগুনে বর্ণ, চক্ষের পাতা জুড়িয়া যায়। কঞ্জাংটাইভার প্রদাহ, লালবর্ণ ও পুঁজ পূর্ণ। কর্ণিয়া নষ্ট হইয়া যাওয়া কিম্বা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, চক্ষের নিম্নদিকে ঘায়ের মত হওয়া ও তাহার উপর চটা পড়া। মুখেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বাহির হওয়া।

ক্ষত—যখন কোন স্থানের ক্ষত ভীষণ আকার ধারণ করিয়া পচিতে থাকে, ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হয়, কাল বা বিশ্রী সাদা পর্দ্দায় আবৃত থাকে

ও স্থানে স্থানে অসুস্থ মাংস খণ্ড রহিয়া যায়, তখন আর্সেনিক সুনির্ব্বাচিত মহৌষধ। পাতলা রক্তময় পুঁজ কিম্বা দুর্গন্ধময় রক্তস্রাবযুক্ত দূষিত ক্ষতে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। ইহা রক্তস্রাবী ক্ষতের মহৌষধ, বিশেষতঃ যখন নাড়ী লুপ্ত হয় বা মৃত্যু সন্নিকট হয়, সদাই অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে, তখন আর্সেনিক জীবন দাতা।

পাঁচড়া বা ম্যান্‌জ রোগে—যদি ক্ষত স্থানের চুলগুলি উঠিয়া যায় কিম্বা ঘা হয় এবং ক্ষতের পার্শ্ব শক্ত ও লালবর্ণ হয়।

এঁষে ঘা বা থ্রাস রোগে—পা গরম, বেদনাযুক্ত, খোঁড়াইয়া চলে এবং দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হয়, অনেক দিনের পীড়া।

কাউর ঘা বা একজিমায়—ক্ষতে শুষ্ক শল্কযুক্ত ফুস্কুড়ী, তাহা হইতে কখন কখন দুর্গন্ধ রস নির্গত হয়।

ওয়ার্টস্—বা আঁচিলের উপরিভাগে ক্ষুদ্র বা বড় ক্ষত এবং পার্শ্বভাগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে আর্সেনিক উপকারী।

বিসর্প রোগে—নিতান্ত অবসন্নাবস্থা, গ্যাংগ্রিণ বা পচনযুক্ত, জ্বরের উত্তাপ অধিক, অস্থিরতা।

শোথ রোগে—মুখমণ্ডল ও নিম্নাঙ্গের শোথ, সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, প্লীহা যকৃতাদির রোগজনিত শোথ, গর্ভাবস্থার শোথ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা, উদরাময়, অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ জল খায়, শরীর শীতল।

সর্পাঘাতের—দ্রুত অবসাদ ও পতনাবস্থা নিবারণে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়।

উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করিতে পারিলে আর্সেনিক ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। সামান্য অসুখে আর্সেনিক প্রয়োগ করা উচিত নহে, তাহাতে বিপদ ঘটে। কঠিন পীড়ায় তড়িৎ গতিতে পীড়া আরাম করিয়া দেয়। অধিক বার সেবন করাইলে প্রায়ই য্যাগ্রাভেশন্ বা বৃদ্ধি (ঔষধের গরম) হয়।

আরোগ্য বিবরণ।

আমার একটি মনোরম কৃষ্ণবর্ণা দুগ্ধবতী গাভীর পৃষ্ঠদেশের স্থানে স্থানে পয়সার আকারে তিন চারিটি ক্ষত জন্মিয়াছিল। হঠাৎ এই প্রকার ক্ষত উৎপন্ন হওয়ায় আমি যারপরনাই চিন্তিত হইয়াছিলাম। ক্ষতগুলি আরোগ্য করিবার জন্য ঔষধ দিবার পূর্ব্বে উহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। প্রত্যহই দেখি দুই একটি নূতন ক্ষতের উদ্ভব হইয়াছে। গাভীটির আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লতা নাই, খাদ্য ভালরূপে খায় না, দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, দুগ্ধের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া গেল, দুহিবার সময় সে আর বাছুরকে চাটে না, চলিবার সময় অতি ধীরে কষ্টের সহিত পদবিক্ষেপ করে, গোয়াল ঘরের বাহিরে অধিক দূর যাইতে চাহে না। বাহিরে বাঁধিয়া রাখিলেও কাকে ঠোকরায়, সুতরাং গাভীটিকে নিয়ত গোয়াল ঘরের ভিতরে রাখিতে হয়। ক্রমে ক্ষতের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। ৮।১০ দিনের মধ্যেই পৃষ্ঠে, পাঁজরে ও পাছায় ৩০।৪০টি ক্ষত উৎপন্ন হইল। ক্ষতের উপরে লাগাইবার ঔষধ প্রাচীন মতের চিকিৎসায় আছে, কিন্তু "সর্ব্বাঙ্গে ঘা, ঔষধ দিই কোথায় ?"

গাভীটির গাত্রের যে স্থানে প্রথমে রোম উঠিয়া যায়, পরে সেই স্থানেই ক্ষত জন্মে। ক্ষতগুলি গোলাকার, কিন্তু ধার অসমান এবং ক্ষতের মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড উচ্চ দেখা যায়। দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত, যেন পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। ক্ষতগুলি প্রথমে যেন রক্তমাখান লাল রংএর হয়, কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই উহার উপরে এক প্রকার কাল রংএর পর্দ্দা পড়ে। আমি প্রত্যহ কেবল নিমপাতা দিয়া জল গরম করিয়া ধোওয়াইয়া ক্ষতের উপরে সর্ষপ তৈল প্রয়োগ করিতাম, কিন্তু উহাতে কেবল ক্ষত পরিষ্কৃত থাকা ব্যতীত আরোগ্যের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না এবং নূতন ক্ষতের উৎপত্তিও রহিত হইল না।

এই ক্ষত কোনও প্রকার আভ্যন্তরীণ বিষের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং উপরে ঔষধ দিয়া কোন উপকারের আশা নাই, এমন কি আর কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষতের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতে পরিণত হইয়া যাইবে, ইহা আমার দৃঢ় ধারণা হইল। এরূপ অবস্থায় গাভীটিকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াইতে মনস্থ করিলাম। মানুষের ঐ প্রকার লক্ষণযুক্ত ক্ষত হইলে **আর্সেনিক** মহোপকারী ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া আমি সেই দিনেই খানিকটা সুগার অব্ মিল্কের সহিত কয়েক ফোঁটা আর্সেনিক ৩০ শক্তির ঔষধ মিশাইয়া একবার খাওয়াইয়া দিলাম। পরদিনে সকালে দেখি—অন্যদিন গাভীর নিকটে যাইবামাত্র যে এক প্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া যাইত, সেরূপ গন্ধ অনুভূত হইল না এবং অন্যদিন ক্ষতগুলি ধোওয়াইয়া দেওয়ার পর যেরূপ পরিষ্কৃত দেখা যাইত, এদিন ক্ষতগুলি স্বভাবতঃই সেই প্রকার পরিষ্কার রহিয়াছে এবং নূতন ক্ষত কোন স্থানে উৎপন্ন হয় নাই। ঐ দিনেও আর একবার ঐরূপ আর্সেনিক ৩০ ঔষধ খাওয়াইয়া দিলাম। তৎপরদিন সমস্ত ক্ষত আকারে ক্ষুদ্র ও শুষ্কপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া আমি যেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আর ঔষধ দিলাম না এবং ৩।৪ দিনের মধ্যে ক্ষতগুলি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেল। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই গাভীটি পূর্ব্বের ন্যায় আহার্য্য গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল ও পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ প্রদান করিতে লাগিল।

ইউফ্রেসিয়া।

সংক্ষিপ্ত নাম—ইউফ্রে।

শক্তি ৬ষ্ঠ, ২০০ শত।

চক্ষু রোগে ইউফ্রেসিয়া মহোপকারী ঔষধ। চক্ষু উঠা বা কঞ্জাংটি-ভাইটিস্ (Coujunctivitis) রোগে—হরিদ্রাবর্ণ ঝাঁজাল ও প্রচুর গাঢ় স্রাব, হাম বা বসন্ত রোগের পর চক্ষু উঠা। আলোক ভীতি। উপকণাযুক্ত চক্ষু উঠা (Granular Opthalmia) রোগে—প্রচুর গাঢ় অশ্রুস্রাব, ঐ স্রাব লাগিয়া অনুস্থান হাজিয়া যায়, অত্যধিক জল পড়ে, রাত্রে চক্ষু জুড়িয়া যায়, চক্ষে ক্ষতচিহ্ন বা অস্বচ্ছ দাগ (ফুল পড়া) হওয়া। কর্ণিয়ার ক্ষত (Ulcer of the Cornea) হইলে চক্ষে ভাল দেখিতে পায় না, ঝাপসা দেখে, ক্ষতকারক অশ্রুস্রাব হয়। (ইউফ্রেসিয়াতে চক্ষের জলে ক্ষত, আর এলিয়াম্-সিপাতে নাকের জলে ক্ষত জন্মে)।

মলদ্বারের নিকটবর্ত্তী আঁচিল রোগে ইউফ্রেসিয়া উপকারী।

রোগীতত্ত্ব—দক্ষিণ পাড়ার রাজেন্দ্র ঘোষ একদিন আমার নিকটে আসিয়া বলে—"আমার একটি ৬।৭ মাস বয়সের বাছুরের ৫।৬ দিন পূর্ব্বে চোখ দিয়া জল পড়িতে আরম্ভ হয়। হয়ত চোখে কিছু পড়িয়াছে মনে করিয়া আমি চক্ষু ধোওয়াইয়া ভ্রূর উপরে "গোয়ালে ভরণ" (গোয়ালের গর্ত্তের সঞ্চিত চোণা মিশ্রিত কাদা) দিই, কিন্তু তাহাতে কিছুই উপকার হইল না, পরে দেখি সকালে চক্ষু জুড়িয়া যায় এবং জল দিয়া ভিজাইয়া চক্ষু খুলিয়া দিতে হয়, নচেৎ কিছুই দেখিতে পায় না। দুইদিন মনসা পাতার কাজল দিয়াছিলাম, তাহাতেও ফল হয় নাই, ঔষধ কিছু আছে?" আমি তাহাকে তিন দিন প্রত্যহ একবার করিয়া খাওয়াইবার জন্য

ইউফ্রেসিয়া ২০০ দিয়াছিলাম। দ্বিতীয় দিন হইতে বাছুরটির চক্ষু আর জুড়িয়া যায় নাই, জল পড়াও ভাল হইয়া গিয়াছিল।

ইপিকাকুয়ান্‌হা।

শক্তি—৩০শ, ২০০ শত।

সংক্ষিপ্ত নাম—ইপি, ইপিকাক্।

বমন ও বমনেচ্ছা নিবারণের জন্য ইপিকাক্ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। কুক্কুর ও বিড়ালের পক্ষে ইপিকাক পরম বন্ধু।

উদরাময়ে—মলের বর্ণ কাল, ফেণাযুক্ত, রক্ত ও মিউকাস্ মিশ্রিত থাকে, শরৎকালের উদরাময়ে নির্দ্দিষ্ট ঔষধ।

ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া, হাঁপানি—প্রভৃতি কাশ রোগে—তরল কাশি, অথচ কিছু উঠে না, কাশিবার সময় শরীর শক্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হয়, বমন হইলে কাশির কিছু উপশম হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত, গলায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, কাশির জন্য সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন, চক্ষু লাল এবং প্রদাহান্বিত হয়। অন্যায় খাদ্য অথবা কোন রকমের অত্যধিক খাদ্য খাইয়া পীড়া জন্মিলে ইপিকাকের ব্যবহার আছে।

রক্তাক্ত দুগ্ধ—(Bloody milk), যদি গাভীর এক বা ততোধিক বাঁট হইতে অকস্মাৎ রক্তের রেখার ন্যায় কিম্বা রক্ত মিশ্রিত দুগ্ধ নির্গত হয়, তাহা হইলে ২০০ শত শক্তির ইপিকাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহোষধ।

রক্তমূত্র (Red or Black water) রোগে,—বহু পরিমাণ রক্তস্রাব, উজ্জ্বল লাল বা পিঙ্গলবর্ণ মূত্র কিম্বা রক্ত মিশ্রিত মলিন বা কাল বর্ণের রক্তময় অথবা ঘোলা প্রস্রাব আরোগ্য করিতে ইপিকাক অদ্বিতীয় ঔষধ।

প্রসবের পর রক্তস্রাবে—ইপিকাক ২০০ শত শক্তি প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

একোনাইটাম্ নেপেলাস্।

সংক্ষিপ্ত নাম—একোন, একোনাইট।

শক্তি—৩য়, ২০০ শত।

জ্বর—প্রায় সকল রোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর থাকিলে, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা হেতু বিশেষতঃ শরৎকালে ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগোৎপত্তি, শুষ্ক মুখ, প্রশ্বাস গরম, কান গরম অথবা ঠাণ্ডা, নাড়ী দ্রুত, অত্যন্ত অস্থিরতা, নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত, ঘন ঘন পিপাসা, একোনাইটের প্রয়োগ-লক্ষণ। মৃত ভাবাপন্ন জ্বরে অথবা যে জ্বর ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সে জ্বরে একোনাইট প্রয়োগে অপকার হয়। ভয় পাইয়া জ্বর হইলে একোনাইট ব্যবস্থেয়। প্রাচীন রোগেও কখন কখন তরুণ আক্রমণের মত একোনাইটের লক্ষণ সকল যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন একোনাইট প্রয়োগ হইয়া থাকে।

উদরাময়, রক্তামাশয়—প্রভৃতি রোগে মলের পরিমাণ অল্প, বায়ু নিঃসরণ সহ মল নির্গত হয়, শ্লেষ্মাময় কিম্বা রক্তময় মল, অথবা খাঁটী রক্ত। যদি জ্বর, পেট বেদনা, পিপাসা ও অস্থিরতা থাকে এবং দিনের বেলা গরম ও রাত্রে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে একোনাইট ৩য় শক্তি প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় যদি এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ স্থলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উপকার হইতে দেখা যায়। ঐ

সময়ের মধ্যে সুফল পাওয়া না গেলে ঔষধান্তরের সাহায্য লইতে হয়। একোনাইটের সহিত অন্য ঔষধের পর্য্যায় ব্যবহার অনাবশ্যক।

বাত রোগে—তরুণ বাত, চর্ম্ম গরম ও শুষ্ক, অত্যন্ত জ্বর ও পিপাসা থাকিলে।

শূল-রোগে—রোগের প্রথমাবস্থা, মুখশুষ্ক, প্রশ্বাস গরম, কাণ গরম অথবা খুব ঠাণ্ডা, নাড়ী দ্রুত, অত্যন্ত অস্থিরতা, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা হেতু পেট বেদনা, বিশেষতঃ শরৎকালে।

স্তনের প্রদাহ রোগে,—প্রথমাবস্থায়, পালান গরম ও স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত, ঠাণ্ডা লাগিয়া ঠুণ্‌কো হওয়া।

তরুণ সূতিকা জ্বর (Puerperal fever) অত্যন্ত জ্বর, অস্থিরতা, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে, প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও গাঢ় বর্ণ বিশিষ্ট, অত্যন্ত পিপাসা, স্তন শিথিল এবং দুগ্ধশূন্য।

সর্দ্দি, কাশি,—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি প্রভৃতি রোগ, হঠাৎ মেঘ ঝড় জল প্রভৃতি আকাশের পরিবর্ত্তন হেতু রোগোৎপত্তি, পীড়ার প্রথমাবস্থায় জ্বর, অস্থিরতা, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, নাসিকা বন্ধ, ঝিমাইতে ঝিমাইতে চমকিয়া উঠে, চক্ষু দিয়া অবিরত জল পড়া, নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, শুষ্ক কাশি, পুনঃ পুনঃ হাঁচি, কোন স্রাব বা ঘর্ম্ম (Exudation) নাই, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, অক্ষুধা। ক্রুপ্ কাশিতে ২০০ শক্তির একোনাইট বিশেষ ফলপ্রদ।

চক্ষু রোগে—গা গরম, চক্ষু শুষ্ক, চোখের উপর হাত দিলে অত্যন্ত গরম বোধ হয়, চক্ষু চাহিতে পারে না। অধিকক্ষণ জলে ভিজিয়া ঠাণ্ডা লাগার কারণে গা গরম ও কর্ণমূল ফুলিলে।

রক্তমূত্র রোগে—প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে একোনাইট উপকারী।

জীর্ণ শীর্ণ চিররুগ্ন গরুর পক্ষে একোনাইট ব্যবস্থেয় নহে, সবল ও পুষ্টকায়ের পক্ষেই একোনাইট উপোযোগী।

এণ্টিমোনিয়াম্-টার্টারিকাম্।

সংক্ষিপ্ত নাম—এন্টি-টা, এন্টি-টার্ট্, এণ্টিম্-টা, এণ্টিম্-টার্ট্।

শক্তি—৬ষ্ঠ, ২০০ শত ব্যবহার্য্য।

বসন্ত রোগে—স্বরভঙ্গযুক্ত পুনঃ পুনঃ কাশি, গুটিকা প্রকাশের পূর্ব্বে, কিম্বা গুটিকা পাকিবার সময় শুষ্ক কাশি থাকিলে এণ্টিম্-টার্ট্ অত্যাশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়া দেয়।

কাশরোগ—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে এণ্টিম্-টার্ট্ অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় মহৌষধ। ঘড়্ ঘড়্ যুক্ত কাশি, কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাসে কোন শব্দ নাই। নিদ্রালুতা থাকিলে এবং অল্প বয়স্ক বাছুরের কাশিতে ইহা বিশেষ উপকার করে। অত্যন্ত কাশি, কাশিবার সময় সমস্ত শরীর নড়ে, শ্বাসকষ্ট, বুকে অধিক পরিমাণ তরল শ্লেষ্মা থাকা, জিহ্বা সাদা ক্লেদাবৃত। বাছুরের গায়ে হাত দিতে গেলে সরিয়া যায়। বুকে শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড় শব্দ, নিশ্বাস প্রশ্বাস হ্রস্ব এবং ঘন ও কষ্টকর। প্রত্যেক নিশ্বাসের সঙ্গে নাক উঠা পড়া করে; আক্ষেপযুক্ত কাশি, হাঁ করিয়া থাকে। জিহ্বা ও মুখের ভিতর শুষ্ক, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত। ফুসফুসের শোথ। নাড়ী অসম ও প্রায় অননুভবনীয় (Imperceptible), হিপাটিজেশন্ বা যকৃতের ন্যায় ফুসফুস্ নিরেট হইয়া যাওয়া অনুভূত হইলে। নাক নড়ে, অত্যন্ত দুর্ব্বল, প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। এই সকল লক্ষণে এণ্টিম্-টার্ট্ প্রয়োগ করিতে পারিলে অভাবনীয় উপকার পাওয়া যায়।

এসিডম্-নাইট্রিকম্।

নামান্তর—নাইট্রিক-এসিড্। সংক্ষিপ্ত নাম—এসিড্-নাই।

শক্তি—৩, ৩০, ২০০ শত।

মুখমণ্ডল, গুহ্যদ্বার, প্রসবদ্বার প্রভৃতির শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, রক্ত, অস্থি, গ্রন্থি ও চর্ম্মের উপর নাইট্রিক-এসিডের ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

গো মহিষাদির বিশেষতঃ অশ্বের পূঁজময় চক্ষু উঠা (Purulent Conjunctivitis), পালকের গণোরিয়া থাকিলে ঐ বিষ চক্ষে লাগিয়া পীড়া উৎপন্ন হওয়া সন্দেহ হইলে এসিড-নাই দেওয়া যাইতে পারে।

পীনাস বা ওজিনা (Ozoena) রোগে নাসিকা হইতে অতিশয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট জলবৎ কিম্বা হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মাস্রাব, ঐ স্রাব লাগিয়া ওষ্ঠে ঘা হয়, নাকের ভিতর সাদা, নাক দিয়া মধ্যে মধ্যে কাল্চে রক্তস্রাব হয়, অথবা পাতলা উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব।

চক্ষু নাসিকা ও যে কোন স্থানের ক্ষতে নাইট্রিক-এসিড্ অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। দূষিত দুর্গন্ধযুক্ত গভীর ক্ষত, ঐ ক্ষতের ধার অসমান থাকিলে নাইট্রিক-এসিড্ দ্বারা নিশ্চয় উপকার পাওয়া যায়। ক্ষতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকার ঔষধই ব্যবহৃত হয়।

নাকের অসুখে ৩০, চক্ষুরোগে ২০০ এবং ক্ষতাদিতে ৩য় শক্তি সেবন করাইতে হয়।

এপিস-মেলিফিকা।

সংক্ষিপ্ত নাম—এপিস্, এপিস্-মে।

শক্তি—৬, ৩০, ২০০।

গরুর বসন্ত রোগে—বসন্ত ভালরূপ না উঠিলে কিম্বা বসিয়া গেলে, মুখমণ্ডল এবং চক্ষু অত্যন্ত ফুলা।

গর্ভের প্রথম ভাগে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব আশঙ্কায় এপিস্ উপকার করে।

পালানের প্রদাহ বা ঠুণ্‌কো রোগে—পালান অত্যন্ত স্ফীত এবং শক্ত। ইরিসিপেলাস্ বা বিসর্প রোগের ন্যায় স্ফীত।

বিসর্প রোগে—এপিস্ মহৌষধ। মুখমণ্ডল অত্যন্ত শোথযুক্ত, চক্ষুর নিকটস্থ স্থান স্ফীত, কর্ণের বিসর্প রোগ।

গলাফুলা—সোরথ্রোট, টন্‌সিলাইটিস্, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি গলার যে কোন রোগে—জিহ্বা স্ফীত, গলায় চাপ দিলে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে, মুখে ফেণা, প্রশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

শোথ রোগে—সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, অগ্রে পা ফুলে, প্রস্রাব অল্প হয়, জল খাইতে ইচ্ছা থাকে না। এপিস্ সেবনের পর প্রস্রাব বেশী হইয়া শোথের উপকার করে। শোথ রোগে এপিসের খুব সুখ্যাতি ও প্রচলন আছে।

চক্ষু উঠা রোগে—চক্ষের নিম্নপাতা অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, যেন চক্ষের পাতায় জল ভর করিয়াছে, এরূপ মনে হইলে এপিস্ উৎকৃষ্ট। অক্ষিগোলক ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়ে অর্থাৎ টিপ্‌লে বাহির হওয়া এপিস সেবনে আরোগ্য হয়।

তিন চারি মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণী গাভীর জ্বর হইলে, অপরাহ্ন ৩টা ৪টার

সময় জ্বর হয়। আর্সেনিক ও চায়নার ন্যায় এপিস্ ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এলুমিনা।

শক্তি—৩০শ।

কোষ্ঠবদ্ধ পীড়ায় এলুমিনার আবশ্যক হইয়া থাকে। অন্ত্রের দুর্ব্বলতা ও নিশ্চেষ্টতার জন্য পাতলা মলও অতিকষ্টে বহির্গত হয়। মল অত্যন্ত শক্ত ও কাল গুট্‌লী, নরম মলও বেগ না দিলে বাহির হয় না, মল বাহির হইয়া আবার প্রবিষ্ট হইয়া যায়। অল্প ও অধিক বয়সের কোষ্ঠবদ্ধ। ব্রাইওনিয়ার অগ্রে কিম্বা পরে এলুমিনা ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ব্রাইওনিয়ায় উপকার না পাইলে একমাত্রা এলুমিনা দেওয়ার পর অতি সত্বর বাহ্যে হয়।

প্রসবের পর কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর, অল্প পরিমাণে রক্তঃ নিঃসরণ কিম্বা সাদা স্রাব, শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া, মাটী খায়।

ওপিয়াম্।

সংক্ষিপ্ত নাম—ওপি।

শক্তি—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত।

গবাদির পেটকামড়ানি, কোষ্ঠবদ্ধ, গর্ভস্রাব, উন্মাদ ও রক্ত প্রস্রাব রোগে ওপিয়ামের আবশ্যক হয়।

পেট কামড়ানিতে যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, মল খুব শুষ্ক ও শক্ত এবং

কাল বা আঁধার রংএর হয়, মলত্যাগে ইচ্ছামাত্র নাই, পেটফাঁপ, প্রকৃত নিদ্রা হয় না, অজ্ঞান অসাড় অবস্থা, হাত পা ছড়াইয়া মরার মত পড়িয়া থাকে, চক্ষু শিবনেত্র বা অর্দ্ধ উন্মীলিত, শ্বাস-প্রশ্বাস ঘড়ঘড়াযুক্ত, কিন্তু শ্রবণ শক্তি তীক্ষ্ণ, ভয়প্রাপ্তি হেতু পীড়া, স্থূলকায়, বৃদ্ধ বা অল্প বয়স্কের পক্ষে অতি সুফলপ্রদ।

কোষ্ঠবদ্ধ পীড়ায়—অন্ত্রের অসাড়তা বা নিষ্ক্রিয়তা (Paralysis) হেতু কোষ্ঠবদ্ধ, অন্ত্র সমস্ত একেবারে অসাড়, মল নির্গমন প্রায় হইয়া পুনরায় সরিয়া যায়, অথবা কঠিন কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটলে নির্গত হয়। স্থূলদেহ বিশিষ্ট, শান্তস্বভাব গাভীদের কোষ্ঠবদ্ধ।

গর্ভের শেষভাগে গর্ভস্রাব আশঙ্কায় ওপিয়াম্ খাওয়াইলে গর্ভরক্ষা হয়।

উন্মাদ বা মস্তিষ্কের প্রদাহ রোগে (Inflammation of the brain)—উপসর্গের কতক শান্ত হওয়ার পর নিস্তব্ধভাবে থাকে, চক্ষু স্থিরভাব ধারণ করে এবং অর্দ্ধ নিমীলিত দেখায়, জিহ্বা নিস্তেজ ও কাল রংএর হয়।

রক্ত প্রস্রাব রোগে—প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইলে (টেরিবিন্থ, ক্যান্থারিস্)।

জ্বরের চিকিৎসায় অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ ও চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত থাকিলে ওপিয়াম্ দেওয়া যায়।

অল্প বয়স্ক ও বৃদ্ধের অধিক প্রয়োজনীয় ঔষধ, কিন্তু অল্প বয়স্ক বাছুরকে ২।১ মাত্রার বেশী খাওয়াইলে অপকার হইবার সম্ভাবনা।

কল্‌চিকাম্।

সংক্ষিপ্ত নাম – কল্‌চি।

শক্তি—২০০ শত।

গবাদি পশুর চিকিৎসায় কল্‌চিকাম্ অন্যতম প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য।

পেটফুলা রোগে—অহিতকর ও অতিরিক্ত ঘাস খাইয়া গরুর পেট ফুলিলে কল্‌চিকাম্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী তাঁহার "সিদ্ধিপ্রদ-লক্ষণচয়" গ্রন্থের ১ম সংস্করণ ১৮৯ পৃষ্ঠার ১৭ পংক্তিতে লিখিয়াছেন—"দুষ্ট ঘাস খাইয়া গরুর পেট ফুলিলে ইহার (কল্‌চিকামের) ২০০ শত শক্তি আশ্চর্য্য কায করে।"

পেটকামড়ানি বা শূলরোগে—প্রচুর নূতন ঘাস খাইয়া পীড়া হইলে কল্‌চিকাম্ উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী। তলপেটের ফুলা বৃদ্ধি রাখে, বহুবার পাতলা ভেদ, সরলান্ত্র (গোওল) ঠেলিয়া বাহির হয়, পশ্চাতের পা দ্বারা বারম্বার পেটে আঘাত করে।

উদরাময়ে—বহুদিন অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টি হইলে যে নূতন ঘাস জন্মে, তাহা প্রচুর পরিমাণে খাইয়া উদরাময় জন্মিলে কল্‌চিকাম্ মহোপকারী ঔষধ।

বাতরোগে—তরুণ বাতে (Acute Rheumatism) পুরাতনের (Chronic) আকার ধারণ করিলে অথবা পুরাতন বাতে নূতন আক্রমণ। বাতাক্রান্ত গরুর ব্রঙ্কাইটিস্ হইলে।

রক্তমূত্র পীড়ায়—প্রস্রাব কালবর্ণের (ল্যাকে, নেট্রাম্) হইলে কল্‌চিকাম্ সেবনে আরোগ্য হয়।

আরোগ্য বিবরণ।

১। রামনাথপুরের এলোপ্যাথিক ডাক্তার রামকিশোর ঘোষের ঘোড়ার জলবৎ ভেদ হইতে থাকে। স্থানীয় অশ্ব-চিকিৎসকগণের ঔষধে কোন উপকার হয় না। এই সময় রামদাস নামে একজন হিন্দুস্থানী সহিস তাঁহার ঘোড়ার জন্য নিযুক্ত হয়। ঐ সহিসটি পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলায় কোন ডাক্তারের ঘোড়ার সহিস ছিল। সে বলে—"ঘোড়ার এই প্রকার রোগের ঔষধ মহানাদ গ্রামে পাওয়া যায়, আমি যখন মেদিনীপুরে থাকি, তখন আমার ডাক্তার বাবুর ঘোড়ার ঠিক এইরূপ পাতলা বাহ্যে হইত, তিনি এই মহানাদ হইতে কোন ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে ডাকে ঔষধ লইয়াছিলেন এবং সেই ঔষধ কয়েকবার খাওয়াইতেই ঘোড়াটি আরোগ্য হইয়াছিল।" তাহা শুনিয়া রামকিশোরবাবু আমার নিকটে আসিয়া ঔষধ লইয়া যান। আমি তাঁহাকে ছয় ফোঁটা মাত্রায় ২০০ শত শক্তির কল্‌চিকাম্ চারিটি পুরিয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়া প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় দুইদিন খাওয়াইতে বলিয়া দিয়াছিলাম। ঐ চারিবার ঔষধ খাওয়ানর পরই ঘোড়াটির মল স্বাভাবিক মলে পরিণত হইয়াছিল, আর ঔষধ দিতে হয় নাই।

২। বিগত ১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঐ রামনাথপুর গ্রামের বামনদাস পাল নামক জনৈক দরিদ্র গোয়ালা একদিন প্রাতঃকালে আসিয়া অতি দুঃখের সহিত জানায় যে, তাহার একটি দুগ্ধবতী গাভীর ছয় সাত দিন হইতে পাতলা ভেদ হইতেছে, পেটের কাঁপ আছে, ঘাস খড়ের অভাবে সে গাভিটিকে অল্প ঘাস ও প্রচুর পরিমাণে শুলঞ্চ খাইতে দেয় (শুলঞ্চ খাওয়াইলে দুধ বেশী হয়), কিন্তু পীড়িত হওয়ার পর আর উহা খায় না, ঘাসও খাইতে চাহে না ও সর্ব্বদাই বিমর্ষভাবে থাকে এবং চলিতেও যেন কষ্টবোধ করে। তিন চারি দিন হইতে শুইলে আর উঠিতে

পারিতেছে না, ধরিয়া উঠাইলে অতি কষ্টে খানিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারে মাত্র। গাভীটি দুইমাস হইল প্রসব হইয়াছে। পূর্ব্বে সমস্ত দিনে পাঁচ ছয় সের দুগ্ধ হইত, এক্ষণে কিছুই হয় না এবং সুবৃহৎ মোড় শুকাইয়া গিয়াছে। এই গাভীটির দুগ্ধে যে ছানা প্রস্তুত হইত, তাহা বিক্রয় করিয়াই বর্ত্তমান সময়ে তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল। গতকল্য হইতে এরূপ পেট ফুলিয়াছে যে, গাভীটির আর বাঁচিবার আশা নাই। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের দেশীয় ঔষধ যে যাহা দিয়াছে, সকলই খাওয়ান হইয়াছে কিন্তু কোন উপকার হয় নাই।

গাভীটিকে নানারূপ ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে প্রথমে খাওয়াইবার জন্য নক্স-ভমিকা ২০০ শক্তি পাঁচ ফোঁটা, খানিকটা সুগার অব্ মিল্কের সহিত মিশাইয়া একটি পুরিয়া এবং কল্‌চিকাম্ ২০০ তিনটি পুরিয়া পনর ফোঁটায় প্রস্তুত করিয়া দিলাম। প্রথমটি খাওয়ানর দুই ঘণ্টা পরে একবার ও সন্ধ্যার সময় একবার এবং পরদিন প্রাতে একবার খাওয়াইতে বলিলাম।

ইহার পর আর কোন সংবাদ পাইলাম না। কয়েকদিন পর বামনদাস নিজের পীড়ার জন্য ঔষধ লইতে আসিয়া বলিয়াছিল—"ডাক্তার মহাশয়! গরুর পীড়ায় আপনার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আশ্চর্য্য উপকারিতার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমার গাভীটির জন্য আপনি যে চারি পুরিয়া ঔষধ দিয়াছিলেন, আমি বাড়ী যাইয়াই প্রথমে ঔষধটি খাওয়াই এবং দুই ঘণ্টা পরে দ্বিতীয়বার খাওয়াইয়া মাঠে যাই, সেখানে আমার জমির ধান কাটা হইতেছিল, দুই প্রহরের সময় বাড়ী আসিয়া দেখি—গাভীটি দাঁড়াইয়া আছে এবং পেটের ফুলা অপেক্ষাকৃত কমিয়া গিয়াছে ও তাহার সম্মুখে যে ঘাস দিয়াছিলাম তাহা সমস্ত খাইয়াছে এবং স্বচ্ছন্দমনে জাওর কাটিতেছে। কে গরুটিকে উঠাইল, জিজ্ঞাসা করায় বাড়ীর সকলে বলে—"কেহ উঠায় নাই, আপনিই কখন উঠিয়াছে।" তখন

আমার অন্তরে যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে অক্ষম। পরদিনে গাভীটি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিল, সেজন্য আমি আর আপনার নিকটে আসি নাই। এক্ষণে পূর্ব্বের মতই দুগ্ধ দিতেছে। আপনি আমার গাভীটিকে বাঁচাইয়া আমার পরিবারস্থ সকলের জীবন রক্ষা করিয়াছেন।”

ক্যালেণ্ডিউলা-অফিসিনেলিস্।

সংক্ষিপ্ত নাম—ক্যালেণ্ডিউলা, ক্যালেণ্ডুলা।

শক্তি—θ, ৩য়, ৬ষ্ঠ।

ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ প্রায়ই আবশ্যক হয় না। সকল প্রকার ক্ষতে ব্যাহ্যিক প্রয়োগে ক্যালেণ্ডিউলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কেবল নাকের ঘায়ে ব্যবহার নাই (নাকের ঘায়ে থুজা সমধিক ফলপ্রদ)। কাউর ঘায়ে ক্যালেণ্ডিউলা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। কোন স্থান কাটিয়া গেলে অতি শীঘ্র জোড়া লাগিবার জন্য ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। রক্তস্রাব নিবারণ জন্য এবং পূঁজ জন্মিতে না দেওয়ার জন্য ক্যালেণ্ডিউলা ৩য় শক্তি সেবন এবং ক্যালেণ্ডিউলা লোশন বাহ্যিক প্রয়োগ হিতকর। পরিষ্কার ও গভীররূপে কাটিয়া গেলে এবং অধিক পরিমাণে রক্ত পড়িতে থাকিলে আর্ণিকা না দিয়া ক্যালেণ্ডিউলা দেওয়া কর্ত্তব্য।

বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য ক্ষতের উপর লোশন, লিনিমেণ্ট এবং অয়েণ্টমেণ্ট তিন প্রকারই আবশ্যক হইয়া থাকে। ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া ক্ষত হইলে অথবা যেখানে পূঁজ হয় নাই, তথায় ক্যালেণ্ডিউলা দিলে জোড়া লাগিয়া আরোগ্য হইয়া যায়। ছিন্নভিন্ন ক্ষত, অত্যন্ত পূঁজ

জন্মিলে, ক্ষত অত্যন্ত পূঁজময় দুর্গন্ধযুক্ত, বিশ্রী বর্ণ বিশিষ্ট দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ, হেক্‌টিক্ ফিবার (পূঁজ জ্বর) কিম্বা গ্যাংগ্রিণ (গলিত ক্ষত) হইলে, ক্যালেণ্ডিউলা বাহ্যিক প্রয়োগে এবং আভ্যন্তরিক ৬ষ্ঠ শক্তি সেবনে আরোগ্য হইয়া যায়। ভ্যারিকোজ ক্ষতে এবং প্রচুর পরিমাণে পূঁজ নিঃসরণ হইলে ক্যালেণ্ডিউলা মহৌষধ। প্রদাহিত ক্ষতের উত্তেজনা নিবারণে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। সেপ্‌টিক জ্বর থাকিলেও উপকার হয়। লক্ষণানুসারে অন্য ঔষধ খাওয়ান আবশ্যক হইলেও ক্ষতের উপর বাহ্যিক প্রয়োগে ক্যালেণ্ডিউলা ব্যবহার করাই হিতকর।

ইহার মাদার টিংচার এক ড্রাম আট আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া বাহ্যপ্রয়োগ ও ক্ষত ধৌত করা যায় এবং মাদার টিংচার এক ড্রাম দুই আউন্স গবাঘৃত কিম্বা অলিভ অয়েল অথবা ভেসিলিন সহ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে পটি লাগাইলে উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্।

সংক্ষিপ্ত নাম—কার্ব্ব-ভেজি, কার্ব্ব-ভেজ।

শক্তি—৩০, ২০০ শত।

পেটফুলা রোগে—অত্যন্ত খরতর রৌদ্র ভোগ হেতু পীড়া, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পীড়া শরীরে বদ্ধমূল হইয়া অন্যান্য রোগের উৎপত্তি, পাকস্থলীতে গ্যাস জমিয়া পেট ঢাকের মত হওয়া, উপর পেটে বায়ু সঞ্চিত হয়। অজীর্ণতা এবং অন্ত্রের গাত্রোদ্ভূত দুষ্ট বায়ু কর্ত্তৃক পেটফাঁপা, উদরাময়ের প্রবণতা, পেট গড়্ গড়্ করিয়া ডাকা, পাকস্থলীতে বেদনা, শয়নে বৃদ্ধি, জীবনী শক্তির অবসন্নতা, নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট, খাবি খাওয়ার ন্যায় ভাব, প্রশ্বাস শীতল, হিমাঙ্গ, মৃতবৎ অবস্থা।

উদরাময়—অত্যন্ত রৌদ্রভোগ বা টিনের ঘরে বাস হেতু পীড়া, অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মল, অসাড়ে নির্গত, নাড়ী ক্ষীণ বা লুপ্ত, অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকা।

নিউমোনিয়ায়—জীবনীশক্তি হীন, অবসন্ন, নিতান্ত দুর্ব্বল, মড়ার মত পড়িয়া থাকে, শীর্ণ, মুখশ্রী বিবর্ণ, নাড়ী সূত্রবৎ, শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকা, নিশ্বাস প্রশ্বাস শীতল, হিমাঙ্গ ফুসফুসের পচনাবস্থা, মল অসাড়ে নির্গত, অন্তিম কালের অবস্থা।

চক্ষুরোগ—যদি অতিরিক্ত রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপ ভোগের পর চক্ষুরোগ জন্মে, তৎসহ পেটফাঁপা ও রাত্রে রোগের বৃদ্ধি থাকিলে।

ক্ষতরোগ—পাঁচড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী। পচা দূষিত ক্ষত, অগভীর চেপ্টা ক্ষত, ক্ষত হইতে অতিশয় রক্ত বা পূঁজ নির্গত হওয়ায় দুর্ব্বলতা, ক্ষতের ধার উচ্চ ও কাল, ক্ষতের চতুর্দ্দিকের চর্ম্ম কাল ও শক্ত, পচা দুর্গন্ধ পূঁজ, গ্যাংগ্রিণ ক্ষত, ক্ষতস্থান টিপিলে ভিতরে বুজ্ বুজ্ শব্দ হয় বা বায়ু জমিয়া আছে বুঝা যায়। ইহা আর্সেনিকের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার হইতে পারে।

কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্ আসন্ন বিপদে পরম বন্ধু। সকল জীবেই ইহার অসীম উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্যান্থারিস্-ভেসিকেটোরিয়া

সংক্ষিপ্ত নাম—ক্যান্থ, ক্যান্থারিস্।

শক্তি—৬, ৩য়, ৬ষ্ঠ।

ইহারই অপর নাম ক্যান্থারিডিস্ বা ক্যান্থারাইডিস্।

প্রস্রাবের পীড়া ও অগ্নিদগ্ধে ক্যান্থারিস্ অপরিহার্য্য ও মহোপকারী মহৌষধ।

কলিক বা শূল রোগে—প্রস্রাবের কষ্টকর অবস্থা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, প্রস্রাব ত্যাগকালীন পুনঃ পুনঃ নড়িয়া বেড়ায়।

প্রস্রাবের পীড়া—রক্ত প্রস্রাব, মূত্রযন্ত্রের পীড়া, কষ্টকর প্রস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত সংযুক্ত প্রস্রাব কিম্বা খাঁটী রক্ত, অল্প প্রস্রাব সহ মিউকাস্ ও রক্ত নির্গত হয়, প্রস্রাবের বেগ হয় কিন্তু প্রস্রাব হয় না, এই সকল অবস্থায় ক্যান্থারিস্ আশু উপকারী মহৌষধ।

অগ্নিদগ্ধে—ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগ উভয়ই বিশেষ ফলপ্রদ। অগ্নিদগ্ধ স্থানে ক্যান্থারিস্ লোশনে তুলা ভিজাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ এবং ৩য় শক্তি সেবন করাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হয়। ইহা পুড়িবামাত্র প্রয়োগ করিতে পারিলে ফোস্কা হইতেও পারে না। ফোস্কা হওয়ার পরও এই ঔষধে জ্বালা যন্ত্রণা দুর হয়। পুড়িয়া যাওয়ার পর ক্যান্থারিসের যে কোন শক্তি সেই স্থানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা অগ্নিদগ্ধের মহৌষধ (এচাইনেসিয়া)।

ক্ষেপা শিয়াল কুকুরে কামড়াইলে—যদি কামড়ানর পরক্ষণেই এই ঔষধ খাওয়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে জলাতঙ্ক বা হাইড্রোফোবিয়া হইবার ভয় থাকে না। যখন গলদেশে বেদনা বোধ করে ও আক্ষেপ হইতে থাকে, তখনও ক্যান্থারিস্ খাওয়াইলে উপকার হয়।

বসন্ত রোগে—রক্তস্রাবী বসন্ত, বিশেষতঃ রক্তাক্ত প্রস্রাব, জল দেখিলে খাইতে যায় কিন্তু খায় না, এরূপ অবস্থায় ক্যান্থারাইডিস্ দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

ক্যামোমিলা

সংক্ষিপ্ত নাম—ক্যামো।

শক্তি—১২শ।

শূল রোগ বা পেটকামড়ানি—গাভী অথবা বৎস এই রোগে অস্থির হয়, একবার শোয় একবার উঠে, অত্যন্ত অস্থিরতা, বাছুর রোদনের ন্যায় চীৎকার করে, কান ঠাণ্ডা, তলপেট ফুলা, অন্ত্রে বায়ু জন্মিয়া শূল বেদনা, বহুবার ভেদ হয়, পাতলা মল, মল সবুজ আভাযুক্ত, বাহ্যে হওয়ার পর বেদনা একটু কমে, আঠার ন্যায় লালা নির্গত হয়।

উদরাময়—তলপেট ফুলা, সবুজ বর্ণের আভাযুক্ত মল, শ্লেষ্মা মিশ্রিত মল, অত্যন্ত অস্থিরতা, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, বাছুরের উদরাময় বা রক্তামাশয়, বিশেষতঃ দন্তোদ্গম কালীন পীড়ায় ক্যামোমিলা মহৌষধ।

যকৃতের পীড়া—বিশেষতঃ বাছুরের, লিভারে বেদনা, হাত দিতে দেয় না, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, অস্থিরতা, একবার শোয় একবার উঠে, জন্‌ডিস্ বা ন্যাবা, চক্ষু ও প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণ, বাছুরের প্রস্রাব পাছায় পায়ে বা গাত্রের কোন স্থানে লাগিলে হরিদ্রাবর্ণের দাগ লাগে, জ্বর, অঙ্গ ঠাণ্ডা প্রকৃতির জন্যও ভয়ানক দুরন্ত হয়।

পালানের প্রদাহ—যদি ফুলা অধিক না হয়, পালানের চর্ম্ম শিথিল এবং টিপিলে ভিতরে গিরার মত বোধ হয়, অত্যন্ত অবাধ্য ও ঈর্ষাপূর্ণ স্বভাব, দুহিতে গেলে নড়ে, বাছুরকেও দুধ খাইতে দেয় না।

দুধ কমিয়া যাওয়া—অত্যন্ত ঠাণ্ডা কিম্বা রৌদ্র লাগিয়া দুধ কমিয়া যায়, অনেক প্রকার রোগ হইলেও দুধ অল্প হয় কিম্বা একেবারে হয় না, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণ বর্ত্তমান থাকিলে এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকিয়াও দুধ কমিয়া গেলে ক্যামোমিলা অত্যাবশ্যকীয় ও মহোপকারী ঔষধ।

আরোগ্য বিবরণ

আমি কোনও সময়ে কলিকাতার ইটালী ১০ বি, নং অনরেট সাহেবের গলীতে বাবু আশুতোষ নিয়োগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই এবং কার্য্যানুরোধে তথায় সেদিন অবস্থান করিতে বাধ্য হই। আমাকে দুই বেলাই স্বহস্তে আমার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল। আশুবাবু জানিতেন আমি কলিকাতার বাজারের দুগ্ধ খাই না। মধ্যাহ্ন আহারের সময় আশুবাবু অতি দুঃখের সহিত বলিলেন—"আমার দুইটি গাভী থাকিতেও আজ আপনাকে দুগ্ধ খাওয়াইতে পারিলাম না। একটি গাভী আসন্ন প্রসবা, তাহার দুধ হয় না; অন্যটির দুধ ছাড়াইবার সময় হয় নাই, কিন্তু গত দুই দিন গাভীটি আর দুধ দিতেছে না। এমন কি বাছুরকেও খাইতে দেয় না। একজন হিন্দুস্থানী গোয়ালা প্রত্যহ দুগ্ধ দোহন করে, কিন্তু সে কিছুতেই দুহিতে পারে নাই।" আমি দেখিলাম তাঁহার গোয়ালঘর দরমায় ঘেরা ও গোলপাতার ছাওয়া ঘর, উহাতে ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। সেজন্য আমি বৈকালে দুইবার ক্যামোমিলা ১২ (৫ ফোঁটা মাত্রায়) খাওয়াইতে বলিলাম। আশুবাবুর হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স ছিল, তিনি সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দিয়া থাকেন। সন্ধার পর উভয়ে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় আশুবাবুর কন্যা দোহনপাত্র হস্তে লইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল —"বাবা! আজ গাভী প্রায় দুই সের দুধ দিয়াছে।" তাহা দেখিয়া আশুবাবু অতিশয় আনন্দের সহিত আমাকে বলিলেন—"আজ আপনার আগমনের জন্যই গোমাতা দুগ্ধ দান করিয়াছেন।"

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বনিকা

সংক্ষিপ্ত নাম—ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব।

শক্তি—৩০শ।

স্থূলকায় বা মাংসল দেহ। পূর্ব্বে মোটা ছিল, পীড়িত হওয়ার পর পেট মোটা ও রোগা হইয়া যাইতেছে। দন্তোদ্গম সময়ের পীড়া। মাঝে মাঝে গ্লাণ্ডের বিবৃদ্ধি। মস্তক ঘর্ম্মাক্ত।

ব্রঙ্কাইটিসে—ঘড়্‌ঘড়ীযুক্ত কাশি, ক্রুপকাশিতে বেলেডোনার পর ক্যাল্‌কে-কার্ব্ব প্রয়োগে অশেষ উপকার হয়।

চক্ষু রোগে—অত্যন্ত জলে ভিজিয়া রোগোৎপত্তি, চক্ষুর পাতা শোথযুক্ত, কর্ণিয়াতে ক্ষত, চক্ষু হইতে প্রচুর হরিদ্রা বর্ণের স্রাব। চক্ষুরোগে ইউফ্রেসিয়ার পর ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব ব্যবহৃত হয়।

নাসার্ব্বুদ (Polypus in the nose) রোগে কখন কখন ফলপ্রদ হইতে দেখা যায়। নাক ও উপরের ওষ্ঠ ফুলিলে। পীনাস (ozæna) রোগে নাকের পার্শ্বদ্বয় ফুলা ও ক্ষত সংযুক্ত এবং পচা ডিম কিম্বা বারুদের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় পূঁজ নির্গত হয়।

কাণপাকা—কান দিয়া পূঁজ পড়া অথবা রক্ত পড়িতে থাকিলে, অথবা কাণের পূঁজ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে। বেলেডোনার পর বিশেষ ফলপ্রদ।

ওয়ার্ট্‌স্‌ বা আঁচিল,—আঁচিলগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট, এবং সংখ্যায় অনেক, বিশেষতঃ নীচের ওষ্ঠে দলে দলে আঁচিল বাহির হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব সেবনে আরোগ্য হয়।

দুধ কমিয়া যাওয়া—স্তন বড় কিন্তু দুধ অল্প হইলে ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব বিশেষ উপকারী।

চায়না-অফিসিনালিস্

সংক্ষিপ্ত নাম—চায়না।

শক্তি—৩০শ, ২০০ শত।

শারীরিক রসের ক্ষয়, বহুল পরিমাণ রক্ত, পূঁজ, দুগ্ধ, লালা, শুক্র, মল, ঘর্ম্ম প্রভৃতি নির্গমন হেতু জীবনীশক্তি হীন, অতীব দুর্ব্বলতা ও শারীরিক অবসন্নতা থাকিলে চায়না ৩০ মহোপকারী ঔষধ।

পেটফুলা—অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শীর্ণ শরীর, পেট বায়ুতে এমন পরিপূর্ণ যেন ঠাসা আছে, পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠে, কিন্তু তাহাতে পেট ফাঁপের উপশম হয় না, পরিপাকশক্তি হীন, যাহা খায় তাহাই গ্যাসে পরিণত হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, যেন দম বন্ধের ভাব, খাইতে আগ্রহ নাই কিন্তু খাইতে দিলে খায়, কৃমিগ্রস্ত।

উদরাময়—পেটফাঁপা, মলে অজীর্ণ খাদ্যের অংশ থাকে, একদিন অন্তর একদিন পীড়ার বৃদ্ধি, মলত্যাগকালীন যাতনা, মলসহ কৃমি থাকে, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, অক্ষুধা। দুগ্ধবতী গাভীর রক্তামাশয়।

চক্ষুরোগ—চক্ষের সাদা ক্ষেত্র হরিদ্রাবর্ণ হয়, আলো ও শীতল বাতাসে কষ্টবোধ করে, গরমে স্থিরভাবে থাকিলে ভাল থাকে, দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়, রাত্রিতে দিন অপেক্ষা ভালরূপ দেখিতে পায়।

প্লীহা যকৃত—চায়না মহোপকারী ঔষধ। প্রাচীন পীড়া, চক্ষু এবং গাত্র হরিদ্রাবর্ণ, মল পাতলা, জনডিস্ বা ন্যাবা, প্রস্রাব হল্‌দে, প্লীহা বড়, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কম্প দিয়া জ্বর হয়, প্লীহার বেদনার জন্য চলিতে কষ্টবোধ করে।

শোথ—সার্ব্বাঙ্গিক শোথ ও প্লীহা যকৃতাদির রোগ হেতু শোথে মহৌষধ। রক্তস্রাব ও উদরাময়াদির পর শোথে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ঔষধ। বৃদ্ধ বয়সের পীড়া। প্রসবের পর শোথে উপকারী।

ক্রমি—বড় ক্রমি বিশেষতঃ কেঁচো ক্রমিতে সুন্দর কার্য্যকারী।

জ্বর—কেবলমাত্র দিবসে বিশেষতঃ বৈকালে ৫টার সময় জ্বর হয়। একদিন বা দুইদিন অন্তর পালা, অথবা একদিন বেশী একদিন কম। খুব শীত, কম্প হইয়া জ্বর আসে এবং ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়ে, উত্তাপের সময় নিদ্রা যাওয়া চায়না প্রয়োগের সুস্পষ্ট লক্ষণ।

যে কোন প্রকার রোগ ভোগের পর দুর্ব্বলতা দূরীকরণ জন্য চায়না অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ।

থুজা-অক্সিডেণ্টালিস্

সংক্ষিপ্ত নাম—থুজা।

শক্তি—৬, ৩০, ২০০ শত।

বসন্ত রোগে গুটিকাগুলি আকারে বৃহৎ হইলে, টীকা দেওয়ার কুফল হেতু নানাবিধ স্ফোটকাদি চর্ম্মরোগ জন্মিলে থুজা মহৌষধ।

থুজা আঁচিলের প্রধান ঔষধ। গবাদির শরীরের যে কোন স্থানে আঁচিল জন্মিলে ২০০ শক্তি সেবনে উপকার হইতে পারে। ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দুই প্রকারেই ব্যবহৃত হয়। আঁচিলগুলির আকার বড় উপরিভাগ বিস্তৃত, কর্কশ, রস সংযুক্ত ও ক্ষতবিশিষ্ট এবং অল্প টিপিলেই রক্ত বাহির হয়।

গরু, ঘোড়া প্রভৃতির কনুই বা নি-জয়েণ্টের পশ্চাদ্ভাগে যে একপ্রকার খুসকী বা শল্কযুক্ত ফুস্কুড়া জন্মে, অথবা পশ্চাৎ পদের জঙ্ঘা বা জানুসন্ধির পশ্চাদ্ভাগে চুলকানিযুক্ত একপ্রকার রস চোয়াইয়া পড়ে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থে যাহার ম্যালেণ্ডারস্ ও স্যালেণ্ডারস (Mallenders and Sallenders) নামকরণ করা হইয়াছে, তাহাতেও থুজা মহোপকারী ঔষধ।

ঐরোগ আভ্যন্তরিক কোনও কারণে অথবা অপরিষ্কৃত স্থানে থাকাতেও কখন কখন হয়। এই রোগে থুজা অব্যর্থ ঔষধ। একভাগ থুজা ⍉ ঔষধের সহিত ১০ভাগ জল মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ এবং ২০০ শক্তির থুজা একমাত্রা করিয়া ৩।৪ দিন সেবন করাইতে হয়।

গো মহিষাদির এঁষে ঘা (Thrush) রোগে পায়ের ফুকুড়ী ঈষৎ সবুজ কিম্বা পিঙ্গলবর্ণ এবং সামান্য টিপিলে রক্ত বাহির হয়, থুজা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারই উহাতে ব্যবহার করা হিতকর।

কোষ্ঠবদ্ধ, কোঁথ দিলে কতক মল বাহির হইয়া কতক ভিতরে প্রবিষ্ট হয়।

প্রমেহ বা গণোরিয়া রোগে থুজা অতি চমৎকার ঔষধ।

বাতরোগেও থুজা মহোপকারী।

মাসাঙ্কুর হইলে থুজা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কর্ণরোগে কাণ হইতে মাংসপচার ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ পড়িলে থুজা সেবনে আরোগ্য হয়।

গর্ভ সঞ্চারের ৩য় বা ৪র্থ মাসে পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হইলে থুজা ব্যবস্থেয়।

রোগীতত্ত্ব—আমার বাড়ীর নিকটে একটি বিধবা (অমূল্য ঘোষের মা) দুই তিনটি গাভী পুষিয়া কোনওরূপে কয়েকটি শিশু সন্তানের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিত। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহার একটি গাভীর দুইবার তিন মাসে গর্ভস্রাব হয়। পুনরায় গর্ভ হইলে দ্বিতীয় মাসের শেষভাগে সেবারেও গাভীটির পুনরায় গর্ভস্রাবের আশঙ্কা করিয়া স্ত্রীলোকটি আমার নিকটে দুঃখ প্রকাশ করে। আমি ৪।৫ দিন একবার করিয়া থুজা ৩০ খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম এবং সেইবার হইতে গাভীটির আর কখনও গর্ভস্রাব হয় নাই।

নক্স-ভমিকা

সংক্ষিপ্ত নাম—নক্স, নাক্স, নক্স-ভম্।

শক্তি—৩০শ, ২০০ শত।

বাতরোগে—কোমরের আড়ষ্টতা, চলিবার সময় পা ফাঁক করিয়া চলে, কোমরে বেদনা, প্রাতে উঠিতে চাহে না।

পেটফুলা—প্রাতে ও আহারের পর বৃদ্ধি, পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল-বাহ্যের চেষ্টা, স্থিরভাবে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে। পেট ফুলিয়া উঠে, অতিরিক্ত আহার, বিষাক্ত গাছগাছড়া আহারে অজীর্ণতা।

শূলরোগে—কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে নক্স-ভমিকা প্রথমেই নির্দ্দেশিত হয়। অতি ধীরে ধীরে চলিয়া বেড়ায়, তারপর অকস্মাৎ শোয় কিম্বা পড়িয়া যায়। অঙ্গের কোন স্থানে বিশেষতঃ পেটের ফুলা থাকিলে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কোষ্ঠবদ্ধ—মল বহির্গত করিবার তরঙ্গ গতির (Peristaltic action) অভাবে কোষ্ঠবদ্ধ, পূর্ব্বে কবিরাজি কিম্বা এলোপ্যাথিক প্রভৃতি ঔষধ খাওয়ান হইয়া থাকিলে, অতিরিক্ত আহার, উগ্র বা বিষাক্ত খাদ্য আহার অথবা অনাহারে পীড়া, গ্রীষ্মকালে প্রচুর ঠাণ্ডা জলপান, ব্যায়ামহীন বা নিয়ত একস্থানে বাঁধা থাকা ও বিশ্রাম অবস্থায় কালযাপন প্রভৃতি কারণে কোষ্ঠবদ্ধ অথবা যে কোন পীড়া জন্মিলে নক্স-ভমিকা প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে।

উদরাময়—যদি বিরেচক ঔষধ বা বিষাক্ত গাছগাছড়া খাইয়া ভেদ হইতে থাকে, তাহা হইলে নক্স ২০০ শত শক্তি নির্দ্দিষ্ট ঔষধ। কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাময় বা রক্তামাশয় যাহাই হউক, যদি ঘন ঘন মলত্যাগের বেগ থাকে এবং অতি সামান্য মাত্র মল বা আম নির্গত হয়, তখন নক্স নিশ্চয়ই উপকার করে। প্রস্রাবের পুনঃ পুনঃ কষ্টকর বেগ থাকিলেও নক্স-ভমিকা নির্ব্বাচিত হয়।

সর্দ্দি—যতদিন উত্তর পূর্ব্ব বাতাসের প্রাধান্য থাকে, মুখ শুষ্ক, জিহ্বা সাদা ক্লেদযুক্ত, দিনের বেলায় পাতলা জলবৎ কিম্বা ঘন রক্তময় শ্লেষ্মা নাক দিয়া পড়ে ও রাত্রে নাক বন্ধ হয়, মুখে অতুষ্টিকর দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, কোষ্ঠবদ্ধ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আড়ষ্টতা, সদ্য প্রসূত বা কয়েকদিনের বাছুরের সর্দ্দি।

কাশি—সর্দ্দির প্রথমভাগে শুষ্ক কাশি এবং যদি ঐ কাশি গোয়ালের দোষে জন্মিয়া থাকে, আহারের পর বৃদ্ধি। কুকুরের কাশি হইলে যদি কাশিতে কাশিতে বমি করে এবং সম্মুখের পা পুনঃ পুনঃ মুখের দুই পার্শ্বে দিতে থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আশু উপকার পাওয়া যায়।

চক্ষু উঠা—চক্ষু হইতে রক্তাক্ত জল পড়িতে থাকে, চক্ষের কোণের দিকে বেশী লাল হয়। অন্যান্য দলের ঔষধে পীড়া আরোগ্য না হইলে বিশেষতঃ ঔষধের অপব্যবহারে।

প্লীহা যকৃতের পীড়া—প্লীহা বড়, প্লীহাতে পেট মোটা, বৈকালে জ্বর হয়, যাহারা নিয়ত একস্থানে বাঁধা থাকে, সহরের ন্যায় আবদ্ধ স্থানের গরু বাছুরের পীড়া, যদি নানাপ্রকার গাছগাছড়া ঔষধ খাওয়ান হইয়া থাকে, অক্ষুধা, কিছু খাইতে চায় না, ঘুমায় না, কোষ্ঠবদ্ধ অথচ মধ্যে মধ্যে বাহ্যের বেগ হয়। যদি পীড়া বেশী দিনের হয়। লিভারের নিম্ন অংশ চাপিলে নরম বোধ হয়. চোক, মুখ ও চক্ষুর চতুর্দ্দিক হরিদ্রাবর্ণ। যকৃতে স্ফোটক, পেটে চাপ দিলে অত্যন্ত বেদনা, সরু বাহ্যে হওয়া কিম্বা বেগ দেয় বাহ্যে হয় না।

জ্বর—শীর্ণকায়, নিয়ত একস্থানে আবদ্ধ থাকে, কোষ্ঠবদ্ধ, অক্ষুধা কিম্বা কোন কোন খাদ্য খায় না, দুরন্ত স্বভাব, শরীরের উত্তাপ খুব বেশী, নড়া চড়ায় শীত বোধ করে। উপরোক্ত লক্ষণে ২০০ শক্তির নক্স-ভমিকা একমাত্রা প্রয়োগে জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

মৃগী—হৃষ্টপুষ্ট বাছুর, যাহারা নিয়ত একস্থানে বাঁধা থাকে, তাহাদের মৃগী বা মূর্চ্ছা রোগে নক্স-ভমিকা ৩০ মহোপকারী ঔষধ।

আরোগ্য বিবরণ—

অনেক দিনের কথা,—আমার একটি ৯ মাস গর্ভিণী গাভী রাত্রে গোয়াল ঘরে তুলিবার সময় বেশ সুস্থ ছিল, সকালে গোয়ালঘর হইতে বাহির করিবার সময় সে অতি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোনরূপ খাদ্য খাইবার ইচ্ছা তাহার নাই, তখনই মনে হইল গাভীটির বোধ হয় কোন পীড়া হইয়াছে।

ক্রমে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া শয়ন করিল। সকাল হইতে বাহ্যে প্রস্রাব হয় নাই। অতিশয় বিমর্ষ, জাওর কাটে না, পেট যেন স্বাভাবিক অপেক্ষাও কিছু স্ফীত মনে হয় এবং এক একবার কখন কখন পশ্চাতের পা দিয়া পেটে আঘাত করে। ইহা দেখিয়া আমার বাক্সওয়ালা পঞ্চু রামনাথপুর গ্রামের হরি ঢুলে নামক এক গো-চিকিৎসককে ডাকিয়া আনে এবং তাহার প্রদত্ত ঔষধ কয়েকটি শিকড় ও কতকগুলি গোলমরিচ বাটিয়া কলাপাতায় মুড়িয়া গাভীর মুখের ভিতরে গুঁজিয়া দিয়া খাওয়ান হয়।

সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহাতে কিছুমাত্র উপকার হইতে দেখা গেল না, বরং পীড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। একে ৯ মাস গর্ভিণী, তাহার উপর পেট ফুলিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসেও কষ্ট হইতেছে। গাভীটি গলা লম্বা করিয়া ও মাটীতে মাথা পাতিয়া ডাইন পাশে ভর দিয়া শুইয়া আছে, তাহার ঘাড় শক্ত হইয়া গিয়াছে, মাথা ধরিয়া তুলিতে গেলে তাহার গলা সোজা হইয়াই থাকে। তখন পঞ্চু তাড়াতাড়ি দক্ষিণ পাড়ার সন্ন্যাসী সরদার নামক আর একজন ভাল গো-বৈদ্যকে আনিয়া দেখায়। সন্ন্যাসীও গরুটিকে দেখিয়া বাহির হইতে খানিকটা শিকড় সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেয় এবং কয়েকগণ্ডা গোলমরিচ সহ বাটিয়া দিতে বলে, পরে সন্ন্যাসী

নিজেই তাহা লইয়া কলাপাতা মুড়িয়া খাওয়াইতে চেষ্টা করে, কিন্তু গাভীটির মুখের মধ্যে উহা প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেও গাভী তাহা চর্ব্বণ বা গলাধঃকরণ করিল না, তখন সন্ন্যাসী হতাশ হইয়া গাভীটির জীবনের আর কোন আশা নাই এবং রাত্রেই মারা যাইবে বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি নিজেও প্রাচীন মতের কতকগুলি মশলার সংমিশ্রণে একটি জোলাপ ঔষধ (যাহা সেই সময়ে গো-জীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল) খাওয়াইতে মনস্থ করিলাম, কিন্তু তাহার সকল উপকরণ তখন সংগ্রহ করিতে পারা গেল না।

গাভীটি আর বাঁচিবে না জানিয়া খানিকক্ষণ পরে পঞ্চু ও বাড়ী গেল। তাহাকে বলিয়া দিলাম সে যেন অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই আমার বাড়ীতে আসে, কারণ যদি রাত্রের মধ্যেই মরিয়া যায়, তাহা হইলে সকালেই লোকজন ডাকিয়া গাভীটির সৎকার করিতে হইবে।

তখন আমার এই একটিমাত্র গাভী ছিল এবং আমি স্বহস্তে তাহার সেবা করিতাম, গন্ধে তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করাইতাম এবং ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা ও প্রত্যহ শক্ত ব্রাস দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিয়া দিতাম। আবার সুযোগ সুবিধামতে কোনদিন গলায় ফুলের মালা পরাইতাম। সে সময়ে আমার বাড়ীতে একটি ঝুমকো-জবাফুলের গাছ ছিল, দুই কানে দুইটি জবাফুল ঝুলাইয়া দিয়া মনের সাধে সাজাইতাম।

আমার এত আদরের গাভীটিকে আজ হারাইতে হইবে ভাবিয়া হৃদয় নিরানন্দে ভরিয়া গেল, নিদ্রাদেবীও সেরাত্রে আমার প্রতি বিরূপা হইলেন। আমার শয়নগৃহের অনতিদূরেই একটি চালা ঘরে গাভীটি থাকে। একবার শয্যায় শয়ন করি, আবার পরক্ষণে গাভীটিকে দেখিয়া আসি।

মনে হইল মৃত্যুকালে গোমাতার মুখে একটু জল দেওয়া কর্ত্তব্য। একটি ঘটী করিয়া খাবার জল লইতেছি এমন সময় হঠাৎ মনে হইল ঐ জলের সহিত হোমিওপ্যাথিক কোন ঔষধ একটু দিলেও হয়, কিন্তু

হোমিওপ্যাথিক ঔষধে যে গরুবাছুরের পীড়া আরোগ্য হয়, তাহা তখন আমার জানা ছিল না, তথাপি অনেক চিন্তার পর **নক্স-ভমিকা** দেওয়াই স্থির করিলাম এবং মেজর গ্লাসে খানিকটা জল লইয়া কয়েক ফোঁটা ২০০ শক্তির নক্স-ভমিকা ঢালিয়া লইলাম এবং তৎক্ষণাৎ গাভীর মুখে আস্তে আস্তে ঢালিয়া দিলাম, অল্পক্ষণ পরেই গাভী সশব্দে ঢোক গিলিল। ইহাই আমার শেষ কার্য্য সমাধা হইল মনে করিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম।

খানিকক্ষণ পরে গোয়ালে একপ্রকার "খট্ খট্" শব্দ হইতে লাগিল এবং গাভী দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ শুনিতে পাইলাম। তখনই উঠিয়া গাভীর নিকটে যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে ক্ষণেকের জন্য মনে হইতে লাগিল—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? গাভীটি প্রকৃতই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং প্রস্রাব করিয়াছে, বাহ্যেও হইয়াছে। তখন আমার যে কি অপরিসীম আনন্দ হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

এইরূপে অর্দ্ধরাত্রি নিরানন্দে ও অর্দ্ধরাত্রি পরমানন্দে কাটিয়া গেল এবং প্রত্যূষেই পশু আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন গাভীটি দাঁড়াইয়া স্বচ্ছন্দে জাবর কাটিতেছে। পশু বিস্মিত হইয়া বলিল—"আপনার নিকটে এমন মহৌষধ থাকিতে আমাকে এত ছুটাছুটি করাইলেন কেন?"

দুইদিন পরে সন্ন্যাসী আমার বাড়ীর নিকট দিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া গাভীটিকে দেখাইলাম। গাভীটি তখন স্বচ্ছন্দ মনে জাব খাইতেছে দেখিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। কিরূপে ভাল হইল শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিয়াছিল—"হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তবে ডাক্তারেরা কেবল মানুষের চিকিৎসাতেই ব্যবহার করেন কেন? এরূপ মৃতপ্রায় গরু যে ঔষধে বাঁচে, দেশের গরুবাছুরগুলির জন্য সেই ঔষধের সর্ব্বত্র প্রচার হওয়া উচিত।"

পাল্‌সেটিলা

সংক্ষিপ্ত নাম—পাল্‌সে।

শক্তি—৩০শ।

বাত—সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে বাতের বেদনায় চলিতে কষ্ট এবং এক পা হইতে অন্য পা আক্রান্ত হয়, জল খাইবার ইচ্ছা থাকে না। গণোরিয়া বিষ হইতে উৎপন্ন বাত রোগ।

পেটফুলা—খাদ্যের দোষে পেটফুলা, পেটের মধ্যে বায়ু একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরিয়া যায়, পেটের ভিতর শব্দ হয়, আহারের পর ও রাত্রে পীড়াব বৃদ্ধি। কুকুরের পেট কামড়ানি।

উদরাময়—নানারকমের মল, অজীর্ণ মল, মল সহ খাদ্যের অংশ বহির্গত হয়, আহারের দোষে পীড়া, পেট ডাকিবামাত্র ভেদ হয়, পিপাসা নাই।

রক্তামাশয়—প্রত্যেকবার মলের আকার ও পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল। পালসেটিলা প্রয়োগে আম মলে পরিণত হয়।

কর্ণ রোগে—কানে খইল অথবা পুঁজ হইলে পালসেটিলা প্রয়োগে উপকার হইতে পারে, হরিদ্রাবর্ণ পুঁজ অথবা রক্তময় পাতলা স্রাব।

চক্ষু রোগ—চক্ষু উঠা, প্রচুর সাদা স্রাব, প্রচুর পুঁজস্রাব, গণোরিয়া বা প্রমেহ রোগের বিষ হইতে উৎপন্ন চক্ষুরোগ, বসন্ত রোগের পর যে কোনরূপ চক্ষুর পীড়া পালসেটিলা সেবনে আরোগ্য হয়। চক্ষুর গোলক, কর্ণিয়া এবং পাতায় প্রদাহ হয়, চক্ষু লাল হয় এবং সর্ব্বদাই জল পড়ে, কখন কখন হরিদ্রা বা সবুজ বর্ণের স্রাব নির্গত হয়। চক্ষের পাতায় আঁচিল বা অঞ্জনি হইলে পালসেটিলায় উপকার হয়।

নাকের মিউকাস মেম্ব্রেণের প্রদাহ, বেগুনে বর্ণের স্ফীততা, নাসার্ব্বুদ, নাক দিয়া সবুজবর্ণের স্রাব নির্গত হয়।

সর্দ্দিকাশি—শুষ্ক উৎকাশি, হরিদ্রা কিম্বা সবুজ আভাযুক্ত দুর্গন্ধ গাঢ় শ্লেষ্মা নাক দিয়া নির্গত হয়, চক্ষু দিয়া জল পড়ে, হাঁচি হয়, সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা লাগা হেতু সর্দ্দিকাশি। নম্র স্বভাবের গরু, সহজেই ভীত হয়।

গর্ভাবস্থা—অনেকে গর্ভাবস্থায় পালসেটিলা ব্যবস্থা করিতে নিষেধ করেন, কারণ জরায়ুতে ইহার প্রবল ক্রিয়া থাকায় ইহাতে গর্ভস্রাব হইতে পারে। কিন্তু গর্ভস্রাব হওয়া নিশ্চয় হইলে কিম্বা গর্ভস্রাব বা প্রসবের পর ফুল না পড়িলে সচরাচর পাল্‌সেটিলা ব্যবহৃত হয়। প্রসবকালে পাল্‌সেটিলা অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। ইহাতে জরায়ুর মাংসপেশীর শক্তি বর্দ্ধিত করে, আক্ষেপযুক্ত বেদনা ও অনিয়মিত বেদনা এবং ভ্রূণের কুটিলগতি সংশোধন করিয়া সত্বর প্রসব কার্য্য সমাধা করিয়া দেয়। প্রসবের পর রক্তস্রাব, কতক সময় বন্ধ থাকিয়া আবার রক্তস্রাব হয়, পরিমাণে বেশী। এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার রক্তস্রাবে আশ্চর্য্য ফল দেখিতে পাওয়া যায়।

রক্তমূত্র পাঁড়ায় কাদার ন্যায় (Slimy) প্রস্রাব আরোগ্য করিতে পালসেটিলা মহোপকারী ঔষধ।

ফস্‌ফরাস্‌।

সংক্ষিপ্ত নাম—ফস্‌, ফস্ক।

শক্তি ৩০শ, ২০০ শত।

দীর্ঘকায়, শীর্ণ শরীর, অধিক লোমযুক্তা বিশেষতঃ শ্বেতবর্ণা গাভীর পক্ষে ফস্‌ফরাস্‌ উপযোগী।

বসন্ত রোগের সহিত নিউমোনিয়া হইলে ফস্‌ফরাস্‌ মহোপকারী ঔষধ।

উদরাময় রোগে—প্রাচীন উদরাময়, গুহ্যদ্বার সঙ্কোচ করিবার শক্তি থাকে না, অসাড়ে অত্যন্ত পাতলা ভেদ, মল চুয়াইয়া পড়িতে থাকে। শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ বয়স। আর্সেনিকের পর ফস্‌ফরাস্ বিশেষ উপকারী।

প্রসবের পর সূতিকা রোগ, রক্তস্রাব, উদরাময়, শুষ্ক কাশি, বহু পরিমাণে সাদা ও জলবৎ আঠা আঠা লিউকোরিয়া স্রাব, চক্ষুর চতুর্দ্দিক স্ফীত, গাভীর স্বাস্থ্য ভাল থাকিয়াও দুধ কমিয়া যায়, ক্যামোমিলার পর ফস্‌ফরাস্ খাওয়াইলে পূর্ব্বের ন্যায় দুধ হয়।

শ্লৈষ্মিক পীড়া—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে ব্রাইওনিয়া, এণ্টিম-টার্ট এবং ফস্‌ফরাস্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ব্রঙ্কাইটিসে অন্য কোন ঔষধে উপকার না পাইলে ফস্‌ফরাস্ দেওয়া যাইতে পারে; যদি নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত থাকে, কাশিবার সময় সমস্ত শরীর নড়ে, বুকে শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়, কাশি চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, পাঁকের মত (Slimy) শ্লেষ্মায় মুখ পরিপূর্ণ হইয়া আসে, চেহারা শীর্ণ হয়, তাহা হইলে ফস্‌ফরাস্ দিতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। নিউমোনিয়ায় ফুস্‌ফুসের ভিতর শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, অচেনা লোক দেখিলে কাশে, মুখে প্রচুর শ্লেষ্মা জমে, দীর্ঘকায় ও শীর্ণ শরীর, উদরাময় সংযুক্ত, হাঁ করিয়া নিশ্বাস লয়, নাকের পক্ষ দুইটি উঠাপড়া করে, মস্তক গরম, শরীরের শেষভাগ বা শাখা সমস্ত ঠাণ্ডা, ক্যারোটিড্ ধমনীর উল্লম্ফন, নাড়ী দ্রুত, চর্ম্ম শুষ্ক ও গরম। ব্রাইওনিয়ার পর ফস্‌ফরাস্ নির্দ্দেশিত হইতে পারে। পীড়ার প্রাচীন অবস্থাতেই ফস্‌ফরাস্ ব্যবহৃত হয়। নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসের পর ক্রুপ্ রোগে, সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি। একবার পীড়া ভাল হইয়া আবার হইলে, ফুস্‌ফুসের কোন পীড়ার সহিত যকৃতের পীড়া, জন্‌ডিস্, অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ, স্ফূর্ত্তিহীন। বহুদিন রোগ ভোগের পর ও প্রাচীন উদরাময় সহ শোথ রোগে এবং

প্রস্রাবের পীড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ব্বির ন্যায় পদার্থ প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইলে ফস্‌ফরাস্‌ মহোপকারী ঔষধ।

ব্রাইওনিয়া।

সংক্ষিপ্ত নাম—ব্রাই, ব্রাইও।

শক্তি ৩০শ।

বসন্ত পীড়ায়—অত্যন্ত কাশি, কিছু চিবান মত মুখ নাড়ে, চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, কোষ্ঠবদ্ধ।

বাতরোগে—সন্ধি সকল স্ফীত ও গরম, জ্বর, অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ কিম্বা শুষ্ক কঠিন মল, নড়ে চড়ে না, কেবল শুইয়া থাকে, কেহ নিকটে যাইলে পাছে নড়িতে হয় সেই ভয়ে ভীত হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগে—গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা লাগিয়া কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রুদ্ধ স্বভাব, বাতাক্রান্ত ধাতু, মলত্যাগে ইচ্ছামাত্র নাই বা চেষ্টা রাহিত্য, অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নিঃসরণের অল্পতা হেতু এক প্রকারের কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধা কম, মল বৃহৎ শক্ত ও শুষ্ক, অতি কষ্টে মল নির্গত হয়।

যে কোন রোগে—যদি দেখা যায় অস্থিরতা নাই, নড়িতে চাহে না, পাশের দিকে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ, অর্থাৎ কিছুদিন কোষ্ঠবদ্ধ আবার কিছুদিন উদরাময় হয়, গ্রীষ্মের পর ঠাণ্ডা লাগা অথবা ঠাণ্ডার পর গরম পড়িলে পীড়া হয়।

পালানের প্রদাহে—যদি ঠাণ্ডা লাগার কারণ থাকে। গাভী স্থিরভাবে থাকে, কিন্তু বাছুর বাঁটের নিকটে মুখ বাড়াইলে কিম্বা দুহিবার জন্য বাঁটে হাত দিবার উপক্রম করিলে লাথি ছোঁড়ে।

প্রসবের পর—পিউয়ার পারেল ফিবার বা সূতিকা জ্বর হইলে কোষ্ঠবদ্ধ বা শুষ্ক কঠিন মল, অধিক পরিমাণে জল খায়, কাশে, চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, অত্যধিক পরিমাণে লোকিয়া স্রাব অথবা একেবারে বন্ধ, দুগ্ধ পূর্ণতা হেতু স্তন স্ফীত।

সর্দ্দিকাসি—ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি প্রভৃতি রোগে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আড়ষ্টতা (Stiffness), শুষ্ক আক্ষেপজনক কাশি, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, নাসিকার স্ফীততা, নাকের ভিতর প্রচুর সর্দ্দি, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লা শুকাইয়া যায়, নাক দিয়া গাঢ় ও হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হইতে না হইতে শুকাইয়া শক্ত চটা হইয়া যায়, শুষ্ক কঠিন কাশি, যদি ঐ কাশি কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয়, নড়াচড়ায় কষ্ট, কোষ্ঠবদ্ধ, কখন উদরাময়, বক্ষঃস্থল এবং ফুসফুস্ আক্রান্ত, শুষ্ক অথবা অল্প শ্লেষ্মাস্রাবী কাশি, জিহ্বা সাদা, শয়নাবস্থায় কাশিতে কাশিতে উঠিয়া দাঁড়ায়, নিশ্বাস অপেক্ষা প্রশ্বাস ছোট, বিশেষতঃ যদি প্রত্যেক নিশ্বাসের সহিত শূকরের ন্যায় শব্দ (Grunting Noise) শুনিতে পাওয়া যায় (স্কুইলাতেও এই লক্ষণ আছে), শ্বাসকষ্ট, মুখাভ্যন্তর শুষ্ক, পীড়িত পার্শ্বের উপর চাপিয়া শোয়, তাহাতে ভাল থাকে, নাক দিয়া রক্তস্রাব।

যকৃতের পীড়া—যকৃতে রক্ত সঞ্চয় বা প্রদাহ, রক্তপ্রস্রাব, পেটের মধ্যে এক প্রকার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, কেবল চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, নড়িতে চাহে না, ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস, জিহ্বা হরিদ্রা বা পিঙ্গল বর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা, অক্ষুধা, সকল প্রকার খাদ্যে অরুচি, শুষ্ক কাশি সহ জ্বর, পাছে নড়িতে হয় অথবা কেহ গায়ে হাত দেয় সেজন্য ভীত ও সতর্ক থাকে।

বিসর্প—হাঁটু প্রভৃতি সন্ধিস্থানের বিসর্প বা ফুলা থাকিলে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগে আরোগ্য হয়।

রং কাল, বাতাক্রান্ত, ক্রুদ্ধ স্বভাব, দৃঢ় মাংসপেশী ও কৃশ গরুর পক্ষে ব্রাইওনিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী।

বেলেডোনা।

সংক্ষিপ্ত নাম—বেল্, বেলা।

শক্তি—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ।

পীড়িত গরু বাছুর কিম্বা যে কোন পশু কোপন স্বভাব, উগ্রভাবাপন্ন। চক্ষু লাল, গলার দুই পার্শ্বের ধমনী লাফাইতে থাকে। হঠাৎ রোগের আক্রমণ। প্রবল জ্বর, জ্বরের সময় চমকিয়া উঠে, গলার মধ্যে অত্যন্ত লালবর্ণ, গলার ভিতরে ছাল উঠিয়া যাওয়ার মত দেখায়। মুখমণ্ডল ফুলা ও লালবর্ণ। কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস। গলা স্পর্শ করিলে সঙ্কুচিত হয়, গলায় সামান্য চাপ দিলে শ্বাসরোধের মত হয়, গলাধঃকরণে অত্যন্ত কষ্টবোধ করে কিম্বা কিছুই গিলিতে পারে না, জল বা তরল পদার্থ খাইলে নাক দিয়া বাহির হইয়া আসে।

গলার গ্রন্থি বা বীচি সকল শীঘ্র শীঘ্র অতিশয় ফুলিয়া উঠে, স্ফীত গ্রন্থি শক্ত বোধ হয়। চর্ম্ম ঘর্ম্মযুক্ত। গলার যে কোনপ্রকার রোগে সচরাচর মার্কিউরিয়াসের ন্যায় বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। মুখ দিয়া লালা নির্গত হইলে মার্কিউরিয়াস এবং লালা নির্গত না হইলে বেলেডোনা প্রযোজ্য।

বাতরোগ, সন্ধিসকল স্ফীত, অনম্য। হঠাৎ পীড়ার বৃদ্ধি ও হঠাৎ পীড়ার উপশম। অত্যন্ত ঘর্ম্মসহ জ্বর। চলিতে গেলে হোঁচোট লাগে।

গাভী বা যে কোন জীবের প্রসব বেদনা হঠাৎ আসে—হঠাৎ চলিয়া যায়।

পালানের (স্তনের) প্রদাহ বা ঠুণ্‌কো রোগে প্রথমাবস্থায় পালান গরম, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগোৎপত্তি হইলে যদি একোনাইটে আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে বেলেডোনায় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে, বিশেষতঃ পালান অত্যন্ত স্ফীত ও লালবর্ণ হইলে বেলেডোনা অতিশয় উপকারী ঔষধ। প্রসবের পর অল্পদিন মধ্যে স্তনের প্রদাহ।

পালানে অনেকক্ষণ দুধ জমিয়া থাকা বা নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পরে দুগ্ধ দোহন হেতু পীড়া। সূতিকা জ্বরে অত্যন্ত জ্বর, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া থাকা, দুর্গন্ধযুক্ত জমাট রক্তস্রাব, স্তন স্ফীত ও লাল এবং দুগ্ধশূন্য।

কাশি, ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া, ক্রুপ্ বা ঘুংরি কাশি প্রভৃতি রোগে স্বরভঙ্গযুক্ত কাশি। পীড়া হঠাৎ বাড়ে ও কমে। মুখমণ্ডল আরক্ত, চক্ষু উজ্জ্বল, চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে বা বড় দেখায় এবং প্রদাহান্বিত ও লাল হয়। শুষ্ক কাশি, কাশিতে ঘেউ ঘেউ শব্দ বা অস্বাভাবিক শব্দ, উচ্চশব্দে শুষ্ক কাশি, নিশ্বাস প্রশ্বাসে করাতে কাঠ চেরার মত কিম্বা বাঁশির ন্যায় শব্দ, গলায় ঘা, গিলিতে কষ্ট, গলার ভিতর শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, গলায় অল্প চাপ দিলে দমবন্ধের ভাব প্রকাশ পায়, কখন কখন গলার ও বুকের আক্ষেপিক সঙ্কোচন (Spasmodic Constriction) ক্যারোটিড্ ধমনী (গলার দুই পার্শ্বের ধমনী) লাফাইতে থাকে। অত্যন্ত অস্থিরতা, গলার বীচি (Glands) স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, রাত্রিতে কাশির বৃদ্ধি। হাঁপানি ও য্যাজ্মা রোগে চক্ষু লাল, বৈকালে ও সন্ধ্যার সময় হাঁপের বৃদ্ধি।

চক্ষুরোগে—চক্ষু জবাফুলের মত লাল, আলোর দিকে চাহিতে পারে না, চক্ষু দিয়া গরম জল পড়ে, মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়ে, নাকে ঘা হয়, বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষের পীড়ায় বেলেডোনা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

যে কোন স্থানের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ স্ফোটকের প্রদাহিত অবস্থায় বেলেডোনা প্রয়োগে স্ফোটক বসিয়া যায়।

শিয়াল কুকুরে কামড়ানর পর জলাতঙ্ক (Hydrophobia) রোগে চক্ষু-কনীনিকা প্রসারিত ও লাল হইলে, উন্মাদবৎ ও কামড়াইবার চেষ্টা, আক্ষেপ, চীৎকার করে এবং খাদ্য গিলিতে অক্ষম হইলে বেলেডোনা উপকারী। কর্ণমূল প্রদাহে বেলেডোনা মহোপকারী ঔষধ।

মস্তিষ্ক প্রদাহ (Inflamation of the Brain) রোগে গবাদি পশুগণ রাগান্বিত ভাবে ও অজ্ঞাতসারে যাহাকে সম্মুখে দেখে তাহাকেই আঘাত করিতে যায়, দৃষ্টি অস্বাভাবিক, উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ ; এবং অত্যধিকরূপে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় লক্ষণে বেলেডোনা অব্যর্থ মহৌষধ। যদি মস্তক নিম্নদিকে লম্বমান করে ও এদিকে ওদিকে দোলায় এবং পৃষ্ঠ বাঁকাইয়া উচ্চপুচ্ছে ছুটিতে থাকে, তাহা হইলে বেলেডোনা প্রয়োগ হিতকর।

বসন্ত, বাত, পেট কামড়ানি, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রসব বেদনা, পালানের প্রদাহ বা ঠুণ্‌কো, সূতিকা জ্বর, গলাফুলা, সর্দ্দি, কাশি, ঘুংরি কাশি (Croup), ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া, হিক্কা, হাঁপানি, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, জনডিস্ বা কামল, যকৃতের স্ফোটক, য়্যাবসেস্, সকল প্রকার স্ফোটক, শিয়াল কুকুরে কামড়ান, উন্মাদ, মস্তকের স্ফীতি, বিসর্প, রক্তমূত্র, জ্বর প্রভৃতি রোগে বেলেডোনা উপরোক্ত লক্ষণে প্রয়োগ করা হইলে তাহার আশ্চর্য্য উপকারিতা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

মার্কিউরিয়াস্-সলিউবিলিস্।

সংক্ষিপ্ত নাম—মার্ক-সল্, মার্কিউরিয়াস্।

শক্তি—৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত।

মার্কিউরিয়াস্-সলিউবিলিস্ এবং মার্কিউরিয়াস্-ভাইবাস্ উভয় ঔষধই মার্কিউরিয়াস্ নামে কথিত হয়, উভয় ঔষধেরই লক্ষণ প্রায় একরূপ, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মার্ক-সল্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গরুর বসন্ত রোগে মার্ক-সল্ ৬ষ্ঠ শক্তি বহু পরীক্ষিত অব্যর্থ মহৌষধ। মুখের ভিতর ও গলায় ঘা, জিহ্বা স্ফীত, অত্যন্ত লালা ঝরিতে থাকে,

কফ মিশ্রিত ভেদ, বসন্তের গুটিকার পূঁজপূর্ণ বা পক্কাবস্থা ও গ্রন্থির স্ফীততা থাকিলে ইহা নিঃসন্দেহে খাওয়ান যায়।

শূলরোগ বা পেটকামড়ানি রোগে উদরাময় সংযুক্ত ও শুইয়া থাকে।

উদরাময় রোগে মলে শ্লেষ্মা ও রক্ত মিশ্রিত এবং ফেণা থাকে, ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়ার উৎপত্তি, বহুবার ভেদ, মল ত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে কোঁথ পাড়ে, মুখে ঘা থাকিলে ও প্রচুর লালা নির্গত হইলে ইহা অমোঘ ঔষধ। কোনও প্রকার উদ্ভেদ প্রকাশের পর উদরাময়ে নির্দ্দিষ্ট ঔষধ।

রক্তামাশয়ে—মলসহ রক্ত শ্লেষ্মা এবং মুখ দিয়া লালা নির্গত হইলে মার্ক-সল্ মহোপকারী ঔষধ (খাঁটি রক্তভেদ হইলে মার্ক-কর)।

কাশরোগে কষ্টদায়ক প্রচণ্ড কাশি, রাত্রে বৃদ্ধি, কাশিবার সময় কাঁপে, দক্ষিণ পার্শ্বে শুইতে পারে না। কুকুরের কাশি হইলে আগুনের কাছে বা গরমে থাকিতে চায়।

গলার ও মুখের রোগ, দুর্গন্ধযুক্ত ও আঠার ন্যায় লালা, গলার গ্রন্থি সকল খুব বড় ও স্ফীত, দন্তের মাড়ি স্ফীত, মুখে দুর্গন্ধ, মুখের ভিতর ও জিহ্বায় অথবা মাড়িতে ঘা, লাল বা সাদা বর্ণের ঘা, খাদ্য গলাধঃকরণে কষ্টকর, এমন কি ঢোঁক গিলিতেও পারে না, রাত্রে বৃদ্ধি।

সর্দ্দি হইলে নাক ফুলে, নাক দিয়া প্রচুর গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হয়, লালা নিঃসরণ, হাঁচি, গলায় ঘা, যখন এক সময়ে অনেক গরুর সর্দ্দি হয়।

নিউমোনিয়া রোগে শুষ্ক কাশি, শ্বাসকষ্ট, উদরাময়, রক্তামাশয়, দক্ষিণদিকের নিউমোনিয়া, দক্ষিণ পার্শ্বে শুইতে অক্ষম, ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগোৎপত্তি, নাড়ী দুর্ব্বল, সর্ব্বদা প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, রক্ত সংযুক্ত মল, নাক মুখ দিয়া সর্দ্দি নির্গত হয়।

কর্ণমূল প্রদাহ, টন্‌সিলগ্রন্থি স্ফীত। কান পাকা, রক্তময় দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ, দক্ষিণ কর্ণে অধিক, কানে গ্যাঁজের মত হওয়া।

জন্‌ডিস্ রোগে সর্ব্বাঙ্গ হলুদবর্ণ হইয়া যায়, চক্ষু ও চক্ষের জল এবং প্রস্রাব হলুদবর্ণ, জিহ্বায় পুরু ময়লা, মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

হাঁটুর নিকটে বড় বড় পাঁচড়া।

এঁযে ঘা, ঘন পুঁজ এবং টিপিলে রক্ত বাহির হয়।

কেঁচো কৃমিতে বিশেষ ফলপ্রদ, সর্ব্বদা আহারে ইচ্ছা এবং গুহ্যদ্বারে ঘা থাকিলে মার্ক-সল্ সেবনে আরোগ্য হইয়া থাকে।

আরোগ্য বিবরণ—

রামনাথপুরের যতীন পালের একটি দুই তিন মাস বয়সের বাছুর রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হয় এবং দেশীয় নানাপ্রকার ঔষধ সেবনেও আরোগ্য না হওয়ায় আমার নিকট হইতে হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ লইয়া যায়। আমি তাহাকে ১৬ কৌটা ৬ষ্ঠ শক্তির মার্ক-সল্ দ্বারা আটটি পুরিয়া প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ চারিবার খাওয়াইতে বলিয়াছিলাম। ঐ দুই দিনের ঔষধ সেবনেই বাছুরটি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়, ৩য় দিনে আর ঔষধ দিই নাই। ইহার পর হইতে কেহ বাছুরের রক্তামাশয়ের ঔষধ লইতে আসিলে সর্ব্বপ্রথমে আমি মার্ক-সল দিয়া থাকি।

রস-টক্সিকোডেণ্ড্রণ্।

সংক্ষিপ্ত নাম—রস, রসটক্স্।

শক্তি ৬, ৩০শ, ২০০ শত।

পশু-চিকিৎসায় রসটক্সের আবশ্যকতা অত্যন্ত অধিক, কারণ জলে ভিজা, ঠাণ্ডা লাগা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমাদির জন্য স্বভাবতঃই ইহাদের অনেক প্রকার পীড়া হইয়া থাকে এবং রসটক্স তাহার মহৌষধ।

বাতরোগে—প্রথমে নড়িতে কষ্ট হয়, কিন্তু পরে আর নড়িতে সেরূপ কষ্ট হয় না, তখন ক্রমাগত নড়িলে বা চলিয়া বেড়াইলে ভাল থাকে।

শূল বা পেটকামড়ানি রোগে—বেদনার সময় চলিয়া বেড়ায় (ব্যাপ্‌টি)।

উদরাময়ে—পাতলা মল সহ চাপ চাপ শ্লেষ্মা থাকে, প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও বারে বেশী হয়, পেট বেদনার সময় সুস্থির থাকিতে পারে না।

রক্তামাশয়ে—মাংস ধোওয়া জলের মত লাল রংএর মল, রোগের প্রথমাবস্থায় উগ্রতা কতক কমিলে রসটক্স সেবনে আরোগ্য হয়।

গর্ভস্রাব—ভিন্ন স্থান হইতে বহুপথ অতিক্রম করিয়া আসা বা অতিরিক্ত পরিশ্রমহেতু গর্ভস্রাব হইবার লক্ষণে রসটক্স দেওয়া যায়।

সর্দ্দি—বহুক্ষণ জলে থাকা বা ভিজা প্রভৃতি কারণে সর্দ্দি জন্মিলে। অল্প শুষ্ক শ্লেষ্মা, কিম্বা নাকের ভিতর বিস্তর শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে, সেজন্য নিশ্বাস প্রশ্বাসে বাধা জন্মে, হরিদ্রাভাযুক্ত শ্লেষ্মা।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা বহুব্যাপক সর্দ্দিজ্বরে—সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অস্থিরতা, নড়িলে চড়িলে ভাল থাকে, জিহ্বা ও মুখের ভিতর লাল, আর্দ্রতাভোগ হেতু পীড়া, সন্ধ্যা হইতে দুই প্রহর রাত্রির মধ্যে কাশির বৃদ্ধি।

ব্রঙ্কাইটিস্ ও নিউমোনিয়ায়—যদি নিশ্বাস লইবার সময় বক্ষঃস্থল অত্যন্ত অন্যায়রূপে ফুলিতে দেখা যায়, নাক রক্তবর্ণ, প্রদাহান্বিত ও স্পর্শে বেদনানুভব করে, যদি পাগুলি পৃথক পৃথক ভাবে বিস্তৃত করিয়া রাখে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্বচ্ছন্দতা লক্ষিত হয় অর্থাৎ সর্ব্বদা নড়াচড়া করে।

চক্ষুরোগে—জলে ভিজিয়া কিম্বা বর্ষা ও শীতকালে বাহিরে থাকায় চক্ষু উঠা। চক্ষের পাতার শোথ বা স্ফীত হওয়া। বাম চক্ষে পীড়া

আরম্ভ। অত্যন্ত অস্থিরতা। চক্ষু দিয়া প্রচুর পুঁজস্রাব কিম্বা প্রচুর জল পড়া।

আঘাত ও মাংসপেশীতে ক্ষত হইলে রসটক্স উপকার করে।

পাঁচড়া (Mange) **রোগে**—যদি উপরে শক্ত মামড়ী পড়ে ও যদি সহজে আপনি গলিয়া না যায় এবং টিপিয়া দিলেও শীঘ্রই আবার পূর্ব্ববৎ আকার ধারণ করে।

এঁষে ঘা রোগে—রসটক্স্ বহুপরীক্ষিত মহৌষধ। আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকারই ব্যবহার করিতে হয়। সুস্থ গরুকে খাওয়াইলে প্রতিষেধকের কার্য্য করে।

কাউর ঘা পীড়ায়—রসপূর্ণ এবং ক্ষতের উপরে মামড়ী। ভারবাহী বলদের পীড়া।

বিসর্প (Saint Anthony's fire) **রোগে**—ফোস্কাযুক্ত বিসর্প, চক্ষুর নিকটস্থ স্থান স্ফীত।

রক্তমূত্র রোগে—অস্থিরতা সহ পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ করে।

রোগীতত্ত্ব—আমার জনৈক ভাগীদার কিছু জমি ভাগে আবাদ করিত, তাহার মহিষের লাঙ্গল ছিল, কিন্তু যথা সময়ে জমি আবাদ হয় নাই শুনিয়া আমি তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল—"আমার একটি মহিষ 'আলা' (বৃদ্ধাবস্থায় অকম্মণ্য) হইয়া গিয়াছে, গরু হইলে বরং সে কিছু কাজ করিতে পারিত, কিন্তু মহিষ আলা হইলে আর তাহাকে দিয়া কাজ করাইতে পারা যায় না, সেজন্য আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, পুনরায় একটি মহিষ কিনিতে না পারিলে আমার আর চাষ করিবার উপায় নাই।" আমি তাহাকে ঔষধ খাওয়াইতে পরামর্শ দিয়াছিলাম এবং রসটক্স্ ৩০ প্রত্যহ দুইবার করিয়া ৩।৪ দিন খাওয়ানর পর মহিষটি কার্য্যক্ষম হইয়া সেবারের কৃষি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিল।

লাইকোপোডিয়াম্

সংক্ষিপ্ত নাম—লাইকো।

শক্তি—৩০শ, ২০০ শত।

যাহারা বহুকাল যকৃতের পীড়াগ্রস্ত, তাহাদের উদরে বায়ু সঞ্চয় হইয়া পেটফুলা, অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হেতু খাইতে ব্যগ্র হয়, কিন্তু সামান্য কিছু খাইবামাত্র পেট পূর্ণ বোধ হওয়ায় আর খাইতে পারে না, উদর মধ্যে অনবরত গ্যাস জন্মিতে থাকে ও তৎসহ পেটের ভিতর নানাবিধ শব্দের উৎপত্তি, পাকস্থলী স্পর্শে বেদনা বোধ, অত্যন্ত পেটফুলা, কোষ্ঠবদ্ধ।

গলার যে কোন রোগ, টন্‌সিলাইটিস্, ডিপ্‌থিরিয়া, সোরথ্রোট প্রভৃতি সর্ব্বপ্রথমে গলার দক্ষিণদিকে পীড়ার আরম্ভ হয় ও পরে বাম দিক আক্রমণ করে, প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসে নাকের পাতা নড়ে, নাসিকা বদ্ধ থাকায় এবং তালুমূল ও জিহ্বা ফুলিয়া যাওয়াতে নিশ্বাস গ্রহণের সুবিধার জন্য মুখ হাঁ করিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে ও জিহ্বা বহির্গত করিয়া রাখে। সকল বয়সের কৃশ ও যকৃতের পীড়াগ্রস্ত, কোপন ভাবাপন্ন গরু, অল্প বয়সে অধিক বয়স দেখায়। বৈকালে ৪ টার সময় রোগের বৃদ্ধি। নাকের ভিতর শুষ্ক চটা বা মামড়ী। কিছু তরল বস্তু খাইলে কাশি কমে, কাশিবার সময় মূর্চ্ছার মত হয়।

নিউমোনিয়ায় অগ্রে দক্ষিণ ফুস্‌ফুসে পীড়া হইয়া পশ্চাৎ বাম দিক আক্রমণ করে, নাক উঠাপড়া করে, এক পা ঠাণ্ডা অন্য পা গরম, বহুদিনের যকৃতের পীড়া, ফুস্‌ফুসে পূঁজোৎপত্তি, কোষ্ঠবদ্ধ, তলপেট ফাঁপ, প্রচুর ঘর্ম্ম, প্রস্রাব রক্তবর্ণ, ঘড়্‌ঘড়ীযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, দীর্ঘকাল রোগ ভোগে অত্যন্ত বিরক্ত, অনাবৃত স্থানে থাকিতে চায়।

চক্ষু রোগে চক্ষের নীচে পূঁজ থাকায় চক্ষুর পাতা ফুলা, রাতকাণা বিশেষতঃ গাড়ীটানা বলদের এবং ঘোড়ার রাত্র্যান্ধতা।

গবাদি সকল পশুর একজিমা বা কাউর ঘায়ে পুরু মামড়ী, অল্প ঘর্ষণেই রক্ত পড়ে এবং দুর্গন্ধযুক্ত রসস্রাব হয়।

হৃদপিণ্ড ও যকৃতের পীড়াজনিত শোথ, প্রস্রাব লাল, কোষ্ঠবদ্ধ, বৃদ্ধ বয়স।

রক্তমূত্র পীড়ায় জ্বরসহ প্রস্রাবে লাল সেডিমেণ্ট বা তলানি, পরিমাণে অল্প, চেষ্টা করাতেও শীঘ্র প্রস্রাব হয় না।

ল্যাকেসিস্।

সংক্ষিপ্ত নাম—ল্যাকে।

শক্তি—৩০শ, ২০০ শত।

বসন্ত রোগে—টাইফয়েড বা সান্নিপাতিক অবস্থা, কাল বর্ণের রক্ত ভেদ, জমাট রক্ত, জলবৎ মিউকাস্ স্রাব, নাক ও ওষ্ঠ স্ফীত, অত্যন্ত সর্দ্দি, উদ্ভেদ কাল হইয়া যায়।

কাশরোগে—নিদ্রাভঙ্গের পরই কাশির বৃদ্ধি ফুস্ফুসের পক্ষাঘাত হইবার ভয়, গলার ভিতর জমাট শ্লেষ্মা, গলায় হাত দিতে দেয় না।

কর্ণরোগ—বাম কর্ণে পুঁজ, টনসিল স্ফীত, নিদ্রান্তে প্রচুর পুঁজ নির্গত হয় ও রোগের বৃদ্ধি হয়।

যকৃতের নানাপ্রকার কঠিন পীড়ার সহিত কোন রোগ হইলে, যকৃতের স্ফোটক, স্ফোটক প্রকাশ পাওয়ার পর, উদর স্ফীত, মার্ক-সল দ্বারা উপকার না পাইলে ব্যবহার্য্য।

শিয়াল কুকুরে কামড়ান—জলাতঙ্ক রোগে পক্ষাঘাতের ন্যায় অবস্থা, মৃতপ্রায় অবস্থায় উপকারী।

পক্ষাঘাত—যে কোন কারণে বামদিকের পক্ষাঘাত হইলে

ল্যাকেসিস্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ (দক্ষিণ দিকে হইলে লাইকোপোডিয়াম্)। বামদিকের প্রদাহাদি যে কোন পীড়ায় ল্যাকেসিস্ উপকারী।

বিসর্প রোগে—মুখমণ্ডলের অত্যন্ত শোথযুক্ত বিসর্প, চক্ষুর নিকটস্থ স্থান স্ফীত।

রক্তস্রাব—অতি ক্ষুদ্র ক্ষত হইতেও বহুল পরিমাণ রক্তস্রাব হয়, রক্তস্রাব প্রবণতা, রক্তমূত্র রোগে অত্যন্ত কাল চাপ চাপ মূত্র।

জ্বর—পুরাতন জ্বর, অত্যন্ত দুর্ব্বল, শীর্ণ শরীর, অনেক প্রকার দুরারোগ্য জ্বরে ল্যাকেসিস্ মহৌষধ।

লিডাম্-প্যালাষ্টার্

সংক্ষিপ্ত নাম—লিডাম্।

শক্তি—θ, ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত।

বাতরোগ—তরুণ প্রাচীন উভয় প্রকার বাত রোগেই লিডাম্ উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রথমে গুল্‌ফ বা য়্যাঙ্কল জয়েণ্টে আরম্ভ হইয়া হাঁটু বা নি-জয়েণ্ট আক্রমণ করে। সন্ধিস্থান স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত। চলিতে অতিশয় কষ্ট কিম্বা একেবারে চলিতে পারে না।

কীটাদি দংশন—মৌমাছি, ভীমরুল প্রভৃতির হুলবেধ এবং শিয়াল, কুকুর, ইন্দুর প্রভৃতি জন্তুতে কামড়াইলে লিডাম্ বহু পরীক্ষিত অব্যর্থ ঔষধ। কেহ কেহ বলেন, সর্পদংশনের অব্যবহিত পরে লিডাম্ খাওয়াইলে উপকার হইতে পারে।

অস্ত্র ক্ষত—স্ফোটকাদি অস্ত্রকরণের পর যন্ত্রণা নিবারণের জন্য লিডাম্ উৎকৃষ্ট ঔষধ। তীক্ষ্ণ অগ্রবিশিষ্ট সূঁচ, কাটা, কঞ্চী প্রভৃতি এবং

অস্ত্রাদির খোঁচা দ্বারায় যে ক্ষত হয়, তাহাতে লিডাম্ ৬ষ্ঠ শক্তি খাইতে দিলে ও লিডাম্ লোশন বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র উপকার হইয়া থাকে। শরীরের কোনস্থানে কাঁটা বিঁধিয়া থাকিলে লিডাম্ সেবনে তাহা আপনি বাহির হইয়া যায়।

সাইলিসিয়া

সংক্ষিপ্ত নাম—সাইলি।

শক্তি—৩০শ, ২০০ শত।

ক্ষত আরোগ্য করিতে সাইলিসিয়া অতি শক্তিশালী মহৌষধ। যে কোন স্থানেই পূঁজ উৎপন্ন হউক না কেন, সাইলিসিয়া তাহা আরোগ্য করিয়া দেয়। নালীক্ষত বা শোষযুক্ত ক্ষতে সাইলিসিয়া একমাত্র মহৌষধ। এই ঔষধ সেবনে বিনা অস্ত্র প্রয়োগে শোষ না ভাল হয়। গ্রন্থি, কর্ণমূল, কুঁচ্‌কি, উদর, অন্ত্র, ফুস্‌ফুস, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন কারণে উৎপন্ন ক্ষতের অব্যর্থ মহৌষধ। অন্‌ছেলদি জলের মত পূঁজ বা দুর্গন্ধযুক্ত গাঢ় পূঁজ নির্গত হইলেও সাইলিসিয়া ব্যবহৃত হয়। ক্ষতের চতুর্দ্দিক শুকাইয়া গিয়া আরোগ্য প্রায় হয়, আবার হঠাৎ প্রদাহ হইয়া পাকিয়া পূঁজ পড়ে, জ্বর হয়, অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়, পায়ে অথবা মাথায় ঘাম হয়, সর্ব্বদা শুইয়া থাকে, সামান্য শব্দে চমকিয়া উঠে, এরূপ অবস্থায় সাইলিসিয়া নির্দ্দিষ্ট ঔষধ।

উদরাময়ে পূঁজের মত মল মার্কিউরিয়াসে ভাল না হইলে একমাত্রা সালফার দিয়া তাহার পর সাইলিসিয়া দিলে আরোগ্য হয়, বাছুরের পাকা দাঁত উঠিবার সময় কিম্বা গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে উদরাময় জন্মিলে যদি মল পাতলা এবং প্রত্যেক বার মলের অবস্থা ও বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল হয়

এবং পাল্‌সেটিলা দ্বারা উপকার না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সাইলিসিয়া প্রয়োগ হিতকর। বিশেষতঃ উদরাময় হেতু ক্রমশঃ শীর্ণ, রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইলে সাইলিসিয়া মহোপকারী ঔষধ।

নিউমোনিয়া রোগে ফুসফুসে পুঁজোৎপত্তি ও পচনাবস্থায় সাইলিসিয়া ব্যবহৃত হয়।

চক্ষুরোগে—চক্ষু দিয়া জল পড়া, চক্ষে ছানী, পাতলা রক্ত মিশ্রিত দুর্গন্ধ পুঁজ চক্ষু হইতে নির্গত হয়, অথবা অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় পুঁজ জমে, অক্ষিপত্র স্ফীত। কর্ণিয়ার ক্ষত, চক্ষু নষ্ট হইবার ন্যায় হইলে সাইলিসিয়া ব্যবস্থেয়।

সকল স্থানের পুঁজ শোষণ বা ক্ষত আরোগ্য করিবার জন্য সাইলিসিয়া অতীব প্রয়োজনীয় ঔষধ।

সালফার

সংক্ষিপ্ত নাম—সালফা।

শক্তি—৩০শ, ২০০ শত, ১০০০ এবং C. M.

মানুষের যে যে রোগে যেরূপ অবস্থায় সালফার ব্যবহৃত হয়, গবাদিরও সেই প্রকার রোগে সেইরূপ অবস্থায় সালফার ব্যবহৃত হইতে পারে।

তরুণ রোগে যেমন একোনাইট, প্রাচীন রোগে তেমনই সালফার হিতকারী। একগুঁয়ে গরু। যে সকল গরু স্নান করাইবার বা ঘা ধোওয়াইবার সময় নিতান্ত অনিচ্ছা বা অবাধ্যতা প্রকাশ করে। যাহাদের পৃষ্ঠবংশ বা মেরুদণ্ড অস্বাভাবিক বক্র, অর্থাৎ পিঠ ধনুকের ন্যায় বাঁকা এবং যে সকল গরু ঘাড় নীচু করিয়া চলে, তাহাদের পক্ষে সালফার অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ।

টন্‌সিলাইটিস্, ডিপ্‌থিরিয়া, গলার গ্রন্থি বিবর্দ্ধনাদি রোগে স্ফীতি বিস্তৃত হইতে থাকে এবং গিলিতে কষ্ট ও গলা কোঁকড়াইয়া থাকিলে সালফার প্রয়োগ হিতকর।

বসন্ত রোগে হঠাৎ গুটিকা বিলোপ হইলে বা বসিয়া যাইলে কিম্বা ক্ষত শুষ্কাবস্থায় চুলকানি থাকিলে এবং মন্দাগ্নি বা পেটফুলা রোগে মধ্যে মধ্যে একমাত্রা সালফার খাইতে দিলে পীড়া পুরাতন আকার ধারণ করিতে পারে না এবং সত্বর পীড়া আরোগ্যে সহায়তা করে।

কোন চর্ম্মরোগ হঠাৎ বসিয়া গিয়া কিম্বা বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে সত্বর ভাল করার পর কোন রোগোৎপত্তি। কোষ্ঠবদ্ধ স্বভাব অর্থাৎ মাঝে মাঝে কোষ্ঠবদ্ধ হয়। প্রাচীম উদরাময়ে বিশেষতঃ যদি চর্ম্মরোগ হঠাৎ লুপ্ত হওয়ায় বা বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে ভাল হওয়ার পর উদরাময় জন্মিয়া থাকে। যে কোন প্রকার উদ্ভেদ প্রকাশের পর উদরাময় এবং পুরাতন রক্তামাশয়ে একমাত্রা ২০০ শক্তির সালফার প্রয়োগে প্রায়ই পীড়া আরোগ্য হইতে দেখা যায়। নিউমোনিয়ার রেজোলিউশন্ অবস্থায় শোষণ কার্য্যের সহায়তার জন্য সালফার অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। প্রাতে উদরাময়ের বৃদ্ধি ও তৎসহ কোনও প্রকার চর্ম্মরোগ থাকিলে সালফার প্রয়োগ হিতকর।

দুর্দ্দম্য পুরাতন রোগ যাহা কোন ঔষধেই সারে নাই, সেরূপ স্থলে সালফার মহৌষধ। কান দিয়া দীর্ঘকাল পূঁজ পড়িতে থাকিলে সালফারে উপকার হয়। কানে খইল হইয়া শুনিতে না পাইলে ও অন্য ঔষধে উপকার না হইলে বিবেচনামত একমাত্রা সালফার দিতে পারিলে ভাল হইয়া যায়। যে সকল গরু কোন গাছ, খুঁটি অথবা ভাঙ্গা দেওয়াল পাইলে গা চুলকায় কিম্বা নিয়ত গা চাটে, উদর স্ফীত, কোষ্ঠবদ্ধ; রাত্রিকালে গাত্র কণ্ডুয়নের বৃদ্ধি, রক্তবমন এবং এঁসে ঘা হইলে সালফার অব্যর্থ ও অপরিহার্য্য ঔষধ। এই রোগে অন্য ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলেও সপ্তাহ অন্তর একমাত্রা সালফার ২০০ শক্তি খাইতে দিলে সত্বর আরোগ্য কার্য্যে

সহায়তা করে। কাউর ঘা বা একৃজিমায় উচ্চশক্তির সালফার ৮।১০ দিন অন্তর একমাত্রা করিয়া প্রয়োগ করিলে অনেকস্থলে অন্য ঔষধের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও আরোগ্য করিতে পারা যায়। সর্ব্বদা ঘর্ষণ করিতে বা চুলকাইতে ইচ্ছা, রক্তস্রাবী চটাপড়া ক্ষত, এবং বাহ্যিক ঔষধে রোগ চাপা দেওয়ায় যেসকল উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহাতে সালফার অব্যর্থ ও শান্তিদায়ক ঔষধ। পাঁচড়া, কাউর প্রভৃতি চর্ম্মরোগ বসিয়া যাওয়ার পর শোথ, চর্ম্মে ফুস্কুড়ী, গুহ্যদ্বারে ঘা, যদি শক্ত মলের সঙ্গে কেঁচো কৃমি নির্গত হয়, রক্তমূত্র ও সর্ব্বদা মূত্রত্যাগের চেষ্টা, এই সকল লক্ষণে সালফার সুনির্ব্বাচিত ঔষধ। কোন ঔষধে উপকার পাওয়া না গেলে একমাত্রা সালফার প্রয়োগে পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়া বা সুফল বিকশিত হয়। গাছগাছড়া প্রভৃতি অন্য মতের চিকিৎসার পর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে হইলে, প্রথমে নক্স-ভমিকার ন্যায় একমাত্রা সালফার দেওয়ার রীতি আছে। ঐ উভয় ঔষধের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নক্স-ভমিকা এবং উদরাময় থাকিলে সালফার দিতে হয়।

সিপিয়া

সংক্ষিপ্ত নাম—সিপি।

শক্তি—৩০শ, ২০০শ।

পাঁচ মাস হইতে গর্ভিণী গরুর পক্ষে সিপিয়া অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ। গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ, সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বর, অতীব দুর্ব্বলতা, একটু হাঁটিলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, গর্ভিণীর পেটফুলা, শুইলে পেট ডাকে, গর্ভিণীর রক্তামাশয়, পঞ্চম ও সপ্তম মাসে গর্ভপাত হইবার আশঙ্কা হইলে

সিপিয়া মহৌষধ। গর্ভাবস্থার জ্বরে উপকারী, বিশেষতঃ পাঁচ মাস গর্ভিণী হওয়ার পর যে জ্বর হয়, তাহা প্রায়ই সিপিয়া সেবনে আরোগ্য হইয়া থাকে।

সূতিকা জ্বরে রক্তস্রাব বন্ধ অথবা পীতাভস্রাব, প্রসবদ্বার স্ফীত ও চুলকায় অর্থাৎ পুনঃপুনঃ চাটে, অপরিচিত লোক দেখিলে ভয় পায়, অথবা বিরক্ত ও অস্থির হয়, সহজেই চমকিয়া উঠে।

প্রমেহ রোগে সিপিয়া অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পাঁচড়া রোগে ফুস্কুড়ীগুলি নরম ও সাদা ফোস্কার মত দেখায় এবং তাহাতে জলবৎ রসে পরিপূর্ণ থাকে ও স্পর্শে সঙ্কুচিত হইলে সিপিয়া ব্যবস্থেয়।

সিম্ফাইটাম্

সংক্ষিপ্ত নাম—সিম্ফাই।

শক্তি—θ, ৩য়, ৩০শ।

চক্ষে আঘাত লাগিলে সিম্ফাইটাম্ (কোনিয়াম্) নির্দ্দিষ্ট ঔষধ।

ভগ্ন-অস্থি জোড়া লাগাইতে সিম্ফাইটামের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে (ক্যাল্কে-ফস্)। হাড়ে ক্ষত হইয়া শীঘ্র আরোগ্য না হইলে কিম্বা হাড় ভাঙ্গিয়া শীঘ্র জোড়া না লাগিলে ইহা উপকারী। সিম্পল্ বা কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচারে ৩য় শক্তির সিম্ফাইটম্ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার খাইতে দিলে অতি সত্বর হাড় জোড়া লাগিয়া যায়।

সিনা

কৃমি রোগে সিনা মহৌষধ। উদরাময় হইলে মলের সঙ্গে কৃমি নির্গত হয়, পুনঃ পুনঃ নাকের অভ্যন্তরে জিহ্বা প্রবেশ বা জিহ্বা দ্বারা নাসারন্ধ্র কণ্ডুয়ন, দন্ত কট্ কট্ করা, সর্ব্বদা খাইতে ইচ্ছা। ছোট কৃমি অথবা কেঁচোর মত কৃমি। প্রস্রাব সাদা বা ঘোলা, ময়দা গোলার ন্যায় প্রস্রাব। বাছুর নিয়ত ঘাস খায়, চিবুক বা থুতনার নীচে ফুলা, কৃমি হেতু জ্বর। যখন দেখা যায়, জ্বর বা অন্য কোন পীড়া সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও আরোগ্য হইতেছে না, তখন অনেক স্থলে সিনা প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। মৃগী রোগে কৃমির লক্ষণ পাইলে সিনা ব্যবহৃত হয়। শক্তি—২০০শ।

সিমিসিফিউগা

অপর নাম—য়্যাক্‌টিয়া-রেসিমোসা।

নির্ব্বিঘ্নে প্রসবকার্য্য সম্পাদনের জন্য সিমিসিফিউগার আবশ্যক হয়। ইহা অনিয়মিত প্রসব বেদনাকে সুনিয়মে আনিয়া প্রসব করাইয়া দেয়। প্রখর আক্ষেপযুক্ত বহুক্ষণস্থায়ী কষ্টদায়ক প্রসব বেদনা। প্রসব সময়ে প্রথমাবস্থায় কাঁপিতে থাকে। ভ্রূণের অস্বাভাবিক অবস্থিতি বা বাছুর বাঁকিয়া যাওয়া (Mal Position) অথবা বাছুর প্রসবদ্বারের দিকে না আসিয়া ঊর্দ্ধদিকে যাওয়া প্রভৃতি দোষ সংশোধন করিতে সিমিসিফিউগা অদ্বিতীয় মহৌষধ। অপ্রকৃত প্রসব বেদনা (False Labour Pain) বিদূরিত করিতে সিমিসিফিউগার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। গর্ভের তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব আশঙ্কায় সিমিসিফিউগা প্রয়োগ করা যায় (থুজা, স্যাবাইনা, এপিস, সিকেলি)। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় মাঝে মাঝে একমাত্রা সিমিসিফিউগা খাওয়াইলে সময়ে সুপ্রসব হয় ও কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে না। শক্তি—৩০শ।

হিপার-সালফার

সংক্ষিপ্ত নাম—হিপার।

শক্তি—৬ষ্ঠ, ২০০শত।

বসন্ত রোগে কাশি, বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, গুটিকায় অতিরিক্ত পূঁজ হওয়া, পক্কাবস্থার স্ফোটক।

নিউমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় পীড়া সহজে আরোগ্য না হইয়া পূঁজোৎপত্তি হইলে হিপারের প্রয়োজন হয়। সর্ব্বদা গভীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস, নিশ্বাসে নাক ডাকা শব্দ, চট্‌চটে শ্লেষ্মা, পূঁজময় শ্লেষ্মা, যদি ফুসফুসে টিউবার্‌কল্ বা স্ফোটক জন্মিয়া থাকে, অথবা ফুসফুসে পূঁজোৎপত্তি হইলে। কাশি, ক্রুপ্ বা ঘুংরি কাশি, ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশির উৎপত্তি, শুষ্ক এবং কুকুরের ডাকের ন্যায় শব্দযুক্ত কাশি, গলাভাঙ্গা, গলা ঘড়্ ঘড়্ করে, কিছু উঠে না।

পুরুলেণ্ট অপ্‌থ্যাল্‌মিয়া বা পূঁজময় চক্ষু উঠা, চক্ষুর পাতা স্ফীত, প্রচুর পূঁজস্রাব, কর্ণিয়াতে ক্ষত, আলোর দিকে চাহিতে পারে না। চক্ষু লালবর্ণ। কর্ণমূল প্রদাহে গ্রন্থি পাকিবার উপক্রম হইলে ইহার উচ্চ-শক্তি প্রয়োগ হয়।

স্ফোটকাদি, কোনস্থানে প্রদাহ হইয়া অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিলে, যদি সত্বর তথায় পূঁজ জন্মান আবশ্যক হয়, তাহাহইলে হিপার-সালফার ৬ষ্ঠ শক্তি ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে স্ফোটকে পূঁজ উৎপন্ন হইয়া আপনি ফাটিয়া যায় এবং এই ঔষধেই স্ফোটকের সমস্ত পূঁজ নির্গত করিয়া দেয়। প্রদাহিত অবস্থায় পূঁজ জন্মিবার সম্ভাবনা হইলে হিপার-সালফার ২০০ শক্তি একমাত্রা খাওয়াইলে অনেকস্থলে প্রদাহ কমিয়া যায় এবং পূঁজ উৎপন্ন হয় না। স্ফোটকাদি আরোগ্য করিতে হিপার-সালফার অন্যতম প্রধান ঔষধ, এই ঔষধ চিকিৎসকের বাক্সে নিত্য বিরাজিত থাকে।

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
৪	২	গ্রাবায়াং	...	গ্রীবায়াং
২৫	৮	মুস্ক	...	মুষ্ক
৪৪	৬	কোন	...	কেন
৭৩	১৯	প্লাহাদি	...	প্লীহাদি
৭৪	১৩	বানিজ্য	...	বাণিজ্য
৭৪	২০	যমুমা	...	যমুনা
৭৫	২১	ত্রিষ্টৈগদাঙ্ক	...	ত্রিষ্টৈদগাঙ্ক
৭৯	২৩	অঠোপনিষদে	...	কঠোপনিষদে
৮০	৪	মমবৈঃ	...	মমরৈঃ
৮১	১৮	ন বিয়োগা	...	ন বিয়োগো
৮৬	১৮	সুরভিনন্দিনীগণ	...	সুরভিনন্দিনিগণ
১১০	১৪	আনিত	...	আনীত
১১৬	২৪	হলচালনদিতে	...	হলচালনাদিতে
১২৮	১৫	পুব্বে	...	পূর্ব্বে
১২৮	১৮	পলানটি	...	পালানটি
১৩২	১৯	নিস্ফল	...	নিষ্ফল
১৬০	১৯	অনেব	...	অনেক
১৭৭	১	গোময়াং	...	গোময়ং
১৮০	৫	হরেচ্ছিয়ম্	...	হরেচ্ছ্রিয়ম্
১৮১	১	বৃষ	...	বৃদ্ধ
১৮৩	৩	সর্ব্বাবাদী	...	সর্ব্ববাদী
১৮৬	১৫	গোস্বামীগণ	...	গোস্বামিগণ
১৯০	৮	নির্ণয় সিন্ধুধৃতাস্তুত	...	নির্ণয়সিন্ধুধৃতাম্লুত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
১৯০	১২	বসুমতিতে	…	বসুমতীতে
২১২	১২	ব্যধি	…	ব্যাধি
২১২	১৯	হিতবাদি	…	হিতবাদী
২১৬	২	সহয়তা	…	সহায়তা
২২৫	৭	গোরাল	…	গোয়াল
২২৯	২১	মুক্তাবরিষায়	…	মুক্তাবরিষার
২৩৫	২১	বদি	…	যদি
২৯৯	১৯	এন	…	এক
৩০৯	১৫	তত্বাবধান	…	তত্ত্বাবধান
৩১৩	৩	স্তভার	…	স্বভার
৩২৫	১৪	(সূর্যোর)	…	(সূর্য্যের)
৩৩২	৩	পর্য্যার	…	পর্য্যায়
৩৩৮	২৫	নিষ্ফলতার	…	নিষ্ফলতার
৩৪২	২	গুটিকা	…	গুটিকা
৩৪৩	১	সুস্পষ্ট	…	সুস্পষ্ট
৩৫৪	১৭	ধর্ম্মরোধজনিত	…	ধর্ম্মবোধজনিত
৩৭৬	১৬	শয়নাবস্থা	…	পতনাবস্থা
৩৮৪	২২	মার্ব-সল্	…	মার্ক-সল্
৩৮৬	১৮	রোগোৎপক্তি	…	রোগোৎপত্তি
৩৮৯	১৯	নিঃশ্বাস	…	নিশ্বাস
৩৯৮	৬	নাসারন্ধ	…	নাসারন্ধ্র
৪০৪	১৪	নাসারন্ধ	…	নাসারন্ধ্র
৪২১	৮	স্ফীত	…	স্ফীত
৫১৬	৮	পয়	…	পর
৫১৮	১৫	হর	…	হয়

সূচীপত্র

হোমিওপ্যাথিক্ ভৈষজ্য-তত্ত্ব

সম্পূর্ণ।

ডিণ্ডিম বাদ্য।

জেলা বাঁকুড়া—রাধানগর হইতে **ডাঃ অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** ১৩৩৮।১২ই চৈত্র লিখিয়াছেন,—

"* * * যে সকল বিষয় জানিবার জন্য আমি প্রত্যেক বড় বড় হোমিওপ্যাথের নিকট গললগ্নিকৃতবাস হইয়া ঘুরিয়াছি, এমন কি যে সকল বিষয় শিক্ষার জন্য আমার অদেয় কিছুই ছিল না, তৎসমস্তই আপনার "গো-জীবন" পুস্তকের প্রতি ছত্রে পাইতেছি। যদি পূর্ব্বে এরূপ জানিতাম তবে বৃথা কতকগুলি অর্থব্যয় বা লোকের খোসামোদ করিয়া এত সময় নষ্ট করিতাম না। আপনার আশীর্ব্বাদে পূর্ব্বে যে সকল বিষয় দুর্ব্বোধ্য ছিল, এখন তাহা জলের মত বুঝিতে পারিতেছি।"

"গো-জীবন" পাইবার ঠিকানা—

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

পোঃ মহানাদ, জেলা হুগলী।

ডাঃ প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অভিনব ঐতিহাসিক গ্রন্থ

"মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস"।

দুইখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে

উৎকৃষ্ট কাগজে সুচারুরূপে মুদ্রিত ও সুন্দর বাঁধাই। প্রথম খণ্ড—২৪৮ পৃষ্ঠা, ২২ খানি হাফ্‌টোন চিত্র সম্বলিত, মূল্য ২৲ টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড—৪৫৬ পৃষ্ঠা, ৫৩ খানি হাফ্‌টোন চিত্রে সুশোভিত, মূল্য ৪৲ টাকা। ডাকমাশুল ৷৷০ বার আনা।

হিতবাদী (১লা চৈত্র, ১৩৩৫) বলিয়াছেন,—

"* * * প্রভাস বাবু এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া স্বীয় জন্মভূমির একটি গুরুতর অভাব দূর করিয়াছেন এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণকে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি, যাবতীয় বিদ্যালয় ও পুস্তকাগারে এই পুস্তক সমাদরে রক্ষিত হইবে।"

বঙ্গবাসী (২রা পৌষ, ১৩৩৯) বলেন,—

"* * * গ্রন্থকার ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে সারা বাঙ্গলার প্রাচীন, আধুনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক—সকল বিষয়েই আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতির অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হইয়া আবেগময়ী ভাষায় ইতিহাস বিবৃতিতেও যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই গ্রন্থ উপন্যাস অপেক্ষাও সরস ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৩) লিখিয়াছেন,—

"* * * প্রভাস বাবু তাঁহার এই গ্রন্থে মহানাদের ইতিহাস উপলক্ষ করিয়া বাঙলার বহু প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত বংশের এবং দেশের প্রাচীন সামাজিক অবস্থার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই সব বিবরণ

এত চিত্তাকর্ষক যে, পুস্তকখানা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না।"

রক্তকেতু (১৯২৯।২রা নভেম্বর) লিখিয়াছেন,—

"গ্রন্থকার 'মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস'—গ্রন্থে বাঙ্গলার ইতিহাসের অবতারণা করিয়া দেখাইয়াছেন, আমাদের দেশে কল্পিত ইতিহাস প্রচলিত থাকায় সত্য ইতিহাস লেখার পথ ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা বাঙ্গলার ইতিহাস পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইতিহাসের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা উচিত।"

বিশ্বদূত (১৩৩৮।১৬ই জ্যৈষ্ঠ) লিখিয়াছেন,—

"ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস" বাঙ্গলার ইতিহাস রাজ্যে একটি কোহিনুর, "মহানাদ" শুধু ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহানাদ নগরীর ইতিহাস নয়—সমগ্র বাংলার ইতিহাসের মহা নাদ—বাঙ্গলার ইতিহাসের 'তাজমহল'। আজ বাংলার ইতিহাসের অন্ধকার ঘরের রুদ্ধ লৌহদ্বার উন্মুক্ত ক'রে বাংলার লুপ্ত, অপ্রকাশিত ও অন্যান্য অসংখ্য ঐতিহাসিক-তত্ত্ব বিশেষতঃ বাংলার স্বাধীন বাঙ্গালী রাজাদের গৌরবময় রোমাঞ্চ কীর্ত্তি কাহিনী "মহানাদ"ই জগতকে প্রথম দেখাল। বিগত একশ' বছরের ভিতরে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাংলার ইতিহাস বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নি।"

১০।৭।৩২ তারিখের **ষ্টেট্স্‌ম্যান** বলিয়াছেন,—

"* * * The information is authentic and the ground covered is largely new. Future historians should find useful material in this volume."

২৩।১০।৩২ তারিখের **"অমৃতবাজার পত্রিকা"** বলিয়াছেন,—

"* * * A word of praise is due to the author for his herculean labour and researches involved in

exploring the antiquities of an obscure place and bringing them to light. * * * We congratulate the author on his sustained labour in the field of historical research and shall be glad to find those hailing from this place possessed of this well-written volume which, all through reads like a romance. The printing get-up and illustrations have been well executed."

১৩৪১ আষাঢ়ের "হোমিওপ্যাথি পরিচারক" বলেন—

"হোমিওপ্যাথির ব্রহ্মাস্ত্র" পুস্তকখানি অতি কার্য্যোপযোগী হইয়াছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কখন্ কোন্ রোগের কোন্ অবস্থায় কোন্ ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন এবং সেই ঔষধ ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে, পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার তাহা বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তকখানির ভাষা সরল ও মধুর। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

২৫-৩-৩৪ তারিখের "এড্ভান্স" বলেন,—

"**Homœopathir Brahmastra**"—(Panacea through Homœopathy)—By Dr. Pravash Chandra Banerjee.

The author of the treatise is writer of some repute in the field of Bengali literature. His works such as "Go-Jiban" (cow-life) "Santhali-Vasha" (Santhal's language) have earned for him well-deserved praise from critics. His historical work "Bangalir Goopta Itihasha" (Forgotten history of the Bengalis) bespeaks of his scholarship.

At the present moment there are a good number of works on Homœopathic treatment in Bengali language but the book under review has a feature of its own. Therefore both Medical men and laymen will find the book important for their purposes. Diseases are narated with minutest details and particular medicine for particular illness. In a nutshell readers will come across every important subject thoroughly dealt in the book and those who are interested in Homœopathic literature will derive immense benefit from this latest work of Dr. Banerjee.

ফরিদপুরের এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গোস্বামী (৩০।৩।৩৪) লিখিয়াছেন,—

"* * * It is a very usefnll Book for ordinary practitioners as amatures like ourselves. * * *."

ময়মনসিংহ—নেত্রকোণার উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয় (২৬শে এপ্রিল, ১৯৩৪) লিখিয়াছেন,—

"আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়, যত্ন ও প্রতিভা প্রসূত "হোমিওপ্যাথির ব্রহ্মাস্ত্র" পাঠে মুগ্ধ হইয়াছি। আপনার "গো-জীবন" "সাঁওতালী-ভাষা" "মহানাদ" "হোমিওপ্যাথির ব্রহ্মাস্ত্র" পড়িয়া এই বুঝিলাম যে, আপনার অসাধারণ প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, যে দিকে চালাইতে চান, সেইদিকেই তাহার আশ্চর্য্য সুফল দেখা যাইবেই যাইবে। আপনার অসামান্য ধীশক্তি চিন্তা করিলে বিশ্বকবি রবীন্দ্র ঠাকুরের কথাই মনে পড়ে। তিনিও * * * কেবল অধ্যবসায় বলে বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন।"